ঠিক সেই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া লর্ড ক্লাইব মহাসভার সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন যে "চন্দননগর হস্তগত করিবামাত্র তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, সেই পর্য্যন্ত আসিয়াই নিরস্ত হইলে চলিবে না; যখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চন্দননগর অধিকার করা হইল, তখন আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হউক।"* ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার এই সাধুসংকল্পে সকলেই সম্মতিদান করিয়াছিলেন! সুতরাং সিরাজদ্দৌলা যে অঙ্কুরেই ইংরাজের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দশজনে মিলিয়া তাঁহার মতিভ্রম জন্মাইবার জন্য নানারূপ আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে ফরাসিরাই যত অনিষ্টের মূল—তাহাদিগকে রাজধানীতে আশ্রয়দান করিয়াছেন বলিয়াই ইংরাজের সঙ্গে সন্ধিভঙ্গের উপক্রম হইয়াছে!

সিরাজদ্দৌলা কি জন্য সন্ধি করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাহার কিরূপ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন, এবং ফরাসিদিগকেও সিরাজদ্দৌলা কতদূর অবিশ্বাস করিতেন, তাহা তাঁহার লিখিত ২২শে মার্চ্চ দিবসীয় সামরিক লিপিতে প্রকাশিত রহিয়াছে;—সে পত্রখানি এইরূপ:—

"আমি ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়া যে সকল কথা স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছি তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি পাইবেন না। ওয়াটস্ সাহেব যাহা যাহা দাবি করিয়াছেন, তাহা সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি; যৎকিঞ্চিৎ অপরিশোধিত আছে,—তাহাও বর্ত্তমান চান্দ্রমাসের প্রথম পক্ষান্তেই পরিশোধিত হইবে। বোধ হয় ওয়াটস্ সাহেব এ সকল কথা আপনাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত পালন করিতেছি; কিন্তু আপনাদের মতিগতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে, প্রতিজ্ঞাপালন করা দূরে থাকুক, তাহা বিলীন করাই আপনাদের অভিপ্রেত। আপনাদের ফৌজের উৎপাতে হুগলী, ইঙ্গিলী বর্দ্ধমান, এবং নদীয়া প্রদেশ উৎসন্ন হইতেছে;—এ উপদ্রব কেন? বামদেবের পুত্রের দ্বারায় গোবিন্দরাম মিত্র নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, কালীঘাট কলিকাতার জমিদারীভুক্ত বলিয়া দখল পাইবার দাবি করেন। এ কথার অর্থ কি? এ সকল যে আপনার জ্ঞাতসারে ঘটিতেছে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। আপনি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন;—আপনার বিশ্বাসেই আমিও সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। সন্ধি না হইলে, উভয় সেনার তুমুল সংঘর্ষে দেশের সর্ব্বনাশ হইত, প্রকৃতিপুঞ্জ পদদলিত হইত, রাজকর ধ্বংস হইত, রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল হইত; তাহা নিবারণ করিবার জন্যই ত সন্ধি করিয়াছিলাম! আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের অঙ্কুরোদ্ভব হইয়াছে তাহাকে সুদৃঢ় করাই আপনার কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আপনার দ্বিধা না থাকিলে এই সকল উৎপাত নিবারণ করিয়া মিত্রজকে বলিবেন সে যেন ভবিষ্যতে এমন মিথ্যা প্রবঞ্চনাময় অলীক প্রস্তাব উপস্থিত না করে।

"পুনশ্চ। এইমাত্র শুনিলাম যে, ফরাসিরা আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে ফৌজ প্রেরণ করিয়াছে। তাহারা যদি আমার অধিকারে যুদ্ধ বিবাদ উপস্থিত করিতে চাহে, আমাকে লিখিবামাত্র আমি সিপাহী পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে ত্রুটি করিব না;—আপনি লিখিয়ামাত্র আবার সিপাহীসেনা অগ্রসর হইবে।"†

---

* Clive's Evidence before the Committee of the House of Commons, 1772

† Ive's Journal.

ওয়াট্‌সনের পত্রের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার পত্রগুলির তুলনায় সমালোচনা করা আবশ্যক। একজন সুশিক্ষিত পরিণামদর্শী সুচতুর বৃটীশ সেনাপতি, আর একজন অপরিণতবয়স্ক ভারতবর্ষীয় স্বাধীন নরপতি,—একজন ইতিহাসে চিরগৌরবান্বিত, আর একজন স্বদেশে বিদেশে সকলের নিকটেই চিরধিক্কৃত! কিন্তু দুইজনের কথা এবং কার্য্যের বিচার করিয়া দেখ,—কে কিরূপ সমাদর লাভ করিবার যোগ্যপাত্র! সিরাজদ্দৌলা কলঙ্কগ্রস্ত,—কিন্তু কেবল রাজধর্ম্ম পালন করিতে গিয়াই কি তিনি ইংরাজদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন না? ওয়াট্‌সন্ তাঁহাকে যে সকল পাপকার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মত হইলেই কি সিরাজচরিত্র কলঙ্কমুক্ত হইত?

সিরাজদ্দৌলা শান্তিসংস্থাপনের জন্যই ইংরাজদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াও আলিনগরের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহার পাত্রমিত্রগণ ছিদ্রান্বেষী গৃহশত্রু;—সুতরাং পুনরায় ইংরাজদিগের সঙ্গে শান্তিভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। তিনি শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

নবাব দরবারের সুচতুর পাত্রমিত্রগণ বুঝিলেন যে ইহাই উপযুক্ত অবসর। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে ফরাসিদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয়দান করার জন্যই পুনরায় শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে পাটনা প্রদেশে প্রেরণ করা হউক। সিরাজদ্দৌলা এই নিঃস্বার্থ হিতবাক্যের মধ্যে কোনরূপ দুষ্টাভিসন্ধির সন্ধান পাইলেন না; তিনি ফরাসি-সেনানায়ক ল সাহেবকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। ল রাজধানীতে থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি সিরাজদ্দৌলাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "তাঁহার মন্ত্রীদল ও অধিকাংশ সেনানায়কগণ ইংরাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছে, কেবল, ফরাসির ভয়ে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হইতে সাহস পাইতেছে না। এমন সময়ে ফরাসিদিগকে রাজধানী হইতে বিদায় দিলেই সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে!" সিরাজদ্দৌলা এ কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি আশু শান্তিসংস্থাপনের জন্যই ব্যাকুল; সুতরাং বলিলেন যে, "আপনারা ভাগলপুর অঞ্চলেই থাকিবেন, বিদ্রোহের সূচনা বুঝিলেই সংবাদ পাঠাইব।" সেনাপতি ল আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না; কেবল বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে সাশ্রুনয়নে এই মাত্র বলিলেন যে;—"এই শেষ সাক্ষাৎ,—আমাদের মধ্যে আর শুভসম্মিলন হইবে না।"*

* Serajaud Dowla felt the truth of his observation but had not the resolution to detain him; he however promised to send for him, should anything occur, but Mr. Law prophetically said, "I know we shall never meet again."—Stewart's History of Bengal.

# খুকী।

( ১ )

"ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদাদা, একটি রূপকথা বল" বলিতে বলিতে বাম কক্ষে একখানি কাপড় লইয়া একটি বালিকা আসিয়া এক বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিল ও অবিলম্বে তাঁহার অঙ্কোপরি আপন কোমল সুঠাম শরীরখানি ঢালিয়া দিয়া দক্ষিণ হস্তের কোমল চম্পকদাম তুল্য অঙ্গুলিগুলি দ্বারা "সজোরে তাঁহার গোঁফ টানিতে লাগিল। বৃদ্ধ টানের জ্বালায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, ছাড়্ ছাড়্, আমার গোঁফ ছাড়্ নইলে গল্প বল্‌বো না।"

বালিকা তবুও ছাড়ে না—সে আরও জোরে টানিতে লাগিল দেখিয়া বৃদ্ধ অগত্যা বলিতে লাগিলেন "এক যে ছিল খুকী তার ছিল এক কাল—"

তখন বালিকা গোঁফ ছাড়িয়া "নানা, তার ছিল এক লাল টুক জামাই" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও ক্ষিপ্রহস্তে কাপড়খানি পরিয়া আবার তাঁহার অঙ্কোপরি হেলিয়া পড়িল।

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন "তার ছিল এক কাল জামাই।" বালিকা তখনই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাঁহার মাথার কাঁচায় পাকায় সকল চুল ছিঁড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ এবারও বড় অস্থির হইয়া বালিকাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বালিকা "নাছোড়বন্দা"—সে তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না; কেবল প্রাণপণে টানিতে লাগিল। তখন বৃদ্ধ বলিলেন, শীঘ্র ছাড়্—আমি বর্ল্লি। এই বলিয়া, বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন "তার ছিল এক লাল টুক জামাই।"

এবার বালিকা চুল ছাড়িয়া গম্ভীরভাবে উৎফুল্লচিত্তে শুনিতে লাগিল—"তার ছিল এক লাল টুক জামাই, তার নাকটি ছিল কুন্দে কাটা, দাঁতগুলি ছিল দুধের মত ধলা, শরীর ছিল নাহুস্ নুহুস্ দেখ্‌তে যেন ঠিক জামাইটী, কোকিলের স্বরে কথা কইত, সকলই তার ভাল ছিল কিন্তু তার পায়ে ছিল—"

ঠাকুরদাদার গল্প বালিকার অবিদিত ছিল না, সে পুনরায় বলিল "না না, তার পায়ে কিছু ছিল না।" ঠাকুরদাদা আবার বলিলেন "তার পায়ে ছিল গোদ।" বালিকার মুখ বিমর্ষ হইল। সে আবার বলিল, "না, তার পায়ে কিছু ছিল না।" বৃদ্ধ আবারও বলিলেন "তার পায়ে ছিল গোদ।" এবার বালিকা ভারি রাগিয়া উঠিল ও বৃদ্ধের চুল ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল, মাথা ঝাঁকিতে লাগিল, শেষে কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ পরাজিত হইয়া তাহাকে কোলে লইয়া বলিলেন "তার পায়ে ছিল আল্‌তা।" কিন্তু বালিকা সে কথায় কর্ণপাতও করিল না—সে কাঁদিয়াই আকুল। বৃদ্ধ কোন মতেই তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেক কাঁদাকাটির পর বালিকা একটি লাল টুক জামাই, আর দশখানা অলঙ্কার চাহিয়া বসিল।

বৃদ্ধের ধনের অভাব ছিল না। অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও আজ তিনি কুটীরবাসী ভিক্ষুক অপেক্ষাও কাঙ্গাল। তাঁহার একমাত্র পুত্র ৫ম বর্ষীয়া এক কন্যা রাখিয়া ও বিংশতি বর্ষীয়া যুবতী ভার্য্যাকে চিরবৈধব্যসাগরে ভাসাইয়া দিয়া ২৫ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই পিতৃ-পরিজনদিগকে কাঁদাইয়া পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর হইতেই তাহার একমাত্র চিহ্ন এই ক্ষুদ্র বালিকা বৃদ্ধের অবলম্বন ও সান্ত্বনার স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। বালিকা অধিক আদর পাইয়া অভিমান করিতে শিখিল। বৃদ্ধেরও তাহাই ভাল লাগিত। সুতরাং যখনই বৃদ্ধ বালিকার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেন তখনই সে অভিমানে কাঁদিয়া ভাসাইত। শৈশব কাল হইতেই বালিকার "বাবা" বলিয়া কাঁদিবার অভ্যাস হইয়াছিল। বৃদ্ধ বালিকার সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিলেই পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িতেন। এই জন্য বালিকার যে কোন আবদার তিনি রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। এবারও বৃদ্ধ তাহার আবদার রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাহার জন্য প্রস্তুত করা কতকগুলি অলঙ্কার আনিয়া আপন হাতে তাহাকে সাজাইয়া দিলেন। বালিকা অলঙ্কার পরিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল 'জামাই'? বৃদ্ধ বলিলেন "কাল দিব।" তখন বালিকা আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মা, মা, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। বৃদ্ধ অনিমেষ লোচনে তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

( ২ )

সেই দিন বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিলেন একটী সর্ব্বগুণান্বিত সুরূপ জামাতা আনিতেই হইবে। অনুষ্ঠানও তদনুরূপ হইতে লাগিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার পসন্দসই "লালটুক্ জামাই" মিলিল না।

ক্রমে খুকীর বয়ঃক্রম ১২।১৩ বৎসর হইল দেখিয়া বৃদ্ধ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যে লালটুক জামাইয়ের জন্য একদিন তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল, এখন সেই লাল-টুক্ জামাইয়ের কথা বলিলে বালিকা লজ্জায় জড়সড় হইয়া, অবনত মস্তকে অন্যত্র চলিয়া যায়। ঠাকুরদাদা ভাবিতেন হায়! আবার কেন পোড়ামুখী খুকী "লালটুক জামাই" চাহিয়া আমার চুল গোঁপ ধরিয়া টানে না? আবার কেন সে তেমন করিয়া কাঁদিয়া ভাসায় না? হরি! হরি! হরি! আর কি তেমন দিন হইবে? এ সংসারে যেমন দিন যায় তেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না কেন? সে দিনও নাই সে খুকীও নাই।

খুকী ত এখন আর সে খুকী নাই কিন্তু তাহার সেই আবদার কি রক্ষা হইবে না? বৃদ্ধ একদিন মনে মনে এই কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাহার এক পিসেমশায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ এবার তাঁহাকে সেই লালটুক জামাইয়ের অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। ১০।১২ দিন চলিয়া গেলে একদিন পিসেমশায় হাসিতে হাসিতে আসিয়া বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কার্য্যসিদ্ধ হইয়াছে,

এবং তজ্জন্য অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসাইলেন। পিসে-মহাশয় মৃদু মধুর হাসিয়া লম্বা চৌড়া এক ভূমিকা করতঃ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ধীরে ধীরে একখানী ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া বলিলেন "এই নাও তোমার জামাই।" কিন্তু দরটি বড় কড়া। তিনটা (অর্থাৎ এণ্ট্রেন্স, এলে, বিএ এই তিন পরীক্ষা) পাশ করা ছেলে; আর কি চাও? বয়স চেহারায় দেখ—২০।২২ বৎসরের বেশী নয়। বৃদ্ধ ছবিখানি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তখনই উঠিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রথম নম্বরেই "খুকীর তলপ। খুকীও অবিলম্বে হাজির হইয়া দণ্ডবৎ করিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন খুকী ছবি নিবি? এই ধর" বলিতে বলিতে খুকী হাত বাড়াইয়া ছবি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কার ছবি ঠাকুরদাদা?" বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কিছু কহিলেন না। বালিকা ইতিমধ্যে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। পরে বৃদ্ধ বলিলেন "কেমন খুকী, দেখতে কেমন? লালটুক জামাইয়ের মতন দেখায় কি?" তখন বালিকা আর একবার ছবিখানির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধের গায়ে ছুড়িয়া মারিল ও কোন কথা না কহিয়া দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ঠাকুরদাদার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। তিনি অপর সকলকে ডাকিয়া ছবিখানি দেখাইলেন। সকলেরই মনোমত হইল। এমন সময় পিসেমশায়ও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে হুকুম দিলেন "দিন ঠিক কর, যাহা চাহিয়াছে তাহাই দিব, তোমারও কিছু বকশিস্ মিলিবে।" এই বলিয়া তখনই তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন। ছবিখানি প্রকারান্তরে খুকীরই সম্পত্তি হইল। বালিকা অবসর সময় চোরের মত তাহা এক একবার দেখিয়া লয় ও মনে মনে ঠাকুরদাদাকে কতই আশীর্ব্বাদ করে!

( ৩ )

আজ খুকীর বিবাহ। ভোর না হইতেই গুরুগম্ভীর স্বরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। শানাইয়ের ভোঁ ভোঁ, কাশীর টুং টাং বাজনার সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রুতিবিনোদন শব্দ গগনময় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। চারিদিকেই লোকজনের কোলাহল। কোন স্থান বা বালকের ক্রন্দনধ্বনিতে, কোনস্থান বা তাহাদিগের হাস্যধ্বনিতে পরিপূরিত। কোথাও বা ২।৪ জনে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিতেছে, কোথাও বা ৪।৫ জনে মিলিয়া একটা খেলার আয়োজন করিতেছে। সর্ব্বত্রই এক আনন্দের স্রোত প্রবহমান! চারিদিকে মিঠাইওয়ালারা অবিশ্রান্ত লুচি মণ্ডা প্রস্তুত করিতেছে আর শত শত লোক তাহা মুহূর্ত্তে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে। কাহারও খাইতে নিষেধ নাই। গরীব দুঃখী সকলেই আজ তথায় নিমন্ত্রিত। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আজ ঠাকুরদাদার বাড়ী উপস্থিত হইয়াছে।

এদিকে বালিকার মাতা সকলকে ভাবী জামাতার ছবিখানি দেখাইয়া চিত্তবিনোদন করিতেছেন। ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সকলেই সেই লালটুক জামাই দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল, মেয়েদের মধ্যে বড়ই একটা আমোদের রোল পড়িয়াছে। যাহারা ছবিখানি দেখিয়াছে, তাহারা একবাক্যে বলিতেছে 'দেখিলেই চিনিব'। কেহ বা বলিতেছে "তোদের

ত বড়ই ক্ষমতা, জামাই দেখিলেই চিনিতে পারিবি!" যাহারা ছবি দেখে নাই তাহারাও একবার চাহিয়া দেখিতেছে। সমবয়স্কা বিবাহিতা মেয়েরা খুকীকে দেখিলেই একটু মৃদুমন্দ হাসিতেছে—খুকীও সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিতেছে।

সন্ধ্যা হইল। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। আলোকমালায় বাড়ী সুসজ্জিত হইল। এমন আলো হইয়াছে যে, সরিষাটী পর্য্যন্ত মাটিতে পড়িলে তাহা পরিষ্কার দেখা যায়। এমন সময় পিসেমশায় আসিয়া খবর দিলেন জামাই আসিয়াছে, এখন আনিতে হয়। অমনি জামাই আনার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। দলে দলে বাদ্যকর সাজিল, দলে দলে লোক মশাল ও আলোকমালা লইয়া ধাবমান হইল, দলে দলে বালকবৃন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল। চারিদিক হইতেই লোক ছুটিয়া জামাই আনিতে চলিল। যাহারা বাড়ীতে রহিল তাহারা উন্মুখ হইয়া জামাইয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

( ৪ )

বিবাহের সময় উপস্থিত। এ দিকে জামাতা লইয়া পাল্কী আসিয়া পৌছিল। শত শত বাদ্যকর যুগপৎ বাদ্যোদ্যম করিয়া উঠিল। শত শত রমণীকণ্ঠে হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। কানে আর কিছুই শুনা যায় না—কেবলই বাদ্যধ্বনি, কেবলই হুলুধ্বনি! কথা ছিল পিসেমশায় সেই পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন কিন্তু তাঁহাকে সেখানে দেখা গেল না। ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন অনুমান করিয়া, তাঁহার জন্য আর অপেক্ষা করা হইল না। পাল্কীর কবাট খুলিয়া জামাই নিয়া একেবারে বিবাহের স্থানে দাঁড় করান হইল। জামাই দেখিয়া বৃদ্ধের মুখ শুকাইল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। একবার চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, আবার দেখিলেন আবার চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন, আবার দেখিলেন কিন্তু হায়! একি হইল! এই কি সেই "লালটুক জামাই?" বৃদ্ধ বিকৃতস্বরে ডাকিলেন "পিসেমশায়" কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না। অগণিত লোকসংখ্যা জামাই দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বাদ্য থামিয়া গিয়াছে, হুলুধ্বনি অর্দ্ধোচ্চারিত হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র লইয়া হাঁ করিয়া দণ্ডায়মান। অপর সকলেই নীরব নিস্পন্দ, নিশ্বাসের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় না। বৃদ্ধের বিকৃতস্বর আরও বিকৃত হইল। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "হতভাগা। কি করিলি, এর চেয়ে আমার খুকী বিধবা হওয়াও ভাল ছিল।" এই অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া বৃদ্ধ যাইয়া বিছানা লইলেন। স্ত্রীমহলে একটা বিষম বিষাদের ভাব দেখা দিল। খুকীর মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বালিকাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল।

( ৫ )

বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। খুকীর বিবাহ হইয়া গেল। সেই ঠাকুরদাদার গল্পের সেই জামাই। সেই "এক যে ছিল খুকী, তার ছিল এক কাল জামাই, তার পায়ে ছিল গোদ," দেখিতে নিতান্ত কুৎসিত। বুঝি পৃথিবীর সমস্ত কুৎসিত জীবজন্তুর কুৎসিত উপাদান দিয়া বিধাতা খুকীর জন্য এই জামাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধের সেই রাত্রেই জ্বর হইয়া চেতনা লুপ্ত হইল, কিন্তু কেহই সে রাত্রে তাঁহার খবর লইল না, কিম্বা তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিল না। প্রাতঃকালে সেই অচেতন অবস্থায় বৃদ্ধ একবার খুকীকে ডাকিলেন কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। কিছুকাল পরে খুকী তাঁহার নিকট গিয়া দেখে যে তাঁহার চেতনা নাই, কেবল প্রলাপ বকিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে খুকী যাইয়া সকলকে সংবাদ দিল। তখন ব্যস্ত হইয়া সকলেই আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। বৃদ্ধ সেই "এক যে ছিল খুকী তার ছিল এক কাল জামাই, তার পায়ে ছিল গোদ" এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। খুকী তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইল। শেষে মা ও মেয়ে ও অন্যান্য সকলে একত্র হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। "তার ছিল এক লাল টুক্ জামাই। না না সব ফাঁকি! হতভাগা আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরোধ হইল। অবস্থা আরও খারাপ হইল;—কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে ধরাধরি করিয়া বৃদ্ধকে বাহিরে নিল।

এদিকে সেই বিবাহ রাত্রেই জামাতা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু কেহই তাহা জানিল না। নব-বিবাহিতা বালিকাও তাহা জানিল না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। জামাতার অবস্থাও শোচনীয় হইতে লাগিল। বিবাহ-রাত্রে সকলেই মনোকষ্টে যে যেখানে পারিল সেই খানেই পড়িয়া ছিল। বেলা হইল তবুও কেহ নড়িল না। যখন সকলে জাগিল তখন বৃদ্ধের অবস্থা মন্দ। বাড়ীর সকলেই সেইদিকে দৌড়িল। জামাতার অবস্থা কেহ বুঝিল না; লক্ষ্যও করিল না। যখন বৃদ্ধকে সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া বাহির করিল, তখন জামাতারও সময় উপস্থিত হইয়াছিল। জামাতার ভৃত্য তাহার নিকট যাইয়া তাহার অবস্থা সকলকে জানাইল। সকলে মিলিয়া তাহাকেও বাহির করিল। এক সঙ্গে উভয়েরই প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

খুকীর কপাল ভাঙ্গিল। সেই রক্তাম্বরপরিধানা সেই নববিবাহিতা বালিকা, সেই বৃদ্ধের এক মাত্র সুখশান্তি, সেই আঁধার ঘরের উজ্জ্বল মাণিক, সেই কত যতনের ধন খুকীর অদৃষ্টে চির-অন্ধকার পুরীর দ্বার উন্মুক্ত হইল। হতভাগিনী ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাহার মাতার স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে ঘরে লইয়া গেল। সব ফুরাইল!

---

# এটোয়া নগরী।

বসন্তের প্রারম্ভে, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে, যমুনাতটে দাঁড়াইয়া, সায়াহ্ন-সমীরণ সেবন করিতে করিতে যিনি এটোয়া নগরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, মানব জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা এবং সংসারের নিত্য নশ্বরতা, তাঁহার সহজেই উপলব্ধি হয়। এই প্রাচীনা, প্রসিদ্ধা, মনোমোহিনী নগরীর যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, সেই দিকেই বৈরাগ্যের তীব্রভাবের গম্ভীর উচ্ছ্বাস

দেখিতে পাইবে। একবার এই অসংখ্যাসংখ্য ভগ্ন স্তূপরাশির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অনন্তকে ভাবিয়া দেখ, বহির্জগৎ ভুলিয়া তুমি অন্তর্জগতে মিলিয়া যাইবে। ভগ্ন রাজপ্রাসাদের শিখর দেশে দাঁড়াইয়া একবার চন্দ্রালোকে এই প্রাচীনা নগরীর ভগ্নস্তূপের দিকে তাকাইয়া ছিলাম, তাকাইতে তাকাইতে এতদূর আত্ম-বিস্মৃত হইয়া গেলাম, বুঝিলাম না, আমি জীবন্ত সংসারে কি মৃতের শান্তিময় শ্মশানে!!

মহানগরী এটোয়ার এক দিকে শ্যামসলিলা যমুনা, এক দিকে বিস্তৃত নিবিড় অরণ্য, এক দিকে সুবিশাল ময়দান এবং আর এক দিকে অতি প্রাচীন ও প্রশস্ত মহা শ্মশান। এই মহা শ্মশানভূমি প্রায় তিন সহস্র বৎসরের প্রাচীন। এই সুবিশাল ভূমি, হিন্দু-রাজত্বের অধঃপতন এবং মুসলমান শাসনের পরিণাম দেখিয়াছে। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজ হইতে পথের কাঙ্গালী পর্য্যন্ত, কত অনন্ত লক্ষ মানবদেহ এখানে ভস্মীভূত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? এ মহা ভয়ানক ভূমিতে দিবালোকেও যাইতে লোকে ভয় করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহা প্রেতযোনির লীলাক্ষেত্র। এই শ্মশান সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে, তাহা শুনিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই মহাক্ষেত্রের যে দিকেই দেখ, সেই দিকেই মহাবীভৎস রসের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইবে। শিবার চীৎকার, সারমেয় শাবকের দন্ত কুচ্ছণ, বৃদ্ধা মার্জ্জারীর ভয়োৎপাদনকারী মুখব্যাদান, শকুনির শন্ শন্ শব্দ—প্রভৃতিতে স্থানটি যেন আতঙ্কের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও অভস্মীভূত মৃতদেহের মস্তক লইয়া শিবাকুল মহাহবে উন্মত্ত, কোথাও শোণিত কর্ত্তৃক মৃত্তিকা লোহিত বর্ণে রঞ্জিত, কোথাও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডে স্থলবিশেষ শুভ্রতায় পরিপূর্ণ, কোথাও বা নরমাংসলোলুপ পশুপক্ষিগণের মৃতদেহের দুর্গন্ধে এমন এক প্রাণহারী বাষ্পের উৎপাদন হইয়াছে যে, কাহার সাধ্য তথায় ক্ষণেকের জন্যও দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রাচীন, প্রশান্ত ও প্রসিদ্ধ মহাশ্মশান ক্ষেত্রকে দেখিয়া লয়। ইহার যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর, রাক্ষসীভাব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। মাংসের পূতিগন্ধ, শোণিতে দুর্গন্ধময় বাষ্প, অস্থিরাশির বিকৃতভাব, মৃতদেহপুঞ্জের দুর্গন্ধ এবং ভস্ম, জলকলস, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ, পুরাতন, প্রচ্ছিন্ন, মলিন বস্ত্রাদি প্রভৃতিতে স্থানটী যেন এক ক্ষুদ্র নূতন সংসার সৃজন করিয়া রাখিয়াছে। এই নব সংসারে তুমি আমি এক দিনের পথিক; এই নূতন সংসার-ক্ষেত্রে একদিন তোমার ও আমার বিপুলবপু ভস্মীভূত হইয়া অপরের পদতলে দলিত হইবে। এই মহা বীভৎস রসের মধ্যেও যে গভীর উপদেশ পাওয়া যায়, এই ভয়াবহ দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ অপবিত্র স্থানেও যে মহা জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা পাওয়া যায়, এ শিক্ষা বোধ করি বহু শাস্ত্রে হয় না। অনেকের গুরুমন্ত্রেও বোধ করি এ শিক্ষালাভ হওয়া দুষ্কর।

এটোয়ার প্রাচীন ভগ্ন স্তূপরাশির মধ্যে, "অটবী"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, বিপুল এবং দর্শনযোগ্য। এই অটবীভূমিতে আসিলে, অহঙ্কারীর গর্ব্ব খর্ব্ব হয়, যৌবনমদে মত্ত যুবার যৌবনে ঘৃণা হয়, মহাজ্ঞানীর জ্ঞানরাশিকে তৃণের ন্যায় সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং

সংসারাসক্ত মহাভোগী মানব, "যোগী" জীবনকেই সুখময় জীবন বলিয়া বিবেচনা করে। এই অটবী ভূমিতে প্রাচীন হিন্দুরাজাদিগের "দরবার" হইত; পশ্চিমোত্তর প্রদেশের—কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, ভরতপুর, আগ্রা, দিল্লী, কণোজ, অযোধ্যা—প্রভৃতি স্থানের মহা মহা পণ্ডিতেরা এই স্থলে সমবেত হইতেন এবং মহা যোগীন্দ্রপুরুষগণ একত্রিত হইয়া শাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞানের বিচার করিতেন। সাধুদিগের ইহা আশ্রয়ভূমি ছিল। এই অটবীতে আজি পর্য্যন্ত বৃহদাকার গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল গুহায় অবস্থান করিয়া তৎকালের তপঃপ্রভাবশালী হিন্দু মনীষীগণ যোগক্রিয়া করিতেন এবং ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতেন। রাজা ইহাঁদের রক্ষক ও পোষক ছিলেন। এখন এই গুহাবলীতে বিপুলবপু আরণ্য সর্প, শিবা, এবং সময়ে সময়ে ভল্লুক পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে।

এটোয়া অতি প্রাচীনা, প্রসিদ্ধা এবং মনোমোহিনী নগরী। উৎকৃষ্ট জলবায়ুর জন্য ইহা ভারতে বিখ্যাত। নানা দেশ দেশান্তর হইতে, বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য, এখানে লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন নীলের জন্যও ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কয়েক জাতীয় মনোহর বিহঙ্গের জন্য, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ইহার বড়ই সম্মান; এই সকল বিহঙ্গ ধৃত হইয়া বিলাতে ও মার্কিণে প্রেরিত হইয়া থাকে। তথায় ইহাদের পুচ্ছ, চর্ম্ম এবং মাথার ফুল বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। এটোয়ায় অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ময়ূর দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র সহরটি ময়ূরে পরিপূর্ণ, এমন বৃহৎ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ময়ূর অন্যত্র দুর্লভ। এটোয়ার জল অতিশয় নির্ম্মল এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। ৭০ হইতে ১২৫ ফিট পর্য্যন্ত গভীর কূপ হইতে জল উঠাইয়া লইতে হয়, এই জল পান করিলে "পাথর হজম করাইয়া দেয়।" এখানকার যমুনার জল বিশেষ প্রশংসার যোগ্য নহে। লোকে কূপের জলই ব্যবহার করে, যমুনার জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয় না। এটোয়ার প্রাচীন বিভব কিছুই নাই। সহরটি স্তূপরাশিতে পরিপূর্ণ। নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত প্রাচীন ইতিবৃত্ত দেওয়া যাইতেছে। এটোয়ার প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা নিতান্ত দুষ্কর, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। যাঁহারা কেবল চারিসহস্র বৎসর, সংসারের উৎপত্তি বা সৃজনকাল বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের প্রত্নতত্ত্বানুসারে এটোয়ার ইতিবৃত্তের একটা কাল নির্ণয় হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা সে মতের পক্ষপাতী বা পোষক নহি। তবে একথা সহজে বলা যায়, ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভাবের পূর্ব্বেও ইটোয়া ধন ধান্যে পূর্ণা ছিল; সুপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বেও এই মহানগরী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির দিকে অগ্রসরা হইতেছিল। দ্বাপর যুগেও এটোয়ার প্রতাপের সমাচার, ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল। যাঁহারা খৃষ্টের জন্মের ৫০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে দ্বাপর যুগের কাল নির্ণয় করেন, তাঁহাদের দ্বাপরযুগের কথা আমরা বলিতেছি না; এই দ্বাপরযুগ হিন্দুশাস্ত্রকার নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানসিদ্ধ তৃতীয় যুগ।

এটোয়া হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক হারিস্ সাহেব এটোয়ার একসংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমরা তাহা দেখি নাই; বোধ করি তাহা প্রকাশিতও হয়

নাই। কন্‌গ্রেশ-নেতা মান্যবর এ, ও, হিউম সাহেব, প্রায় ৩৬ বৎসর কাল এটোয়ার মাজিষ্ট্রেটি ও কালেক্‌টরী করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায় তিনিও এই নগরীর একখানি ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এটোয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত লালা শিবনারায়ণের মন্ত্রগুরু, পারস্যভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তিনি জীবনের শেষ ভাগে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া, যমুনাতটে, এটোয়ায় অতিবাহিত করেন। তাঁহারই অতি কষ্টে ও অতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে সংগৃহীত একখানি পুরাতন পারস্য কাগজ হইতে এটোয়ার অতি প্রাচীন কয়েকজন হিন্দুরাজার নাম দিতেছি।

| রাজার নাম। | রাজত্বকাল। | রাজার নাম। | রাজত্বকাল। |
|---|---|---|---|
| মহাধর্ম্ম। | ১৫ বৎসর | বিভব। | ৯ মাস |
| রঙ্গরাজ। | ২১ ঐ | ভলো। ( অক্ষর উত্তমরূপে পড়া যায় নাই ) | ৭ বৎসর |
| শ্রীমুন। | ১৭ ঐ | ত্রিদিব। | ৪০ ঐ |
| মহাদ্যুতি। | ২৯ ঐ | বিভাবসু। | ৬৫ ঐ |
| গতি শ্রী। | ৩৫ ঐ | চর্ম্মণ্য। | ২৪ ঐ |
| শ্রীপতি। | ১৮ ঐ | | |

সন্ন্যাসীর মতে, দ্বাপর যুগের প্রথমে "অথবা" নামক রাজা ইটোয়া স্থাপন করেন। এবং তাঁহারই নামানুসারে এটোয়া নাম হইয়াছে।

এটোয়া সহর দুই অংশে বিভক্ত, একের নাম "নওয়া সহর" অপরের নাম "পুরাণা সহর"। নওয়া সহর ইংরাজেরা বসাইয়াছেন। পুরাণা সহর প্রকৃত এটোয়া, ইহা যমুনাতটে। উভয় সহরই সংযুক্ত; রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে এক দ্বিতীয় শ্রেণীর জিলা; কমিশনর আগ্রায় থাকেন।

অযোধ্যা হইতে ব্রজধাম পর্য্যন্ত একটি ভৌগলিক রেখা টানিলে ইটোয়াকে কেন্দ্রস্থলে দেখা যায়। হিন্দুরাজারা এই কেন্দ্রস্থলে বসিয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশ শাসন করিতেন। এক দিকে বিশাল অযোধ্যা; রঘুবংশের বংশধরগণ হীনপ্রভঃ হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন, দ্বাপরে তাঁহাদের কয়েকজন ইটোয়ায় আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। অন্য দিকে ব্রজধাম; শ্রীকৃষ্ণ স্থাপিত প্রভুত্ব ও ধর্ম্ম হীনপ্রভঃ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু এটোয়ার রাজারা তাঁহার পুনরুদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা করেন।

পুরাণা সহরে অতি প্রাচীন, সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় এক মৃণ্ময় দুর্গ আছে; ইহা পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ। ইহার উপরেই প্রাচীন এটোয়া স্থাপিত ছিল এবং ইহার উপরেই রাজধানী ছিল। কত সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এই দুর্গের স্থানে স্থানে গাঁথুনি এখনও সুন্দররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক দিনে সমগ্র দুর্গটি পরিদর্শন করিয়া উঠা দুষ্কর। দুর্গের কোনও স্থানে সুড়ঙ্গ, কোথাও ভগ্ন প্রাচীর, কোথাও গভীর গুহা, কোথাও জঙ্গল, কোথাও ভগ্ন প্রাসাদ, কোথাও ইষ্টকের স্তূপরাশি, কোথাও বা বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ।

দুর্গের দুই অংশ কাটিয়া দিয়া, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দূর হইতে এই রাজবর্ত্মকে হলদীঘাটের ন্যায় বোধ হয়। দুর্গের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, তথায় রাজসভার গৃহ এখনও ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান, ইহার পার্শ্বে মানমন্দির এখনও দেখা যায়। এই মানমন্দির বারাণসীর মানমন্দিরের ন্যায়, জ্যোতিষ বিদ্যা সম্বন্ধীয় যন্ত্রে পরিপূর্ণ। দুই একটি প্রস্তরময় যন্ত্র এখনও বর্ত্তমান। দুই এক স্থান খনন করিতে করিতে প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া গিয়াছে। লোকের বিশ্বাস দুর্গের নানা স্থানে প্রোথিত অর্থ আছে। কেল্লার অনেক স্থানে নানা প্রকার লতা, মূল এবং ফলফুলের গাছ দেখা যায়, যাহা অন্যত্রে দুর্ল্লভ। চিকিৎসকেরা বলেন এই সকল লতা ও মূল, মহৌষধির উপকরণ।

একটি প্রাচীন গৃহে প্রায় তিনশত প্রকারের চিত্র ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। আর একটি গৃহ, ইষ্টক, প্রস্তর, কাষ্ঠ এবং লৌহ এই চারি প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত। ইহাও এক্ষণে জীর্ণাবস্থায় বর্ত্তমান। দুইটি গৃহ সম্পূর্ণাকারে এখনও দেখা যায়। একটি উপাসনালয়, অপরটি ক্রীড়াগৃহ। দ্বিতীয় গৃহে রাজা ও রাণীগণ বসিয়া ক্রীড়া করিতেন। সমগ্র দুর্গের দৈর্ঘ্য বা বিস্তার ঠিক বুঝা যায় না; পরিধি দুই ক্রোশের কম হইবে না। এই দুর্গ দেখিলে বোধ হয়, সংসারে সকলই চঞ্চল। এমন বিভবশালী রাজবংশের এখন নাম নিশান পর্য্যন্ত নাই। যে দিকে চাও, সেই দিকেই ভগ্নস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। এখন কোথায় সে বিভব, কোথায় সে বিক্রম? সংসারে সকলই চঞ্চল, সকলই নশ্বর।

ইটোয়ার ভগ্নরাশি মহাজ্ঞানের আকর, মহাবৈরাগ্যের প্রসূতি। এখানে আসিলে হৃদয়ে শান্তি হয়, সংসারের চঞ্চলতা সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত হইতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই মহাস্তূপের উপরে দাঁড়াইলে বুদ্ধিমান সহজেই বুঝিতে পারেন।

"নলিনী দলগত জলবৎতরলং
তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলং।"

---

# প্রবাদ প্রসঙ্গ।

কয়েক মাস পূর্ব্বে ভারতীর কোন লেখক বঙ্গীয় প্রবাদসমূহের মূল নিষ্কাসনে বদ্ধপরিকর হইয়া ভারতীতে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কয়েকটি প্রবাদের উৎপত্তির কারণ অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছিল, কিন্তু বিষয়টি এমন গুরুতর যে একজনের চেষ্টায় ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজীতে প্রবাদের উৎপত্তি বিষয়ক Dictionary of phrases and fables প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক আছে, বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব; আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি সংস্কৃত প্রবাদের উৎপত্তি বিষয়ক গল্প পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

**দশচক্রে ভগবান ভূত।** এক রাজার ভগবান নামে এক উৎকট প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন, তিনি চাণক্যের দ্বিতীয় অবতার বিশেষ, রাজাকে মুঠার মধ্যে রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এবং রাজাও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। এদিকে তাঁহার মন্ত্রীত্বে রাজ-বাড়ীতে কাহারো অভীষ্ট পূর্ণ হইবার আশা ছিল না, কিন্তু রাজার কাছে মন্ত্রীর নামে অভি-যোগ করিতে কাহারো সাহসে কুলাইত না। অবশেষে মন্ত্রীর একাধিপত্যে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করিল। একদিন সকালে মন্ত্রী রাজসভায় যাইবেন, দ্বার-বান দুই হস্তে দ্বার রোধ করিয়া বলিল "হুকুম নাহি"। মন্ত্রী বিশেষ চেষ্টা করিয়াও রাজার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে রাজা মন্ত্রীর অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন ভগবানের মৃত্যু হইয়াছে, সে ভূত হইয়া পাড়ায় বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; সকল লোকের মুখেই এই এক কথা, রাজা এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিলেন না।

একদিন সকালে রাজা গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন, ভগবান তাহা জানিতে পারিলেন, কিন্তু রুষ্ট নাগরিকবর্গ কর্তৃক অপদস্থ হইবার ভয়ে পথে রাজার সঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, চুপে চুপে একটা গাছে চড়িয়া বসিয়া থাকিলেন, রাজাকে সেই গাছতলা দিয়া যাইতে দেখিয়া ভগবান গাছের উপর হইতে ডাকিলেন "মহারাজ!"—রাজা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন 'কে, মন্ত্রী? যতদিন বাঁচিয়া ছিলে, আমাকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছ, ভূত হইয়াও কি এখন আমার স্কন্ধে ভর করিতে চাও?"—মন্ত্রী গাছের উপর হইতে উত্তর করিলেন :—

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যঃ
ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ
অতো চক্রস্য মহত্বাৎ
ভগবান ভূততাং গতঃ।"

**গৌরাঙ্গ কাঠ।** একজন ভদ্রলোক জনৈক রসিক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, গৌরাঙ্গ (বিষ্ণু) কাঠে পরিণত হইলেন কেন?"—বোধ করি পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেবের কথা ভাবিয়াই তিনি এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ একটু হাসিয়া নাসারন্ধ্রে খানিকটে নস্য প্রবেশ করাইয়া বলিলেন :—

"একাভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা—
চঞ্চলাচ দ্বিতীয়া,
পুত্রোপ্যেক ত্রিভুবনজয়ী-
র্মন্মথো দুর্নিবারঃ
শেষং শয্যা শয়নমুদধিঃ
বাহনং পন্ন গারি
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং
দারু ভূতো মুরারি

"—এক স্ত্রী (সরস্বতী) দারুণ মুখরা, বাক্যস্রোত এক দণ্ড বন্ধ থাকে না, দ্বিতীয়া (লক্ষ্মী) চিরচঞ্চলা—এক স্থানে স্থির থাকা তাঁহার অভ্যাস নাই, মন্মথ নামক ত্রিভুবনজয়ী পুত্রটি অতি দুরন্ত, তাহাকে শাসন করা কঠিন, বিছানাটি অপূর্ব্ব, শেষ সর্পের দেহ, তা শয়ন আবার সমুদ্রের উপর, বাহনটি সর্প ভক্ষণ করেন, গৃহস্থালীর এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে গৌরাঙ্গ কাঠ হইয়া গিয়াছেন।" কোন বিপদে পড়িয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে আমরা বলি "গৌরাঙ্গ কাঠ হয়েছে।"

অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি। এক ব্রাহ্মণ কাকচরিত্র বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যাহারা কাকচরিত্র জানে, ললাটের হাড়ের উপর যে লেখা থাকে তাহারা তাহা পড়িতে পারে; সেই কাকচরিত্রবিৎ ব্রাহ্মণ একদিন সকাল বেলা এক শ্মশানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন একটা মড়ার মাথা পথের ধারে পড়িয়া আছে। কাকচরিত্র ভাষায় জ্ঞান থাকাতে তিনি পড়িলেন, সেই মড়ার মাথার উপর হিজিবিজি অক্ষরে লিখিত আছে ঃ—

"ভোজনং যত্র তত্রৈব
শয়নং হট্ট মন্দিরে,
মরণং গোমতী তীরে
অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি।"

ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন "এ লোকটার অদৃষ্ট বড় জোরের বটে, বিধাতা ইহার কপালে কম সুখ লেখেন নাই। আহারটি যেখানে সেখানে হইত, হাটের মধ্যে একটা কুঁড়েতে শয়ন, তাহার পর গোমতী তীরে মৃত্যু—তাহাও ত হইয়াছে দেখিতেছি, এখন 'অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি, ইহার পর কি হইবে, ইহাই সমস্যা। মৃত্যুর পর আবার কি হইবে তাহাতো ভাবিয়া পাই না, যাহা হউক মুণ্ডুটা তুলিয়া লওয়া যাক, পরে কি হয় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।"

এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ মুণ্ডুটা তুলিয়া গামছায় বাঁধিলেন এবং একটা নূতন হাঁড়ির মধ্যে তাহা পুরিয়া বাড়ী লইয়া আসিলেন, অনন্তর গৃহপ্রান্তে তাহা একটা দড়ি দিয়া টাঙ্গাইয়া ভবিষ্যৎ ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একবার করিয়া হাঁড়ীটা খুলিয়া দেখেন, কিন্তু সে মরার মাথার আর কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, যেমন মাথা তেমনি রহিল। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণের শিষ্যবাড়ী যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন "ঐ যে একটা হাঁড়ী টাঙ্গান আছে, খবরদার ওটি ছুঁয়ো না, আমি ওর মধ্যে একটা ভয়ানক অজগর সাপ পুরে রেখেছি, বিশেষ কাজ আছে।"—ব্রাহ্মণী শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

এই ভাবে কয়েকদিন যায়, একদিন সেই ব্রাহ্মণ-পত্নীর সঙ্গে তাহার শাশুড়ীর তুমুল কলহ বাধিয়া গেল, ব্রাহ্মণী রাগে অভিমানে স্থির করিল আজ আত্মহত্যা করিয়া সে ভবযন্ত্রণা এড়াইবে; কিন্তু এখনকার মত সেকালে আফিং খাইয়া প্রাণবিসর্জ্জনের ততটা 'রেওয়াজ'

ছিল না, ব্রাহ্মণী মনে করিল ঐ হাঁড়ীর মধ্যে যে সাপ আছে তাহারই মুখে হাত দিয়া জীবনান্ত করিবে। ব্রাহ্মণী সন্ধ্যাকালে চুপে চুপে গৃহপ্রান্তে গিয়া ধীরে ধীরে হাঁড়ীটা নামাইল, সাবধানে হাঁড়ীর মুখ খুলিয়া দেখে, ও হরি, তাহার মধ্যে সাদা একটা মড়ার খুলি! দেখিয়া ব্রাহ্মণী প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, তাহার সেই বিস্ময়ের চোটে রাগ এবং অভিমান দুই দূর হইয়া গেল, এত রাজ্যের জিনিষ থাকিতে একটা পুরাণো মড়ার মাথা হাঁড়ীর মধ্যে অতি সাবধানে লুকাইয়া রাখিবার কি আবশ্যক, ব্রাহ্মণী বহু গবেষণাতেও তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না, কিন্তু রমণীর ন্যায় এমন সরল সঙ্গে সঙ্গে এরূপ সন্দিগ্ধমনা জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই; চট্ করিয়া তাহার মাথায় একটা গুরুতর তত্ত্বকথার উদয় হইল। সে ভাবিল হয়তঃ তাহার স্বামী গোপনে কোন রমণীর প্রণয়ভাজন ছিল, স্ত্রীলোকটি মরিয়া গিয়াছে, 'অলপ্পেয়ে মিন্‌সে' এখনও তাহার মায়া কাটাইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণী ত চটিয়া লাল, স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়া প্রথমে সে খানিকটে অশ্রু বর্ষণ করিল, অবশেষে সংকল্প করিল, তাহার স্বামীরত্ন বাড়ীতে ফিরিলে সম্মার্জ্জনীর আঘাতে তাহার এই ব্যাধি ঝাড়িয়া দিবে, কিন্তু মড়ার মাথাটার ত প্রতিহিংসা লওয়া চাই, তাই সে পরম আগ্রহে ঢেঁকিতে সেটা চূর্ণ করিয়া একটা দুর্গন্ধময় পচা নর্দ্দামার ভিতর ফেলিয়া দিয়া আসিল, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ আসিয়া হাজির। ব্রাহ্মণের দুরদৃষ্ট! বাড়ী আসিয়া হাত মুখ না ধুইয়াই মুণ্ডুটার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য ব্রাহ্মণ ঘরের কানাচের দিকে ছুটিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ব্যাপার বুঝিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সপ্তমে গলা চড়াইয়া বলিল "সে গুড়ে বালি, বুড়ো বয়সে কি ভীমরতি ধরেছে, মাগি মরেছে তবু তার মাথা ছাড়তে পার নি, বলি আমি কি ধান খাই, কিছু বুঝিনে, কি ঘেন্না গো কি ঘেন্না, আমার ইচ্ছে কচ্চে এখনি গালে মুখে চড়িয়ে মরি। তোমার সাধের পিরীতের আমি কি দুর্দ্দশা করেছি, একবার দেখে যাও।" বলিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া সেই নর্দ্দামার কাছে টানিয়া আনিয়া নরকপালের দুর্দ্দশা দেখাইল। ব্রাহ্মণের চক্ষু স্থির! "অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি" যে কিরূপে সার্থক হইল তাহা বুঝিয়া ব্রাহ্মণ কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিলেন বটে কিন্তু অনেক দাম দিয়া তাঁহাকে এই অভিজ্ঞতা ক্রয় করিতে হইয়াছিল, কারণ প্রায় একমাস কাল অভিমানিনী কুপিতা ব্রাহ্মণী তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ রাখিয়াছিল।

**কথং ধূমায়তে চিতা।** এক গ্রামে একজন কবিরাজ ও এক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাস করিতেন। গ্রামের মধ্যে ইঁহারা দুজনেই খুব মাতব্বর লোক, কোন বাড়ীতে কাহারো পীড়া হইলে এই কবিরাজ মহাশয়ই সেই পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা করিতেন, আর উক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতটি শান্তি স্বস্ত্যয়ন দ্বারা রোগশান্তির চেষ্টা দেখিতেন। এদিকে কিন্তু কবিরাজ মহাশয় "শতংমারী ভবেৎ বৈদ্য" এই প্রবাদটি সম্পূর্ণরূপে সফল করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের শাস্ত্রজ্ঞানও তথৈবচ।

একদা কবিরাজ মহাশয় ভিন্ন গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিতে পাইলেন গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী শ্মশান হইতে চিতাধুম উঠিতেছে। গ্রামে কে মরিল তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, ইতিমধ্যে দেখেন তাঁহার বন্ধু ব্রাহ্মণপণ্ডিতটিও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন হে ভায়া, ইতিমধ্যে তুমি কি কোন বাড়ীতে শান্তি স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত ছিলে?" ব্রাহ্মণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না, আজকাল শান্তি স্বস্ত্যয়ন একেবারে বন্ধ।" শুনিয়া কবিরাজ সবিস্ময়ে উত্তর করিলেন :—

বটে! "ত্বয়া ন পঠিতা চণ্ডী ময়ানাপি চিকিৎসিতঃ
অকস্মাৎ নগরপ্রান্তে কথং ধূনায়তে চিতা।"

বিষস্য বিষমৌধম্। মহাকবি কালিদাসের চরিত্র-দোষের কথা যত্র তত্র শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কত খানি সত্য, এই অপবাদের মধ্যে কিছু সত্য আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; তথাপি কবিবরের সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত এবং অন্যের বিরচিত এত অধিক সংখ্যক উদ্ভট শ্লোকের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা সাধারণের মতকে তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে উন্মুখ করিয়া তোলে।

কথিত আছে কালিদাস একদিন উজ্জয়িনীর রাজপথ দিয়া যাইতে যাইতে পথ-প্রান্তবর্ত্তী একটি দ্বিতল প্রাসাদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, প্রাসাদশিখরে একটি অনবগুণ্ঠিতা ষোড়শী সুন্দরী দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া আছেন। মুগ্ধনেত্রে কালিদাস পুনঃ পুনঃ সেই দিকে চাহিতে লাগিলেন, যুবতী তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া আত্মগোপন করিলেন, বুঝি অন্যের অলক্ষ্যে যুবতীর উজ্জ্বল আয়ত চক্ষুর বিদ্যুৎ কটাক্ষ কালিদাসের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া সেখানে দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাই রমণীর অদর্শনে উদ্ভ্রান্তচিত্ত অস্থির কবি আবেগের সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন :—

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে কমলায়ত লোচনে,
শ্রূয়তেহি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্।"

বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ। যখন আমরা দেখি একজন লোক মুখে অনেক ভাল ভাল কথা বলিতেছে কিন্তু তাহার হৃদয় কলুষিতভাবে পরিপূর্ণ; বাহিরে দিব্য পরম বৈষ্ণব, মুখে অষ্ট প্রহর হরিনাম, গায়ে নামাবলী, সর্ব্বাঙ্গে ছাপা তিলক, মায় টিকিটি পর্য্যন্ত নিখুঁত, কিন্তু সর্ব্বদাই চিন্তা কিরূপে কাহার সর্ব্বনাশ করিবেন—এরূপ লোকই সাধারণতঃ "বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ" নামে অভিহিত হয়, ইহার একটা গল্প আছে।

একদা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত পম্পা সরোবরতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, দেখিলেন

হংস, স   প প্রভৃতি জলচর পক্ষীতে ও মৃণালদলে সরোবর সুশোভিত, তীরে কতকগুলি বক অ   ,বুপদবিক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাছে কোন কীট পতঙ্গের অঙ্গে পা পড়িয়া তাহারা মারা যায়, তাই বক মহাশয়েরা যেন কতই সশঙ্ক! ষোল আনা অভিপ্রায় কিন্তু পোকাটা মাকড়টা তুলিয়া উদরপূর্ণ করা!—রাম অনেকক্ষণ ধরিয়া বকের গতিবিধি দেখিয়া হাসিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণীনাম্বধশঙ্কয়া
পশ্য লক্ষ্মণ! পম্পায়াং "বকঃ পরম ধার্ম্মিকঃ।"

পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে। অতসী ফুলের গাছ বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। ফুলগুলি সুবর্ণকান্তি, দেখিতেও মন্দ নহে। এক ব্রাহ্মণের গোয়ালঘরের পাশে একটি অতসী ফুলের চারা জন্মিয়াছিল। চারাটি সুন্দর দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতি যত্নে জলসেক পূর্ব্বক তাহাকে বাড়াইয়া তুলিল, ক্রমে তাহাতে সোনার মত রঙ্গের ফুল ফুটিল, দেখিয়া ব্রাহ্মণের বড় ভরসা হইল যে, যে গাছে এমন সুন্দর ফুল ধরে—সে গাছের ফল নিশ্চয় রত্নময় হইবে, তাহা হইলে আর তাহার দারিদ্র্য দুঃখ থাকিবে না। যখন গাছে ফল ধরিল তখন ব্রাহ্মণের কত আশা! ব্রাহ্মণ অপেক্ষা করিয়া থাকিল, কবে ফল পাকিবে, কবে তাহা হইতে রত্নলাভ হইবে, কিন্তু হায়! ব্রাহ্মণের বড় আশায় ছাই পড়িল!—ফলগুলি পাকিলে বৈশাখের বাতাসে সুঁটীর মধ্যে যখন ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ উৎপন্ন হইল তখন ব্রাহ্মণের মোহ ছুটিয়া গেল, ব্রাহ্মণ সনিশ্বাসে বলিল ঃ—

"সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং ফলে রত্নং ভবিষ্যতি
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ 'পশ্চাৎ ঝন্ ঝনায়তে'।"

কাঠ পাথরে বিশেষ কি? সমান মূল্যবাচক অথচ বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট দুইটি জিনিষের তুলনা করিতে হইলে সাধারণ কথায় বলে "কাঠ পাথরে বিশেষ কি?" কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ রহস্যনিপুণ রসসাগর বা কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী এই প্রবাদের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কথিত আছে; রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদিন রসসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন "কাঠ পাথরে বিশেষ কি?" রসসাগর তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে উত্তর দিলেন "শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসী হন, সেই সময়ে তিনি পদরজ দ্বারা শাপগ্রস্তা পাষাণে পরিণতা অহল্যার উদ্ধার করেন। রাম চন্দ্রের পদরেণুস্পর্শে পাষাণ মানব হইয়াছে শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইল। দণ্ডকারণ্যের ন   এক নৌকার মাঝিও এ কথা শুনিয়াছিল,

তাই রামচন্দ্র যখন তাহার নৌকায় নদী পার হইবার ইচ্ছা করিলেন, তখন বিস্ময়[illegible]হ্বল মূঢ় নৌকার মাঝি কাতরভাবে তাঁহাকে বলিল :—

"আমার চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো
পরের বাড়ী হবিষ্যি
আমার নাই লক্ষ্মী দীন দুঃখী,
কতকগুলি কুপুষ্যি
তোমার ঠেকলে পা, ঘুচবে লা
লা (নৌকা) হ'য়ে যাবে মনিষ্যি,
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি,
"কাঠ পাথরে বিশেষ কি ?"

কিন্তু ইহা একটি সংস্কৃত শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি মাত্র, তাহা এই :—

"মানুষী করণ রেণু রস্তিতে পাদয়ো রিতি কথা প্রথীয়সী,
ক্ষালয়ামি তব পাদপঙ্কজে, নাথ দারুদৃষ দস্তকাভিদা।"

ত্রেতাযুগের সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ নাবিক এই কথা বলিয়াই তাহার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিল, কলিযুগের বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালা দেশের মাঝির ভাষাতেই তাহা রূপান্তরিত করিয়াছেন।

# কাহাকে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিদি বলিয়াছিলেন, তাঁহার সাপক্ষের বক্তব্য শুনিলে আমার আর রাগ থাকিবে না ; ফলে বিপরীত ঘটিল। নিজের দোষক্ষালন অভিপ্রায়ে তিনি যাহা কিছু বলিতে লাগিলেন তাহাতেই উত্তরোত্তর ধাপে ধাপে আমার রাগটা ক্রমিকই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমেই রাগ ধরিল, বিলাতের ঘটনাকে নিতান্ত তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাবে সামান্য flirtation মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করায় ; রাগটা আরো জ্বলিল ডাক্তারকে গালি দিতে শুনিয়া ; অবশেষে ক্রোধের যেখানে যতটুকু বাকি ছিল সর্ব্বাংশে বেশ হুহু করিয়া ধরিয়া উঠিল, যখন বলিলেন তিনি আমাকে ছলনা করেন নাই, আমিই তাঁহাকে ছলনা করিয়াছি, না ভাল বাসিয়াও ভালবাসা জানাইয়াছি, নহিলে এত সামান্য কথায় তাঁহাকে এতদূর অপরাধী করিতাম না। যেন ভাল বাসিলে লোকে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, অন্যায়কে দোষকে পূজা করাই যেন ভালবাসা, আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম—তিনি যে তাহা নহেন সে যেন আমারি দোষ! তিনি যে আপনাকে আমার আদর্শরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন সে আমারি ছলনা বটে! কি চমৎকার যুক্তিচাতুরী! আমার এতদূর ক্রোধ হইল যে, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গকণাও বাহিরে আসিয়া পড়িলে যেন সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। অথচ এই প্রজ্বলন্ত মহাক্রোধও তাঁহার বিদায় কালের সেই কাতর করুণ উক্তিতে মুহূর্ত্তে অতি সহজে ভস্মাকারে নির্ব্বাপিত নিষ্ফল হইয়া পড়িল! রমণী সব পারে—যথার্থ প্রেম উপেক্ষা করিতে পারে না, বিধাতা বুঝি এইখানেই স্ত্রীপুরুষের স্বভাবগত বিশেষ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যথিত স্বরে, তাঁহার মর্ম্মোত্থিত বাক্যে তাঁহার গভীর প্রেম অন্তরে উপলব্ধি করিলাম, হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাহাতে করুণা তান বিকম্পিত হইয়া উঠিল ; তিনি চলিয়া গেলেন ; কিন্তু তাঁহার নৈরাশ্য-ব্যথা আমি নিজের অন্তরে নিজের মত করিয়াই অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহার যে কথায় পূর্ব্বে ক্রোধাভিভূত হইয়াছিলাম, সেই কথা মনে উদয় হইয়া নিজের প্রতি সন্দেহ আনয়ন করিল,—সত্যই কি তবে আমিই ইঁহাকে ছলনা করিয়াছি, না ভালবাসিয়াও ভালবাসা জানাইয়া ইঁহার চিরজীবনের সুখদুঃখ আপনাতে ন্যস্ত করিয়াছি?

প্রাণভরা করুণাপূর্ণ অনুতাপ বেদনা লইয়া আমি নীরবে বসিয়া, দিদি আমার দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিবেন করিবেন ভাবিতেছেন, এই সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল "ডাক্তার আসিয়াছেন।" এই সংবাদে সহজেই ভিন্নমনা হইয়া পড়িলাম চিন্তাবেগ শমিত হইল, ডাক্তার যখন গৃহ প্রবেশ করিলেন স্পষ্ট আনন্দ অনুভব করি

ডাক্তার আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া, পরে সকালে

পারার কারণ জানাইয়া তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি বলিলেন "ভালই আছে, রাতে ঘুমও বেশ হয়েছে—আর বোধহয় ওষুধের আবশ্যক নেই ?" পশ্চিমের জানালা দিয়া আমার কৌচের উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল ; ইতিমধ্যে তিনি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার নিকটে একখানি চৌকিতে আসিয়া বসিলেন, বসিয়া আমার হাত দেখিয়া বলিলেন "এখনো বেশ সবল বোধ হচ্ছে না—টনিকটা বন্ধ করবেন না।"

আমি বলিলাম "না অমন বিশ্রী ওষুধ আমি আর খাব না।"

ভগিনীপতি কোথা হইতে আসিয়া বলিলেন—"কার সঙ্গে অভিমান আবদার হচ্ছে ? ডাক্তারের সঙ্গে না ওষুধের সঙ্গে।"

আমি লজ্জিত হইলাম, তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম—"এ বুঝি আবদার হোল ? একবার ওষুধটা খাও দেখি ?"

ভগিনীপতি বলিলেন "তাতে যদি তোমাদের আবদার কিছু কমে তাহলে একশিশি কেন, যত শিশি বল খাচ্ছি। I say B এমন পজিটিভ প্রমাণ থাকতে মেয়ে পুরুষের intellectual superiority সম্বন্ধে এখনো এত বাকবিতণ্ডা চলে কেন তাত বুঝতে পারিনে।"

দিদি বলিলেন—"পজিটিভ প্রমাণটা কি, আর কোন্ পক্ষে শুনি ?"

ভগিনীপতি বলিলেন—"মেয়েরা যদি আর কারো সঙ্গে অভিমান করতে না পায় তখন fate এর সঙ্গেই অভিমান করতে বসে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—অটল অচল অদৃষ্টকেও তারা চোখের জলে গলিয়ে একেবারে জল করে ফেলবে।"

দিদি বলিলেন "অদৃষ্ট যদি এমনই অটল অচল হয় তাহলে তার সঙ্গে যারা লড়াই করতে যায় তারাই বা কি মহাবুদ্ধিমান ?"

ডাক্তার বলিলেন—"বেশ বলেছেন, আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার সঙ্গে একমত !"

ভগিনীপতি বলিলেন—"তুমি শুদ্ধ দলে মিশলে—তবে দেখছি আর এখানে পোষাল না আমার, আমি চল্লুম—নীচে মক্কেল এসে বসে আছে, যাবার সময় দেখা করে যেও হে।" ভগিনীপতি চলিয়া গেলেন, ডাক্তার বলিলেন—"আচ্ছা ও ওষুধটা যদি আপনি খেতে না পারেন একটা সুস্বাদু টনিক লিখে দিচ্ছি।"

এই সরল সহানুভূতি আমার বড় ভাল লাগিল, আমি আনন্দ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—যাঁহারা স্ত্রীলোকের আবদার সহ্য করিতে না পারিয়া খড়্গহস্তে তাহার দমন করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য যদি কেবল তাঁহারা দিব্যহৃদয় লাভ করিয়া অনুভব করিতে পারেন সামান্য নির্দ্দোষ খাট অভিমানগুলির সম্মান রক্ষায় তাঁহারা অতি সহজে নিজের এবং পরের কিরূপ ত গভীর সুখের কারণ হইতে পারিতেন, কেবল একটুখানি সহানুভূতির অভাবে ল কত অসুখ বৃদ্ধি করিতেছেন ; কত কোমল হৃদয় নিষ্পেষিত কঠোর করিয়া

তুলিতেছেন—তাহা হইলে জানিনা তাঁহাদের সুখ বাড়িত কিম্বা দুঃখ বাড়িত, তবে সংসারের রূপ এবং স্ত্রীলোকের ভাগ্য যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

গৃহেই এককোণে টেবিলে লিখিবার সরঞ্জাম ছিল--ডাক্তার নূতন একটি প্রেস্‌ক্রিপসন লিখিয়া দিদির হাতে দিয়া বলিলেন, "আর বোধহয় আমার আসার আবশ্যক নেই" বলিয়া দিদির সহিত বিদায় লইলেন। দিদি বলিলেন—"এখন ত ভালই আছে আর অসুখ না করলেই বাঁচা যায়।" ডাক্তারের আসিবার কথার উত্তরে আর কোন কথাই বলিলেন না, আমার সেটা নিতান্ত অভদ্রতা বলিয়া মনে হইল; দিদির উপর মনে মনে একটু রাগ হইল, কেন তিনি কি বলিতে পারিতেন না মাঝে মাঝে খোঁজখবর লইয়া যাইবেন, অথবা কথনো কোন দিন সুবিধা মত দেখা করিতে আসিলে সুখী হইব—এমনিতর কোন একটা ভদ্রতার কথা? কিন্তু রাগটা মনেই চাপিয়া লইলাম। দিদির কথার উত্তরে ডাক্তার বলিলেন "আশা করি এখন ভালই থাকিবেন"—বলিয়া আমার সহিত বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। আমার নিকট হইতে কিছুদূরে ছোট টিপাইয়ের উপর একটি ফুলদানিতে কতকগুলি সুগন্ধী ফুল সাজান ছিল, যাইবার সময় সেই টিপাইটি আমার কাছে আনিয়া রাখিয়া বলিলেন—"ফুলের গন্ধ Nervous system এর পক্ষে খুব উপকারী"—বলিয়া আর একবার good bye বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার সহসা বাল্যকালের সেই আটচালা ঘর মনে পড়িল—ছোটুকে আমি যে ফুলগুলি দিতাম সে সযত্নে একটি ভাঙ্গা গ্লাসে পড়ার টেবিলের উপর কেমন সাজাইয়া রাখিত, আমি মাঝে মাঝে তাহার উপর ঝুঁকিয়া ফুলগুলির গন্ধ লইতাম; সুঁকিয়া বলিতাম "বাঃ কেমন গন্ধ, আমি বাড়ীতে যে ফুল সাজাই তার ত কৈ এমন গন্ধ হয় না"; ছোটু হাসিয়া সগর্ব্বে মাথা নাড়িত! সে ঘটনার সঙ্গে আজিকার এ ঘটনার বিশেষ যে কিছু সাদৃশ্য ছিল এমন নহে; তথাপি আমার মনে হইল—এ যেন ছোটু আমাকে তাহার সেই ফুলদানী আনিয়া দিল। আমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম—"আপনি কি ছোটু?" সহসা আত্মস্থ সচেতন হইলাম, যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিলাম, ততক্ষণ তিনি দ্বার পার হইয়া চলিয়া গেলেন। আমার সহসা মনে হইল আমি কি ইঁহাকে ভালবাসিতেছি, মিষ্টার জির গান শুনিয়া যে মোহ জন্মিত ইঁহাকে দেখিয়াও কি সেইরূপ মোহের উদয় হইতেছে না? এ কিরূপ চাপল্য কিরূপ হীনতা? এই দুদিন আগে যাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি তাঁহাকে ভুলিলাম? আমার প্রতি যাঁহার ভালবাসা অটল অচল তাঁহাকে ভুলিলাম? আর কিজন্য? কাহার জন্য? যাহাকে জীবনে পূর্ব্বে কথনো দেখি নাই, একদিনের মাত্র যাহার সহিত সাক্ষাৎ তাহার জন্য? এই জন্যই কি তাঁহাকে দোষী করিয়াছিলাম? নিজের ভালবাসা গিয়াছে বলিয়াই কি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা গিয়াছে? তাঁহার কথাই তবে সত্য? আমি তাঁহাকে ছলনা করিতেছি তিনি নহেন; নহিলে যথার্থ ভালবাসিলে এ ঘটনায় আমার দুঃখ হইত, অভিমান হইত, কিন্তু এরূপ ক্রোধ হইত না; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার ভাব আসিত না।

আমার অন্ধ নয়ন যেন খুলিয়া গেল, আমি সত্যালোক দেখিতে পাইলাম, নিজের দোষ অতি তীব্রভাবে অনুভাব করিলাম; অনুতাপে হৃদয় দাহ হইতে লাগিল। দিদি ডাক্তারকে আসিতে না বলায় তখন রাগ হইয়াছিল এখন তাহাতে খুসী হইলাম; ভাবিলাম তাঁহার সহিত আর কখনো দেখা করিব না; যাঁহাকে একবার স্বামী মনে করিয়াছি—তিনিই আমার স্বামী হইবেন। তাঁহাকে বিবাহ করিব—কিন্তু প্রতারণা করিব না; আমার মনের ভাব খুলিয়া বলিব, যদি ইহাতেও তিনি আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন আমি তাঁহারি। সমস্ত শুনিয়াও অবশ্যই তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন; তাঁহার প্রেম অটল অচল, আমি যাহাই হই তিনি দেবতা, তাঁহার প্রেমে তিনি পতিত আমাকে উদ্ধার করিবেন।

দিদি যখন সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—তার সঙ্গে কি কথা হোল? তখন বিবাহ করিতে আমি দৃঢ় সঙ্কল্প। আমি বলিলাম "বুঝেছি, তাকে বিয়ে না করে কোন দোষ করেন নি।"

"তোকে যে খুব ভাল বাসে তাও বুঝেছিস?"

"বুঝেছি!"

"এখন বিয়েতে আপত্তি আছে কি?"

বলিলাম "না"।

দিদি ভারী খুসী হইয়া বলিলেন, "একহপ্তা পরে সে আসবে—না"?

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ময়মনসিং হইতে তাঁহার একখানি পত্র পাইলাম। চিঠিখানি একান্তই প্রীতি মিনতিপূর্ণ। পড়িয়া যেমন আর্দ্র হইলাম তেমনি আত্মগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য এখানি ইংরাজি পত্র; নব্য ইঙ্গ বঙ্গ যুবা—যাঁহার জীবনই ইংরাজি অনুকরণ, তাঁহার প্রণয়-পত্র যে মাতৃভাষায় লিখিত হইবে—বোধ করি আমি খুলিয়া না বলিলেও, এমন আজগুবি ভুল কেহ করিতেন না।

আমিও অবশ্য ইংরাজিতেই উত্তর লিখিতে বসিলাম।—ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সুশিক্ষিতনামা কোন বঙ্গবালা হইতে যে আমার ইংরাজি বুৎপত্তি প্রতিপত্তি কিছু কম—তাহা নহে, আমিও লোরেটো কনভেণ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বাবাকে জ্যাঠাইমাকে ও পিসিমাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিতে হইলে ইংরাজিতেই লিখিয়া থাকি; সখীদিগের সহিত কথা বার্ত্তাও অনেক সময়ে ইংরাজিতেই চলে; আর এ পর্য্যন্ত যে কত শত ইংরাজি কবিতা উপন্যাস মস্তিষ্কজাত করিয়াছি তাহার ত ঠিক ঠিকানাই নাই। সত্য কথা বলিতে কি, দেশের ভাষা হইতে এই পরদেশী ভাষাটাকে অধিকতর আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি বলিয়াই বরঞ্চ এতদিন মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম, কিন্তু এ চিঠি লিখিতে বসিয়া সে ভুল আমার ভাঙ্গিল! এ ধরণের পত্র লিখিবার প্রয়াস আমার এই প্রথম। এক একটি মনোমত শব্দের চিন্তায়, ভাব ও ভাষার সুন্দর সঙ্গতিতে এক একটি সুললিত পদবিন্যাসের প্রয়াসে উৎকণ্ঠিত গলদঘর্ম্ম

হইয়া উঠিলাম। চিঠি কতবার লিখিলাম, কতবার ছিঁড়িলাম তাহার ঠিক নাই। যেখানির বা ভাব ঠিক হয়—তাহার ভাষা ঠিক হয় না, যাহার বা ভাষা পসন্দ হয়—তাহাতে আমার মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দৈবক্রমে কোনখানিতে ভাব ও ভাষার একরূপ নির্দ্দোষ সমন্বয় হইলেও তখন ভাবনা জন্মে—ইহা ঔপন্যাসিক রসযুক্ত সুরচনা হইয়াছে কি না? এমন কি একটা in এবং to শব্দের স্থানান্তর সংঘটন সন্দেহে বহুযত্নে বহু সময় ধরিয়া লিখিত প্রায় সমাপ্ত পত্রখানিও মুহূর্ত্তে শতছিন্ন হইয়া পড়ে,—এ অবস্থায় কি চিঠি শেষ হয়? এই চিঠি লিখিতে বসিয়া প্রথম আমি মাতৃভাষার সহজ গৌরব উপলব্ধি করিলাম। দশ এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রীতিমত যা বাঙ্গলা শিখিয়াছিলাম; তাহার পর কলিকাতা আসিয়া লোরেটোতে ভর্ত্তি হইয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা চর্চ্চার মধ্যে প্রধানতঃ কথা কহা; দ্বিতীয়তঃ মাঝে মাঝে ভাল উপন্যাস কবিতা পাইলে যা পড়িয়া থাকি; তাহার সংখ্যাও ত নখাগ্রে গণনা করা যায়। কিন্তু তথাপি আমি যদি এ চিঠি বাঙ্গলাতে লিখিতাম তাহা হইলে কি কর্ত্তৃ কর্ম্ম ভাববাচ্যের সুপ্রয়োগ নিরূপণে, বিশেষণ প্রতিশব্দ নিচয়ের সূক্ষ্ম ভাবার্থভেদ বিচারে,—সমাপক অসমাপক ক্রিয়ার স্থিতি গতির বৈচিত্র্য নির্দ্ধারণে অথবা সামান্য একটা অব্যয় শব্দের যথা সন্নিবেশ চিন্তায় মস্তিষ্ক এতদূর আলোড়িত বিলোড়িত করিতাম! এক কথায় চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ভুলিয়া সুরচনার উদ্দেশ্যে এতটা বিব্রত হইয়া পড়িতাম—অথবা শব্দ, পদ, ভাষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহা বলিবার আছে বিনাড়ম্বরে সহজভাবে তাহাই বলিয়া চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া দিয়াই যথেষ্ট সন্তোষলাভ করিতাম? বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গলা ভুল করিলে তাহাতে আমাদের লজ্জা করে না—কিন্তু ইংরাজির একটা সামান্য ভুলে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই! বিপদে পড়িলেই মধুসূদনকে মনে পড়ে; সেই দিন আমার জ্ঞান জন্মিল, এই ইংরাজি পত্রখানির জন্য যতটা পরিশ্রম করিলাম, তাহা নিতান্তই বৃথা হইল; কিন্তু বাঙ্গলা লিখিবার জন্য এতটা পরিশ্রম করিলে আমি বঙ্গদেশের মধ্যে একজন সুলেখক হইতে পারিতাম নাকি? সেই জ্ঞানের ফল আজ পাঠককে উপহার দিতেছি, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন।

কিন্তু তাহাও বলি—নিতান্তই কি ভাষারি দোষ! মনের দোষ কি ইহাতে কিছুই ছিল না? লোকের যখন বিশেষ কোন হৃদয়ের কথা বলার না থাকে, সে তখন বেশ অসঙ্কোচে অনর্গল বলিয়া বা লিখিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য সত্য বলিবার কথা কিছু বিশেষ থাকিলেই তাহা তখন বলা দায় হইয়া উঠে, তখনই, সে কথা কি ভাবে প্রকাশ করিব, কিরূপ আকৃতিতে তাহা সুস্পষ্ট অথচ নিখুঁৎ হইবে—এই চিন্তায় এই সঙ্কোচে, প্রকাশে শত সহস্র বাধা আসিয়া পড়ে। তাই এক একবার মনে হয়—ইংরাজিতে না লিখিয়া বাঙ্গলাতে লিখিলেই কি তাঁহার হাতে পত্রখানি পৌঁছিত? কে জানে!

সপ্তাহ কাটিতে চলিল; তাঁহার আসিবার সময় হইয়া আসিল দিস্তা দিস্তা কাগজ নষ্ট করিলাম তবু আমার চিঠি শেষ হইল না; বিরক্ত হইয়া লেখা বন্ধ করিলাম—মনকে বুঝাই-

লাম—তিনি ত শীঘ্রই আসিবেন, আর লেখার সময়ই বা কই, আবশ্যকই বা কি? দেখা হইলে মুখেই সব বলিব, চিঠিতে কি অত কথা বলা যায়? কেন লিখি নাই কারণ শুনিলে তিনিও ইহাতে কিছু মনে করিবেন না।

এক সপ্তাহ মাত্র তাঁহার মফঃস্বলে থাকিবার কথা—দশবার দিন হইল তবু তিনি ফিরিলেন না। দিদি একদিন রাত্রে ডিনার পার্টি হইতে ফিরিয়া পরদিন সকালে আমার সহিত প্রথম দেখা হইবামাত্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার চিঠিপত্র পেয়েছিস?"

কি জানি প্রসঙ্গ ক্রমে যদি দিদি জানিতে পারেন যে সে চিঠির এখনো উত্তর দেওয়া হয় নাই; তাহা হইলে, একে নিজের মনের জ্বালাতেই জ্বলিতেছি তাহার উপর কর্ত্তব্য ত্রুটির উপদেশে ক্ষত স্থান লবণ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে, এই ভয়ে আমি কথাটা কোন রকমে এড়াইয়া অন্য কথা পাড়িবার অভিপ্রায়ে বলিলাম—"গান টান কাল কেমন হোল?"

দিদি বলিলেন—"গাইয়ে লোক কাল তেমন কেউ ছিল না। মিশেষ ক—মিশ ক—তাঁরা সব এখনো ময়মনসিংয়ে—কেউ কলকাতায় ফেরেন নি; মিশ ক না থাকলে কি গান জমে? চঞ্চল একবার টিম টিম করে গাইলে; আমিও গেয়েছিলুম; কিন্তু মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—মোটেই ভাল করে গাইতে পারলুম না"—

"মন আবার খারাপ হোল কেন ডিনার পার্টিতে গিয়ে?"

"কি গুজব উঠেছে জানিস,—তোর সঙ্গে জির বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, মিশ কর সঙ্গে তার বিয়ে। ময়মনসিংয়ে নাকি তাদের বাড়ীতেই জি ছিল।"

"সেই জন্যেই আর কি, গুজবটা উঠেছে। লোকদের ত খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, পরচর্চ্চার একটা সুযোগ পেলে হয়। ত্রেতা যুগে বাল্মীকি রাম না হতে রামায়ণ সৃষ্টি করেছিলেন—এ যুগে সে ক্ষমতাটুকু ত কারো নেই,—তাই অহর্নিশি তার চেষ্টাটাই চলেছে। একটা গুজব শুনে তুমি অত মুষড়ে গেলে কেন?"

"কথাটা নিতান্ত গুজব বলে মনে হচ্ছে না,—চঞ্চলের মার কাছে সব শুনলুম। তারা নাকি মেয়েকে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দেবে।"

চঞ্চলের মা মিশেস কয়ের যা, উভয়ের মধ্যে প্রীতি সদ্ভাব কিছুমাত্র নাই,—আত্মীয়তা স্থলে কলহ বিবাদ হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে, কাহারো গুণ কেহ দেখিতে পান না, তিল দোষ পাইলে তাহাকে তাল করিয়া তুলিয়া তাহার সমালোচনায় উভয়েই পরমানন্দ লাভ করেন। আমি বলিলাম—"তিনি যখন বলেছেন তখন ত কথাটার মধ্যে কোন সত্য না থাকারই বেশী সম্ভাবনা।"

"কিন্তু শুনছি জি পরশু রাতে এসেছে—তাহলে সে কাল এখানে এলনা কেন? আগে হোলে কি তা করত?"

আমার মনে তখনো তাঁহার ভালবাসার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার বিদায় কালের কাতরোক্তি তখনো মনে সুস্পষ্ট বাজিতেছে, তাঁহার পত্রের প্রীতিময় বাক্য তখনো হৃদয়

অনুকম্পিত ব্যথিত করিতেছে, আমি কি বাহিরের সামান্য একটা গুজবে বা একদিন তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে মহা বিশ্বাস হারাই? আমি বলিলাম—"দিদি তুমি যেন কি? কাল আসতে পারেন নি আজ আসবেন এখন, তাতে আর এতই হয়েছে কি? কিছুদিন আগে তাঁর সৌজন্যের প্রতি তোমার এতটা গভীর বিশ্বাস ছিল—আর সামান্য একটা গুজবে সমস্ত হারিয়ে ফেল্লে। যদি তাঁর ভালবাসা মিথ্যা না হয় তাহলে এ গুজব সত্য হতে পারে না—আর গুজবটা যদি সত্যি হয় তাহলে ত তাঁর ছলনা হতে অব্যাহতি পাওয়া গেল তাতে দুঃখ করার কি আছে বল?"

দিদি চুপ করিয়া গেলেন। ভক্ত ঐশ্বরিক প্রেমে বিশ্বাস করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, আমি তাঁহার প্রেমে বিশ্বাস করিয়া যেন সেইরূপ আনন্দ পূর্ণ হইলাম। আত্মপ্রেমানুভূতিতে যে আনন্দ, নিজে ভাল বাসিয়া যে সুখ—এ সুখ এ আনন্দ একমাত্র তাহারই সহিত তুলনীয়, অন্য কোন আনন্দের সহিত ইহার তুলনা নাই, যিনি ইহা ভোগ করিয়াছেন তিনিই মাত্র জানেন—এ ভক্তি বিশ্বাস কিরূপ পরমানন্দ! এই বিশ্বাস সংসারে অমূল্যধন! অপ্রেম হৃদয়ে ইহাতে প্রেম ফুটায়; সপ্রেম হৃদয় ইহাতে চির-প্রেমময় করিয়া তোলে, আর এই বিশ্বাসের অভাবে প্রজ্জ্বলন্ত প্রেমও ক্রমে নিস্তেজ নির্ব্বাপিত শীতল হইয়া পড়ে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ডিনারে রাত জাগিয়া দিদি তাঁহার ঘরে দিবা নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, আমি ড্রয়িংরুমে জানালার পাশে ইজিচেয়ারে বসিয়া একখানি নভেল পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলাম;—কিন্তু কিছুতেই তাহাতে মন বসিতেছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে পরীক্ষার রাশি রাশি পাঠের মধ্যেও ফাঁকি দিয়া যখন নভেল শেষ করিতাম—তখন মনে হইত সারা জীবন যদি উপন্যাসের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবনের পরম ও চরম সুখ লাভ হয়—আমি আর সংসারে অন্য কিছু চাহি না। কত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের সুখের কল্পনা পরিবর্ত্তিত হয়, একবৎসরও তাহার পর অতীত হয় নাই!

চোখের উপর খোলা কেতাব, যন্ত্রের মত হরফগুলি নিঃশব্দে আওড়াইয়া যাইতেছি—অথচ খানিক পরে আত্মস্থ হইয়া দেখিতেছি এক অক্ষরও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই—আসলে পড়িতেছি না ভাবিতেছি, কিন্তু কি ভাবিতেছি তাহারও একটা ঠিক ঠিকানা নাই, অস্পষ্ট অসংযত বিশৃঙ্খল ভাবনা,—মনের মধ্যে একটা কেমন অশান্ত বিদ্রোহী বাসনা, উপস্থিতের উপর বিতৃষ্ণা, অনুপস্থিতের জন্য আগ্রহ,—কিন্তু সে অনুপস্থিত যে কি, তাহার আকৃতি কিরূপ—স্থিতিই বা কোথায়, তাহা সে ভাবনার মধ্যে নাই। মাঝে মাঝে এক একবার পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টি পড়িতেছিল—উদার স্তব্ধ সৌন্দর্য্য দৃশ্যের মধ্যে আমার উদাসচিত্ত স্বপ্নের মত যেন মিলাইয়া পড়িতেছিল, সহসা আবার তাহা হইতে যেন জাগিয়া উঠিয়া পুস্তকে চক্ষু ফিরাইতেছিলাম। ঠুং ঠুং করিয়া চারিটা বাজিল, আকাশে চাহিয়া দেখিলাম সুন্দর লাল

মেঘের শোভা, সমুদ্র মনে পড়িল, এই প্রশান্ত সুরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া কটকে যাইবার পথে ঝটিকা তরঙ্গিত যে ভীম সমুদ্র দেখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়িল, কে জানে এ দৃশ্যের সহিত তাহার কি যোগ? অমনি বহু পূর্ব্বে পঠিত একখানি উপন্যাসের কয়েকটি লাইন মনে পড়িল—"In certain places and certain periods the aspect of the sea is dangerous—fatal; as at times is the glance of a woman." যখন পড়িয়াছিলাম তুলনাটা বেশ ভাল লাগিয়াছিল তাই বোধ হয় স্মৃতির কোণে ইহা সুপ্ত ছিল—আজ সহসা জাগিয়া উঠিল। যদিও বইখানিরও নাম মনে করিতে পারিলাম না, তখন যে ইহার অর্থ কিরূপ বুঝিয়াছিলাম তাহাও মনে পড়িল না। এখন সমালোচনার ভাবে ভাবিলাম, সমুদ্রের সহিত যে দৃষ্টির তুলনা হয় তাহা অবশ্য ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হইবে, স্ত্রীলোকের সক্রোধ দৃষ্টি কি পুরুষের নিকট এতই ভয়জনক। আমি ত পুরুষ নই, সে ভাবটা ঠিক আয়ত্ত করিতে পারিলাম না, কেবল পুরুষের কাপুরুষতা ভাবিয়া মনে মনে একটু হাসির উদ্রেক হইল। কই আমি ত পুরুষের এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ক্রুদ্ধ ভাব কল্পনা করিতে পারি না যাহাতে আমাকে ভয়কম্পিত অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তোলে। আমাকে ত লোকে এত কোমল স্বভাব বলিয়া জানে, বাস্তবিকই আমি অল্পেতেই আর্দ্র হই, পরদুঃখ দেখিতে পারি না, বিশেষতঃ ভালবাসা স্থলে সহজেই নিজের প্রবল ইচ্ছাও বিসর্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু ক্রোধে কি আমাকে বশ করিতে পারে? সেদিন যদি তিনি আমার কথায় রাগ করিয়া রূঢ়বাক্যে আমাকে অভিশম্পাৎ দিতেন, প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া শাসাইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহার বেদনা আমি অনুভব করিতাম—না তাহা নিবারণের জন্যই এত ব্যাকুল হইতাম? সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা অভক্তিরই উদ্রেক হইত। প্রেমের আশঙ্কাই প্রবল আশঙ্কা। যে ভাল বাসে, যাহাকে ভালবাসি—তাহাকে ব্যথা দিতে প্রাণে যেমন বাজে এমন আর কিসে? ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নহে; প্রেমময় করুণ দৃষ্টিই প্রকৃত পক্ষে fatal—dangerous; তাঁহার বিদায় কালের সেই সকরুণ দৃষ্টি মনে জাগিল, লেখকও যে শেষ অর্থে এ তুলনা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে আমার আর তখন সন্দেহ রহিল না। সময়ে সময়ে জোয়ার আসিয়া শুষ্ক তীরস্থিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যেমন সহসা ভাসাইয়া লইয়া যায়—এই সকরুণ দৃষ্টিও সেইরূপ নিঃশব্দে হৃদয় অধিকার করে—তখন লোকে বিপদ জানিয়া শুনিয়াও আর ফিরিতে পারে না, অধিকাংশ সময় ফিরিতে চাহেও না, ইচ্ছা করিয়া তাহাতে আত্মা ভাসাইয়া দেয় সেই জন্যই ইহা অধিক ভয়জনক।

জুতার শব্দে চিন্তাভঙ্গ হইল, চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম তিনি। তাঁহার ভাব তেমন সহাস্য নহে, গম্ভীর বিষণ্ণ ভাবে গৃহ প্রবেশ করিয়া নীরবে হাত বাড়াইয়া দিলেন, নীরবে সেকহ্যাণ্ড করিয়া নিকটের একখানি চৌকিতে বসিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমিও দমিয়া গেলাম, বুঝিলাম চিঠি না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, অথচ তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিলে আমি যেরূপ সহজভাবে সব খুলিয়া বলিতে পারিতাম এখন তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় কি শত ইচ্ছাতেও কথা ফোটে!

কিছু পরে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার চিঠি পাইয়াছিলেন আশা করি?" সম্বোধনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার এই অনাত্মীয় ভাব, অনুত্তপ্ত শীতল কঠিন ভাষা আমার হৃদয়কে কেমন তুষার জমাট করিয়া আনিতে লাগিল; আমিও অস্বাভাবিক রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"পাইয়াছি, শীঘ্র আসিবেন বলিয়া উত্তর দিই নাই।"

"উত্তর কি এখন প্রত্যাশা করিতে পারি?"

অবশ্যই পারেন, আমিও ত বলিবার জন্য প্রস্তুত! কি করিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিব এত-দিন ধরিয়া অনবরত মনে মনে তাহার রিহার্সেল দিয়া আসিতেছি অথচ এখন বলিতে গিয়া দেখিলাম বলা কত কঠিন! কি যে বলিব—কি কথা হইতে আরম্ভ করিব, কিছুই মনে করিতে পারিলাম না, মাথার মধ্যে কথার রাশি এলোমেলো ভাবে সবেগে ঘুরপাক খাইতে লাগিল—ঘূর্ণ মস্তিষ্ক, রুদ্ধাবেগ লইয়া আমি বলিলাম—"আমি—আমি কি বলিব—আপনার দোষ—

তিনি বলিলেন "এখনো সেইভাব—সেই উত্তর—আমার দোষ।—

আমি যদিও তাহা বলিতে যাই নাই—বলিতে গিয়াছিলাম, আপনার দোষ নাই—আমারি দোষ—ইত্যাদি; কিন্তু কথাটা এইখানেই তিনি ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন। উল্লিখিত কথার পর বলিলেন "দোষ আমারি তবে হউক, কিন্তু এ দোষ জানিয়াও কি আমাকে বিবাহ করিতে পারিবেন? আমি নিতান্তই স্বার্থপর হইয়া একথা বলিতেছি মনে করিবেন না। এ বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেলে আপনার পক্ষেও কিরূপ ক্ষতি তাহা বিবেচনা করিবেন। আমি ভালবাসি, না বিবাহ হইলে আমার কষ্ট হইবে, এরূপ ভাবিয়া মতামত স্থির করিবেন না; নিজের মঙ্গলামঙ্গল ভাবিয়া যাহা হয় স্থির করুন।"

কথাটা খুবই নিঃস্বার্থ ভাবের কথা; কিন্তু আমার সমস্ত প্রকৃতি ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যে কারণে আমি তাঁহার সমস্ত দোষ ভুলিয়াছিলাম—সে কারণ ইহার মধ্যে কোথা? এই আশ পাশআঁটা, বুদ্ধি বিবেচনাযুক্ত কথার মধ্যে প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যাকুলতা কই? তবে যে গুজব শুনা গিয়াছে তাহা কি সত্য? কয়েক হাজার সামান্য রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার প্রেম জয় করিয়াছে? আমার নিদ্রিত গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল; আমি অসঙ্কোচে সুস্পষ্টস্বরে বলিলাম "আমার ক্ষতির জন্য আমি ভাবি না—আপনারো ভাবিবার আবশ্যক নাই,—সুবি-ধার জন্য আমি বিবাহ করিতে চাহি না—আপনার সুখ যখন ইহার উপর নির্ভর করিতেছে না—তখন আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করি—"

তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "তবে তাহাই হোক্—"

---

# সিরাজদ্দৌলা।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

### চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

### গুপ্ত-মন্ত্রণা।

আলিনগরের সন্ধিসংস্থাপনের সময়ে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে "যুদ্ধ কলহের মধ্যে সিপাহীদিগের লুট তরাজের গতিরোধ করা কত কঠিন, তাহা তোমার অজ্ঞাত নাই। তথাপি তোমরা যদি কিছু কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার কর, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য আমিও কিছু কিঞ্চিৎ ত্যাগ-স্বীকার করিতে চেষ্টা করিব।"* এই প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। যখন সকল গোলযোগ শেষ হইয়া গেল, তখন সিরাজদ্দৌলা সেনাপতিদিগের কৃতকার্য্যের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বিচারে মহারাজ মাণিকচাঁদের কীর্ত্তিকলাপ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িল,—তিনিই যে কলিকাতার রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইয়াছিলেন, সে কথা বুঝিতে আর ইতস্ততঃ রহিল না! সিরাজদ্দৌলা অপরাধীর সমুচিত দণ্ডদান করিলেন,—মাণিকচাঁদ কারারুদ্ধ হইলেন! সেকালে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া পদগৌরবে পরিত্রাণ লাভ করিতেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যের কোনরূপ বিচার হইত না। সুতরাং মাণিকচাঁদের কারাদণ্ডে অনেকেই শিহরিয়া উঠিলেন।

অনেক কাকুতি মিনতির পর দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করিয়া মাণিকচাঁদ মুক্তিলাভ করিলেন;† কিন্তু ইহাতেই প্রধূমিত বিদ্রোহবহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর,—সকলেই ভাবিলেন যে, মাণিকচাঁদ উপলক্ষ মাত্র, অতঃপর সকলকেই একে একে উৎপীড়ন করিয়া সিরাজদ্দৌলা ইচ্ছানুরূপ অর্থশোষণ করিবেন। সুতরাং স্বার্থরক্ষার জন্য জগৎশেঠের মন্ত্রভবন পুনরায় নৈশসম্মিলনের সঙ্কেতস্থান হইয়া উঠিল।

যাঁহারা গুপ্তমন্ত্রণায় মিলিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কেহই দেশের জন্য বা দশের

* You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war; therefore if you will, on your part, relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, to gain your friendship and preserve a good understanding with your nation. —Nabob's letter to Admiral Watson.

† He had imprisoned Monikchand, and upon releasing, had obliged him to pay a million of Rupees as a fine for the effects he had plundered in Calcutta.—Orme, vol. ii. 147.

জন্য চিন্তা করিতেন না ;—জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কায়স্থ দুর্ল্লভরাম, সুদখোর উমাচরণ, প্রতিহিংসাতাড়িত মাণিকচাঁদ,—ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও শোণিতসংস্রব বা স্নেহবন্ধন ছিল না ; কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই একে অপরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সহিত অগণিত প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ দুঃখের চির-সংস্রব, তাঁহাদের মধ্যে কেবল কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাহাদুর এই গুপ্ত-মন্ত্রণায় যোগদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধবঙ্গাধিকারিণী প্রতিভাশালিনী রাণী ভবানী কৃষ্ণনগরাধিপতির কাপুরুষত্বের পরিচয় পাইয়া সঙ্কেতে সদুপদেশ দিবার জন্য "শাঁখা সিন্দুর" উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা স্বার্থের চরণতলে দয়া, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, রাজভক্তি বলিদান দিয়া সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন,—যাঁহারা স্বদেশের কল্যাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল আত্মকল্যাণের জন্যই শওকতজঙ্গের ন্যায় পরম সুপাত্রকেও সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন,—তাঁহারা বীররমণীর ভর্ৎসনাবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, ইংরাজ-সাহায্যে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন!

আত্মশক্তির উপর স্বাভাবিক বিশ্বাস বড়ই প্রবল ;—রাজসিংহাসন যে এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইতে পারে, স্বাধীন নরপতিগণ তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। সিপাহী-যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে বিদ্রোহের আভাস পাইয়াও কোম্পানী বাহাদুরের মতিভ্রম ঘটিয়াছিল ; সিরাজদ্দৌলারও মতিভ্রম ঘটিল। তিনি ভাবিলেন, ফরাসিরাই বুঝি সকল গোলযোগের মূল, তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলেই ইংরাজ শান্ত হইবে, এবং ইংরাজ শান্ত হইলেই পাত্র-মিত্রগণ গুপ্তমন্ত্রণা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এই সময়ে ওয়াট্‌সন্ লিখিয়া পাঠাইলেন যে,—"চিরস্থায়ী শান্তিসংস্থাপনের ইহাই সুসময়, এ সময় চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না।"* সুতরাং স্বদেশের কল্যাণকামনায় সিরাজদ্দৌলা শান্তিসংস্থাপনের জন্যই ব্যাকুল হইলেন ; তিনি ফরাসিদিগকে বিদায় দান করিয়া, ওয়াট্‌সন্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন :—"স্বার্থান্ধ লোকের উত্তেজনায় ভুলিও না ; সন্ধিভঙ্গ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য! যদি কলহ বিবাদ বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি না থাকে তবে আর আমাকে সন্ধির বিরোধী প্রস্তাব লিখিও না। বরং লিখিবার পূর্ব্বে সন্ধিপত্রখানি আর একবার পাঠ করিয়া দেখিও।"†

* It is now in your power to settle ever-lasting peace in your country ; and if you suffer the opportunity to slip, it may never offer again.—Watson's letter to the Nabob.

† I have written before and now repeat that if the English Company want to establish their trade, do not write me what is not conformable to our agreement, by the instigation of self-interested and designing men, who want to break the peace between us. If you are not disposed to come to a rupture with me, you have my agreement under my hand and seal, when you write, look upon that, and write accordingly. Nabob's letter to Admiral Watson, 14 April, 1757.

ফরাসিদিগকে পথিমধ্যে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজেরা পল্টন পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না! তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজের উকীলকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিয়া, ওয়াট্‌স্ সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন ঃ—"হয় এখনই মুচলিকা লিখিয়া দিয়া ফরাসির পশ্চাদ্ধাবনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর,—না হয়, এই মুহূর্ত্তেই রাজধানী হইতে দূর হইয়া যাও!"* এ সংবাদে ক্লাইব ক্ষিপ্রহস্তে বাণিজ্যের তরণী সাজাইতে আরম্ভ করিলেন;—ভিতরে গোলা বারুদ, উপরে ধানের বস্তা, তাহার উপর 'চড়ন্দার' চল্লিশ জন সুশিক্ষিত সৈনিকপুরুষ,—এইরূপ সুকৌশলপূর্ণ 'সপ্তডিঙ্গা মধুকোষ' ইংরাজ সওদাগরের বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়া মুরশিদাবাদাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। কাশিমবাজারে যাহা কিছু ধনরত্ন সঞ্চিত থাকে, তাহা অবিলম্বে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য ওয়াট্‌স্‌কে গোপনে পত্র লিখিতেও ত্রুটি হইল না!†

অতঃপর সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ যে পত্র লিখিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ পত্র; তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইল ঃ—"একজনমাত্র ফরাসী জীবিত থাকিতেও ইংরাজ নিবৃত্ত হইবেন না। তাঁহারা শীঘ্রই কাশিমবাজারে সেনা পাঠাইতেছেন, কাশিমবাজার সুরক্ষিত হইলেই, ফরাসিদিগকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য পাটনা অঞ্চলে আরও দুই সহস্র ফৌজ প্রেরিত হইবে;—এ সকল কার্য্যে নবাবকে ইংরাজের সহায়তা করিতে হইবে।" এই পত্রে আত্মচরিত্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ওয়াট্‌সন্ ইহাও লিখিলেন যে,—"কেবল শান্তির জন্যই তাঁহার যাহা কিছু ব্যাকুলতা, ধনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে না,—তিনি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন!!"‡ সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে, আবার যুদ্ধ বাধিল; তিনিও সাধ্যমত আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফরাসি-নিপাতে সহায়তা করিলে সিরাজদ্দৌলাকে এ সকল বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না; কিন্তু পদাশ্রিত শরণাগত দুর্ব্বল ফরাসিদলের সর্ব্বনাশসাধন করিতে সিরাজদ্দৌলার প্রবৃত্তি হইল না। একশত ফরাসিসেনার প্রাণরক্ষার জন্য শত সহস্র লোকের সুখ দুঃখের কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজসিংহাসন এবং আত্মজীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি কুক্ষণে ইংরাজ-সেনাপতিকে উপেক্ষা করিলেন। ইহার জন্য স্বাধীনতা গেল, সিংহাসন গেল, জীবন গেল,—অবশেষে তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্তও কলঙ্কিত হইয়া রহিল!!

পলাসির যুদ্ধাবসানে কর্ণেল ক্লাইব বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আত্মকার্য্য সমর্থন করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে ঃ—"Some of Suraja Dowla's letters to the French having fallen into my hands, I enclose a translate of them

---

* Orme. vol. ii. 147.

† Colonel Clive detatched 40 Europeans to protect the factory, and sent in several boats a supply of ammunition concealed under rice.—Ibid.

‡ Let me again repeat to you, I have no other views than that of peace. The gathering together of riches is what I despise.—Watson's letter.

just to show you the necessity we were reduced to of attempting his overthrow."* এই পত্রগুলি আলিনগরের সন্ধির অব্যবহিত পরের তারিখের, এবং ইহা হইতে মনে হয় যে সিরাজদ্দৌলা প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিয়া গোপনে ফরাসিদিগের সহায়তা করিতেছিলেন। †

এই পত্রগুলি উপলক্ষ করিয়া অনেকেই সিরাজদ্দৌলাকে "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া গিয়াছেন, এবং কেহ কেহ ইহাও রটনা করিয়া গিয়াছেন যে গুপ্তচর সাহায্যে মূল পত্রগুলিই ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। কিন্তু ক্লাইব লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ওয়াট্‌স্ সাহেবের যোগে এই পত্রগুলির নকলমাত্র প্রাপ্ত হন। স্ক্রাফ্‌টন বলেন যে, যখন সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, সেই সময়ে তিনি এই পত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন।‡ এই পত্রগুলি যে চক্রান্তকারিদিগের স্বকপোলকল্পিত নহে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। ইংরাজদিগকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্যই যে এ গুলি রচিত হয় নাই, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সিরাজদ্দৌলার মীরমুন্সী এই সকল পত্রের নকল বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই মীরমুন্সীই যে তৎকালে উৎকোচলোভে ইংরাজদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ওয়াট্‌স্ সাহেবের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।§ সিরাজদ্দৌলা ফরাসি-নিপাতে সহায়তা করিলে এ সকল অযথা কলঙ্কের সৃষ্টি হইত কি না, কে বলিতে পারে?

ইয়ার লতিফ খাঁ দুই সহস্র অশ্বসেনার অধিনায়ক। তিনি সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি কিন্তু জগৎশেঠের অন্নদাস।¶ এই মুসলমান সেনাপতি ২৩শে এপ্রিল তারিখে ওয়াট্‌স্ সাহেবের সহিত গুপ্ত-সন্দর্শন প্রার্থনা করিলেন। সাহেবের সাহসে কুলাইল না, তিনি সুচতুর উমাচরণকে পাঠাইয়া দিলেন।|| তদনুসারে, ইয়ার লতিফ এবং উমাচরণের যোগে ইংরাজের নিকট বাঙ্গালীর রাজবিদ্রোহের প্রথম প্রস্তাব উপনীত হইল। স্বার্থ-সাধনের প্রলোভনে, হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টীয়ান, জাতি ধর্ম্মের চিরবিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া একাত্মা হইয়া উঠিলেন।

---

* Clive's letter to Court, 6 August, 1757.

† These disturbers of my country, Admiral and Colonel Clive, Sabut Jung, whom bad fortune attends, without any reason whatever, are warring against Zubdalook Toojah, Monsr. Rennault, the Governor of Chandernagore.—Suraja Dowla's letter to Monsr. Busie, Bahadre, supposed to be written in the latter end of February, 1757.

‡ Scrafton's Reflections.

§ Partly by such arguments, and, taught by the French the power of money at the Subah's Court, partly by a handsome present of money to his first Secretary, he (Mr. Watts) produced the following letter from him to Mr. Watson.—Scrafton.

¶ He was at the same time in the pay of the Seits.—Thornton, vol. i. 226.

|| Mr. Watts was too closely watched by the Subah's spies to venture himself, but sent one Omichund to him, who was an agent under him.—Scrafton.

লতিফ বলিলেন, "সিরাজদ্দৌলা শীঘ্রই পাটনা প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, কেবল সেই জন্যই আপাততঃ ইংরাজদিগকে কিছু বলিতেছেন না ;—কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে আর ইংরাজের রক্ষা থাকিবে না! দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই সিরাজদ্দৌলাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। তিনি পাটনা যাত্রা করিলে, সেই অবসরে ইংরাজেরা যদি মুরশিদাবাদ অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমাকে সিংহাসন দান করিলে, ইংরাজেরা যাহা চাহেন আমি তাহাই অম্লানবদনে প্রদান করিতে সম্মত রহিলাম।"* লতিফ মীরজাফরের নাম গোপন করিয়া রাখিলেন!

পরদিবস খোজা পিত্রু নামক আরমাণী বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবেই ওয়াট্‌স্ সাহেবের কথোপকথন হইল। তিনি বলিলেন যে,—"মীরজাফরকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলা অবসর অনুসন্ধান করিতেছেন ; অগত্যা আত্মরক্ষার জন্যই মীরজাফর বিদ্রোহীদলে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ এবং আর আর সকলেই মন্ত্রণার মধ্যে আছেন ; আপনারা সহায়তা করিলে তাঁহারাও সহায়তা করিবেন। এ কার্য্য আপনাদের কর্ত্তব্য হয় ত এখনই অগ্রসর হউন। সিরাজদ্দৌলাকে আপাততঃ নিশ্চিন্ত রাখা আবশ্যক ; তজ্জন্য কর্ণেল ক্লাইবকে সসৈন্যে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।"†

ক্লাইব অবিলম্বে কলিকাতায় শুভাগমন করিয়া ১লা মে তারিখে ইংরাজদরবারে উপনীত হইলেন। তাঁহার এবং ওয়াট্‌সের উপরেই সকল ভার ন্যস্ত হইল।‡ তিনি শীঘ্রই ছাউনী উঠাইয়া অর্দ্ধেক সেনাদল কলিকাতায় এবং অর্দ্ধেক সেনাদল চন্দননগরে লুকাইয়া রাখিয়া সিরাজদ্দৌলাকে শান্ত করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমরা ত সেনাদল উঠাইয়া আনিলাম ; আপনি আর পলাসিতে ছাউনী রাখিতেছেন কেন?" যে পত্রবাহক এই বিষকুম্ভপয়োমুখ পত্র লইয়া মুরশিদাবাদ যাত্রা করিল, ক্লাইব তাহার যোগেই ওয়াট্‌স্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন, "মীরজাফরকে বলিও কিছুতেই যেন তিনি ভীত না হন, আমি পাঁচ হাজার ফৌজ লইয়া সাহায্য করিব, একজন মাত্র জীবিত থাকিতেও পলায়ন করিব না ; দিবারাত্রি অক্লান্তচরণে অগ্রসর হইব।"§

---

* বোধ হয় বিদ্রোহীদলের এই সকল উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়াই ইংরাজেরা লিখিয়া রাখিয়াছেন :—"Suraja Dowlah was such a monster that no security could be enjoyed either by the English or by the natives in Calcutta, so long as he sat upon the musnud at Moorshedabad, and ruled over Bengal, Bahar and Orissa."—The Great battles of the British Army, p. 162.

† Orme, vol. ii. 149.

‡ Great dexterity as well as secrecy being necessary in executing the plan of a revolution, the whole management thereof was left to Colonel Clive and to Mr. Watts. —Ive's Journal.

§ He wrote to Surajah Dowlah in terms so affectionate that they for a time lulled that weak prince into perfect security. The same courier who carried this 'Soothing

যাঁহার মনে যত পাপ, তিনি প্রকাশ্যে তত সরলতা দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আহ্‌মদ শাহ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করায়, সিরাজকে আর পাটনা যাত্রা করিতে হইল না; তিনি ইংরাজের সুকৌশলপূর্ণ বাণিজ্যতরণী আটক করিয়া, পলাশির ছাউনী যেমন ছিল সেইরূপ রাখিয়া, গুপ্তচরসহায়ে ইংরাজের সংকল্পানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

মতিরাম একজন বিখ্যাত গুপ্তচর। তিনি কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় থাকিয়া গোপনে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন যে,—"কেবল অৰ্দ্ধেক ফৌজ কলিকাতায় আছে, অপরার্দ্ধ বোধ হয় কোন গোপনপথে কাশিমবাজার যাত্রা করিয়াছে!" সিরাজদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ কাশিমবাজার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; ফৌজের সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তথাপি তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। তিনি ফরাসিদিগকে ভাগলপুরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভাগীরথীমুখে শালতরু প্রোথিত করিয়া, পঞ্চদশ সহস্র সেনাসমভিব্যাহারে মীরজাফরকে পলাশিযাত্রার আদেশ করিলেন। তাঁহাকে পলাশিতে অবস্থান করিতে হইলে গুপ্তমন্ত্রণার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ইংরাজ বাঙ্গালী সকলেই চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সন্দেহ দূর করিবার জন্য মীরজাফরকে সহাস্যমুখেই পলাশিযাত্রা করিতে হইল!

মহারাষ্ট্র-সেনাপতি বহুদিন চৌথ না পাইয়া লুণ্ঠন-লোলুপ সতৃষ্ণনয়নে ইংরাজ গবর্ণর ড্রেক সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়া গোবিন্দরাম নামক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।* সেই মহারাষ্ট্রদূত কলিকাতায় উপনীত হইলে কর্ণেল ক্লাইব বিষম বিপদে পতিত হইলেন। গোবিন্দরাম কাহার চর? তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার পত্রখানি সিরাজদ্দৌলার নিকট পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। ইহাতে ইংরাজের সরলতার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন, এই ভরসায় স্ক্রাফ্‌টন্ সাহেব মুরশিদাবাদ যাত্রা করিলেন;—পথিমধ্যে পলাশিতে মীরজাফরের সঙ্গে পরামর্শ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।† নবাবের

---

letter," as Clive calls it, carried to Mr. Watts a letter in the following terms: "Tell Meer Jaffier to fear nothing. I will join him with *five thousand* men who never turned their backs. Assure him, I will march night and day to his assistance, and stand by him as long as I have a man left.—Macaulay's Lord Clive. বলাবাহুল্য যে এ সময়ে ক্লাইবের আদৌ ৫০০০ ফৌজ ছিল না; এবং কার্য্যকালেও তিনি তিন হাজারের অধিক ফৌজ লইয়া যাইতে পারেন নাই। আশ্বাস দিবার সময়ে ক্লাইবের মুখে এইরূপ করিয়াই খৈ ফুটিত।

* "Your misfortunes have been related to me by Ragooje, son to Janooge. Make yourself easy, and be my friend; send me your proposals such as you imagine may be for the best; and with the divine assistance, Sumseer Caun Bhadre and Roghu Babu, son to Baje Row, shall enter Bengal with a hundred and twenty thousand horse."—Letter from Ballaje Row Seehoo Baje Row, Vizir to Ram Rajah, brother to Raja Seehoo, from Hydrabad, to Roger Drake, Governor of Calcutta.

† Another, and the principal object of Mr. Scrafton's mission, was to obtain an opportunity of consulting confidentially with Meer Jaffier; but this was prevented by the watchfulness of the Subahdar's emissaries.—Thornton's History of the British Empire, vol. i. 229. note.

গুপ্তচরগণ সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে দিল না ; তাহারা ক্রাফ্টন্‌কে বরাবর মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিল। ক্লাইবের কৌশল জয়যুক্ত হইল ; নবাব ইংরাজদিগের উপর এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার যাহা কিছু এখনও সন্দেহ ছিল, ক্রাফ্টন্ তাহা সহজেই দূর করিতে সক্ষম হইলেন ; মীরজাফর সসৈন্যে পলাশি হইতে উঠিয়া আসিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মুরশিদাবাদে আসিবামাত্র গুপ্তসন্ধিপত্র লিখিত হইল।

১৭ই মে কলিকাতার ইংরাজদরবারে এই গুপ্ত সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপির আলোচনা হইল। এই পাণ্ডুলিপিতে কোম্পানী বাহাদুর এক কোটী টাকা, কলিকাতাবাসী ইংরাজ বঙ্গালী ও আরমানীগণ ৭০ লক্ষ টাকা এবং উমাচরণ ৩০ লক্ষ টাকা পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া যাঁহারা বিদ্রোহের প্রধান প্রধান পাণ্ডা, তাঁহাদের পুরস্কারের অঙ্ক এক পৃথক ফর্দ্দে লিখিত হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার রাজভাণ্ডারে অবশ্যই এত টাকা থাকিবার কথা নহে ; —কিন্তু সে কথার কেহ বিচার করিলেন না। চারিদিকে রাজবিপ্লব,—ইংরাজেরা কাণ্ডারী সাজিয়া মীরজাফরের আশার তরণী-তীর-সংলগ্ন করিতে প্রতিশ্রুত,—সুতরাং তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, মীরজাফরকে তাহাতেই 'তথাস্তু' বলিতে হইয়াছিল !*

পাণ্ডুলিপি পাঠাইবার সময়ে ওয়াট্‌স্ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে,—"উমিচাঁদ যাহা চাহিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে ! সে সহজ পাত্র নহে ;— নবাবের নিকট এখনই সকল চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া দিবে।" এই সংবাদে ইংরাজেরা উমাচরণের উপর খড়্গাহস্ত হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা মীরজাফরকে কামধেনুর ন্যায় যথেচ্ছ দোহন করিতে লালায়িত, তাঁহারাই উমাচরণকে অর্থগৃধ্নু স্বার্থপিশাচ বলিয়া ফাঁকি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু উমাচরণকে কেমন করিয়া ফাঁকি দেওয়া যাইতে পারে, সে কথার কেহ মীমাংসা করিতে পারিলেন না !

অবশেষে একদিন এক রাত্রির গভীর গবেষণার পর, ক্লাইবের "প্রত্যুৎপন্নমতি" সমস্যাপূরণে কৃতকার্য্য হইল। তিনি দুইখানি সন্ধিপত্র লিখাইলেন ; একখানি সাদা কাগজে,— সে খানি আসল ; আর একখানি লাল কাগজে,—সে খানি জাল !† এই জাল সন্ধিপত্রে উমাচরণের ত্রিশ লক্ষের উল্লেখ রহিল। ওয়াট্‌সন্ ইহাতে স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করিয়া ক্লাইবকে একটু বিপদে ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইবের আদেশে লসিংটন সাহেব ওয়াট্‌সনের নাম জাল করায় সকল বিপদ কাটিয়া গেল।‡ দুইখানি সন্ধিপত্রই মীরজাফরের নিকট প্রেরিত হইল।

---

* The plain truth was that the so-called treaties were mere agreements patched up on the eve of a revolution. The English were in a position to demand anything ; the Nawab-expectant could refuse nothing. There was not even a shadow of deliberation, for there was no time to haggle over terms.—Early Records of British India, p. 316.

† His Lordship himself formed the plan of the fictitious treaty.—First Report.

‡ Mr. Lushington was the person who signed Admiral Watson's name, by his Lordship's order.—Ibid,

এই জাল সন্ধিপত্রের আলোচনা করিতে গিয়া ইতিহাসলেখকেরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছেন। ক্লাইব কিন্তু মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে অম্লানচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে,—"তিনি কখনও এ কথা লুকাইবার চেষ্টা করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এবম্প্রকার জাল জুয়াচুরি যে অনায়াসেই করা যাইতে পারে, ইহাই তাঁহার মত। একবার কেন,—আবশ্যক হইলে, এরূপ অবস্থায় আরও একশ বার তিনি এরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত।"*

যিনি ভারতবর্ষে বৃটীশ শাসনের ভিত্তিমূল সংস্থাপনের আদি পুরুষ, তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি যে এতদূর নীচগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিয়া ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছেন;—একমাত্র স্যর জন ম্যাল্‌কম্‌ ভিন্ন আর কেহই ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু ইহার জন্য লোকে অনর্থক তিলে তাল করিয়া তুলিয়াছে।† ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া এদেশের দশজন গণ্যমান্য লোকের সহায়তায় কর্ণেল ক্লাইব যে মোগল রাজসিংহাসন উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জাল জুয়াচুরি ভিন্ন কেবল বাহুবলে তাহা মুসলমানের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার সম্ভাবনা ছিল না।

রাজবিদ্রোহ মহাপাপ;—ইংরাজেরা জানিয়া শুনিয়া সেই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন ইহাই ত যথেষ্ট; তাহার তুলনায় আর জাল জুয়াচুরি এমন গুরুতর অপরাধ কি? আর ক্লাইবের ন্যায় লোকের পক্ষে তাহা এমন দুরপনেয় কলঙ্কই বা কি?‡ তিনি যে শ্রেণীর ইংরাজ, যে সহবাসে শিক্ষিত, যে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে সমাগত,—তাহাতে তাঁহার নিকট সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত আদর্শ ইংরাজের চরিত্রবলের প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা! যখন

* His Lordship never made any secret of it; he thinks it warrantable in such a case, and *would do it again a hundred times*.—Ibid.

† "বিষস্য বিষমৌষধং"—মোগলগৌরবের অধঃপতন সময়ে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান,—বাঙ্গালী মরহাট্টা এবং ফিরিঙ্গি বণিক অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভারত-ভাগ্য-সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে যে অরাজকতার কালান্তক হলাহল উত্তোলন করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবাসীর সুখ-সৌভাগ্য জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লাইব সেই বিকারে বিষপ্রয়োগ না করিলে আজ দিগন্ত-বিস্তৃত বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতেশ্বরীর শাসন-কৌশলে এদেশের লোক পূর্ব্ব কাহিনী বিস্মৃত হইবার অবসর লাভ করিত না! পাঠানের শাণিত খরসান, মরহাট্টার অশ্বপদতাড়না, ইউরোপীয় বণিকের সর্ব্বসংহারিণী ক্ষুধা এতদিনে এ দেশের অস্থিচর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিত;—যে রাষ্ট্রবিপ্লবের অগ্নিশিখা ভারতবর্ষে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আজিও দেশে দেশে উন্মত্ত পিশাচের মত নৃত্য করিয়া বেড়াইত! পাশ্চাত্য শিক্ষার সহস্র দৃষ্টান্তে আজিও যাহাদের গৃহকলহ শান্তিলাভ করে নাই, তাহারা যে আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিত, সে আশা নিতান্তই আকাশকুসুম!

‡ His family expected nothing good from such slender parts and such a head-strong temper. It is not strange, therefore, that they gladly accepted for him, when he was in his eighteenth year, a writership in the service of the East India Company, and shipped him off to make a fortune or to die of a fever at Madras.—Macaulay's Lord Clive.

যাহা আবশ্যক, তিনি তখনই তাহা অম্লানচিত্তে সম্পাদন করিয়াছেন; তাহাতে কখন তাঁহার "কেশাগ্রও" কম্পিত হয় নাই! * যে দুর্দ্দান্ত ইংরাজ-যুবক আবাল্য শত সহস্র উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যে জীবনযাপন করিয়া, নিরন্তর স্বজনবান্ধবগণকে সশঙ্কিত রাখিয়া, অবশেষে অন্তিমে অশান্তহৃদয়ে আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার হতভাগ্য স্মৃতি নীরবে শান্তিলাভ করুক্। যাঁহারা তাঁহাকে মহাবীর পলাশি-বিজেতা "ব্যারণ" বলিয়া ভক্তিপুষ্পে চরণ বন্দনা করিবার জন্য সাগ্রহে প্রস্তরমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের অবশ্যই অবসাদের অন্ত নাই। কিন্তু যে মহাজাতি আত্মগৌরবকাহিনীতে সভ্য-জগৎ প্রতিশব্দিত করিয়া স্বদেশের রাজপথপার্শ্বে বৃটীশ বীরকেশরী নেল্‌সন্ ওয়েলিংটনের জয়স্তম্ভ গঠন করিয়াছে, তাহারা ক্লাইবের জন্য এখনও জাতীয় কীর্ত্তিমন্দিরে পাদপীঠ রচনা করে নাই!†

যাঁহারা বাণিজ্যোপলক্ষে বাঙ্গালীর গুপ্ত মন্ত্রণায় মিলিত হইয়া, রাজবিপ্লবের কল্যাণে এ দেশের রাজ-সিংহাসন বিনাপণে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, অর্থই তাঁহাদের নিকট একমাত্র "বাইবেল" বলিয়া পরিচিত ছিল।‡ তাঁহারা যে শাস্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাহারই মর্য্যাদা-রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা যে তাঁহাদিগকেই আদর্শ ইংরাজ বলিয়া, তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের লেখায়, তাঁহাদের প্ররোচনায়, সিরাজদ্দৌলাকে নরপিশাচ বলিয়া ইতিহাসের অবমাননা করিতেছি, তজ্জন্য আমরাই বরং সমধিক তিরস্কারের পাত্র।

উমাচরণকে প্রতারিত করিয়াই ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় আনিয়া মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কি সুকৌশলে "ধূর্ত্ত উমিচাঁদকে" অধিকতর ধূর্ত্ততায় পরাস্ত করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করা সম্ভব, স্ক্রাফ্‌টনের উপর সেই ভার নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি উমাচরণকে নির্জ্জনে বুঝাইতে বসিলেন; "কথাবার্ত্তা ত একরূপ শেষ হইয়া গেল। এখন দুই চারিদিনের মধ্যেই লড়াই বাধিবে। তখন সকলকেই তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে হইবে। আমরা না হয় একরূপ করিব; কিন্তু তুমি,—একে স্থূলদেহ, তাহাতে স্থবির,—তুমি কি অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে পারিবে?" উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল;—উমাচরণ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পলায়নের কথা একবারও

---

* Clive was a man, "to whom deception, when it suited his purpose, never cost a pang."—Mill's History of British India, vol. iii.

† The anniversary of Lord Clive's birth, though seldom observed or honored among us as continental people honor the heroes of their national Panthèon, must still fill every reflecting mind with crowding thoughts upon the strange and romantic rise of the British Power in the East.—The Indian Statesman, 30th September, 1896.

‡ In manufacturing the terms of the confederacy the grand concern of the English appeared to be money.—Mill's History of British India, vol. iii. 185.

তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করে নাই! তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় ক্রাফ্‌টনের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন; তখন সুকৌশলে সিরাজদ্দৌলার অনুমতি লইয়া দুইজনেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

যাহারা পাপসংকল্পে লিপ্ত হয়, তাহারা কাহাকেও প্রা। খুলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না। ইংরাজেরা স্থির করিলেন যে, মীরজাফর যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, সে সময়ে ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়াট্‌স্ সাহেব উপস্থিত থাকা চাই। কিন্তু সিরাজের সন্দেহে পড়িয়া মীরজাফর পদচ্যুত হইয়াছিলেন; গুপ্তচরগণ সতর্কদৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল;—এরূপ অবস্থায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল!

অবশেষে ওয়াট্‌স্ সাহেব একদিন অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া আস্তরণাবৃত শিবিকারোহণে অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় সভয়ে সসঙ্কোচে মীরজাফরের অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমানগৃহের রীত্যনুসারে শিবিকা একেবারে অন্তঃপুরে নীত হইল। ওয়াট্‌স্ তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া বেগম-মহলে আসনগ্রহণ করিলেন।* তাঁহার সম্মুখে মীরজাফর মুসলমানের পরমপবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মাথায় লইয়া, একহাত প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মাথায় রাখিয়া, আর একহাতে কলম ধরিয়া স্বাক্ষর করিলেন:—"ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের দোহাই দিয়া শপথ করিতেছি, যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ এই সন্ধিপত্রের অঙ্গীকার পালন করিতে বাধ্য থাকিলাম।"†

এই গুপ্ত সন্ধিপত্র লইয়া মীরজাফরের বিশ্বাসী অনুচর উমরবেগ জমাদার ১০ই জুন কলিকাতায় উপনীত হইলেন। গুপ্ত মন্ত্রণার কথা তখন একরূপ ঢাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিয়াছে! আর কালবিলম্ব করিবার অবসর রহিল না;—ক্লাইব যুদ্ধযাত্রার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সগর্ব্বে সিরাজদ্দৌলাকে পত্র লিখিতে বসিলেন।

মীরজাফর কোরাণস্পর্শ করিয়াও ইংরাজদিগের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন নাই। তিনি যে সত্য সত্যই সন্ধিপত্রের লিখিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি যথাধর্ম্ম পালন করিবেন, তজ্জন্য উমাচরণ ও জগৎশেঠকে জামিন থাকিতে হইয়াছিল।‡

এ দেশের লোক বড়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন;—তাহারা এখনও বিশ্বাস করে যে, মীরজাফর পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া কোরাণ স্পর্শ করিয়া কৃতঘ্নের ন্যায় ফিরিঙ্গীর সঙ্গে গোপনে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই জন্য বিধাতার অভিসম্পাতে তাঁহার পাপহস্ত কুষ্ঠরোগে খসিয়া পড়িয়াছিল, § এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র মীরণের মস্তকে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছিল।

---

* Orme, ii.

†. "I swear by God and the Prophet of God to abide by the terms of this treaty while I have life."

‡ "জামিন্ উস্‌কে ওহি দোনো মহাজনান্ মজ্‌কুরা হুয়ে।"—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

§ মীরজাফরের মৃত্যুসময়ে তাঁহার পাপক্ষালনের জন্য মহারাজ নন্দকুমার শ্রীশ্রীশ্বরী কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত তাঁহার ওষ্ঠে সেচন করিয়া এই বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। "Gholam Hossein has a

এরূপ কুসংস্কার কেবল আমাদিগেরই পৈতৃক সম্পত্তি নহে;—ক্লাইব যখন আত্মহত্যা করেন, তখন বিলাতের কত ভাল ভাল লোকেও বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, এত দিনে বিধাতার বিচারে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল! *

এ দিকে সিরাজদ্দৌলা গুপ্ত সন্ধিপত্রের সন্ধান পাইয়া মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের বাটীতে গোলাবারুদের অভাব ছিল না,—সুতরাং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা সহজ হইল না! ওয়াট্‌স্ ইহার আভাস বুঝিয়াই বায়ু সেবনের উপলক্ষ করিয়া সহযোগী সহযোগে রজনীমুখে অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন! তখন আর সিরাজদ্দৌলার ইতস্ততঃ রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ওয়াট্‌স্‌নকে পত্র লিখিতে বসিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ পত্র। তিনি লিখিলেন ঃ—

২৫ রমজান (১৩ই জুন ১৭৫৭)।

"আমরা যে সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার অঙ্গীকার পালনের জন্য ওয়াট্‌স্ সাহেবকে প্রায় সকল বস্তুই বুঝিয়া দিয়াছি। যৎসামান্য কিছু কিঞ্চিৎ বাকী থাকিতে পারে। মাণিকচাঁদের ব্যাপারও একরূপ শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও ফল হইল না! ওয়াট্‌স্ এবং কাশিমবাজারের কুঠিয়ালেরা বায়ুসেবনের ভাণ করিয়া রজনীযোগে পলায়ন করিয়াছেন। ইহা প্রতারণার স্পষ্ট লক্ষণ,—সন্ধিভঙ্গের পূর্ব্বসূচনা। তোমার অজ্ঞাতসারে বা উপদেশ ব্যতীত যে এরূপ কার্য্য সংঘটিত হয় নাই তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হইয়াছে। এরূপ ঘটিবে বলিয়া চিরদিনই আশঙ্কা করিতাম, এবং তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বলিয়াই আমি পলাশি হইতে ছাউনী উঠাইয়া আনিতে সম্মত হইতাম না।

"যাহা হউক, আমার দ্বারা যে সন্ধিভঙ্গ হইল না এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমরা যে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ঈশ্বর এবং পয়গম্বর তাহার সাক্ষী। যিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন, তিনিই সেই মহাপাপের শাস্তিভোগ করিবেন।" †

---

story that, when Mir Jaffar was dying, Nanda Kumar gave him water that had bathed the image of Kiriteshwari."—H. Beveridge, C. S.

* In the awful close of so much prosperity and glory, the vulgar saw only a confirmation of all their prejudices; and some men of real piety and genius so far forgot the maxims both of religion and of philosophy as confidently to ascribe the mournful event to the just vengeance of God, and to the horrors of an evil conscience.—Macaulay's Lord Clive.

"25th Ramzan (13th of June 1757).

† According to my promises, and the agreement made between us, I have duly rendered everything to Mr. Watts, except a very small remainder, and had almost settled Monickchand's affair: Notwithstanding all this, Mr. Watts and the rest of the Council of the factory at Cossimbazar, under pretence of going to take the air in their gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit, and of an intention to break the treaty. I am convinced it could not have happened without your knowledge or without your advice. I all along expected something of this kind and for that reason I would not recall my forces from Plassey, expecting some treachery.

I praise God, *that the breach of the treaty has not been on my part:* God and His Prophet have been witnesses to the contract made between us, and whoever first

চারিদিকে রাজবিপ্লব; তাহার মধ্যে সিরাজের রত্নসিংহাসন বটপত্রের মত ভাসমান হইল! তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে সিংহাসন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে পাত্রমিত্রগণকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযোগ্য সমালোচনা না করিয়া, লর্ড মেকলে সিরাজদ্দৌলাকেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক সাজাইবার জন্য অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন:—"The Nabob behaved with all the faithlessness of an Indian statesman, and with all the levity of a boy whose mind had been enfeebled by power and self-indulgence. He promised, retracted, hesitated, evaded." এই গ্রন্থ আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থী যুবকবৃন্দের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে!

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

### যুদ্ধযাত্রা।

যুদ্ধযাত্রার আবশ্যকীয় আয়োজন শেষ হইলে, ১২ই জুন কলিকাতার ফৌজ চন্দননগরের ফৌজের সহিত মিলিত হইল, এবং চন্দননগরের দুর্গরক্ষার জন্য কেবলমাত্র দেড়শত জাহাজী-গোরা পশ্চাতে রাখিয়া, ১৩ই জুন সমগ্র বৃটিশবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করিল।† গুলি গোলা বারুদ লইয়া "গোরা লোগ" দুইশত নৌকায় আরোহণ করিল, "কালা আদ্‌মীরা" গঙ্গাতীরের বাদশাহী রাস্তার উপর দিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ অনেক দূরের পথ। পথপার্শ্বে হুগলী এবং কাটোয়ার দুর্গে, অগ্রদ্বীপ এবং পলাশির ছাউনীতে, নবাবের সিপাহীসেনা বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা বীরোচিত আত্মকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে, হয়ত হুগলীর নিকটেই ইংরাজেরা সসৈন্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কেহ ইংরাজের গতিরোধ করা দূরে থাকুক, একবার বীরের ন্যায় সম্মুখসমরে দাঁড়াইতেও সাহস করিল না। ইতিহাসে কেবল এই পর্য্যন্তই দেখিতে পাওয়া যায় যে, হুগলীর ফৌজদার ইংরাজের যুদ্ধজাহাজ দেখিয়া এবং ক্লাইবের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া নিতান্ত ভীত হইয়াই পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন!

ইংরাজেরা ইতিপূর্ব্বে যখন চন্দননগর আক্রমণ করেন, মহারাজ নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার! তিনি সে যাত্রা কি জন্য ইংরাজের পথ ছাড়িয়া দেন, সে কথা নবাবের কর্ণ-গোচর হইয়াছিল। এবার সেইজন্য তিনি হুগলীতে আর একজন নূতন ফৌজদার পাঠাইয়া-

---

deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions.—Ive's Journal.

* Macaulay's Lord Clive.

† It consisted of 650 European infantry, 150 artillary men, including 50 Seamen, 2100 Seapoys, and a small number of Portuguese, making a total of something more than 3000 men.—Thornton's History of the British Empire, vol. i. 233.

ছিলেন।* এই সকল বাঙ্গালী ফৌজদার বা তাহাদের কালা সিপাহীরা যে কিরূপ বীর-বিক্রমে অস্ত্রচালনা করিত, তাহা ইংরাজের অজ্ঞাত ছিল না। তথাপি তাঁহারা কোন্ সাহসে দেড়শতমাত্র জাহাজী-গোরা পশ্চাতে রাখিয়া সসৈন্যে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন? তাঁহারা কি জানিতেন না যে হুগলীর ফৌজদার পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিলে ইংরাজের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতে পারিত? ইংরাজদিগের নিশ্চিন্ত রণযাত্রা, ফৌজদারের সযত্ন-পালিত তুষ্ণীম্ভাব, চন্দননগরে কেবলমাত্র দেড়শত গোরার অবস্থান,—এই সকল বিষয় একত্র বিচার করিলে মনে হয় যে, মুর্শিদাবাদের গুপ্তমন্ত্রণা হুগলীর ফৌজদারকেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়াছিল!

এদিকে বিদ্রোহের সন্ধান পাইয়া, মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন যে, সিরাজদ্দৌলার কাপুরুষত্বের ইহাই উৎকৃষ্ট নিদর্শন।† কিন্তু সে সময়ে মীরজাফরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতে বসিলে, মুর্শিদাবাদেই পলাশির যুদ্ধাভিনয় সুসম্পন্ন হইত! সিরাজদ্দৌলা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যাকুল; সুতরাং মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজনা করিলেও সিরাজদ্দৌলা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তিনি মীরজাফরের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া রাজসদনে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সিরাজদ্দৌলা ভাবিয়াছিলেন যে, ইস্‌লামের নামে, আলিবর্দ্দির নামে, স্বাধীনতা রক্ষার্থ সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিলে, হয়ত এখনও মীরজাফরের মতিভ্রম দূর হইতে পারে! বিদ্রোহীদল সিরাজদ্দৌলাকে বিলক্ষণ ভয় করিতেন; তাঁহারা দেখিলেন যে সকল কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নবাবের সঙ্গে পুনরায় সখ্যসংস্থাপন করাই সুপরামর্শ। তাঁহারা সেইরূপ উপদেশ দিতে ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু মীরজাফরের সাহসে কুলাইল না;—তিনি আর রাজসদনে শুভাগমন করিলেন না!‡

অবশেষে আত্মাভিমান তুচ্ছ করিয়া স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা ১৫ জুন শিবিকারোহণে মীরজাফরের বাটীতে উপনীত হইলেন!§ এবার মীরজাফরকে বাহির হইতে হইল, এবার তাঁহাকে অধোমুখে সলজ্জনয়নে স্নেহভাজন কুটুম্বের মুখের সকরুণ ভৎর্সনাবাক্য শ্রবণ করিতে হইল; এবং সিরাজদ্দৌলা যখন ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বরের নামে, মহম্মদের নামে, মুসলমান-

---

* The Nawab entertaining suspicions of NunComar, had lately sent a new Governor to Hoogly, who threatened to oppose the passage of the boats; but the twenty-gunship coming up and anchoring before his fort, and a *menacing* letter from Colonel Clive, deterred him from that resolution.—Orme, vol, ii. 164. এই ভয়প্রদর্শনপূর্ণ পত্রখানি বর্ত্তমান নাই। সেই ক্লাইব, সেই উমাচরণ এবং সেই পত্র;—পূর্ব্বের ন্যায় এবারও যে সহজে কার্য্যোদ্ধার হয় নাই, তাহা কে বলিবে?

† Thornton's History of the British Empire vol. i. 232.

‡ At the same time several of the Nabob's Officers, on whose friendship Juffier relied, were exhorting him to a reconciliation; to which he seemingly agreed, but, either through suspicion or scorn, refused to visit the Nabab.—Orme, vol. ii. 167.

§ This interview was on the 15th June.—Ibid.

গৌরবের নামে, আলিবর্দ্দির বংশমর্য্যাদার দোহাই দিয়া মীরজাফরকে ফিরিঙ্গীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন,—তখন সকল কথাই স্বীকার করিতে হইল! তখন আবার 'কোরাণ' আসিল। * আবার মুসলমানের পরম পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ মাথায় লইয়া, অন্নদাতা মুসলমান নরপতির নিকট মুসলমান সেনাপতি জানু পাতিয়া শপথ করিলেন ঃ—"ঈশ্বরের নামে, পয়গম্বরের নামে ধর্ম্মশপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জীবন মুসলমান সিংহাসন রক্ষা করিব, প্রাণ থাকিতে বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিব না!"

পরমেশ্বরের পবিত্র নামে সিরাজদ্দৌলার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল! হিন্দু যে ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে পারে, সে কথা সিরাজদ্দৌলা বিশ্বাস করিতেন না;—সেই জন্য একবার উমাচরণের ধর্ম্মশপথে প্রতারিত হইয়াছিলেন! মুসলমান যে কোরাণ মাথায় লইয়াও মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে, তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, সিরাজ-দ্দৌলা আবার প্রতারিত হইলেন! লোকে বলে সিরাজ পরমপাষণ্ড ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারবিহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবক;—তাহা হইলে হয়ত তাঁহার পক্ষে ভাল হইত। তাহা হইলে হয়ত হিন্দু ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া, ফিরিঙ্গী বাইবেল চুম্বন করিয়া, এবং মুসলমান কোরাণ মাথায় লইয়া, তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বিশ্বাস করাইতে পারিতেন না। যাঁহারা স্বস্ব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জানিয়া শুনিয়া প্রতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে;—আর তাঁহাদের শপথে সিরাজদ্দৌলা প্রতারিত হইলেন কেন, সেই অপ-রাধে তাঁহাকে ইতিহাসের তীব্র গঞ্জনা সহ্য করিতে হইতেছে! †

এইরূপে গৃহবিবাদের মীমাংসা করিয়া সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে পলাশিক্ষেত্রে সমবেত হই-বার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আশা হইল যে, মীরজাফর যখন ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিতে অস্বীকার,—তখন এবার আর ইংরাজের নিস্তার নাই। সেই সাহসে সেনাদল আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাহারা বিদ্রোহীদলের প্ররোচনায় বেতন না পাইলে যুদ্ধযাত্রা করিতে অসম্মত হইল। সুতরাং তাহাদিগের পূর্ব্ববেতন পরিশোধ করিয়া সিরাজদ্দৌলা নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইলেন। ‡ রায় দুর্ল্লভ, ইয়ার লতিফ, মীরজাফর, মীরমদন,

---

* "The Koran was introduced, the accustomed pledge of their falsehood."—Scrafton's Reflections, p. 85.

† If the Subah erred before in abandoning the French, he doubly erred now, in admitting a suspicious friend.—Ive's Journal.

‡ The Nawab's troops seeing in the impending warfare no prospect of plunder, as in the sacking of Calcutta, and much more danger, clamorously refused to quit the city until the arrears of their pay were discharged; this tumult lasted three days; nor was it appeased until they had obtained a large distribution of money.—Orme, vol. ii. 169.

মোহনলাল, এবং ফরাসী সেনানায়ক সিনফ্রেঁ এক এক বিভাগের সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সহগামী হইলেন।

গুপ্তচরের গোপনানুসন্ধানভয়ে মীরজাফরের পক্ষে সর্ব্বদা ইংরাজশিবিরে সংবাদ প্রেরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনিই সকল চক্রান্তের চক্রধর,—সুতরাং তাঁহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় ক্লাইব প্রতিদিনই তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু ১৩ জুন সোমবার হইতে ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত চারি দিনের মধ্যে একখানিও প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না। ওয়াট্স্ সাহেব ১৪ জুন ইংরাজশিবিরে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মীরজাফরের নিকট একজন বিশ্বাসী হরকরা পাঠাইয়া দেন; দুর্ভাগ্যক্রমে সে হরকরাও ফিরিয়া আসিল না। ক্লাইব অগত্যা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সসৈন্যে পাটুলিতে ছাউনী ফেলিলেন।

মীরজাফর ১৬ই জুন বৃহস্পতিবারে ক্লাইবকে প্রথম পত্র লিখিলেন; সে পত্র শুক্রবারে পাটুলীর ছাউনীতে ক্লাইবের হস্তগত হইল। মীরজাফর যে সিরাজের সঙ্গে মৌখিক সখ্য-সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তিনি যে তজ্জন্য ইংরাজের সহায়তা করিয়া আত্মপ্রতিশ্রুতি পালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না, সে কথাও লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই পত্র পাইয়াও ক্লাইব সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। সম্মুখে কাটোয়া-দুর্গ; সে দুর্গের সেনানায়ক কিয়ৎক্ষণ কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া ইংরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন, এইরূপ কথা ছিল।* সে কথা কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, শনিবার প্রাতঃকালে ২০০ গোরা এবং ৩০০ সিপাহী লইয়া মেজর কূট কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন, ক্লাইব সসৈন্যে পাটুলিতেই অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। অজয় এবং ভাগীরথীর সম্মিলনস্থানে কাটোয়া-দুর্গ সুসংস্থাপিত, বর্গীর হাঙ্গামায় কাটোয়া-দুর্গ বীরবিক্রমের লীলাভূমি বলিয়া চিরবিখ্যাত। এবার কিন্তু দুর্গদ্বারে যুদ্ধ হইল না; কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধাভিনয়ের পর নবাবসেনা স্বহস্তে চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিয়া দুর্গ হইতে পলায়ন করিল! এই যুদ্ধাভিনয়ে নবাব-সেনা যতটুকু বীরবিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতেই মেজর কূট ভাবিয়াছিলেন যে, সেনাপতি হয়ত পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহা হউক কাটোয়া নির্ম্মক্ষিক হইলে, ক্লাইব ধীরে ধীরে সসৈন্যে কাটোয়া অধিকার করিয়া লইলেন, নাগরিকগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করায় এত ধান চাউল ইংরাজের হস্তগত হইল যে, তাহাতে দশসহস্র সিপাহী বৎসর ভরিয়া উদর-পূরণ করিতে পারিত। সুতরাং ক্লাইব সসৈন্যে কাটোয়ায় শিবির-সন্নিবেশ করিলেন।

মীরজাফরের প্রথম পত্রেই ক্লাইবের মন আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল; ওয়াট্স্ সাহেবের পূর্ব্বপ্রেরিত গুপ্তচর ফিরিয়া আসিয়া সন্দেহ আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিল। আরও সংবাদ সংগ্রহের জন্য ক্লাইব দুই দিন পর্য্যন্ত সতৃষ্ণনয়নে পথ চাহিয়া রহিলেন।† কখন

* *The Governor of this fort had promissed to surrender after a little pretended resistance.*—Orme, vol. ii. 168.

† Orme vol. ii. 169.

বিশ্বাস, কখন অবিশ্বাসে আন্দোলিত হইয়া স্বভাবতই মনে হইতে লাগিল যে গুপ্তসন্ধিপত্র হয়ত সিরাজদ্দৌলারই কৌশলমাত্র; হয়ত সখ্যসংস্থাপন করিয়া মীরজাফর পূর্ব্বকথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। সম্মুখে ভাগীরথী তরল তরঙ্গভঙ্গে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত; এখনও বর্ষাসমাগম হয় নাই, সুতরাং এখনও নদীস্রোত উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু হায়! পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যত সহজ, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা কি তত সহজ কথা? ক্লাইব হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইতিহাসবিখ্যাত বিপুল বাহুবল এবং অলৌকিক রণকৌশল সহসা যেন শিথিল হইয়া পড়িল! * কেবল মনে হইতে লাগিল,—কি কুক্ষণেই সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, কি কুলগ্নেই বিদ্রোহীদলের মুখের দিকে চাহিয়া গায়ে পড়িয়া সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে খড়্গধারণ করিয়াছেন! উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়েও এই দিনের কথা স্মরণ করিয়া ক্লাইব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার কেবলই ভয় হইতে লাগিল,—"যদি পরাজিত হই, তবে আর একজনও সে পরাজয়-কাহিনী বহন করিবার জন্য প্রত্যাগমন করিবার অবসর পাইবে না।"†

সোমবার অপরাহ্নে মীরজাফরের নিকট হইতে এক সঙ্গে দুইখানি পত্র আসিয়া উপনীত হইল;—একখানি ক্লাইবের নামে, অপরখানি উমরবেগের নামে।‡ এই উভয় পত্রে সন্দেহ অপসারিত হইল; কিন্তু বৃটীশ-শিবিরে অশ্বসেনা না থাকায় ক্লাইবের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। $ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানের মহারাজের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার সদ্ভাব নাই; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনার অশ্বসেনা যদি এক সহস্রেরও অধিক না থাকে, তথাপি তাহা লইয়াই আমাদিগের সহিত মিলিত হউন।"

এই পত্র লিখিয়াও ক্লাইবের দুশ্চিন্তা দূর হইল না। তাঁহার আদেশে ২১ জুন মঙ্গলবার সামরিক সভার অধিবেশন হইল। ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "ইহাই তাঁহার জীবনের

---

* Before him lay a river over which it was easy to advance, but over which, if things went ill, not one of his little band would ever return. On this occasion, for the first and for the last time, his dauntless spirit, during a few hours, shrank from the fearful responsibility of making a decision.—Macaulay's Lord Clive.

† Had a defeat ensued, "not one man would have returned to tell it."—First Report of the Select Committee of House of Commons, 1772, p. 149.

‡ মীরজাফরের বিশ্বাসী অনুচর উমরবেগ জমাদার প্রতিভূ-স্বরূপ ক্লাইবের শিবিরেই অবস্থান করিতেছিলেন।

$ Much confounded by this perflexity, as well as by the danger of coming to action without horse, of which the English had none, he wrote the same day to the Raja of Burdwan, who was discontented with the Nabob, inviting him to join them with his cavalry, even were they only a thousand.—Orme, vol. ii. 170. বাস্তবিক অশ্বসেনার অভাবে এরূপ চিন্তাকুল হওয়াই স্বাভাবিক। কেবল 'পলাশির যুদ্ধকাব্যে' কবিকল্পনা এই চিন্তা দূর করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে যে,—"যদি ডুবি একা নাহি ডুবিবে সকল,
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত।

প্রথম এবং শেষ সামরিক সভা।"* বিংশতি বৃটীশ-বীরকেশরী চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণবদনে কাটোয়ার শিবিরে সামরিক সভায় উপবেশন করিলেন। ইঁহাদের নিকট ক্লাইব কি মর্ম্মে প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইতিহাসে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "এখনই নদীপার হইয়া বাহুবলে সিরাজদ্দৌলাকে আক্রমণ করাই সঙ্গত, কি আরও সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করাই সঙ্গত।" †

ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক বলেন যে, ক্লাইবের যে সকল কাগজপত্র তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই সামরিক সভার কার্য্যবিবরণী ছিল। তাহাতে প্রশ্নটি এইরূপ লিখিত আছে :—"বর্ত্তমান অবস্থায় অন্যের সাহায্য না লইয়া আত্মবলেই নবাবশিবির আক্রমণ করিব, কি দেশীয়শক্তির সহায়তা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব ?" ‡

এই বিষয়ে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে সামরিক সভার অন্যতম সভ্য মেজর কূট (ইনি পরবর্ত্তী ইতিহাসে স্যর আয়ারি কূট নামে প্রসিদ্ধ) বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রশ্নটি এইরূপ :—"এরূপ ক্ষেত্রে এখনই নবাবের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করাই কর্ত্তব্য, কি বর্ষা-শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাটোয়ায় আত্মরক্ষা করিয়া আমাদের সাহায্যার্থ মহারাষ্ট্রসেনাদলকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য ; § সমসাময়িক ইতিহাসলেখক অর্ম্মিও এই মর্ম্মেই লিখিয়া গিয়াছেন ¶

ক্লাইবের কাগজপত্রে 'দেশীয় শক্তির' সাহায্য লওয়ার কথা দেখিতে পাওয়া যায়, অর্ম্মির ইতিহাসে এবং মেজর কূটের জবানবন্দীতে স্পষ্ট করিয়া "মহারাষ্ট্রশক্তির" নামোল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ক্লাইবের জবানবন্দীতে ইহার নাম গন্ধও নাই,—কেবল সংবাদ সংগ্রহের জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য কি না, তাহাই রহিয়াছে কেন ? ক্লাইবের জবানবন্দীতে এরূপ স্থলে ভুল হইল কেন ? ||

---

* একথা কি সত্য ? চন্দননগর আক্রমণের সময়ে এবং পলাশির আম্রবনে আরও দুইবার সমরসভার অধিবেশনের কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

† Whether they should cross the river and attack Soorajoo Dowla with their own force alone, or wait for *further intelligence ?*—Clive's Evidence, First Report p. 149.

‡ Whether in our present situation, without assistance, and on our own bottom, it would be prudent to attack the Nabob, or whether we should wait till joined by some *country power ?*—Sir John Malcolm.

§ Whether in those circumstances it would be prudent to come to an immediate action with the Nabob, or fortify themselves (English) where they were, and remain till the monsoon was over, and *the Marhattas* could be braught into the country to join us.—Coote's Evidence, First Report, p. 153.

¶ Whether the army shoud immediately cross into the island of Cossimbazar, and at all risks attack the Nabob ; or whether, availing themselves of the great quantity of rice, which they had taken at Kutwa, they should maintain themselves there during the rainy season, and in the meantime invite the *Marhattas* to enter the Provice to join them ?—Orme, vol. ii. 170.

|| This differs from the accounts given by Coote and Orme, principally in the substitution of a general reference to the aid of some native power in place of the particular reference to the Marhattas ; but it differs *materially* from Clive's own statement to the Select Committee of the House of Commons.—Thornton's History of the British Empire, vol. i. 236.

ক্লাইব যে সময়ে মহাসভায় সাক্ষ্যদান করেন, তখন আর তিনি লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল ক্লাইব নহেন; তখন তিনি পলাশিবীর (ব্যারণ) লর্ড ক্লাইব, ইংলণ্ডের নরনারীর নিকট "নবাব" ক্লাইব নামে পরিচিত। তখন কি পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অনেক দিনের পর এত কথা স্মরণ রাখা সম্ভব নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেখানেই আত্মগৌরব বৃদ্ধি করা বা আত্মাপরাধ ক্ষালন করা প্রয়োজন, ঠিক সেখানে আসিয়াই যে ক্লাইবের স্মৃতিশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, ইহাই তাঁহার জবানবন্দীর প্রধান দোষ!

যিনি একবার স্বার্থসাধনের জন্য জানিয়া শুনিয়া জাল জুয়াচুরি করিয়াছিলেন, এবং আরও শতবার সেরূপ ক্ষেত্রে সেরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি যে আত্মগৌরব বর্দ্ধন বা আত্মাপরাধ ক্ষালনের জন্য সময়ান্তরে মহাসভার ন্যায় মহাধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে জানিয়া শুনিয়া এক আধটা নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা এদিক ওদিক করিয়া বলেন নাই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার উপায় নাই!

আলিনগরের সন্ধির পূর্ব্বে ক্লাইব যখন সংবাদ পাইলেন যে, সিরাজদ্দৌলার কামানগুলি এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, তখন তিনি নিশারণে শত্রুসংহারের জন্য সর্ব্বাগ্রে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। চন্দননগর আক্রমণের পূর্ব্বে যখন সংবাদ পাইলেন যে, মাদ্রাজ হইতে সেনাবল আসিতেছে এবং সিরাজদ্দৌলা পাঠানভয়ে জড়সড় হইয়াছেন, তখন সদস্যদিগের ইতস্ততঃ থাকিলেও ক্লাইব সগর্ব্বে বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, "এখনই চন্দননগর ধ্বংস করিব।" উমরবেগ যখন সন্ধিপত্র আনিয়া দিল তখনও তিনি প্রবল প্রতাপে সেনাদল লইয়া পলাশির দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু কাটোয়ায় পদার্পণ করিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা আর সেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিল না। পাছে কনিষ্ঠ বীরপুরুষগণ একবাক্যে যুদ্ধযাত্রার অভিমত প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করেন, সেই আশঙ্কায় ক্লাইব সমর-নীতি সংযম করতঃ প্রথমেই আপন মত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "যেখানে রহিয়াছি, সেখানেই থাকি, ইহাই আমার মত;—আপনাদের মতামত কি?" * এই কথায় দ্বাদশজন সেনানায়ক "তথাস্তু" বলিলেন। কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠ মেজর কূট প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন:— "আপনারা বড়ই ভুল বুঝিতেছেন। সেনাদলের এখনও বিশ্বাস আছে যে তাহারা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। শত্রুর সম্মুখে আসিয়া থতমত খাইয়া বসিয়া পড়িলে, তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িবে; কিছুতেই আর উত্তেজিত করা যাইবে না। আর ল সাহেব অবসর পাইলেই নবাবশিবিরে মিলিত হইবেন;—তখন নবাবের বাহুবলও বাড়িবে, মন্ত্রণাও উৎসাহলাভ করিবে। তাহারা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া কলিকাতায় পলায়নের পথ অবরোধ

---

* Contrary to the forms usually practised in councils of war, of taking the voice of the youngest officer first and ascending from this to the opinion of the president, Colonel Clive gave his own opinion first.—Orme, ii. 170.

করিবে। আপনারা এখন যাহা দেখিতে পাইতেছেন না এমন কত নূতন বিপদে পড়িয়া বিনাযুদ্ধেই হয়ত পরাজিত হইবেন। আসুন এখনই অগ্রসর হই, নচেৎ এখনই পলায়ন করি,—যেখানে আছি, এখানে বসিয়া থাকা অসম্ভব।" ছয়জন সেনানায়ক এই মত পোষণ করিলেন। তাঁহাদের কথা কাজে লাগিল না; ক্লাইবের মতই প্রবল হইল; যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রহিল! *

মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "কেবল মেজর কূট এবং কাপ্তান গ্রাণ্ট ভিন্ন আর আর সকলেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কথা শুনিতে হইলে কোম্পানী বাহাদুরের সর্ব্বনাশ হইত;—আমি সেই জন্যই তাহা অবহেলা করিয়াছিলাম।" †

ক্লাইব যে নিজেই সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া অন্যান্য সেনানায়কদিগের মত প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার জবানবন্দীতে কিন্তু সে কথার উল্লেখ নাই। জবানবন্দী পড়িয়া বরং ইহাই মনে হয় যে, অধিকাংশ লোকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, কেবল তিনিই কোম্পানীর কল্যাণের জন্য যুদ্ধের সপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন! এখানেও কি তাঁহার স্মৃতিশক্তি সহসা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল? মেকলে বলেন যে, "অহিফেণ-প্রসাদে তন্দ্রামগ্ন থাকিয়া ক্লাইব মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেন! ‡ তাঁহার এই সকল স্থলে ভুলগুলি কি অহিফেণ প্রসাদাৎ,—না স্মৃতিভ্রংশবশাৎ,—না আত্মগৌরবলোভাৎ;—সে কথার আর এখন মীমাংসা করিবার উপায় নাই!

কিজন্য সমগ্র সমর-সভার মন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া সহসা ক্লাইবের শৌর্য্যবীর্য্য পুনরাগত হইয়াছিল, সে বিষয়েও নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়! অর্ম্মি বলেন যে, "সভাভঙ্গ হইবামাত্র নিকটস্থ বনান্তরালে প্রবেশ করিয়া একঘণ্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ক্লাইব নিজেই বুঝিয়াছিলেন যে অগ্রসর না হওয়াই মূর্খতা! তিনি সেইজন্য শিবিরে আসিয়াই আদেশ দিলেন যে, প্রত্যূষেই গঙ্গাপার হইতে হইবে।" §

ষ্টুয়ার্ট এবং মেকলে অর্ম্মির পদানুসরণ করিয়া এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। এই বর্ণনায় যাহা কিছু অসঙ্গতি ছিল তাহার পাদপূরণ করিয়া বাঙ্গালী কবি ধ্যানস্তিমিতলোচন ইংরাজ সেনাপতির সম্মুখে ইংলণ্ডের সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে সশরীরে হাজির করিয়া দিয়াছেন! ¶

---

* Ibid.

† His Lordship observed, this was the only Council of war that he ever held and if he had abided by that Council, it would have been the ruin of the East India Company.—Clive's Evidence.

‡ Macaulay's Lord Clive.

§ *He retired alone into the adjoining grove, where he remained near an hour in* deep meditation, which convinced him of the absurdity of stopping where he was.—Orme, ii. 171.

¶ চিন্তা অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিত নেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে;

ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক স্যর জন ম্যাল্‌কম ধ্যানের অংশটুকু ছাড়িয়া দিয়া, অবশিষ্ট কথাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ক্লাইবের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর স্ক্রাফ্‌টন্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "২২শে জুন মীরজাফরের পত্র পাইয়াই ক্লাইব ঘুরিয়া বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আদেশে ২২শে জুন সায়ংকাল ৫ ঘটিকার সময়ে বৃটিশ-বাহিনী গঙ্গাপার হইয়াছিল!"

কাহার কথা সত্য? কোন্ তারিখে কোন্ সময়ে, কি জন্য ক্লাইবের মতপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল? তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, "কাহারও উপদেশে মত পরিবর্ত্তন হয় নাই, তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিজে নিজেই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" তাঁহার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর একথা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কাহার কথা বিশ্বাস করিব?

ষ্টুয়ার্ট, ম্যাল্‌কম এবং মেকলে সকলেই অর্ম্মি-লিখিত আদিম ইতিহাস হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্ম্মির ইতিহাসে প্রকাশ যে ২২শে জুন অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়ে ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে সত্যসত্যই নিম্নলিখিতরূপ পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করেন।

মীরজাফরের পত্র।

That the Nabob had halted at Muncara, a village six miles to the south of Cossimbazar, and intended to entrench and wait the event at that place, where Jaffier proposed that the English should attack him by surprise, marching round by the inland part of the island.

ক্লাইবের উত্তর।

That he should march to Plassey without delay, and would the next morning advance six miles farther to the village of Daudpoor; but if Meer Jaffier did not join him there, he would make peace with the Nabob.

ক্লাইবের প্রত্যুত্তরে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ২১শে জুন অপরাহ্ন পর্য্যন্তও যুদ্ধযাত্রা করেন নাই; তখনই পত্র পাইবার পর যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া মীরজাফরকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। মীরজাফর কিরূপভাবে ক্লাইবের সহায়তা করিবেন, কোন্ পথে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে মীরজাফরের উপদেশ না পাইয়া ইংরাজেরা সসৈন্যে কাটোয়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন; এবং তজ্জন্যই সমরসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মীরজাফরের উপদেশ পাইবামাত্রই যে আবার ইংরাজ সেনাপতির শৌর্য্যবীর্য্য জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে! ক্লাইব নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, "সমর সভার অধিবেশন শেষ হইলে, ২৪ ঘণ্টার বিশেষ গবেষণার পরে তাঁহার মতপরিবর্ত্তন সংঘ-

---

সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্ব্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্ব রমণী।

* In this doubtful interval the majority of our officers were against crossing the river and everything bore the face of disappointment; but on the 22nd. of June, the Colonel received a letter from Meer Jaffier, which determined him to hazard a battle; and he passed the river at five in the evening.—Scrafton.

টিত হয়; এবং ২২শে জুন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময়ে সেনাদল গঙ্গাপার হয়।" * সুতরাং স্ক্রাফ্‌টন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়ায়; অথচ ক্লাইব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, "কাহারও কথায় কি উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয় নাই!"

এই সকল অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে অর্ম্মি ২২শে জুন প্রত্যূষে গঙ্গাপার হইবার কথা লিখিয়া স্ক্রাফ্‌টনের উক্তি খণ্ডন ও ধ্যানযোগে ক্লাইবের মত পরিবর্ত্তন হইবার কথা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কেবল সেই জন্যই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, "২১শে জুন এক ঘণ্টার ধ্যানযোগেই" ক্লাইবের দিব্যনেত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। মেকলে ইঁহারই পদানুসরণ করিয়া বাঙ্গালীর সত্যনিষ্ঠার কলঙ্করটনা করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই!

অর্ম্মির ন্যায় আরও একজন সমসাময়িক লেখক ২১শে তারিখেই ক্লাইবের মতপরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনিও স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "এই দিবসেই সন্ধ্যাকালে মীরজাফরের পত্র আসিয়াছিল, এবং তাহাতেই ক্লাইব পরদিবস প্রত্যূষে গঙ্গাপার হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।" †

আমরাই রাজবিপ্লব সংঘটনের মূল কারণ। আমাদিগের মীরজাফর, আমাদিগের রায়দুর্ল্লভ, আমাদিগের জগৎশেঠ,—আমাদিগের স্বদেশীয় রাজকর্ম্মচারীগণের বিশ্বাসঘাতকতাই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের মূল, তজ্জন্য চিরদিন আমাদিগকে ইতিহাসের নিকট শতগঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু দেশীয় লোকের দলে উমাচরণ ছিল, বিদেশীয় বণিকের দলেও ক্লাইব ছিল,—এই ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার করিলেই ন্যায়ের মর্য্যাদা অধিকতর সুরক্ষিত হয়! আলিনগরের সন্ধিসংস্থাপিত হইলে সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টির জন্য কর্ণেল ক্লাইব এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যথা:—

I, Colonel Clive, Sabut Jung Behauder, Commander of the English Land-Forces in Bengal, do solemnly declare, in the presence of God and our Saviour, that there is peace between the Nabob, Serajah Dowla, and the English. They, the English will inviolably adhere to the Articles of the Treaty made with the Nabob: That as long as he shall observe his Agreement, the English will always look upon his enemies as their

* After about twenty-four hours mature consideration, his Lordship said, he took upon himself to break through the opinion of the Council, and ordered the army to cross the river; and what he did upon that occasion, he did without receiving any advice from any one.—First Report.

† However, the same evening Colonel Clive received a second message from Meer Jaffier, assuring him of his due performance of the articles mentioned in the treaty, but informing him that he was so surrounded with spies, as to be obliged to act with greatest caution. This intelligence soon determined the Colonel to push on. —Ive's Journal.

enemies, and whenever called upon will grant him all the assistance in their power.—12 February, 1757.*

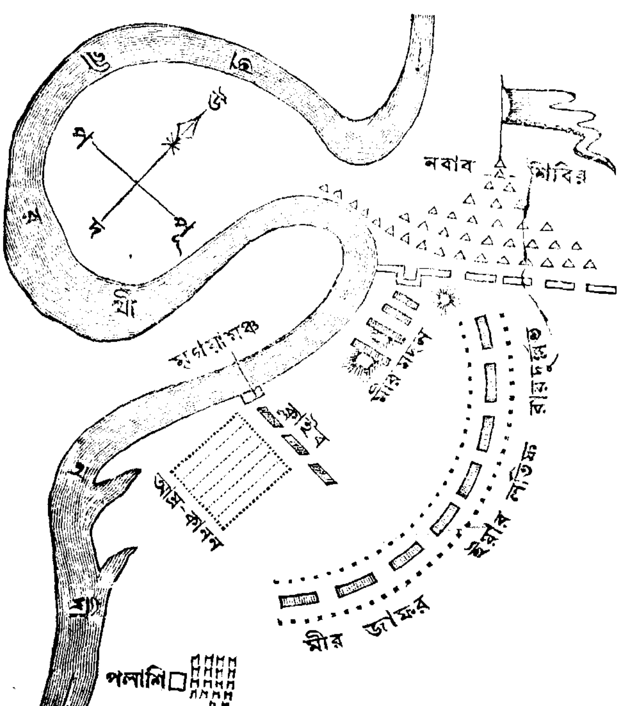
ক্লাইব কিরূপে এই অঙ্গীকার পালন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তিনি মহাসভায় সাক্ষ্য-দিবার সময়ে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে :—

That after Chandernagore was resolved to be attacked, he repeatedly said to the Committee, as well as to others, that they could not stop there, but must go further: that having established themselves by force, and not by the consent of the Nabob, he would endeavour by force to drive them out again. That they had numberless proofs of his intention; and his Lordship said, he did suggest to Admiral Watson and Sir George Pocock, as well as to the Committee, the necessity of a revolution. †

পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র।

(২৩শে জুন, ১৭৫৭)

মানকরা




* Treaties, Engagements and Sununds, vol. i. 10.

† Clive's Evidence,—First Report, 1772.

# গন্ধরাজ।

( স্থান, বিডন্ গার্‌ডেন্—সময়, মধ্যাহ্ন—
টগর ও গন্ধরাজ বার্ত্তালাপে মগ্ন। গাছের আড়ালে কবি গুপ্তভাবে দণ্ডায়.

টগর। ( ঈষৎ হাসিয়া )

সুধাই সুধাই করি, সুধাইতে নারি।
সারানিশি সহবাস পতঙ্গের সাথে,
দিবসেতে আনাগোনা নর-নারীদের,
নাহি অবসর সখি কহিবারে কথা।
আজি যেন ভাগ্যদেব, কি কুহকে ভুলি,
( হয়ে যেন আন্‌মনা ) আমাদেরি দিকে!
তাই সখি পেয়ে সাড়া চল সমীরের,
দিয়ে ভর লঘু লঘু পত্রোপরি তার,
শাখা সহ দুলিতেছি তোমারি দুয়ারে।
বড় সাধ পূরাই এ চিত্তের বাসনা;
কথা কও, চেয়ে দেখ—

গন্ধরাজ।

আয়, আয় সখি;—
একি দেখি? এখানেও সেই ভাব তোর?
ত্রিদিবেতে আপ্ত-হারা ব'লে তোর খ্যাতি—
কচি কচি দেববালা যায় রে যেমতি
তোর পাশে, নিরখিতে ও চারু মুরতি,
তুষিতে তাদের মন ঢালিস্ অমনি
প্রাণের ভাণ্ডার তোর, সৌরভের ডালা;
পলকে ফকির তুই আপনা পাশরি!
সে লাগি বাসন্তী দেবী, আমাদের রাণী,
কত শাসাতেন তোরে—সুন্দর ভ্রূকুটি
যেত মিলাইয়া, তোর হাসি নিরখিয়া।
এখানেও সেই ভাব কেন প্রিয় সখি?
ও সুগন্ধ-দেহবাস কে লইল হরি?

টগর।

জান'ত জান'ত সখি কত ঋণপাশে
বদ্ধ মোরা শ্যামাঙ্গিনী যামিনীর কাছে;
ফুলকুল-ধাত্রী সখি যামিনী সুন্দরী!
সাঁজের শৈশবে মোরা ছিনু ক্ষুদ্র কলি,
মুখ টিপে টিপে হাসি প্রহরেক রেতে,
বাড়ি মোরা তিল তিল যামিনী-সোহাগে!
না হাসিলে—দূত তার নৈশ সমীরণ
দেয় কত কাতু কুতু!—সে রসে ঢলিয়া
ফুল্ল দেহ হয় আরো লাবণ্য লভিয়া!
যামিনীর শীলতায় লাজেতে কুণ্ঠিত
হয় যদি দলদাম—যামিনী-প্রেরিত
রসিক পতঙ্গ কত, দলে দলে আসি,
মুখ চুমি, হাসায় লো নায়িকার হাসি!
এইরূপে নিশি-শেষ হ'তে না হইতে,
সুখের যৌবন-বাসে হইরে ভূষিতা,
মৃদু মৃদু দুলি মোরা প্রভাত-সমীরে!
সকলি'ত যামিনীর প্রসাদের গুণে—
তাই সখি বুক পুরি, বুক খালি করি,
অরপি সৌরভ ডালা যামিনী-চরণে!

গন্ধরাজ।

অন্ধ-মানবের কিন্তু এমনি বিশ্বাস,
ভাবে তোরে গন্ধহারা!—জানে না তাহারা
রবহীন গর্ব্বহীন ফকিরের ধারা!

টগর।

ভাল কথা এল মনে, সুধাইতে যাহা
বায়ু-পিঠে আরোহিয়া এসেছি এখানে।
"গন্ধময়ী" নাম তোর স্বরগে প্রথিত;—
কোন্ অপরাধে সখি ফুলকুলরাণী
দিলা শাপ, যাহে তুই কুনাম লভিলি
কঠোর পুরুষ-নাম? দেবতার মন
মরতে পাঠায়ে দিয়ে, স্বর্গচ্যুত করি,
নহে কিরে পরিতুষ্ট?

গন্ধরাজ।

তুষার-ধবল
আমার এ দেহ—তবু ভাবিলে ও কথা
( মধ্যাহ্নেতে নিরিবিলি লোকের নিশুতি,
যখনি একেলা হই তখনি'ত ভাবি )
সর্ব্বাঙ্গে অনল জলে ভাবিলে ও কথা!

টগর।

বিধির বিধানে সখি, দেবী বসুধার
হইল করিতে হায় ষড়ঋতু সেবা।
কাঁদিয়া পড়িলা দেবী বিধাতা-চরণে।
কহিলা "কি দিয়া দাসী তুষিবে মানস
বসন্তের? ফুলধনু, ফুল-সখা তিনি!
ফুলরত্ন অধীনীর নাহি গো ভাণ্ডারে;
নারীর ধরম দেব পতি-মন রাখা;
কি দিয়ে তুষিব মন? ফুল-প্রিয় তিনি"।
ধরার সুখের তরে, বিধির শাসনে,
আইনু হেথায় সবে ফুলবালা মোরা।
অশোক বকুল আদি কত ফুলবালা
আসিতে গো চাহিল না; হইল তাদের
তোরি মত স্বজনি লো কতই লাঞ্ছনা!
বহাস্ নে প্রিয়সখি শোক-অশ্রু-লোর,
সহানুভূতির লোক আছে কত তোর!

গন্ধরাজ।

শুনিবারে সাধ যদি এতই স্বজনি,
শোন্ তবে কহি তোরে সে দুঃখ-কাহিনী।
আমাদের ফুলরাণী বাসন্তী সুন্দরী
গিয়াছিলা একদিন বৈজয়ন্ত-ধামে।
দৈব যোগে সেই দিন বসন্ত-উৎসব
গোলকেতে; বাসন্তীর পেয়ে দরশন,
আবেগ-উচ্ছ্বাসে রমা বক্ষমাঝে ধরি,
তুষি অতিথির মন স্বাগত-সম্ভাষে
কহিলেন কতই কি মধুময় কথা!
বসন্তে লতিকা যেন কুসুম-উল্লাসে
কতই কতই সুখী; বাসন্ত কোকিল,
কষায়িত কলকণ্ঠে, বিহ্বল পুলকে,
পঞ্চমে ঝঙ্কারে যেন অমৃত লভিয়া!
শরৎ ঋতুর যেন পূরণিমা রাতে,
সোণার সলিলে স্নাত তরঙ্গিণী হিয়া,
কুলুস্বরে গাহি উঠে নাচিয়া নাচিয়া!
ক্রমশঃ সন্ধ্যার ছায়া পড়িল গোলকে।
হাসিয়া কহিলা লক্ষ্মী "বড় পুণ্য-ফলে
আমার, পাইনু দেখা তোর্ লো স্বজনি;
সাজা লো রঙ্গিণী আজি এ বরাঙ্গ মোর,
কুসুম-ভাণ্ডারে তোর আছে যে রতন,
সাজালো বাসন্তি আজি সে সব রতনে।
ভুবনমোহিনী সাজি, নব-রঙ্গে মাতি,
ভেটিব নিশীথে আজি মদনমোহনে!
কুসুম-পরাগরেণু অধরেতে মাখা,
সুরভি নিশ্বাসে মরি আকুলি সে পুরি,
কহিলা বসন্ত-রাণী, ঈষৎ হাসিয়া—
"সে কি কথা ইন্দিরা গো? তোমার সেবিকা
এ কিঙ্করী—সাজাইব, সেবা কোন্ কথা?
আপনি মদন হেথা ঋতুপতি সাথে
ভ্রমেন হরষে নিত্য; বিভব-ঈশ্বরি,
কিসের অভাব তব, কিসের বাসনা?
তবে যে আমারে দেবি কর অনুমতি,
অমিয়া-প্রসাদ তাহা সেবিকার তরে।
এত বলি পুষ্পরাণী, লোহিত-অধরে
আধো বিস্ফুরিত করি ভাবনা-আবেশে,
স্মরিলেন ত্রিলোকের ফুলবালা দলে!

টগর।

তখন লুলিত ছিল অলির আঘাতে
এ তনু, তাই গো দেবি করুণা করিয়া
নাহি স্মরিলেন মোরে।

গন্ধরাজ।

যত ফুলবালা
আসি উপনীত হ'ল, আকুল-কুন্তলা।
রোষে কষায়িত আঁখি, লোহিত কপোলে,
সুধাইলা ফুলরাণী "গন্ধময়ী কোথা"?
কর্ণলোল ছিল তথা পাগল ভ্রমরা;
বিশ্বাস-ঘাতক সব কহে দিল তাঁরে।
অমনি বাসন্তী দেবী শাপ দিলা মোরে—
"এত পুরুষের বশ! লাজহীন ফুল,
আজি হ'তে হলি তুই দেব-আঁখি-শূল।
কঠোর পুরুষ-প্রিয় গন্ধরাজ নামে,
থাক্ গিয়া স্বৈরিণি লো নীচ ধরাধামে"।

টগর।

ভাল লো বুকের পাটা তোর গন্ধময়ি!
কোন্ রঙ্গরসে তুই আছিলি লো ভোর?
সুখের স্বপনে কোন্?

গন্ধরাজ।

সোণার স্বপন!
খেদমাত্র কেন সখি হ'ল জাগরণ!
মূর্তিমতী ফুলবালা-মূরতি ধরিয়ে,

হাসিতেছিলাম আহা আধো মুচকিয়ে!
বাতাসে দোদুল্ দোলে অলকের হার,
অলসে বুকের বাস হয় অপসার।
লাজ হয় কহিবারে, দেব একজন
সাদরে এ মুখ মম করিলা চুম্বন!
শিহরি উঠিল দেহ, গায়ে দিল কাঁটা,
অধীর বাসনা সখি হইল প্রবল,
ভাসিল শিশির-স্বেদে কপোল ধবল,
খুলিল লাজের দ্বার, মুখের ঘোমটা!

টগর।
কে আসিছে? চুপ্ চুপ্!
গন্ধরাজ।
বঙ্গ কবি বুঝি!—
অদ্ভুত ভাবের ঘোরে আঁখি জড়াইয়ে,
ভ্রমিতেছে ইতি উতি আলাভোলা হয়ে,
জলদে রৌদ্রের বিভা, কি মধুর রূপ!
টগর।
আবার হইবে দেখা; ওই এল — চুপ!

---

# পৌষ বাঁউড়ী।

(পল্লীচিত্র।)

পৌষ মাসকে পল্লীরমণীগণ 'লক্ষ্মী মাস' বলিয়া মনে করেন। কোন রমণীই পৌষ মাসে স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে কিম্বা পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে গমন করেন না। এমন কি কোন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া গৃহে আসিলেও তাহাকে পৌষ মাসে বিদায় দেওয়া দোষের কথা। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলে পৌষ মাসের প্রতি এই অত্যধিক সম্মান প্রদর্শনের একটি ন্যায্য কারণ এই দেখা যায় যে, এই সময়ে ধান কাটামাড়া আরম্ভ হয়; প্রত্যেক গৃহস্থের খামারে, বাড়ীর প্রাঙ্গণে সুপক্ক ধান্য-শীর্ষ স্তূপাকারে পালা দেওয়া রহিয়াছে; কৃষাণগণ দশ বারোটা বলদ লইয়া হুকা টানিতে টানিতে সেই রজ্জুবদ্ধ বলদশ্রেণীর লেজ মলিতে মলিতে তাহাদিগকে ধানের পালার উপর ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, পিঠে পাচনের বাড়ি মারিতেছে, কেহ 'কাঁদাল' দিয়া ধানের আটি উল্‌টাইয়া দিতেছে, কেহ কুলায় করিয়া ধান ছড়াইয়া তাহার চিটা ও ধূলামাটি উড়াইয়া দিতেছে; ফকির বৈষ্ণবেরা গোপী-যন্ত্র ও মন্দিরা বাজাইয়া কৃষাণদের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক দুই এক পাথি ধান ভিক্ষা লইয়া যাইতেছে, মাথা তামাক বিক্রেতাগণ খোলায় খোলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং দুছিলিম তামাক দিয়া আবসের ধান উপার্জ্জন করিতেছে। চারিদিকেই একটি সজীবতার হিল্লোল সুপ্রকাশিত, যেন দেবী কমলা তাঁহার কমলাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ধান্যের আড়ি কক্ষে লইয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। পৌষ মাসের শেষ দিন এই কঠোর পরিশ্রমের দৃশ্য কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেদিন সাধারণ শ্রমজীবীগণ আমোদ আহ্লাদেই সময় অতিবাহিত করে।

৩০ এ পৌষ রাত্রি প্রভাত হইতে হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, জেলে, বাগ্দি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীগণের ছেলেরা তাহাদের আনকোরা ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া দলে দলে ভিক্ষায় বাহির হয়। এ তাহাদের সখের ভিক্ষা; প্রত্যেক দলে একজন এক

একটা করিয়া ধামা লইয়া চলিয়াছে, আর দলস্থ অবশিষ্ট সকলের হাতে এক একগাছি কোঞ্চি, এই কোঞ্চি বহুসংখ্যক সুপক্ক লাল লঙ্কামরিচে পরিপূর্ণ, সুতা দিয়া সেগুলি কোঞ্চির সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক দল এক এক গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিতেছে ঃ—

"হরিবোল হরিবোল,
সোনারায়ের ভার এল বাড়ীর ভিতর,
বল ভাই শিশে,
এক কাঠা চাল নটাবড়ি নিসে।"

সুর করিয়া এই ছড়া বলিয়া তাহারা ভিক্ষা আদায় করিতেছে, শুধু তাহাই নহে, ছড়ার ভাষায় তাহারা সরলা গৃহস্থ মহিলাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতেও বিরত হইতেছে না। তাহারা কোমল শিশু-স্বরে অসঙ্কোচে দৈববাণী করিয়া যাইতেছে যে, যাহারা তাহাদিগকে ছালা বোঝাই করিয়া চাউল দিবে তাহাদিগের ভাগ্যে সাত গোলা ধান ফলিবে, যাহারা বাটা বাটা দিবে তাহাদিগের 'সাত বেটা' হইবে, যাহারা বাটি বাটি দিবে তাহাদের 'সাত বেটি' জন্মিবে, কিন্তু যাহারা মুঠো মুঠো দিবে তাহাদিগের হাত 'ঠুঁঠো' হইয়া যাইবে। শুনিয়া রমণীগণ হাসিয়া তাহাদিগকে মুঠো মুঠো চাউল দিয়াই বিদায় করেন। কেহ বলেন "সাত বেটি হওয়ার চেয়ে হাত ঠুঁঠো হওয়া ঢের ভাল, বেয়ান মাগির মন ত কিছুতে পাওয়া যায়ই না, তা ছাড়া জামাইগুলির কেহ মদ, কেহ গাঁজা কেহবা গুলিতে ভোর হইয়া সমস্ত জীবনটা ভাজা ভাজা করিয়া মারে, হাত ঠুঁঠো হইলে এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।"—ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে যখন এই ছড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালীর ঘরে ছেলে বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হয় নাই এবং সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া মেয়ে পার করিতে হইত না—তাই এই দিন সেকালের কথা মনে করিয়া অনেক কন্যাগ্রস্তা রমণীকে সেই "সোণার সেকালের" জন্য আক্ষেপ করিতে শুনা যায়।

সকালে এইরূপ ছেলেরা এক পত্তন ভিক্ষা লইয়া চলিয়া যায়। বেলা বেশী হইলে আবার মুসলমানশ্রমজীবীগণ টুপি মাথায় দিয়া, গলায় রুমাল বাঁধিয়া জারী ও মাণিকপীরের গান গ[illegible]হিতে গাহিতে কাঠাহস্তে দলেদলে গৃহস্থবাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং প্রতি বাড়ীতেই [illegible]ত ভিক্ষা পাইয়া কাঠাপূর্ণ করিয়া ফেলে। ইহারা শুধু চাউল লইয়াই ক্ষান্ত হয় না; চ[illegible]স. বড়ি, বেগুণ প্রভৃতি তরকারীর জন্যও আবদার করিয়া থাকে; কোন কোন [illegible] হইয়া দুই একটি আধলা বা পয়সাও ভিক্ষা দেয়। পৌষ মাসের শেষদিন সর্ব্ব-[illegible] খাওয়ার ব্যবস্থা আছে; যে কিছু পয়সা সংগ্রহ হয় তাহা দিয়া ইহারা [illegible]কলষা' কিনিয়া লইয়া যায়। সমস্ত দিন ভিক্ষার পর অপরাহ্নে স্নান [illegible]ন্ন মাঠে পোষলা করিতে যায়, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে মহানন্দে

'বাইনে' আসিয়া ধন্না দিয়াছে। পৌষ বাঁউড়ী উপলক্ষে

সকল বাড়ীতেই পিঠে পুলি আঁদোসার আয়োজন হয়—গুড়ই ইহার প্রধান উপকরণ, সুতরাং আজ সকলেরই চেষ্টা খানিকটে টাটকা খেজুরে গুড় সংগ্রহ করিতে পারে। পল্লী অঞ্চলে খেজুর গাছের অভাব নাই, এ সময় গোয়ালা বাগ্দি কিম্বা কৈবর্ত্তেরা চারি পাঁচজনে একত্র হইয়া, কখন কখন দু তিন ভাই একত্রে শীতকালের কয়েকমাস শুধু খেজুরে গুড়েরই কারবার করে। খেজুর গাছ বাঁধা হইতে রস জ্বাল দিয়া গুড় করা পর্য্যন্ত সকল কাজই নিজে করিয়া থাকে, সুতরাং এই ব্যবসায়ে তাহাদের বেশ লাভ হয়। যেখানে রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করা হয়, সে জায়গাটাকে 'বাইন' বলে। একটা বড় তেঁতুলগাছ তলায়, কিম্বা বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে বড় বড় উনান কাটিয়া প্রকাণ্ড এক একটা মাটির পোড়ান 'খোলা'তে রস জ্বাল দেওয়া হইতেছে, 'বাইনের' চারিদিকে শুষ্ক খর্জ্জুর পত্রের টাটি, আঙ্গিনাখানি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, তাহার একপাশে কতকগুলা ভাঁট, আস্শেওড়া কালকাসিন্দার শুষ্ক বন পালা দেওয়া রহিয়াছে। গুড়জ্বাল দিবার জন্য গাছিরা জঙ্গল হইতে সেগুলি কাটিয়া আনিয়া রাখিয়াছে। গাছ বাঁধা ঠিলিগুলি চারিদিকে বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, মলিন মোটা মার্কিনের অপ্রশস্ত চাদর গায়ে জড়াইয়া গাছিরা একহাতে উননে জঙ্গল ঠেলিয়া দিতেছে, আর একহাতে ডাবা হুকা ধরিয়া গাঁজার কিঞ্চিৎ মোলায়েম সংস্করণ দাকাটা ঘরেমাখা তামাকে টান দিতেছে, চট্ পট্ করিয়া উননে আগুনের শব্দ হইতেছে, কলকল করিয়া রস ফুটিয়া উঠিতেছে, আর এক একবার তাহারা 'ওড়ং' দিয়া রসের গাদ কাটিয়া নিকটবর্ত্তী একটা ঠিলির মধ্যে ফেলিতেছে এবং নানারকম গল্প করিতেছে। গল্পের অধিকাংশই গুড় সম্বন্ধীয়, কাহার পিতা ও পিতামহ গুড়ের কারবার করিয়া হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছিল, কে কবে খেজুর গাছে উঠিতে গিয়া পা ফসকাইয়া পড়িয়া 'জন্মের ভাত' খাইয়াছিল, শেষরাত্রে ঠিলি খুলিতে গিয়া কে কতবার বাঘের হাতে পড়িয়াছে, এবং বাঁকের বাড়ি মারিয়া কে কতদিন সন্ধ্যেবেলা রসলিপ্সু ঠিলিচোরের রসপিপাসা আরাম করিয়া দিয়াছে, ওজস্বিনী ভাষায় সেই সকল গল্প চলিতেছে, আর পাড়াপ্রতিবেশী গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, মালো, চাঁড়াল, বাইতিদের ছেলেরা চারিদিকে বসিয়া অত্যন্ত তৃপ্তমনে সেই সকল গল্প শুনিয়া যাইতেছে, এক একবার তাহারা হাসিয়া অস্থির হইতেছে, এক একবার ভয়ে তাহাদের বক্ষের স্প পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

বেলা প্রায় দশটার সময় গুড়জ্বাল দেওয়া শেষ হইয়া গেল। একটা 'সরাগুড়' বা 'গুড়মুচি' করিবার জন্য তাহাতে বীজ মিশাইয়া তাহাকে অ ঘন করিয়া তোলা হইল। তাহার পর বিশ পঁচিশটা ঠিলি দুই সারি দুখানা কাপড় দিয়া তাহাদের মুখ বাঁধিয়া সেই কাপড়ের উপর গুড় ঢালিয়া 'সরাগুড়' প্রস্তুত করিল। পল্লীরমণীগণ ঘ সঙ্গে লইয়া 'বাইনে' উপস্থিত হয় এবং কুটুম্ববাড়ী পা পছন্দ করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

'সরাগুড়' প্রস্তুত হইয়া ডালায় উঠিলে সমবেত চাষার ছেলেরা কেহ কচুর, কেহ কলার, কেহবা কাঁঠালের পাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া খোলার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তখন গাছিরা তাহাদের পাতায় একটু একটু গুড় উপহার দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিল—তাহারা সেই সদ্যোজাত গুড়টুকু আস্বাদন করিতে করিতে বাইন ত্যাগ করিল। পল্লীবাসীগণ যাহার যতটুকু গুড়ের দরকার তাহা লইয়া চলিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে 'বাইন' জনশূন্য হইয়া পড়িল, শুধু ঠিলিগুলো প্রকাণ্ড উনুনের উপর স্তূপাকারে অধোমুখে পড়িয়া উত্তাপ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন কাল হইতেই রমণীগণের মধ্যে পৌষবাঁউড়ীর আয়োজন পড়িয়া যায়; বিধবাগণ স্নান করিয়া আসিয়া কেহ গ্রাম্যবিগ্রহের মন্দিরে, কেহ কালীবাড়িতে এক আধ পোয়া যাহার যাহা সাধ্য তিলুয়া পাঠাইয়া দেয়, তাহার পর সকলে গামলাতে আতব চাউল ভিজাইয়া 'আতাল' পাতে। চাউল অল্প ভিজিলে তাহা ছাঁকিয়া কুটিবার জন্য ঢেঁকিঘরে লইয়া যাওয়া হয়। প্রথমে ঢেঁকির 'নোটের' কাছে সেই চাউল সাতবার ছড়াইয়া দিয়া তবে ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরম্ভ করে, ইহাকেই 'আতাল' পাতা বলে। ত্রিশে পৌষ মধ্যাহ্ন কালে সকল বাড়ী হইতেই ঢেঁকির শব্দ উঠিয়া গ্রামখানিকে অত্যন্ত মুখর করিয়া তোলে; এই দিন গ্রাম্য বাজারে অসংখ্য মাটির সরা ও মুচি বিক্রয় হইতে আসে, পিঠে ভাজিবার জন্য সকলেই আগ্রহ সহকারে এক এক জোড় 'সরামুচি' কিনিয়া লইয়া যায়।

দুপুরের সময় কোন বাড়ীতেই প্রায় ভাতের আয়োজন নাই, যাহাদের বাড়ীতে দুবেলা গরম ভাত নহিলে চলে না, ছেলেপিলে রোগা এবং কর্ত্তাটি গরম গরম ভাত ও খয়রা মাছের ঝোল ভিন্ন আর কিছুই পরিপাক করিতে পারেন না, তাহাদের বাড়ীতেই শুধু একবেলা ভাত রান্না হয়। অনেক বাড়ীতেই আজ ছেলেমেয়েদের জন্য 'তিলজাউ' হইতেছে; তিলজাউ জিনিষটির সহিত সহরাঞ্চলে, লোকের পরিচয় নাই বলিয়াই অনুমান হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে "পরমান্ন" বা পায়সের নীচেই তিলজাউর আসন। তিলজাউ যে কিরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য, পল্লীঅঞ্চলে গৃহস্থরমণীগণের মধ্যে তাহার একটা গল্প আছে, গল্পটাতে কিছু নৈপুণ্য কিম্বা পারিপাট্য না থাকিলেও পল্লী অঞ্চলের সাধারণ গল্প হিসাবে ইহার যে মূল্য আছে, তাহারই অনুরোধে আমরা ইহার এখানে উল্লেখ করিতেছি; ভরসা করি সহৃদয় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

একবার এক জামাই অনেক দিন পরে শ্বশুরবাড়ী স্ত্রী আনিতে গিয়াছিল। স্ত্রীটি কিছু সম্পন্ন লোকের কন্যা; শাশুড়ী বহুদিন পরে জামাতাকে পাইয়া তাহাকে 'আদরে গোবরে' খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারি দিন পরে একদিন অতি যত্নে 'তিলজাউ' রাঁধা হইল, জামাইটির এক 'শালাজ' পরিবেশন করিতে আসিলেন, অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্ত যথারীতি দেওয়ার পর শালাজ হাসিয়া বলিলেন "ঠাকুরজামাই, আজ তোমার জন্যে 'তিলজাউ' রাঁধা হয়েছে, কি রকম হয়েছে দেখ দেখি।"—ঠাকুরজামাইয়ের উদর তখন ঘৃতপক্ক বহুবিধ

সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও মৎস্যাদিতে পূর্ণপ্রায়, অতএব জামাতৃসুলভ লজ্জার বশবর্ত্তী না হইলেও সে উত্তর করিল "না পেট ভরিয়া গিয়াছে, আর 'তিলজাউ'র আবশ্যক নাই, ও ত রোজই বাড়ীতে খাওয়া যায়।"—জামাই বাবাজীর বাড়ীর অবস্থা ভাল ছিল না, সে প্রত্যহ বাড়ীতে 'তিলজাউ' খায় শুনিয়া—সে যে কেমন 'তিলজাউ'তে অভ্যস্ত তাহা বুদ্ধিমতী শালাজ ঠাকুরাণী অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তিনি বলিলেন 'তা হোক না, বাড়ীতে রোজ খাও ব'লে কি আর এখানে খেতে নাই, একটু দিই।"—এই বলিয়া তিনি তাহার পাতে দিতে গেলেন, কিন্তু জামাই কিছুতেই লইবে না, এক টোপ পাতে পড়িবামাত্র তাঁহাকে হাতাসমেত ফেরত লইতে হইল। জামাই দৈবাৎ সেইটুকু মুখে দিয়াই বুঝিতে পারিল বাড়ীর তিলজাউ ও শ্বশুরবাড়ীর এই তিলজাউর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ, সে ইচ্ছা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে আর চাহিয়া লইতে পারে না, অথচ তাহার মধুর আস্বাদনও অপরিহার্য্য। একালের জামাই হইলে না হয় বলিত "তুমি কষ্ট করিয়া তিলজাউ রাঁধিয়াছ আমার না লওয়াটা বড়ই অন্যায় হইতেছে, আচ্ছা, খানিকটে দিয়া যাও"—কিন্তু সেকেলে বোকা পাড়াগেঁয়ে জামাই, বুদ্ধি তত প্রখর নহে, শুধু গুরুমহাশয়ের তামাক সাজিয়া ও তাঁহার মাথার পাকাচুল তুলিয়া যা' কিছু বিদ্যা হইয়াছে, কাজেই কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে এতই লোভ সঞ্চার হইল যে সে ঠিক করিল রাত্রে রান্নাঘরের হাঁড়ি হইতে খানিক তিলজাউ চুরী করিয়া খাইবে। তিলজাউ জিনিষটি এক রকম গ্রাম্য পোলাও, শীতকালেরই একান্ত উপযোগী, কিন্তু অন্যান্য প্রভেদ ভিন্ন পোলাওয়ের সঙ্গে ইহার একটা প্রধান পার্থক্য এই যে পোলাও গরম গরম ভাল, আর তিলজাউ একদিন হাঁড়িতে বাসি করিয়া রাখিয়া পরদিন স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া খাইলে তবে ইহার রস সম্যক অনুভব করিতে পারা যায়। তাই রাত্রে রান্নাঘরে হাঁড়ি বোঝাই তিলজাউ পরের দিনের জন্য সঞ্চিত থাকিল। জামাই বাবাজী অনেক রাত্রে উঠিয়া নিজের শয়নকক্ষের বাহিরে আসিল, এবং রান্নাঘরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্ধকারের মধ্যেই 'হাতড়াইয়া' তিল জাউর হাঁড়ি আবিষ্কার করিয়া সড়াসড় খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার একটি সম্বন্ধী সেই সময় হঠাৎ বাহিরে আসিয়াছিল; এত রাত্রে দ্বার খুলিয়া কে চুপি চুপি রান্নাঘরে প্রবেশ করিল!—এ নিশ্চয়ই চোর। সম্বন্ধী মহা সোর গোল আরম্ভ করিয়া দিল, বিপদ বুঝিয়া জামাইবাবাজী দু থাবা তিলজাউ হাতে লইয়াই রান্নাঘরের খিড়কী দ্বার খুলিয়া চম্পট দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, সম্বন্ধীদের হাতে দুই চারি ঘা' উত্তম মধ্যম খাইয়া তিলজাউ এবং তদপেক্ষা সুমিষ্ট বাঁশের লাঠি হজম করিতে করিতে রাতারাতি শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

স্থূলবুদ্ধি গ্রাম্যজামাই-বাবাজীর পরিণাম দেখিয়া বোধ হয় আমাদের কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি নাগরিক বন্ধুই এরূপ বিপদসঙ্কুল তিলজাউর প্রতি লোভ প্রকাশ করিবেন না, কিন্তু এখানে একথাও বলা অসঙ্গত নহে যে খাদ্যহিসাবে তিলজাউর কোনই শ্রেষ্ঠতা নাই, বিশেষতঃ

অল্পাহারী, ভোজনবিলাসী নাগরিক ভদ্রলোকের পক্ষে ইহা একান্ত গুরুপাক, এবং ইহা অসঙ্কোচেও তাঁহাদের পাতে দেওয়া যায় না; কারণ চাউল, দুগ্ধ, ভাজা তিলের গুঁড়া ও খেজুরে গুড়ের সংমিশ্রণে ইহা প্রস্তুত হয়। কিন্তু শিল্প এবং আস্বাদন হিসাবে ইহার প্রাধান্য না থাকিলেও ইহার সহিত মাতৃহৃদয়ের যে অকৃত্রিম স্নেহরস, যত্ন ও আগ্রহ মিশ্রিত থাকে তাহা এবং ইহার স্বাদগ্রহণের জন্য পল্লীবালকবালিকাগণের দীর্ঘকালের উমেদারী ও আশা-পূর্ণ হইবার সম্ভাবনায় শিশুহৃদয়ের সরল আনন্দোচ্ছ্বাস, সর্ব্বোপরি মধুর পৌষপার্ব্বণের একটি সুখকর স্নিগ্ধস্মৃতি এই খাদ্যটিকে অত্যন্ত মুখরোচক এবং সুখকর করিয়া তোলে।

কিন্তু সকল বাড়ীতেই তিলজাউ না হইলেও সকল গৃহস্থবধূই, আজ মধ্যাহ্নে মুঠে ও সিদ্ধ-পুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; ভিজে চাউলের গুঁড়াগুলি গরমজলে ভিজাইয়া তাহা গোল করিয়া দলা বাঁধিয়া জলে সিদ্ধ করিলেই মুঠে প্রস্তুত হয়; অনেকে চাউল গুঁড়ার পুলি তৈয়েরী করিয়া তাহার মধ্যে নারিকেল ছাঁই বা ক্ষীর পুরিয়া মুঠের সঙ্গে সিদ্ধ করিতেছে। ইহাতে বেশী খরচ নাই; অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মুঠে ও সিদ্ধ পুলি জলে সিদ্ধ না করিয়া দুধে সিদ্ধ করিয়া রসে ডুবাইয়া রাখে, যাহারা রসের যোগাড় করিতে না পারে, তাহারা গুড় দিয়াই রসের অভাব পূর্ণ করে।

অপরাহ্নকালে প্রত্যেক বাড়ীতেই হুলাহুলি পড়িয়া যায়, চারিদিকেই আনন্দ, উৎসাহ, কলরব, সমস্ত পল্লী সজীব হইয়া উঠে। বালিকা ও যুবতীগণ ঝিকি মিকি বেলা থাকিতে নদীতে গা ধুইয়া কলসীকাঁকে কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রাম্যপথ দিয়া বাড়ী আসিতেছে, তাহার পর বস্ত্র পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক ঘরে দ্বারে আলিপনা দিতে বসিয়া গিয়াছে। আজ তুলসীতলা আলিপনা দিবার প্রধান স্থান। সকালে তুলসীতলাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া নিকনো হইয়াছিল, এখন সেখানে আলিপনার কতরকম চিত্র বিচিত্র ছবি অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঘর, বাড়ী, গোয়াল, গোলাবাড়ী, ঢেঁকিঘর, পুকুর, হাঁস, পদ্মফুল, মাছ, বুড়োবুড়ি; গোলা-বাড়ীতে সারি সারি গোলা, গোয়ালে সারি সারি গরু; এই সকল আঁকাইয়া কল্পিত গোলা-গুলিতে ছোলা, মটর, ধান, গম প্রভৃতি নানারকম শস্য অল্প অল্প রাখিয়া পোয়াল দিয়া সমস্ত ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসে। ছোট ছোট মেয়েরা গোবরের নুড়ি তৈয়েরী করিয়া তাহাদের মাথায় সিন্দুর লাগাইয়া তাহাতে দুই তিন গাছা করিয়া দূর্ব্বাঘাস বসাইয়া বারকস সাজাইয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেয়। তাহার পর রান্নাঘরে পিঠে পুলি প্রস্তুত দেখিবার জন্য মা, দিদিমা, কাকিমাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হয়।

অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থগণের বাড়ীতে আজ মুগের ডালের পুলি, চিড়ার পুলি, আলুর পুলি প্রভৃতি নানারকমের পুলি, আঁদোশা, গকুল পিঠে, সরুচুকোলি প্রভৃতি পৌষপার্ব্বণের উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু দিনের বেলা যেমন মুঠে ও সিদ্ধ পুলি সর্ব্ব-সাধারণ গৃহস্থের অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পিঠে প্রত্যেক গৃহস্থের সেইরূপ রাত্রের আয়োজন।

রমণীগণ উননের সম্মুখে মৃৎপ্রদীপের নিকটে বসিয়া পিঠে ভাজিতেছেন, দিনের বেলা বাজার হইতে যে 'সরামুচি' আনান হইয়াছে, তাহারই সরাখানি উননের উপর রাখিয়া বোঁটাসমেত একটা বেগুনের পশ্চাতের অংশ তৈলপাত্রে ডুবাইয়া তাহা দিয়া মধ্যে মধ্যে সরায় তেলের 'পোঁচড়া' দেওয়া হইতেছে, আর একটা বাটিতে করিয়া ঘন চাউলের গোলা তুলিয়া সরায় ঢালিয়া খুরি দিয়া ঢাকিয়া দিতেছে, 'ছ্যাঁকছুঁক' করিয়া শব্দ হইতেহে, আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আনন্দে মাথা নাড়িয়া দুই হাতে তালি দিয়া বলিতেছে "উননে পিঠে ফোলে, কা'ন্টায় শিয়াল ফোলে।"

পিঠে গড়ান শেষ হইলে একখানি পিঠে আস্তাকুড়ে শৃগালের জন্য ফেলিয়া রাখা হইল, আর একখানি উননের পাড়ে অগ্নিদেবের জন্য সরা সমেত রক্ষিত হইল। ছেলে মেয়েরা সানন্দ মনে দুধগুড় দিয়া পিঠে খাইতে লাগিল। রমণীগণ ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যপূর্ণ হাঁড়ি, কলসী, খোলা হাঁড়ি, ঝাঁঝুরি প্রভৃতিতে 'বাঁউড়ি' বাঁধিতে লাগিল। অল্প পরিমাণে পোয়াল লইয়া হাঁড়ি কলসীগুলিকে বেষ্টন করিয়া রাখাকে 'বাঁউড়ি' বাঁধা বলে, গৃহস্থ রমণীদের পক্ষে ইহা একটা ভারি লক্ষণের কাজ। 'বাঁউড়ি' বাঁধিবার উদ্দেশ্য কি ঠিক বলা যায় না, তবে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাদের মতে পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস, আজ পৌষ মাসের শেষ দিন, এইরূপে পোয়াল বাঁধিয়া লক্ষ্মীকে ঘরে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায়।

ইতিপূর্ব্বে যে সিন্দূর চর্চ্চিত দুর্ব্বাদলমুকুটিত গোবরের নুড়ির কথা বলা হইয়াছে, সেগুলি ও কতকগুলি চাউলের গুঁড়া একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া আহারাদির পর সকলে শয়ন করিতে যায়।

কিন্তু রাত্রি তিনটার পূর্ব্বেই আবার পল্লীরমণীগণ জাগিয়া উঠেন। পৌষের অবসান দিনে এই দুরন্ত শীতে, রমণীগণ, এমন কি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত গায়ে কাপড় জড়াইয়া পৌষ আগলাইতে আরম্ভ করে। প্রথমে একজন গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকছটা ফুটিয়া উঠে, দুই একটি কোমল কণ্ঠের অস্পষ্ট ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত পল্লীতে একটি পরিবারও সুপ্ত থাকে না। একজন প্রদীপ লইয়া আগে আগে চলিয়াছে, তাহার পশ্চাতে একজন বাড়ীর ভিতরে উঠানে, বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে অল্প অল্প চাউলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া যাইতেছে। অন্য একজন পূর্ব্বোক্ত গোবরের নুড়ি চাউল গুঁড়ার উপর বসাইয়া দিতেছে, আর সকলে সমস্বরে বলিতেছে ঃ—

"এস পৌষ যেয়োনা,
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেয়োনা।"

অল্পক্ষণ পরেই পাশের বাড়ী হইতে শব্দ উঠিল,

"লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেয়োনা,
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেয়োনা।"

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্রকুটীর পূর্ণ, আম্রকানন ও বাঁশবন পরিবেষ্টিত

নৈশ অন্ধকারমগ্ন পল্লীখানি বামাকণ্ঠের মধুর গুঞ্জনে সদ্যজাগ্রত বিহঙ্গ-নীড়ের ন্যায় শব্দ-সমাকুল হইয়া উঠিল। পৌষমাস তাহার সমস্ত আনন্দ, সুখ এবং উপভোগের মধুর স্মৃতি লইয়া তাহার অবসানের এই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রমণীগণের কৃতজ্ঞহৃদয়ে নিজের যে সজীব দেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করে, ধনধান্যদাত্রী লক্ষ্মীস্বরূপিনী সেই দেবীর উদ্বোধন করিয়া পল্লীরমণীগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে যুগপৎ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,

"এসো পৌষ যেয়োনা,
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেয়োনা,
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেয়োনা,
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেয়োনা
পৌষ মাস লক্ষ্মীমাস যেয়োনা।"

কিন্তু তাহাদের মধুর কণ্ঠের সেই সাগ্রহ আহ্বানধ্বনি শুনিয়াও পৌষ মাস এক দণ্ড অপেক্ষা করিতে পারে না, নৈশবায়ুর অতি শীতল নিশ্বাস ফেলিয়া বর্ত্তমানের আনন্দউচ্ছ্বাস টুকু পাথেয়স্বরূপে লইয়া অতীতের অনন্ত রহস্যান্ধকারে মিশিবার জন্য সে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়া চলে। আকাশে নক্ষত্রের দল ক্রমে বিরল ও জ্যোতিহীন হইয়া আসে; পূর্ব্বগগণ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করে, এবং আলো অন্ধকারের মধুর মিলন দেখিবার জন্য একটি অতি উজ্জ্বল তারকা পূর্ব্বাকাশের অতি উর্দ্ধ হইতে স্থির দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া থাকে। তখন উৎসবের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া রমণীগণ আবার ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ করেন, যেন ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ডস্পর্শে মর্ম্মরধ্বনিমুখরিত উৎসবাকুল সুপ্তিহীন চঞ্চলজগৎ মুহূর্ত্তমধ্যে নিস্তব্ধ ও সুষুপ্ত হইয়া পড়ে।

# দগ্ধকচু।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ বাবুর মজার ইতিহাস শুনিয়া আমিও খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলাম। এমন সময়ে কমল দাসী হাসিতে হাসিতে দুই থালায় জলখাবার তাম্বুল ও জল আনিয়া উপস্থিত করিল।

কমল সহাস্যে বলিল "কচু ও কেসুরের বুঝি গল্প হচ্ছে? তাই এত হাসি!"

হরনাথ বাবু আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "অনধিকার-চর্চ্চাটা দেখেচো? Like master like servant!" তৎপরে দাসীকে বলিলেন "হাঁ তোমাদেরি বৌ ঝির যশঃকীর্ত্তি বর্ণন হচ্চে। যা মাগি—তোর সে কথায় প্রয়োজন?"

তাড়া খাইয়া কমল সভয়ে এক নিশ্বাসে পলাইয়া গেল।

আমি বলিলাম "হরনাথ দাদা, এ ঝি মাগি বলে কি? কচু ও কেস্তুরের গল্পটা কি?"

হরনাথ বাবু সখেদে বলিলেন "আরে দাদা, সে নাকালের কথা কও কেন? আসল গল্পটাই বলা এখনো বাকি! এখনো যে উদ্যোগপর্ব্বই শেষ হয় নি। এ যে মহাভারতের ফেসাদ। শালিরা আমাকে ভারি জ্বালাতন করেছিল। এস হে, জলখাবারটা আগে শেষ করা যাক্। বুঝ্তে পেরেচ?—আমি ব'লে পাঠিয়েছিলাম আমি জলখাবারটা একা বাহিরেই খাব। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে ব'লে তোমারও ভিতরে ডাক্ পোড়্লো না * * * সব পানগুলো শেষ করা যাক্। সাধুচরণ, সাধুচরণ, আর এক চিলেম্ তামাক্ দিয়ে যাও * * * কি refreshing! (চক্ষু বুজিয়া) অহো তামাক সামগ্রীটা কি উপাদেয়!—

হো হুঁকে, নিদ্রার সখি, শান্তি-সহচরি,
তোর ঐ চক্রাকার ধোঁয়ার পরিধি,
চক্রে চক্রে আনে সুখ-শান্তি, ক্লান্তি করি
দূর, শূর তুল্য করি, চির দুঃখীজনে
বঙ্গের—

এ আবার কি? চোবে দারোয়ানটি লগুড় হস্তে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া এ বৈঠকের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন! দেখ, দেখ—মেঘনাদ বাবু, কেমন শরীরখানা!—physique হবে তো এমনি হবে!—yes, quite a treat! Really enviable, ক্যা চোবেজি, ক্যা খবর?"—

চোবেজি আসিয়া আমাদিগকে অবনত স্কন্ধে সেলাম করিল ও হরনাথ বাবুর হস্তে এক খানি পত্র দিয়া, বলিল,—

"পাঁচো বাবু, উপেন্দ্রনাথ বাবুকে বাগ্‌সে অভি গাড়ি করকে কল্‌কত্তা চলা গয়া—মালুম হোতা হয় থিয়েটর দেখ্‌নে গয়া—রমেশ বাবু নে আপ্‌সে মাফি মাগা হয় ও আপকো কহা হয় কি ঠাকরোণদিদিকো আপ সম্‌ঝা কর্ কহিয়ে গা নাখুস্ না হোঁয়। চিঠ্‌ঠিমে সব বাৎ লিখ্‌খা হয়"—

রমেশ বাবু আমাদের বড় শ্যালক। তাঁহার প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিয়া হরনাথ দাদা অতি অসন্তোষের সহিত আমার দিকে ফেলিয়া দিলেন আর বলিলেন চিঠি লেখবার রকম দেখ। শালাদের কিছু যদি আক্কেল—কিছু যদি sense of proportion থাকে। এই বুড়ো পিতা—যার জমিদারি ও যার পেন্সনের বলে তোরা চাকরি না করে বড়মানুষি করে বেড়াচ্চিস্—বাতের ব্যারামে পঙ্গু প্রায়—মা বৃদ্ধা—এক রাশ যুবতী ভগ্নী ও যুবতী ভার্য্যা বাড়িতে বিদ্যমান—আমরা বাড়ির জামাই—কুটুম্বের মুকুট—দুই দিনের অতিথি—আমাদের সববাইকে বিড়ম্বিত, অপমানিত করো, কল্‌কাতায় theatre দেখ্‌তে চলে গেলি। গেলি, গেলি, কোন্ একবার পাঁচ মিনিটের জন্ত বাড়ি এসে শিষ্টাচার করে কেতা দস্তর মাফিক্ গেলি। এই গাঁয়েই অন্য পাড়ায় Theatre Rehearsal করছিলি—নেপথ্যে চলে যাবার

প্রয়োজন? —বাবুরা গ্রামে Amateur theatre খুলেচেন কি না, এখন্ সব কাজই নেপথ্যে হবে। And these gentlemen pose themselves as leaders of society! O Tempora! O Mores!"

* * * * *

আমি রমেশবাবুর পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। তাহাতে লেখা ছিল—

7 P M Saturday
উপেন্দ্রনাথের বাগান বাটি।
ব—গ্রাম।

প্রিয় হরিনাথ,

"সধবার একাদশী"র আমরা এমন সুন্দর rehearsal আরম্ভ করেচি যে তুমি যদি স্বচক্ষে একবার এসে দেখে যেতে তা হ'লে গ্রাম্য থিয়েটর ব'লে অত ভ্রূকুঞ্চিত করিতে না। দেখ, আমি determined. I will make my theatre a success। এত বল্লাম—"তুমি এক্‌বার এসে দেখে যাও"—তুমি কিছুতেই এলে না। যা হোক্ যে দিন act হবে সে দিন তোমাকে ধর্‌ব্যে আন্‌বই আন্‌ব। তোমার বি এল্ পড়ার ক্ষতি, রাত্রি জেগে অসুখ—এ সব shabby excuses কিছুতেই শুন্‌বো না। ভায়া, আমরাও 'ত পাঁচ ভাই একগুণা ইউনিভর্‌সিটি পরীক্ষা দিলাম, তোমার মত Hermit's cell এ ব'সে অন্তঃপুর গুল্‌জার তো করি নি। তুমি সকল বিষয়েই সৃষ্টিছাড়া।

Query: তোমার আকৃতিটা এমন MANly, তোমার প্রকৃতিটা এমন DOGged কেন?

ভেবে দেখ, তুমি আমাদের theatre এ যোগ, দিলে সোণায় কেমন সোহাগা হ'ত! আর তুমি যদি নিমে দত্ত সাজ্‌তে তা হ'লে splendid—capital হ'ত। তা হ'লে তো আমার সাধের থিয়েটরের success perfectly guaranteed ছিল। আর আমাকে এত মাথা ঘামাতে হোত না। ভেবে দেখ, তুমি নিমচাঁদ দত্ত না হবে আমাদের কতটা ক্ষতি কর্‌লে! Boy, thou wert the very man for it। অথবা তোমারই বা কি দোষ? তুমি যে জেদের অবতার—incorrigibly DOGged!—O diamond, diamond, thou little knowest of the mischief thou hast done!

মধ্বভাবে গুড়ম্ দদ্যাৎ। আমিই এখন্ নিমচাঁদ দত্ত সাজ্‌ছি। আমার এই Anglo-vernacular পত্রখানা পাঠ করো তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে আমি নেহাৎ মন্দ নিমচাঁদ হব না। আর আমার প্রিয়বন্ধু উপেন্দ্রনাথ বসু মাতাল ভোলানাথ সেজেছে। হাল্‌দারেদের টুক্‌টুকে ছেলে দুটি (যাদের তুমি Beatrice আর Rosalind ব'লে সম্ভাষণ কর) স্ত্রী-character সেজেছে। কেমন? মন্দ হয়েছে কি?

কিন্তু আমরা সকলেই Rehearsal discontinue ক'রে কল্‌কাতার এই দণ্ডেই চুল্‌লাম

সম্মুখেই চারখানা ভাড়াটে গাড়ি তৈয়েরি। এই মাত্র শুন্‌লাম আজ Emerald Theatreএ "সধবার একাদশী"র অভিনয় হবে। আর বঙ্গের Garrick স্বয়ং গিরিশ ঘোষ নিমে দত্ত সাজবেন। Notes compare কর্‌তে পার্‌বো। আর আমাদের সবল ও দুর্ব্বল points গুলি বুঝ্‌তে পার্‌বো। একেই বলে "সুবর্ণসুযোগ।" ইহা নিশ্চয়ই Godsend।

French leaveএ চল্‌লাম; কিছু মনে কোরো না। A thousand apologies to you।

রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার সেনাবৃন্দ রাঁধা ভাত নষ্ট হোলো ব'লে বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি হবেন, সন্দেহ নাই। তাঁদের থাণ্ডা কোরো। কি করি—necessity has no law। গাড়ি তৈয়েরি—there is no time to lose।

অবশ্য চৌবে দারোয়ান দেউড়িতে থেকে বাড়ি আগ্‌লাবে। সাধুচরণও বৈঠকে থাক্‌বে। কমল ও বুড়োঝি তো থাক্‌বেই—নতুন ঝিকে বোলো সে যেন আজ রাত্রিটা আমাদের বাড়িতেই থাকে। আর তুমি তো একা একশো—কাশীর কালভৈরব—ধর্ম্মরাজের Cerberus। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারি। আর বাবার বাতের ব্যারামটাও আজ কাল নেই বল্‌লেই হয়। Good bye। প্রভাতে দেখা হবে। Again I beg a thousand pardons।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

P. S. তোমার গলার বেদনাটা কেমন আছে? হা! হা! হা! আবার Assistant Surgeonকে তো ডাক্‌তে হবে না?

* * * * *

আমি শ্যালক বাবুর পত্রখানি শেষ করিয়া, মুখ তুলিয়া, দেখি—হরনাথ দাদা বৈঠকখানায় ক্রমাগত পা-চালি করিতেছেন ও আপনার মনে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার-শব্দে বলিতেছেন "Excellent! Excellent! Capitally happy! What an idea!" আমি বলিলাম "দাদা, ক্রমাগত hard study কোরে আপনার—"

হরনাথ দাদা বাধা দিয়া বলিলেন "You mean আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। You are mistaken. Oh no!—I was never more coolheaded than now—দেখ তোমার honourএ—আগমনের honourএ—আমি আজ লেখা পড়া বন্ধ করেচি, আর মনে করেছি তোমার health drink কোর্‌বো"—

আমি সশঙ্কিত হইয়া বলিলাম "সে কি দাদা? বলেন কি? মদ খাবেন না কি?" হরনাথ দাদা সহাস্যে বলিলেন "না হে না—বেদবিহিত মতে—oriental styleএ" আমি বলিলাম "তা ধূমপান তো কর্‌চেন্‌ই—আবার কি চাই!"

হরনাথ দাদা বলিলেন "ভায়া, তোমার পক্ষে এটা puzzle। বুঝ্‌তে পার্‌লে না?—চৌবেজি, উস্ মর্‌তবে যয়সা বুটি ছানে থেও আজ্‌ভি বনাও। ভাঙপিলে কা বহুত [illegible]

চাহতা হয়। ইস্‌হ লেও চার আনে (দারোয়ানের হস্তে একটি সিকি প্রদান)—খুব্ উমদা বনানা—মেঘনাদ, তুমি তো এ রসে বঞ্চিত, তোমাকে আহ্বান করা বৃথা। দেখি—আমি ও চৌবেজি—আর কে আমার সরিক হ'তে পারে?—রাঙ্গাদিদি—শালিরা—শালাজেরা—প্রভাসুন্দরী—they are out of the question—কেমন, সাধুচরণ, তোমার সিদ্ধি খেতে কোনো আপত্তি নেই?—অবশ্য নয়!—that's like a good servant—অতএব আমি ও চৌবেজি ও সাধুচরণ সিদ্ধি খাব—that is a glorious triumvirate—ওহে মেঘনাদ, তুমি বাক্‌শূন্য হয়ে, অমন করো, like one possessed, তাকাচ্চ যে। তুমি অবশ্য ভাবৃচ "What next, and what next?"—ওহে মেঘনাদ ভায়া, আমি দিন দিন superstitious হয়ে পড়্‌চি—শাস্ত্রে বলে সিদ্ধি খাওয়াটা মঙ্গলাচরণ বিশেষ—চৌবেজি! ভাঙ পিনে সে হম্ বি এল্ পাশ্ হোগা ইয়া নহি?"

চৌবেজি হরনাথদাদার গোলাপি-সম্ভাষণে ও সাধের নেশার অবশ্যম্ভাবী সুখ-চিন্তায় গদ্গদ হইয়াছিল। সে সহাস্যে বলিল "হাঁ জামাইবাবু—সিদ্ধিসে সব্ কাম্ সিদ্ধ হোতা হয়—আপ্ জরুর্ পাশ্ হোইয়ে গা"—

সাধুচরণও আহ্লাদে গদ্গদ ছিল; সে বিনা আজ্ঞায় ছুটিয়া আর এক চিলেম্ তামাক্ সাজিয়া আনিল। হরনাথ দাদা সহাস্যে বলিলেন "দেখিও সাধুচরণ, বেশী নেশা করিও না—আর সকলের আহারান্তে খাইও।"

সাধুচরণ যোড়-হস্তে হর্ষবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল "আজ্ঞে, জামাই বাবু, তা আর বল্‌তে?"

তখন হরনাথ দাদা অন্তঃপুর হইতে "নতুন ঝিকে" ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন "দেখ ঝি—রাঙ্গাদিদিকে আর আমার শাশুড়ি ঠাক্‌রোণকে খবর দাও—দাদা বাবুরা চিঠি লিখে পাঠিয়েচেন্, তাঁরা রাত্রে বাড়িতে আস্‌বেন না—কল্‌কাতায় থিয়েটর দেখ্‌বেন—আর রাঙ্গা দিদি যেন এদের বেয়াক্কিলি কাণ্ডকারখানা দেখে রাগ না করেন। বাড়া ভাত নষ্ট হবে না। দাদাবাবুদের হুকুম, তুমি আজ এখানেই থাকিবে। তুমি এইখানেই আহার কোরো—সাধুচরণও এখানে থাক্‌বে, সেও এখানে আহার কোরবে। আর রাঙ্গাদিদিকে বোলো, আমি আজ সিদ্ধি খেয়েচি—বোধকরি দুই তিনজনের ভাত আমিই একা খেয়ে উঠতে পারব। তবে এটা যেন রাঙ্গাদিদির মনে থাকে যে আমার গলার ঘা এখনও ভাল করো সারে নি—আর তোমার দিদিদের বোলো আজ আমি ভেতরে শোব না—কেন ঝি? অত হাস্‌চ কেন?—এতে আর হাসির কথা কি?—দাঁড়াও, দাঁড়াও!—এই কেরোসিন তেলের আলোয় প'ড়ে প'ড়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে উঠেচে—এই দণ্ডে এই বড় বোতলটায় শোরষের তেল ভ'রে এনে এই টেবিলের নিচে রেখে যাও। এখ্‌খুনি নিয়ে এস—বোতল পুরে এন—ভুল না"।

আমি ত হরনাথদাদার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। "এতক্ষণ এসেছি, শ্বশুরমহাশয়কে ও শাশুড়িঠাক্‌রোণকে প্রণাম করা হয় নাই। আর খাবার প্রস্তুত হইবারও

বিলম্ব আছে। এই অবসরে একবার কর্ত্তার মহলে যাই"—এই বলিয়া, হরনাথদাদার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আমি নূতন ঝির সহিত অন্তঃপুর দিয়া কর্ত্তার মহলে গেলাম।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই বৃহৎ বাড়িটি দ্বিখণ্ডে বিভক্ত ছিল। কর্ত্তা পেন্‌সন্ নেবার পরে বাতরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য একান্তে নির্জ্জনে এক খণ্ডে থাকিতেন। বধূরা ও কন্যারা তাঁহার "খাবার" সেই স্থানেই উপর তলায় বহিয়া লইয়া যাইত। আমার শাশুড়িঠাকুরাণীও অধিকাংশ সময়ে পতিসেবায় ব্যস্ত থাকিতেন। এই জন্য সেই খণ্ডটিকে সকলেই কর্ত্তা গিন্নির মহল বলিত। অপর খণ্ড রাঙ্গাদিদির মহল বলিয়া বিখ্যাত। সে মহলে নিত্য আমোদ, নিত্য উৎসব। যেন একটি নব-বৃন্দাবন in miniature।

হিন্দুগৃহে জামাতা বড়ই আদরের সামগ্রী। আমাকে দেখিয়া কর্ত্তা ও কর্ত্রী যারপর নাই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।

নানা কথাবার্ত্তায়, প্রায় একঘণ্টার পর, তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, আমি আবার বৈঠকে আসিয়া হাজির হইলাম।

আসিয়া দেখি, আমার হরনাথদাদা পুরাতন ইংরাজি ও বাঙ্গলা সংবাদপত্র একত্র করিয়া স্তূপাকারে টেবিলের উপর রাখিয়া কাগজের বাক্স তৈয়ারি করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া দাদা সহাস্যে বলিলেন "দেখ, মেঘনাদ,—কেমন আমার set hand! এই দুটি বাক্স দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। কেমন? very neat, খুব সুন্দর নয়? তা হবে না কেন? আমার গুরু কে, তা জান? স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে নিজহস্তে শিখাইয়াছেন।"

আমি বলিলাম "দাদা, এ বাক্স আবার কেন?"

দাদা বলিলেন "দুটি তোয়ের হয়েচে—এম্‌নি আরো দশটি তোয়ের কর্‌বো। রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার volunteer corpsকে present কোর্‌বো।"

আমি বলিলাম "দাদা—এইমাত্র আপনার এত রাগ ছিল তাহাদের উপর! এরি মধ্যে হঠাৎ তাহাদের উপর এত প্রসন্ন হলেন কিসে?"

হরনাথ দাদা বলিলেন "এইমাত্র এক গ্লাস্ সিদ্ধি খেয়েচি। বোধ করি চৌবেজি বেশী মাত্রায় মিষ্টি দিয়েচে। একটু গোলাপি গোচের নেশা বোধ হচ্চে। আমি বোধ করি এই জন্যেই আমার রোষ ক্ষোভ হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েচে। পণ্ডিতমশায় থাকলে বল্‌তেন "উদার চরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম।"

আমি বলিলাম "কি দাদা, ঢলাঢলি কর্‌বে না তো?"

দাদা বলিলেন "আমি যদি এম্‌নি superficial হতাম, তা হ'লে বড় শালাবাবু কি আমাকে নিমচাদ দত্ত সাজ্‌তে প্রস্তাব কোর্‌তেন?—জান ত, মেঘনাদ ভায়া—Coleridge

এবং Ancient Mariner যতক্ষণ সমস্ত কাহিনীটা না বোল্‌তো ততক্ষণ সে ছট্‌ফট্‌ কোর্‌তো। আমারও কতকটা সেই দশা হয়েচে। তোমাকে আমার নাকালের সমস্ত ইতিহাসটা যদি না বলি তা হ'লে আমার আহার হজম হবে না।"

আমি বলিলাম "দাদা, আমিও শুনতে সবিশেষ উৎসুক আছি। অমৃতে কাহার অরুচি হয়?"

হরনাথ দাদা ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "It may be nectar and ambrosia to you, Meghnad. To me it is gall and wormwood"

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদা বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"আইবুড়ার খেদ শুনিয়া হাস্যময়ী ক্রীড়াময়ী লীলাময়ী সুন্দরীরা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন বটে—কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বেই বলিলেন "গানটি বেশ বটে কিন্তু বিবাহিত বিবাহিতার সভার মধ্যে আইবুড়ার গান কেমন কেমন ঠেকে। অতএব আপনি একটা প্রেমিক বিবাহিতের গান ধরুন" পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন "মধুরেণ সমাপয়েৎ—ঠাকুরজামাই, আপনি একটা মধুর সরস পদাবলী গাইয়া আমাদের সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন।"

রাঙ্গাদিদি দুই তিনটি নাত্‌নী নাত্‌বধূর নিটোল কপোলে আদরের ঠোন্‌কা মারিয়া বলিলেন "তোদেরি যেন আনন্দ—নাত্‌জামাইর কি? তোরা হুড়মুড়িয়ে এসে প্রভাকে তাড়িয়ে দিলি—উনি সমস্ত রাত্রির প্রভাকে না পেয়ে সত্যি সত্যি ঘরটি অন্ধকার দেখ্‌চেন।"

পণ্ডিতমহাশয় সকৌতুকে বলিলেন "কি ঠাকুরজামাই? আপনার কি প্রভার আবশ্যক হয়েছে? প্রদীপে আরও দুই তিনটি বর্ত্তিকা প্রয়োগ করিব না কি?"

আমাদের প্রথমা শালাজটি সহাস্যে বলিলেন "আ মর ছুঁড়ি—পিদ্দিপই যদি উস্‌কবি, তবে আমরা এতগুলি ভুবনমোহিনী সুন্দরী কি করতে এসেছি? আমাদের রূপে যে ঠাকুরজামাইর ঘর আলো।"

আমাদের কবিতাপ্রিয় শালিটি বলিলেন

"মন্দ বলিস্‌ নি বৌ,—

যোরা যত পরী
রূপসাগরের তরী।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "ছুঁড়িরা কি বেহায়া গা! কেবল রূপের গর্ব্ব, কেবল রূপের গর্ব্ব। তা তোদের রূপ তোদের কাছে থাকুক—নাত্‌জামাই কি তা নিয়ে ধুয়ে খাবেন?" আমি হাসিতে বলিলাম "রাঙ্গাদিদি, আমি আপনাদের পা ধোয়া জল খেতে রাজি আছি। [Bro-

ther Meghnad, was it not bravely said ? was it not worthy of a calidore] ?

অনঙ্গ ছুঁড়িটা—ছুঁড়িটাও কপ্‌চাতে শিখেচে গো ! (I beg your pardon for these slips of my tongue) বল্‌লে "দুধের তেষ্ঠা কি মেটে ঘোলে ?"

পণ্ডিতমহাশয় বল্‌লেন (O the monstrous taste of this young lady) ! "ঠিক্ বলেচিস্ ঠাকুরঝি, সকল কার্য্যেই প্রতিভূ হ'তে পারে কিন্তু প্রেমে প্রতিভূ হ'তে পারে না—একেবারেই না—বিধাতার নির্ব্বন্ধ !" আমি বল্‌লাম "ঐ দেখ, ঘড়িতে চারটে বাজে বোলে। প্রভা সুন্দরী না আসুন, প্রভাত সুন্দরী এলেন বোলে। অতএব এই বেলা একটা ললিত কিম্বা বিভাস কিম্বা ভৈঁরো গেয়ে আজকের সভাভঙ্গ করা যাক। ইংরিজিতে খুব ভাল ভাল matin songs—প্রভাতী গান আছে। বলুন'ত একটা গাই।"

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে বলিলেন "অথ কিম্—আপনি অসঙ্কোচে গাইতে পারেন।"

সভার সুন্দরী সভ্যাদিগের সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে আমি প্রভাতী রাগিণী ধরিলাম। আমি এবারে সুকবি Macaulay গ্রথিত সুন্দর ললিত Indian Penal code নামক গীতি কাব্যের definition গুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম।

আমাদের পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে বলিলেন "এই দেখ ঠাকুরজামাই, তোমার গানের কিয়দংশ আমি পেন্সিল দিয়া কাগজে লিপিবদ্ধ করো্য নিচ্চি"—

আমি মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি "কেমন লাগ্‌চে" ? এবারে কোনো সুন্দরী বল্‌লেন মন্দ নয় কোন সুন্দরী বল্‌লেন "অমনি একরকম"। দুই এক সুন্দরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "বড় কটমট বাপু"। আর রাঙ্গাদিদির সহিত জনান্তিকে গুণ্ গুণ্ স্বরে সকলে কি পরামর্শ করিতে লাগিল।

তখন আমার বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল। আশঙ্কা হইল "বুঝি বা এতক্ষণ বাদে ধরা পড়িলাম !"

আমি যখন Defamation এর definition শেষ করিয়া, সুর করিয়া, Criminal Intimidation গাইতে আরম্ভ করিয়াছি তখন দুইজন সুন্দরী আমার মুখ চাপিয়া ধরিল আর বলিল "আর নয়—ইহার অর্থ বল।"

তখন আমি ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলাম কিন্তু তবু অবিলম্বে সাম্‌লাইয়া desperately বলিলাম—ইহার অর্থ কতকটা সেই বাঙ্গলা গানটার মত—

"শ্যাম না এল,
অলস অঙ্গ, শিথিল কবরী, বুঝি বিভাবরী ঐ পোহাল"—

তখন সকল সুন্দরীরা ঘোর গণ্ডগোল করিয়া বলিয়া উঠিল "আর বল্‌তে হবে না,—বোঝা গেছে, বোঝা গেছে !"

এক কুপিতা নাগিনী বলিল "এ ইংরেজি গানটার অর্থ—হরনাথ বাবু ভণ্ড—ঘোর ভণ্ড ভণ্ড তপস্বী।"

এক ফণিনী বলিল "ইহার অর্থ—তুমি বিশ্বাসঘাতক!" (কি ক্রোধ! কি ক্রোধ! আমি আমি মনে মনে ভাবিলাম "এই বাঘিনীগুলাকে ঘাঁটাইয়া ভাল কাজ করি নাই")

রাঙ্গাদিদিও ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলেন "ওমা, ওমা! কোথায় যাব গো!—নাত্‌জামাই তোমাকে সরল ব'লে জান্‌তাম—তোমার পেটে পেটে এত!"

প্রথম শালাজ ঠাকুরাণীটি বলিলেন "আমাদের সরলা অবলা পেয়ে আমাদের এত লাঞ্ছনা!"

পণ্ডিত মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "ঠাকুরজামাই, গানটার প্রকৃত অর্থ আমি বল্‌বো? গানটার প্রকৃত অর্থ

ত্বমসি শঠবিকটঃ
ত্বমসি অতি কপটঃ
ত্বমসি মম ভবজলধিনক্রঃ'

আমি জলে মজ্জমান লোকের তৃণধারণবৎ চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলাম "আমার অপরাধ?"

তখন প্রথমা শালিঠাকুরাণী বলিলেন "অপরাধ?—তোমার বল্‌তে লজ্জা করে না?

তোমার মত তঞ্চক বঞ্চক লোক ভূভারতে নেই! আমরা ইংরিজি জানিনে—আমাদের মুখ্‌খু মেয়েমানুষ পেয়ে আমাদের এত নাকাল, এত লাঞ্ছনা! তুমি সমস্ত রাত্তির আইন আওড়ালে, আর সমস্ত রাত্তির মিথ্যে কথা কইলে। আমাদের কি বুঝ্‌তে বাকি আছে? বলে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। মেজ বউ কাগজ পেন্সিল নিয়ে যতদূর পেরেছিল, তোমার কথাগুলো লিখ্‌ছিল। বলিহারি চাতুরি! আবার সুর কর্য়ে বলা হচ্ছিল, ডেকয়িটি—ডেকয়িটি। কেন ডাকাতি কথা কি মুখ দিয়ে বেরোয় না?" (আমি অপরিণামদর্শী মেকলে সাহেবকে মনে মনে শত ধিক্কার দিলাম। "Dacoity" ছাড়া কি "ডাকাতি" শব্দের অন্য কোন সুশোভন প্রতিশব্দ পেলেন না!)

প্রথম শালাজ ঠাকরোণ বল্লেন "এমন চাতুরী—এমন চালাকি! তুমি মনে কর তোমার মত চালাক দাস ভূভারতে নেই! নয়? ডিফ্যামেশন্—ডিফ্যামেশন্। আমরা বুঝি জানিনে, ডিফ্যামেশন্ অর্থে "মানহানি"। সেদিন হিতবাদী আর সঞ্জীবনী পত্রিকায় এই ডিফ্যামেশন্ কথাটার কত নাড়াচাড়া দেখ্‌লাম। ওমা—আবার সুর কর্য়ে প্রভাতী গাওয়া হচ্ছিল, ছিঃ ছিঃ ঠাকুরজামাই, তুমি এমন ধূর্ত্ত, এমন শঠ, এমন জালিয়াৎ"—

আমি পরাজিত—পরাভূত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, বিনাবাক্যব্যয়ে, চটিজুতা পায়ে দিয়া, একেবারে দ্রুতপাদবিক্ষেপে বৈঠকের দিকে ধাবিত হইলাম। "ধর্—ধর্—চোর পালায়" বলিয়া অনঙ্গ ছুঁড়িটে আমার পশ্চাতে ছুটিল। সিঁড়িতে নামিবার সময় আমার পা হইতে চটি জোড়াটি খসিয়া গেল। সেই চটি জোড়াটি trophy স্বরূপ হাতে করিয়া, অনঙ্গ রাক্ষসী, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া পলাইয়া গেল! Tam o' shanter এ সেই বড়-বার দুর্দ্দশা!—মনে আছে?

For Nannie, far before the rest,
Hard upon noble Maggie prest,
And flew at Tam wi' furious ettle ;
But little wist she Maggie's mettle—
Ae spring brought off her master hale,
But left behind her ain grey tail:
The carlin claught her by the rump,
And left poor Maggie scarce a stump !

আমারও সেই দশা হইল। কিন্তু আমি আর জুতার অপেক্ষায় ফিরিয়া তাকাইলাম না। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে—আমি খালি পায়ে বৈঠকে আসিয়া এই খট্টাঙ্গে শুইয়া পড়িলাম"—

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদার বাক্যাবসানে আমি বলিলাম—"আপনার এত সহজে দোষ স্বীকার করাটা ঠিক হয় নি। আপনি একটু হঠধর্ম্মিতা দেখালে অবশেষে বিজয়পতাকা উড্ডীন ক'রে ফির্‌তে পারতেন। আপনার মুখ চুণ দেখে ওরা সহজেই বুঝতে পার্‌লে ওদের থিওরিটা অকাট্য"।

হরনাথ দাদা বলিলেন "ঠিক বলেছ মেঘনাদ, অত শীগ্‌গির কুসুর কবুল অন্যায় হয়েচে। তবে কি জান? অত পাকড়াপাকড়িতে বোকা বনে যেতে হ'ল। Thus, conscience makes a coward of us all"

আমি বলিলাম "হরনাথ দাদা, এখন কচু ও কেসুরের কেস্‌টা বলুন। শোন্‌বার জন্যে মনটা ভারি উৎসুক হয়েছে"।

হরনাথ দাদা বলিতে আরম্ভ করিলেন "দুই তিনদিন উহারা কিছুই বাড়াবাড়ি কর্‌লে না। যেন কত ভালমানুষ—নিরীহ নির্ব্বিরোধী অবলা। এত ঝড় বহে গেছে চিহ্ন নাই তার। একদিন মধ্যাহ্নে, আহার কর্‌তে বসেছি—রাঙ্গাদিদি ও কোম্পানি আমার সম্মুখে ব'সে "এটা খাও—ওটা খাও" ব'লে কত আদর, কত যত্ন, কত আপ্যায়িত কর্‌তে লাগ্‌ল। ভায়া মেঘনাদ,—ইহারা কুসুমের স্তূপের ভেতরে বিষধরী। এরা বিষকুম্ভ পয়োমুখম্।

বড় শালাজ বলিলেন "ঠাকুরজামাই, এ মাংসের বড়াগুলো কেমন হয়েছে"? আমি অম্লানবদনে সব বড়াগুলি উদরসাৎ ক'রে বল্লুম "খুব ভাল হয়েছে; আরো আছে? নিয়ে এস"। তৎক্ষণাৎ আবার এল। আমি সেগুলিও পার করিয়া সপরিতোষে বলিলাম "এমন চমৎকার মাংসের বড়া কস্মিন্ কালে খাই নাই"। সব সুন্দরীরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি বলিলাম "আমি রাক্ষসের মত খাই বলে বুঝি আপনারা এত হাস্‌চেন?

তা, আপনারা হাসুন। ভোজনে আমার লজ্জা নেই আর আপনাদের হাসিতেও আমার আপত্তি নেই"।

আর এক সুন্দরী এক রাশ বড়া থালে আনিয়া বলিলেন" বলুন্ তো হরনাথ বাবু — এগুলি কিসের বড়া আর কেমন "। আমি সবগুলি খাইয়া বলিলাম "খুব্ চমৎকার।এগুলি বোধ করি চিংড়ি মাছের বড়া"।

এবার সুন্দরীরা উচ্চরোলে মহাগণ্ডগোল করিয়া যে যার গায়ে হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। আমি ঝোল, স্থক্ত, ঘণ্ট, মাংসের বড়া, চিংড়ি মাছের বড়া প্রভৃতি খাইয়া ভাল করিয়া ঠাওরাইয়া দেখিলাম, পাতে মাংসের ঝোলও নাই, মৎস্যও নাই। তখন আমার হুঁশ হইল—ভাবিলাম সুন্দরীরা আহারে কোনো practical joke করিয়াছে। তখন অনঙ্গ সুন্দরী সহাস্যে হাততালি দিয়া বলিল "কেমন ঠগান্টাই ঠগিয়েছি—কচু, কচু, কচু—হরনাথ বাবু, আজ কেবল কচু খেয়েচে"—

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে বলিলেন "নাৎজামাই, ওকি মাংসের বড়া খেলে—ওযে কচুর বড়া"!

প্রথম শালি বলিলেন "উকিল বাবু, ওকি চিংড়ি মাছের বড়া খেলেন? ওটাও যে কচুর বড়া"।

আমি'ত অবাক! হতবুদ্ধি! আমি আহার শেষ করিয়া যখন আচমনার্থে উঠিলাম তখন কবিতাপ্রিয় শালিটি বলিয়া উঠিল—

"ঝোলে কচু, টকে কচু, কচু মূলোর স্থক্ত,
কচুর ঘণ্ট, বিউলির ডাল, তাও কচুযুক্ত"।

সকলে কোলাহল করিয়া হাসিতে লাগিল। আমি একেবারে মৃত্তিকা!

অনঙ্গ ছুঁড়িটে হাসিতে হাসিতে বলিল—

"রাত্রিকালে গানের সময় দিলে কেন ফাঁকি?
সব রকম কচু; কেবল কচুপোড়া বাকি!"

কি করি? আমিও হাসিতে লাগিলাম! ভাবিলাম "যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল"!

যাহা হউক আঁচাইয়া, গামছায় মুখ মুছিয়া, শ্রীমতী পণ্ডিত মহাশয়ের প্রদত্ত পানগুলির মধ্যে দুইটি মুখে পূরিয়া আর দুটি হস্তে লইয়া বাহিরে যাচ্চি, এমন সময়ে সুন্দরীরা আবার খুব হাসিয়া উঠিল। তখন পণ্ডিত মহাশয় হাস্য-বিকশিত আয়ত-নেত্রে বলিলেন "হে চতুর! হে বিদ্বান! তুমি যাহা এইমাত্র খাইলে উহা পান নহে, উহা দগ্ধ কচু—আমাদের সুনিপুণ হস্তকৌশলে দগ্ধকচু হরিত-পীত-লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সুন্দর তাম্বুলের আকার ধারণ করিয়াছে। তোমার হস্তে আরও দুটি দগ্ধকচু বিদ্যমান আছে, না বিশ্বাস হয় বাহিরে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও"। আমি শুনিয়া থুঃ, থুঃ, করিয়া মুখের দগ্ধকচু ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম। সেই হাসি বিদ্রূপের রাজ্য হইতে দ্রুত পলাইয়া, বাহিরে আসিয়া দেখি—সত্য সত্যই—সেগুলি কৃত্রিম পান—অকৃত্রিম দগ্ধকচু!"

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদা বলিলেন "ভায়া মেঘনাদ, এতো গেল innocent practical joke। ইহাতে বেশি রাগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু এইবার আমার নাকালের শেষ পালা বর্ণন কোর্‌চি শোন।

আবার দুই দিন কেটে গেল, আমিও অন্যমনস্ক হলাম। একদিন বৈকালে, অন্তঃপুরে শালি শালাজের সম্মুখে ব'সে জলখাবার খাচ্চি—রাঙ্গাদিদি এর মধ্যে ছিলেন না। দুইটি রেকাবিতে আহারীয় প্রস্তুত—একটিতে পেঁপে, নেবু, শশা প্রভৃতি ফল সাজান, অন্যটিতে সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন! আমি প্রথমেই কেশুর খেতে আরম্ভ কর্‌লাম। আমার যেমন অভ্যাস, একেবারে গোটাকতক মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ কর্‌লাম।

তখন প্রথম শালি সহাস্যে বলিলেন "ফেল, হরনাথ বাবু, ফেল মুখ থেকে—অতগুলো খেলে মারা পড়্‌বে, ও কেশুর নয়, ও ওল্।"

কিন্তু তখন আমি অৰ্দ্ধেক গলাধঃকরণ করেছি। কণ্ঠে এমন কুট্‌কুটানি ধর্‌লো যে চক্ষু স্থির!

প্রথম শালাজ সহাস্যে বলিলেন "ও কটমটে আইন নয়—ও রসের গান—এখুনি রস গড়াবে"—

কিন্তু তখন মুখের গ্রাস ভূতলে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও আমার সত্যসত্যই রস গড়াইতে আরম্ভ হইয়াছে! গো-কালি ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছে!

এমন সময়ে রাঙ্গাদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাস্তবিক ইহার মধ্যে ছিলেন না। সবিশেষ শুনিয়া, যাহার পর নাই, দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, ইহাদিগকে "রাক্ষসী—ডাইনি শাকচুন্নি—আহা বাছাকে একেবারে মেরে ফেলেচে—বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন ও সস্নেহে নিজের হস্তে আমার মুখে কমলানেবু, শশা প্রভৃতি গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন।

অনঙ্গ বলিল "দুটো রসগোল্লা খাও—সব জ্বালা সেরে যাবে।"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "না কাজ নেই, নাৎজামাই—রাক্ষসীরা বোধ করি উহার মধ্যেও কোনো কার্‌সাজি করেচে"।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা?
বিহসতি যুবতি সভা তব সকলা"।

আমার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। আমি বাহিরে আসিয়া শালাবাবুদের আশ্রয়-গ্রহণ করিলাম। তাহারা যাহার পর নাই শুশ্রূষা করিল কিন্তু সে নিদারুণ যন্ত্রণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। সমস্ত রাত্রি কাৎরাণি, সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফটানি! শেষে ভোর রাত্রে Assistant surgeonকে ডাকৃতে হোলো। তিনি একটা Exterior lotion দিলেন

ও কি একটা decoction খাইতে দিলেন। দুইদিনের পরে বেদনা শান্ত হোলো। এই দেখ গলার শিরটা এখনো ফুলে রয়েছে। মেঘনাদ ভায়া, তুমি এদ্দের মৌমাছি বল। এরা বল্‌তা, ভিমরুল, বৃশ্চিক! এরা রাক্ষসী, দানবী,harpy!—এদ্দের শরীরে দয়ামায়া আদবে নাই"।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হরনাথ দাদার বিড়ম্বনার ইতিহাস শুনিয়া আমার মনে অতিশয় কষ্ট হইল। আমি বলিলাম "হাঁ দাদা, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল হয় নাই। তবে দাদা ওদ্দের পক্ষ হ'তে আমি বল্‌তে বাধ্য যে ওরা মনে করেছিল তুমি এক অর্দ্ধটা কেশুর খাবে। তুমি একেবারে অতগুলো মুখে পূরে দেবে এটা ওদ্দের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এটা কেবল pure mischance। ওদ্দের কেবল নির্দ্দোষ আমোদ করা অভিপ্রায় ছিল"।

আমার কথা শুনিয়া হরনাথ দাদা সজোরে উচ্চহাস্য হাসিয়া "একেবারে ভেড়া বানিয়ে ফেলেচে। mesmerised, mesmerised" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আর মুখে দুই হাত দিয়া বৈঠকের সেই খট্টাঙ্গে পড়িয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি কিছুতেই থামে না।

আমি বলিলাম "দাদা, সিদ্ধির নেশা দেখ্‌ছি তোমার মাথায় উঠেছে! কয় গ্লাস খেয়েছ?

আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরনাথ দাদা ক্রমাগত হাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কমল ঝি সহাস্যে আসিয়া "জামাই বাবুরা, ভেতরে এস, খাবার তৈয়ারি" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিল। আমার আশঙ্কা হইল যে সিদ্ধির ঝোঁকে হরনাথ দাদা ভিতরে গিয়া ঢলাঢলি না করেন।

আমরা ভিতরে গিয়া রাঙ্গাদিদি ও শালি শালাজগণের আদর-আহ্বান-সম্ভাষণে গদ্গদ ও "টইটম্বুর" হইয়া "চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়" সপরিতোষে আহার করিলাম। হরনাথ দাদা বরাবর সুসম্বৃত ও সংযত ছিলেন। আহারের সময়ে অতিরিক্ত হাসি কিম্বা অন্য কোনো গোলযোগ করিলেন না। দেখিয়া আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল।

বাহিরে আসিয়া দেখি সাধুচরণ নেশার ঝোঁকে ভোঁ হইয়া রোয়াকে পড়িয়া আছে। "রঙে মস্ত" হইয়া, দেউড়িতে বসিয়া চৌবে দারোয়ান গান ধরিয়াছে—"পূরবী লড়ইয়া হো রামা পূরবী লড়ইয়া!"

যখন কমল ঝি আসিয়া সহাস্যে বলিল "ছোট জামাইবাবু, ভেতরে চলুন্—দিদি ঠাকরোণরা ওপোর কোটায় আপনার জন্যে অপিক্ষে কোর্‌চেন্" তখনও হরনাথদাদা কাগজের বাক্স তৈয়ারিতে ব্যস্ত ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে বলিতেছিলেন "মেঘনাদ ভায়া—একবার কারিগরিখানা দেখ। কে বল্‌বে কাগজের বাক্স? দেখ, এই কয় রকমের কালি দিয়ে রংটা কেমন ফলিয়েছি! কেমন? perfect varnish নয়?"

গ্রামের চতুর্দ্দিকে নিশুতি। তখন জ্যোৎস্না অস্তমিত হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে শৃগালগুলা ঐকতানিক স্বরে "হুক্কা হুয়া" করিয়া উঠিতেছিল, দুই একটা গ্রাম্য কুক্কুর "ভেউ ভেউ" করিয়া প্রতিবাদ করিতেছিল। বৈঠকের সম্মুখে, বারাণ্ডায়, রেলিংএ ও টবের সযত্ন-পালিত ক্রিপর্, ক্রোটন্, কন্‌ভল্‌ভিউলস্ প্রভৃতি বিলাতি উদ্ভিদ্‌গুলি অন্ধকারেও অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছিল। হস্তে প্রদীপ লইয়া, কমল ঝি আমাকে পথ দেখাইয়া, রাঙ্গাদিদির মহলে অগ্রসর হইল। অন্তঃপুর-বাসী গৃহপালিত একটা কাকাতুয়া কমল ঝিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল "মর্ মাগি!—চুরি কর্‌তে চল্‌লি!"—কমল ঝি বিরক্ত হইয়া বলিল "স্মরণ আর কি!—পাখীটে যেন যমের অরুচি!" অন্তঃপুরের সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে সিঁড়িতে উঠিবার নিকটে এক রাশি বিচালি স্তূপীকৃত ছিল। কমল ঝি সক্রোধে বলিতে লাগিল—"নতুন ঝি মাগির আক্কেল দেখ। দিদি ঠাকুরোণ এত করো বল্‌লেন্ যে কত্তার মহল থেকে বিচুলি গুলো এনে গোয়ালঘরে রেখে আয়—তা মাগি এখানে এনে ফেলে রেখেচে!—তুলে রেখে আস্‌বার সময় হোলো না! রোস্ মাগি—কাল্‌কের্ চাকর—এতটা আস্পাদ্দা! সকাল্ হোক্ মাগিকে থ্যাংরাপিটে কোরবো!"

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

আমি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, উপরে উঠিয়া, যখন সুন্দরীদিগের কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তখন দেখি চারিদিকে ঝাড়, লাণ্টেন্, শ্যান্‌ডিলিয়রে গৃহখানি সুসজ্জিত। রাঙ্গাদিদি সাদরে বলিলেন "নাৎজামাই, এই ঘরখানিতেই বাসর হয়েছিল, মনে পড়ে?" আমি সহাস্যে উচ্চগদিতে তাকিয়া ঠ্যাসান্ দিয়া বসিলাম। রাঙ্গাদিদির ও তাঁহার দশমহাবিদ্যার অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে, তাহাদের উচ্চ কলহাস্যে, মালার সৌরভে, কেশসুবাসী গন্ধদ্রব্যে, লাল নীল সবুজ কারুকার্য্য-খচিত সুবিচিত্র বস্ত্রের গৌরবে, ঘরখানি গম্ গম্ করিতে লাগিল। আমি সত্য সত্যই অতুল-সুখানন্দে mesmerised হইয়া পড়িলাম।

প্রথম শালাজ ঠাকুরাণী বলিলেন "ঠাকুরজামাই, আর নয়, গান হোক্।"

প্রভা ঠাকুরঝি বলিলেন "সেই গানটা গাও—

ওরে ওই ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে পাখী,<br>
ঘুঘু ফিঁঙে ছাতারে আর নোড়ে বুকবুকি।<br>
লাগাইয়ে তুল, ডাকিছে বুল্‌বুল্<br>
ডাকে হরিয়াল হাড়ি চাঁচাঁ, কাট্‌ঠোক্‌রা কাদাখোঁচা,<br>
দোয়েল কোকিল কাজ্‌লা কালপেঁচা!<br>
ফইরিদি মদ্‌না, টিয়ে চন্দনা,<br>
ডাকে ময়ুরা খঞ্জন চাতক চাতকী,<br>
মন বাজ্ঞবউরি মাছ্‌রাঙা পাপিয়া ময়না!

ডাকে কাক চীল টুনটুনি শালিকি!
ওরে ওই ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে পাখী!"

আমার কবিতাপ্রিয় শালিটি বলিল—"মেঘনাদ বাবু, লক্ষীটি—রবি বাবুর তয়েরি একটা মজার গান গাও—যেটা শুন্‌লে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ যায়।—সেই যে—

দামু বোসে, চামু বোসে,
কাগজ বেনিয়েছে,
বিদ্যাখানা বড্ড ফেনিয়েছে।
আমার দামু, আমার চামু!
দামু ডাকেন "দাদা আমার"
চামু বলেন "ভাই,
সারা দুনিয়া খুঁজে এলাম,
মোদের যুড়ি নাই"
আমার দামু, আমার চামু!

কেমন? খুব্ মজার নয়?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "না ভাই, আজ আমার পালা। সে দিন তোরা আমার কথা শুন্‌লি নে। ইংরিজি গানের ফরমাশ্ কোরে ঐ গোঁয়ার ঠাকুরজামাইর (দেখ্, বোন্ প্রভা তুই রাগ করিস্ নে) হস্তে কেমন লাঞ্ছিত হলি!—আজ আমার কথা বাহাল্ থাক্‌বে, আজ সংস্কৃত গান হবে। গাও তো লক্ষী ছোট ঠাকুরজামাইটি, গাও—

ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে।

গাও—

চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডযুগস্মিতশালী"

আমার প্রথমা শালীঠাকুরাণী বলিলেন "যা বল বউ—ও ভারি কট্‌মটে—ওর্ যদি কিছু মাথামুণ্ডু বুঝ্‌তে পারি!"

পণ্ডিত মহাশয় সরোষে বলিলেন "বড় ঠাকুরঝি, তুমি সকল সময়ে আমার কথার প্রতিবাদ কর। এতটা ঠিক নয়!—এই সুন্দর ললিত জয়দেব-রচিত সঙ্গীত তোমার কাণে কঠোর হোলো, আর সেই শঠশিরোমণি ঠাকুরজামাইর বিজাতীয় ম্লেচ্ছগানগুলি তোমার কাণে শ্রুতিমধুর ঠেকেছিল! সেই ইংরাজি গানগুলির কটা শব্দ তুমি হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পেরেছিলে? বলিহারি দিদি, তোমার রুচি!"

বড় শালি ঠাকুরাণী সহাস্যে বলিলেন—"কেন বউমহাশয়, রাগ কর কেন? দুইটা শব্দ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। মনে নেই? ডি—ফ্যা—মে—শন্ আর ডে—ক—মি—টি"

সকলে উচ্চহাস্ত করিয়া উঠিল। আমার প্রথম শালাজ বলিলেন "এমন ঠগ্ দেখেছ? আমাদের নাকাল করে ছেড়েছিল!"

প্রভা ঠাকুরঝি জনান্তিকে বলিল (কিন্তু আমি বেশ্ শুন্‌তে পাইলাম) "তা বেশ হয়েছিল—ঘাঁটাতে গিয়েছিলে কেন?"

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "আর তোরা ছুঁড়িরা বুঝি কম! তোদ্দের লজ্জা করে না বল্‌তে? তোরা বুঝি তাকে কম নাকাল করেছিলি? আহা বাছা আমার গোনালি ভেঙে সারা হয়েছিল!"

পণ্ডিত মহাশয় আমার দিকে তাকাইয়া সহাস্তে বলিলেন "দেখিও ছোট ঠাকুরজামাই, সাবধান! দেখিও তোমার অদৃষ্টে কৃত্রিম—অন্ততঃ দগ্ধকচু না থাকে!"

আমি 'ত গান গাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া—মরিয়া হইয়া আসিয়াছিলাম। "যা থাকে কপালে—হাসে হাস্‌বে, বিদ্রূপ করে কোর্‌বে—লজ্জার মাথা খাইয়া, চোক্ কাণ্ বুজিয়া, তাল রাগ রাগিণীর মাথা খাইয়া, রাসভকণ্ঠে দুইটা গান গাইবই গাইব—অতএব অশুভস্ত শীঘ্রম্—শীতের ভয়ে, আদুল গায়ে, তীরে দাঁড়াইয়া, কাঁপিয়া কি হইবে? একেবারে জলে ঝাঁপ দেওয়া ভাল" এই সব সাত পাঁচ ভাবিয়া আমি পণ্ডিত মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম "মেজ বৌ ঠাকুরোণ্—আজ্ঞে করুন্ কোন্ ভাষায় গাইতে হবে"

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্তে বলিলেন "গাও, ঠাকুরজামাই, গাও—

মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মনসিজ ধ্বজ চামরে
রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ড ডামরে"

আমার প্রথমা শালি বলিলেন বৌ ঠাকরোণ্, তোমার ঐ শিখণ্ডিশিখণ্ড লণ্ডভণ্ড গবাগণ্ড গান তোমার কাছেই থাক্—। আজ্ সংস্কৃত গান হবে না, হবে না। আজ কেবল খাঁটি বাঙ্গলা গান হবে। ভাই মেঘনাদ, এচ্চে বরং গাইতে পার—

বৃন্দাবনে ব'লে গেছে বামি বৈষ্ণবী,
একাদশীর দিনে হবে জন্ম অষ্টমী!
আর কামরূপেতে কাগ্ মরেচে কাশীধামে হাহাকার!
ওলো সজনি আমার—
নাপ্‌তে বামা, ধোবা শ্যামা, নাচিছে কেমন!
এক বাপের পেটেতে ওরা জন্মেছে দুজন!
বাবুদ্দের টাট্টু ঘোড়া, সিং উঠেচে দুটো তার!
কার্ত্তিক মাসে চড়ক পূজা হবে এবার,
ওলো স্বজনি আমার!"

পণ্ডিত মহাশয় ছাড়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল! তখন দর্পিতা দলিত-ফণিতুল্য-কুপিতা পণ্ডিত মহাশয় "রোজ রোজ আমার অপমান? তোমরা রাত্রি জেগে আমোদ কর—আমি এখান্ থেকে চল্‌লাম! আমি কর্ত্তার মহলে গিয়ে অনঙ্গ ঠাকুরঝির পাশে গিয়ে শুয়ে

থাকৃচি। ওমা, এখানে থাকৃতে আছে ? এত অপমান ?” এই বলিয়া ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে পণ্ডিত মহাশয় কঙ্কণকিঙ্কিণীশিঞ্জিনীর কোলাহলে গৃহখানিকে কাঁপাইয়া দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। “ও নাত্ বৌ যাস্‌নে”—“ছি বৌ, রাগ্ কর্‌লি”—“ও দিদি, ফিরে এস, ফিরে এস” বলিয়া রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার জয়াবিজয়াগণ পণ্ডিত মহাশয়ের পশ্চাতে ছুটিল। গৃহখানি শূন্য হইল। আমি এত সহজে “NARROW escape” হইল ভাবিয়া সহাস্যে তাকিয়ায় মাথা দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়, Narrow escape কোথায় ? মেয়েলি কথায় বলে “তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে !” অদৃষ্টদেবী আমাকে লইয়া “ওঠ বোস্” করিতেছিল। পাঁচ মিনিট না যাইতে যাইতে দেখি ক্যাপ্‌টেন ও তাহার নাবিকেরা পুনরায় বন্দরে আসিয়া জাহাজ ভিড়াইল। আমি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিলাম।

প্রভা ঠাকুরঝি সহাস্যে বলিলেন “ভারি সুখ ! না ? নিদ্রা যাওয়া হচ্ছিল ! রাঙ্গাদিদি, রাঙ্গাদিদি, মেঘনাদ বাবুর ঘাড়ে খানিকটে ল্যাভেণ্ডার্ ওয়াটর্ ঢেলে দাও তো।”

প্রথমা শালাজ বলিলেন “ঠাকুরজামাই, আমাদের আপোসের ঝগ্‌ড়া দেখে বুঝি “নারদ—নারদ” কর্‌ছিলে ? বড়ই আমোদ হয়েছিল, না ? কিন্তু দাদা, স্বয়ং বিধাতা এলেও আজ নিস্তার নাই। গলাটা শানিয়ে নাও।”

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে বলিলেন “নাত্‌জামাই,—ভয় নেই। আমরা এখানে ঘণ্টা খানিকের অতিথি। গোটাকতক গান শুনেই আমরা স্বস্থানে প্রস্থান কোর্‌বো। এ ঘরের আসল রাণী শ্রীমতী বিদ্যাদেবী সেজে গুজে তোমার জন্যে ব’সে আছেন—গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি—”

আমার কবিতাপ্রিয় শালিটি সহাস্যে বলিল—

“ভেব না ভেব না, বেনোয়ারি,
আসিবে সে, আসিবে সে, অভিসারিকার বেশে,
নব বধূ, তব বর নারী !”

প্রথমা শালি বলিলেন “রেখে দাও তোমাদের কবিতা আর বাজে কথা। সাজ্‌তে গুজ্‌তে দোল ফুরোয়। মেঘনাদ বাবু, তুমি গান ধর”—

আমি বলিলাম “দিদি, গোলাম তো গাইতে প্রস্তুত আছে। কোন্ ভাষায় গাইব—আজ্ঞা করুন্—”

তখন পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে বলিলেন “আমাদের মধ্যে দ্বন্দযুদ্ধে সন্ধিস্থাপিত হয়ে গেছে। এই স্থিরীকৃত হয়েছে যে ইংরিজি, হিন্দি, বাঙ্গলা, সংস্কৃত সব গানই তোমাকে গাইতে হইবে কিন্তু ইংরিজি গান একটা বই গাইতে পাবে না, তাও পাঁচ ছয় ছত্রের অধিক না হয়। দুটি সংস্কৃত, দুটি হিন্দি গান, আর দুইটি বাঙ্গলা গান—”

প্রভাদেবী সহাস্যে বলিলেন "আর একটি উড়ে গান। আমি সে ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি শুন্‌বোই শুন্‌বো—কিছুতেই ছাড়্‌ব না"—

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে বলিলেন "নাত্‌জামাই—একঘণ্টার ভেতরে সব সারো—তোমার ভালর জন্যেই বল্‌চি—এখন তোমার ইচ্ছে—যে ভাষায় ইচ্ছে প্রথমে গাও"।

আমি মনে করিলাম "ইহাও কতকটা সুবিধা বটে। তবু কতকটা গোলে হরিবোলে লজ্জা নিবারণ কর্‌তে পার্‌বো। আর সকলের শেষে বাঙ্গলা গান দুইটা ভগ্নগলার দোহাই দিয়া গাব"। এই মনে করিয়া আমি প্রথমে হিন্দি গান ধরিলাম! আমি গাইলাম—

মেহ বর্‌ষে রে চমকে বাদরিয়া!
অওর্ শাস্ চম্‌কে রে, ননদী চম্‌কে রে
চমকি খুল্ গয়ি দুয়রিয়া!
ঝরোখাসে ঝাঁকি মারি, দেখা মৈ ঝরৎ বারি,
সঘন ঘোর গগন সে দর্ দর্ দরিয়া!
বর্‌খামে আগ্ দগি, মোকো চকচৌঁধি লগি,
অটার্ কে নচে ঠার্ কুঁয়র কহৈয়া!
হসি হসি নটবর, দেখল্ উপর,
ধসি গয়ি ছতিয়া মে বিজুরিয়া!
মেঘ বর্‌ষে রে চম্‌কে বাদরিয়া!"—

সে স্থলে যদি কোনো হিন্দিজ্ঞ পুরুষ শ্রোতা থাকিত তাহা হইলে আমার সেই কেকা-দর্পহারী গগনবিদারী সঙ্গীত শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। কিন্তু সুন্দরীরা চৌবে দারোয়ানের "আজু ব্রজমে হোরি মচায়া" ছাড়া আর কোন গান শোনেন নাই, সুতরাং সুন্দরীরা মহাখুসি! আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

আমি বলিলাম "প্রভা ঠাকুরঝি—মনে করেছিলাম তোমার ফর্‌মাশের গান গেয়ে তার পরে আবার হিন্দি গান ধর্‌বো—কিন্তু কোনো ভাল উড়ে গান মনে পড়্‌চে না"।

প্রভা ঠাকুরঝি সহাস্যে বলিলেন "উড়ে গান না হোক—একটা ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি হলেই হোল—গাও, মেঘনাদ বাবু।"

"পাল্‌কি তত্তড় বাহিছি, ভোঁদ্‌ড়ে ও"। (কলহাস্য) পণ্ডিত মহাশয় সখেদে বলিলেন "সন্ধির সময়ে উড়ে গানের উল্লেখ হয় নাই—প্রভা ঠাকুরঝির সবই অদ্ভুত অপরূপ আব্‌দার, ঠাকুরজামাই, তুমি আমার মাথা খাও, আগে গাও এই দুটো—

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমংসখি বিরহি জনস্য দুরন্তে
* * *
ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—
পততিপতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানং
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলং
চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং

সুন্দরীর শ্লোক আবৃত্তি শেষ না হইতে হইতে বাড়ির বৃদ্ধা ঝি চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল "আগুণ লেগেছে, আগুণ লেগেছে, তোমরা ওঠ গো ওঠো গো—এই দেখ, আমার চুল পুড়ে গিয়েছে!"

রাঙ্গাদিদি ও তাঁহার সহচরীরা সহাস্যে বলিল "যা বুড়ি—যা—শুগে যা। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠে আমাদ্দের দুপুর রাত্রে জ্বালাতন কর্‌তে এসেচে। বুড়ো বয়েসে রঙ্গ দেখে বাঁচি নে। আমরা নীচের সব আকার আগুণ নিবিয়ে ওপোরে এসেচি, আগুণ কোত্থেকে এল রে আবাগি মাগি"—

পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "এ তোর রত্নাবলী নাটকের ভোজবাজির আগুণ। এ সাগরিকার আগুণ"!

তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নূতন ঝি কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত হইল। কেশ এলান,—মাথায় কাপড় নাই! ভয়বিকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল "পালাও গো পালাও—এই ঘরের পেছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে—যদি বাঁচতে চাও তো পালাও। ডাকাত পড়েছে, ডাকাত পড়েছে—বাগানের দিকে পালাও—ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌বার যো নেই। নীচে আগুণ, ওপরে আগুণ, চারিদিকে আগুণ! সিন্দুক, প্যাট্‌রা, বাক্স সব লুটপাট কর্‌চে। পালাও পালাও। সময় নেই, পালাও।"

আমার তখন ভয় হইল—উঠিয়া দাঁড়াইলাম। জানেলা দিয়া দেখি, ছাদের ওপাশের ঘরে, মশাল জ্বালিয়া বিকটাকারে মূর্ত্তি সকল বাক্স দ্রব্যাদি সরাইতেছে! ঐ দিকের ছাদে, ঘরে, কানাচে, চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিতেছে! ডাকাতেরা সত্যসত্যই বাড়িতে আগুণ লাগাইয়া দিয়াছে! সুন্দরীরা "কি হবে নাত্‌জামাই, কি হবে ভাই" বলিয়া ভয়-রুদ্ধকণ্ঠে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া "চৌবে" "চৌবে" "দারোয়ান" "দারোয়ান" করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিলাম। কে উত্তর দিবে। কেবল চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ! ডাকাতেরা "বম্ ভোলানাথ—জয় মা কালি—হর হর হর" করিয়া বিকট চীৎকার করিতেছে।

কমল ঝি অর্দ্ধউলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিল "জামাই বাবু, জামাই বাবু, পালাও পালাও—আমার হাতের বালা কেড়ে নিয়েচে মশাল দিয়ে আমার মুখ পুড়াতে এসেছিল—ও জামাই বাবুর সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গিয়েচে—পালাও পালাও"—

গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। চীৎকার—হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ। এমন সময়ে রক্তাক্ত কলেবরে, হস্তে বন্দুক লইয়া, হরনাথ দাদা উপস্থিত হইলেন!

"খুব বেঁচে গিয়েছি! For God's sake এদ্দের নিয়ে, মেঘনাদ পালাও!—এই কপাট বন্ধ কর্‌লাম্—Damn it—শালারা ইদিকে এসেচে কি গুলি করেচি—দুটো শালাকে বধ করেচি—সব গুলোকে খুন কর্‌বো—Goodness gracious—these are desperate

characters—পদাঘাত—পদাঘাত—পদাঘাতে দোর ভেঙ্গে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি—বাগানের দিকে পলাও—I will shoot them all! Take care of these girls—I will follow you within half an hour—Bolt, bolt!—Hasten away!—Pray don't be anxious for me!—I know how to take care of myself"—

## ঊনবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কি করি? কোথায় যাই? এই মহাবিপদে পড়িয়া, অন্য কোন কর্ত্তব্য ঠাওরাইতে না পারিয়া, হরনাথ দাদার সঙ্কেত ও আদেশ অনুযায়ী, সভয়ে, সশঙ্কিতচিত্তে, অন্ধকারে পথ হাতড়াইতে হাতড়াইতে, ভয়বিহ্বলা, রুদ্ধকণ্ঠা, বেপথুকলেবরা রাঙ্গাদিদি, শালিগণ, শালাজগণ ও তিন দাসীকে লইয়া, সেই সুবৃহৎ বাড়ির পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত অন্তঃপুর-উদ্যানে অবতীর্ণ হইবার জন্য নির্ম্মিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নিম্নে নামিতে লাগিলাম।

কাহারও মুখে কথা নাই, রা নাই; পাছে ডাকাতেরা আসিয়া আক্রমণ করে!

একবার প্রভা ঠাকুরঝি মৃদু মৃদু সক্রন্দনস্বরে বলিল "ওমা কি হবে গো?—মাকে আর বাবাকে মেরে ফেলেনি তো"? অমনি সকলে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল "চুপ্ চুপ"!

আবার গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। আমরা সকলেই ভয়ে তটস্থ!

আমি মনে মনে "ত্রাহি মধুসূদন" করিতে করিতে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, উদ্যানে নামিয়া, সেই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া, বাগানের দূরকোণেস্থিত মাধবীলতার ঘনমণ্ডপে গিয়া এই বিপন্না স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিঃশব্দে বসিলাম।

মাতামহ মহাশয়ের সেই "young Hercules" বলিয়া সাদর সম্ভাষণই বা কোথায়? আর বাল্যসহচরদিগের "বীর মেঘনাদ" বলিয়া সেই প্রীতিপূর্ণ আহ্বানই বা কোথায়? আমি এই নারীদিগের মধ্যে পড়িয়া, হরনাথ দাদাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারিলাম না—এই ভাবিয়া মনে মনে অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আর যদি ডাকাতেরা কর্ত্তার মহলে গিয়া কর্ত্তা কর্ত্রীকে আর অনঙ্গকে খুন করিয়া থাকে! আর যদি হরনাথ দাদাকেই সাংঘাতিক আঘাত করিয়া থাকে! এই সব কথা, আমি কপালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলাম! আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল—চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

হায় ভগবান!—নিকম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, আমারও কি সেই দশা হইল?

প্রায় আধ ঘণ্টার উপর, সেই মাধবীমণ্ডপের নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে, সেই ত্রাসরুদ্ধকণ্ঠা, কম্পান্বিতকলেবরা স্ত্রীলোকগুলিকে আগুলাইয়া বসিয়া রহিলাম। সেই আধ ঘণ্টা যেন ব্রহ্মার ঘণ্টা!—কিছুতেই শেষ হয় না।

আমার মধ্যে মধ্যে আশঙ্কা হইতে লাগিল "এই মহাবিপদের সময়ে ইহাদের মধ্যে কাহারও Hysteria না হয়। তা হইলেইত' মহাবিভ্রাট"!

এমন সময়ে দুপ্ দুপ্ জুতার শব্দ! সকলেরই প্রাণ উড়িয়া গেল!—

হরনাথ দাদা সেইরূপে রক্তাক্ত কলেবরে double barelled Henri martini ঘাড়ে করিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন "কোথা হে মেঘনাদ ভায়া—চল, চল, পালাই—তিনখানা গাড়ি বাহিরে প্রস্তুত—একেই বলে Narrow Escape—Povidential, providential—কর্ত্তা কর্ত্রী আর অনঙ্গকে একখানা গাড়িতে আগেই কল্‌কাতায় রওয়ানা করেছি—আহা কর্ত্তা বাতে পঙ্গু, তাঁকে linger করান ঠিক নয় ভেবে at once পাঠিয়ে দিলাম—পাঁচটা ডাকাতকে kill করেচি—the other rascals have decamped—bolted—ইদিক দিয়ে—ইদিক দিয়ে—এই খিড়কির দোর দিয়ে চল—ওপরে উঠে সদর ফটক দিয়ে যাবার এ সময় নয়—আস্তে, আস্তে—দেখ পোড়ে যেও না—রাঙ্গাদিদি, আপনি আমার হাত ধরুন, শালা ডাকাতেদের বিশ্বাস নেই—আবার ফিরে আস্‌তে পারে—সেই সেবার হাল্‌দারেদের বাড়িতে ডাকাতেরা কি কর্‌লে জান ত?—বাপ্‌রে, এ বাড়িতে এখন থাকা যায়, না এ গ্রামে এখন থাকা যায়!—গ্রামের police! তাদ্দের বিশ্বাস কি? তাদ্দের সঙ্গে যোট না থাক্‌লে কি এ ডাকাতি হয়?—সাধুচরণটা পালিয়ে গেচে! ইনি আবার পুরাতন ভৃত্য! the ungrateful rogue!—চৌবেকে মেরে ফেলেচে! চুপ্! চুপ্!—এ গোল কর্‌বার সময় নয়—মেঘনাদ ভায়া, এই তিনখানি গাড়ি তোয়ের—আমি সম্মুখের গাড়ির coachboxএ বোস্‌বো—তুমি শেষের গাড়িতে তিন চারজনকে নিয়ে ভেতরে বোসো—রাঙ্গাদিদি, তিন চারজনকে নিয়ে মধ্যিখানের গাড়িতে বসুন—আর বাকি আমার গাড়িতে!—দেখ সাবধান কেউ কপাট খুলে উঁকি মেরো না!—খবরদার!—এ ডাকাতদের বিশ্বাস নেই!—দাদা বাবুরা তো বিডন্ ষ্ট্রীটে থিয়েটর দেখ্‌চেন—সেখানে এদ্দের নিয়ে কোথায় যাব?—তাই কর্ত্তার ও কর্ত্রীর আমার মতেই মত হ'ল, যে এ বিপদের সময়ে হোগলকুঁড়ে সুরেশ সমাজ-পতিদের বাড়িতে যাওয়াই শ্রেয়ঃ—কর্ত্তাগিন্নির গাড়ি এতক্ষণ অনেক দূরে বেরিয়ে গিয়েচে—গাড়িওয়ান! গাড়িওয়ান!—জোর্‌সে চলাও—যে আস্‌বে বাবা তারই দফা এই Henri martiniর ঘারায় রফা কোরবো!—সব বসেছ?—খবরদার, গাড়ির কপাট খুলে উঁকি মেরো না—চল বাবা পক্ষীরাজ—মারো চাবুক্—বক্‌সিস মিলেগা—পহিলা গাড়িওয়ান যিস্ তরফ গয়া হয় উসি তরফ্ চলো—কলকত্তা চলো—কলকত্তা চলো—হোগলকুঁড়িয়া—তেরহ সাৎ বৃন্দাবন বোস্ লেন—সমঝা"?

*　　*　　*　　*　　*

আমাদের তিনখানি গাড়ি গড়্ গড়্ করিয়া কলিকাতার অভিমুখে চলিল!

# স্বরলিপি।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুর—ঐ

## মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনি
তুমি থাক সিন্ধু পারে
ওগো বিদেশিনি
তোমায় দেখেছি শরদ প্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে
ওগো বিদেশিনি।
আমি আকাশে পাতিয়া কাণ, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ
ওগো বিদেশিনি।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, এসেছি নূতন দেশে
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে
ওগো বিদেশিনি।

||৩|| [স$^১$ র$^১$ । গ$^১$ গ$^১$ গ$^১$ । সগ$^১$ গ$^১$ গ$^১$ । ম$^২$ মগ$^১$ । র$^২$ রগ$^১$ । র$^১$
[আ মি চি নি গো চি নি তো মা — রে ও গো

গ$^১$ র$^১$ । র$^১$ প$^১$ মী$^১$ । ধপমী$^১$ প$^২$ । —$^১$] গ$^১$ ম$^১$ । প$^২$ র্স$^১$ । নর্স$^১$ নর্সর্র$^১$
— বি দে — শি নি — —] তু মি থা ক সি —

র্সনো$^১$ । ধ$^১$ নো$^১$ নোধ$^১$ । প$^২$ স$^১$ । র$^১$ গ$^১$ র$^১$ । র$^১$ গ$^১$ ম$^১$ । রগ$^৩$ ।
ন্ধু পা — — রে ও গো — বি দে — শি নি

—$^১$ গ$^১$ গ$^১$ । গ$^১$ গ$^১$ গ$^১$ । গ$^১$ গ$^১$ ম$^১$ । ম$^২$ প$^১$ । প$^১$ প$^২$ । ম$^১$ প$^১$
— তো মায় দে খে ছি শা র দ প্রা তে তো মায় দে খে

পা১ । পমা১ মধা১ পধা১ । পমা১ পা১ মা১ ।[গা১ গা১ মগা১ । রা১ গা২ । মা১ পা২ । —৩ ।
ছি  মা ধ বী  রা — তে [তো মা য়  দে খে  ছি — —

—১ সা১ সা১ । রা২ রগা১ ।  রগা১ রগা১ মা১ ।  গা৩ ।]—১ রসন্১ সা১ । রগা১ মা১
— হৃ দি  মা —  ঝা — —  রে ]— — ও  গো —

গা১ ।  রগর১ সা১ ন্১ । সা৩ । —১ সা১ সা১ । ন্১ রা১ সা১ ।  সা১ ন্১ ধ্১ ! প্৩ ।
বি  দে — শি  নি  — আ মি  আ কা শে  পা তি য়া  কাণ

সা১ সা১ সা১ । সা১ রা১ রা১ । রা১ গা১ মা১ । গা৩ । —১ গা১ গা১ । মা১ মা১ মা১ ।  মা১
শু নে ছি  শু নে ছি  তো মা রি  গা  ন আ মি  তো মা রে  সঁ

মা১ মা১ । মমা১ পা১ ধপা১ । মা১ পা১ মা১ । গা২ মগা১ । রগা১ রপা১ মা১ । গা৩ । গা১
পে ছি  প্রা — —  — ণ ও  গো বি  দে — শি  নি  ভু

গা১ গা১ ।  গা১ গা১ মা১ ।  মা১ পা২ ।  —১ পা১ পা১ ।  মা১ পা১ পা১ ।  মপা১ মধা১
ব ন  ভ্র মি য়া  শে ষে  — আ মি  এ সে ছি  নূ ত

পধপা১ । মা৩ ।  —২ গমপা১ ।  গা১  গা১ মা১ ।  পা১ ।১ র্সা১ ।  না১ র্সর্রা১
ন  দে  — —  শে  আ মি  অ তি থি  তো মা

র্সনো১ । ধা২ নোধ । পা২ ধপা১ । মা১ নোধা১ পা১ । মা১ পধপা১ মা১ । গা৩ । —১
রি  দ্বা —  রে ও  গো — বি  দে — শি  নি —

( আ—প্র )

# রাম রাজার মুলুক।

## ( প্রথম প্রস্তাব। )

পুরাণে, জনপ্রবাদে, তিন রামের কথা শুনিয়াছি। ভৃগুরাম, পরশুরাম, এবং রঘুবংশাবতংস, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, অযোধ্যাধিপতি রাম। কাল প্রভাবে এই তিনেরই রাজত্ব ও ভূম্যাধিকার গিয়াছে; এই তিনের মধ্যে কাহারও "মুলুক" নাই। তবে এই প্রস্তাবশীর্ষোক্ত রাম রাজার মুলুক যাঁহার, তিনি কোন্ রাম? এ রামের রাজ্যের বিবরণী বড়ই কৌতুকময়ী, বড়ই হাস্যরসোৎপাদিকা। এ রাজ্য যিনি দেখেন নাই মানব চরিত্রের অনেক অংশ তাঁহার জানিতে এখনও বাকি আছে। দুঃখের বিষয় এই অদ্ভুত মুলুকের লোকেরা রাজ্যের বাহিরে প্রায়ই আইসে না এবং বাহিরের লোকেরা এ রাজ্যে সহজে প্রবেশ করিতে সম্মত হয় না। ইং ১৮৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত এ মুলুকে বাঙ্গালী প্রবেশ করেন নাই; ১৮৮৯-৯০ বর্ষে দুইটি মাত্র বঙ্গীয় যুবা এই রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই সুদূর রাজ্যে যাইতে হইলে রেল নাই, উষ্ট্র নাই, হস্তী নাই, অশ্বযান সতত পাওয়া যায় না, ( পাওয়া গেলেও অনেকে ব্যয় ভার বহন করিতে সক্ষম হয় না ), কেবল গরুর গাড়ী চলে। নিকটস্থ রেলওয়ে ষ্টেশন প্রায় একশত ক্রোশ দূরে স্থিত। এই এক শত ক্রোশ বা ইংরাজী দুই শত মাইল পথ, অতি কষ্টে, হাতে প্রাণ রাখিয়া, বলদশকটে যাইতে হয়। ভাবা তুমি আদৌ বুঝিবেনা, আচার বিচারের অণু পরমাণু পর্য্যন্ত তোমার সহিত মিলিবে না। তুমি বাঙ্গালী হিন্দু, পথে এ দেশের এক হিন্দুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উভয়েই দিশাহারা হইয়া পরস্পর ভাবিবে, আমি হিন্দু কি ও হিন্দু! সে তোমাতে হিন্দুত্বের অণুও দেখিতে পায় না, তুমিও তাহাতে হিন্দুর 'হ' পর্য্যন্ত দেখিতে পাও না। অথচ তোমরা উভয়েই হিন্দু। তাহাতেই বলিতেছি, এ অদ্ভুত মুলুক কোথায়?

এই সুবিস্তৃত মহারাজ্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে সুদূর দক্ষিণে যাইতে হইবে। সতী-কুলধন্যা জানকীর উদ্ধারব্রতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপ্রধান অঙ্গদের ন্যায় সাহসে নির্ভর করিয়া হার্কিউলিশ-হৃদয়ে মহাসাগর তটে যাইতে হইবে। এই রাজ্য হইতে রাবণের লঙ্কা ( সিংহল দ্বীপ ) বাষ্পীয় পোতে দেড় দিনের পথ মাত্র। এই রাজ্যেই সুপ্রসিদ্ধ গন্ধমাদন শৈল বর্ত্তমান এবং এই দেশেই কন্যাকুমারীর মন্দির। এই মহারাজ্যে পিতার বিষয় পুত্রে পায় না, ভাগিনেয় পাইয়া থাকে; এখানে ব্রাহ্মণে ইচ্ছা করিলে শূদ্রানীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে এবং তাহার অপত্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হয়। এই অদ্ভুত রাজ্যের স্ত্রীলোকেরা শির হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত রাখে; এখানে ব্যভিচার সমাজ মতে বা আইন মতে অদণ্ডনীয়; ব্রাহ্মণ অবধ্য এবং অর্দ্ধ-ঈশ্বর; রাজা ব্রাহ্মণের দাসানুদাস এবং স্ত্রী যথেচ্ছাচারিণী।

এখানে বার মাসই বসন্ত ঋতু। এই মজার মুলুকের ইংরাজী নাম ত্রিবাঙ্কোর, স্থানীয়

নাম মলয়খণ্ডম্, হিন্দুস্থানী নাম রাম রাজার মুলুক এবং মুসলমান জাতি ইহাকে "নেঙ্গে স্থান" ( উলঙ্গ দেশ, ) বলিয়া অভিহিত করে।

ভূমিকা সমাপ্ত করিয়া এবারে ইহার ইতিবৃত্ত আরম্ভ করিব। এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া লিখিত হয় নাই, সমগ্র রাজ্যটি প্রায় ৬ মাস কাল পর্য্যটন করিয়া রোজ্‌নামচায় দৈনিক বিবরণীগত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রথমে পথের কথা বলিব। *

ইং ১৮৮৮ অব্দের শেষ ভাগে আমি মাদ্রাজ নগরে উপনীত হই। এই মাদ্রাজ, মহাভারতের সংস্কৃত মদ্র রাজ্য। সত্যবানের পিতা অশ্বপতি এখানে রাজত্ব করিতেন। মাদ্রাজ রাজধানীতে আসিবার পূর্ব্বে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর যে যে অংশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলাম, তথায় তেলুগু ভাষার প্রচলন দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এবার দেখিলাম, তেলুগু লোপ পাইয়া, তামিলের প্রচলন! পূর্ব্বেই তেলুগু শিখিয়া রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে কিছু কিছু তামিল ও শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তামিলে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ হইলে, আমি দক্ষিণ পথে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে চড়িয়া ত্রিবাঙ্কুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে, রেলপার্শ্বে, বহু নগর ও নগরীতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে ৪টি মাত্র স্থানের উল্লেখ করিব। প্রথমটির নাম গুলবর্গা, ইহা মাদ্রাজের অন্তর্গত কিন্তু হায়দ্রাবাদ নিজামের রাজ্যভুক্ত। এই ক্ষুদ্র নগর বড়ই মনোহর, বড়ই নয়নানন্দ-দায়ক। এখানকার জল বায়ুও অতীব উৎকৃষ্ট। নগরটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন এবং ধন ধান্যে পরিপূর্ণ। কয়েকটি মনোমোহক মস্‌জিদ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমি যখন এ নগরে গিয়াছিলাম, তখন মৌলবী চেরাগ্ আলি এই পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনি লক্ষ্ণৌ নিবাসী, শিক্ষিত, বাঙ্গালীভক্ত এবং সাধুচেতা ছিলেন। দ্বিতীয় নগরের নাম আদোনী, ইংরাজীতে Adoni কহা গিয়া থাকে, ইহা বৃটীস রাজ্যভুক্ত। এই প্রাচীন নগরের উত্তর পার্শ্বে এক মহাপ্রাচীন ও মহাবিশাল ভগ্ন দুর্গ দেখা যায়। পূর্ব্বে ইহা হিন্দু রাজা-দিগের অধিকৃত ছিল, ক্রমে মুসলমানেরা দখল করেন, শেষে মহারাষ্ট্রগণ প্রবল হইয়া যবনের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকারে রাখিয়া দেন। এখন বৃটীসসিংহের ইহা পদানত। তৃতীয় নগরীর নাম ত্রিচন্নপল্লী। মাদ্রাজীয় তামাকু ও চুরটের জন্য ইহা বিখ্যাত। সাউথ ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এজেণ্ট এখানে থাকেন। আমি যখন এখানে গিয়াছিলাম, তখন সমগ্র নগরীতে প্রায় ৩০ জন বাঙ্গালী ছিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোনও স্থানে একাধারে এত বাঙ্গালী আর কখন দেখা যায় নাই। চতুর্থী নগরী, সেই জগদ্বিখ্যাতা কাঞ্চি। উদ্ভটে আছে—

* পাঠকের কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমরা "রামরাজার মুলুক" আখ্যার কিঞ্চিৎ অর্থ করিয়া দিতেছি। এই রাজ্য পরশুরাম কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় এবং ইহার রাজারা যে কোনও নামই রাখুন, নামের সঙ্গে "রাম" শব্দ প্রয়োজিত হওয়া আবশ্যক। এই নাম ('রাম') ব্যবহার করিতে তিনি বাধ্য। এই জন্যই হিন্দুস্থানী তীর্থযাত্রীরা রামরাজার মুলুক নাম রাখিয়াছে।—লেখক।

"পুষ্পেষু জাতি, নগরেষু কাঞ্চি"

এই সেই কাঞ্চি। বিদ্যাসুন্দরের সর্ব্বস্বধন সেই সুন্দর "সুন্দরের" এই জন্মভূমি। ইহা হইতেই রাজপুত্র "সুন্দর" ঐন্দ্রজালিক সুন্দর অশ্বে চড়িয়া,

"বর্দ্ধমান হ'তে কাঞ্চি ছ'মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥

কিন্তু আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, কাঞ্চির একটা লোকও বিদ্যাসুন্দর শুনে নাই। বর্দ্ধমানের বিদ্যা, হীরামালিণী প্রভৃতির কথা শুনাইলেই তাহারা উচ্চহাস্য করে এবং ভারতচন্দ্রকে উপন্যাস-কবি বলিয়া আখ্যাত করে। কাঞ্চিপুরের রাজপুত্র সুন্দর কখনও বাঙ্গালায় গিয়া ছিল একথা এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে না। শিক্ষিত লোকেরা ভারতচন্দ্রের "কল্পিত গল্প" শুনিতে ভাল বাসে; শতকরা একজনও এখনও এ গল্প জানে নাই।

কাঞ্চিনগরী দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম শিব কাঞ্চি অপর ভাগের নাম বিষ্ণু কাঞ্চি। এখানে লোকসংখ্যার মধ্যে ১৬র মধ্যে ১২ ব্রাহ্মণ, বাকি ৪র মধ্যে ২ অপর শ্রেণীর হিন্দু, ১ মুসলমান এবং ১ দেশীয় কাথলিক কৃশ্চান। উভয় অংশেই বহুসংখ্যক অত্যুচ্চ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল মন্দির প্রাচীন, সুদৃঢ়, বহুব্যয়ে নির্ম্মিত এবং বহু প্রকার শিল্পকার্য্যে সুশোভিত। এখানকার পানীয় জল উৎকৃষ্ট নহে, বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮ মাস কাল জঘন্য থাকে। মাদ্রাজ অঞ্চলে ইহা এক মহাতীর্থ; অনবরত অগণ্য লোকের গমনাগমনে এই নগরের পরিষ্কারতা ও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকিতে পারেনা। এই নগরী আর্কট বিভাগের অন্তর্ভুক্তা। এখানে একজন তহশীলদার ও একজন পুলিস ইনেশপেক্টর থাকেন। পুরাকালে এই নগরী ইতিহাসপ্রসিদ্ধা ছি[illegible] সময়ে ইহা পশ্চিমোত্তরের কনোজ এবং মধ্যভারতের উজ্জয়িনীতুল্য গনণীয়া হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণাবর্ত্তের পণ্ডিত ও বিবেকীদিগের ইহা প্রসিদ্ধ আশ্রয়ভূমি ছিল। এক্ষণে সে সকল গুণ কিছুই নাই; বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ যেমন লোভী এবং যজমানের খোষামোদ করিয়া অথবা তাহার উপরে অত্যাচার করিয়া যেমন উদর পূরণ করে, এখানকার ব্রাহ্মণেরাও ঠিক তাহাই। যেখানে যাও, ব্রাহ্মণের "জুলুম" সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান!

কয়েক দিবস পরে আমি তিনেভেলী রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। দক্ষিণ পথে, ভারতবর্ষে, রেলের এই শেষ সীমা; ইহার পরে রেল চলে নাই। ইংরাজ রাজত্বেরও এই শেষ সীমা। এই জেলার সীমার বাহিরে গেলেই ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের (ইংরাজ প্রভুত্বের নহে) সীমার বাহিরে যাওয়া যায়। এই জেলায় বহুসংখ্যক দেশীয় খৃষ্টান বাস করে; বহুশত গ্রাম "খৃষ্টানী গ্রাম" হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বার মাস আম্র পাওয়া যায় এবং শীত এখানে মোটেই নাই। নগরটি তাম্রপর্ণীনদীর তটে স্থাপিতা। জল বায়ু ভাল। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে, লোকাল বোর্ডের যত্নে ও ব্যয়ে, এক সুন্দর পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা এত প্রশস্ত ও সুন্দর যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সপরিবারে এখানে সুখে থাকিতে পারেন! আমি

দুই এক দিবস এথানে অবস্থান করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, ত্রিবাঙ্কোরের পথে ৩টি পথিক হত হইয়াছে এবং কয়েক জন পথিকের দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। (বলা বাহুল্য, তিনেভেলী হইতেই বলদশকটযোগে ত্রিবাঙ্কোর যাইতে হয়) পর দিবস প্রাতে আমি কলেক্টর সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম, কথোপকথনে তিনি বলিলেন, "এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতেছে। ইহা ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের দোষ"। এদিকে ত্রিবাঙ্কোর রাজ্য বলেন ইহা "বৃটীশ শাসনের দোষ"। ফলতঃ যেথানে বৃটিশ এবং দেশীয় রাজ্য একত্র সংযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উভয় রাজ্যের সীমার অন্তভাগ মিলিয়াছে, সেইথানেই দস্যুতা, হত্যা, প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। কাহার সীমায় অপরাধ ঘটিল, তাহার নিরাকরণ অনেক সময় হইয়া উঠে না, সুতরাং অপরাধীও শাস্তি পায় না। যাহাহউক, কালেক্টর সাহেব আমাকে বলিলেন "আপনার ভয় নাই। বৃটিশ রাজত্বের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আপনার গাড়িতে আমি একজন কন্‌ষ্টেবল নিযুক্ত করিয়া দিব। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে গাড়ী পৌছিলে, কন্‌ষ্টেবল ফিরিয়া আসিবে" আমি সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলাম; বলা বাহুল্য, সাহেব আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

অক্‌টোবর মাসের প্রায় শেষ। সায়াহ্ন সময়; মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছে; এমন সময়ে পান্থনিবাসে বসিয়া চিন্তা করিতেছি, ত্রিবাঙ্কুরের ভাষা "মালয়লম্" কেমন করিয়া তাহা বুঝিব? তাহারা কেমন করিয়া আমার ভাষা বুঝিবে? মালয়লম ভিন্ন অন্য ভাষা তাহারা জানেনা শিথেনা। চিন্তা করিতে করিতে স্রোত আর এক দিকে দৌড়িল। ভাবিলাম এই সময়ে যদি কোনও বাঙ্গালী কিম্বা হিন্দুস্থানী আমার সঙ্গে থাকিত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত • আর কিছু হউক আর না হউক, একত্রে কথাবার্ত্তা করিতে করিতে যাইতাম এবং বিপদে সাহায্য পাইতাম। বলা বাহুল্য এ পথে বাঙ্গালী আইসেনা; এথন গড়ে ১০ বৎসরে একজন হিন্দুস্থানী আইসে। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী সাধুর খুব গমনাগমন ছিল, ত্রিশ বৎসর হইতে তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ক্রমে বৃষ্টি থামিল, উচ্চ বায়ুর শন্ শন্ শব্দ বন্ধ হইল, এবং ঠিক এই সময়ে "জয় রামজী কি জয়" কহিয়া দুই মনুষ্য মূর্ত্তি পান্থশালায় আমার কামরার সম্মুথে উপস্থিত হইল। দেথিলাম, ইহারা হিন্দুস্থানী। দেথিয়াই ভাবিলাম ইহা স্বপ্ন! এমন সময়ে হিন্দুস্থানী কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু তাহারা বাস্তবিকই হিন্দুস্থানী; রেল হইতে অবতরণ করিয়া কাদা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে, পান্থশালায় আসিয়াছে। ইহারা ত্রিবাঙ্কোরে কন্যাকুমারী মন্দিরে "মানসিক শোধিতে" যাইতেছে। একটি পুরুষ, অপরটি স্ত্রীলোক;—স্বামী ও স্ত্রী। উভয়েই বলিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ জাতীয়। ইহাদিগকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম এবং এক্ষণে নিরাপদে ত্রিবাঙ্কোর যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

# অপূর্ব বীরাঙ্গনা।

( অযোধ্যা হইতে এই পত্রখানি উর্ম্মিলা দেবী বনবাসী লক্ষ্মণকে লিখিয়াছিলেন )

অযোধ্যার রাজপুরী-প্রাসাদ-শিখরে,
আছে যে সুন্দর কক্ষ ঈশান-কোণেতে ;
হেরে যেই কক্ষ, মনানন্দে, উর্দ্ধে বসি,
নিম্নতলে অন্তঃপুর-বাটিকার শোভা ;
যাহার মালঞ্চ-দর্শী বাতায়ন দিয়া,
রজনী হাসার বাস—ঊষার বাসনা,
প্রবেশি, জাগায় নিত্য কক্ষবাসী-জনে ;
সে ঘরের গুপ্ত নাম কহিব কি ঋষি ?
সে কক্ষের গুপ্তনাম কহিবে কি দাসী ?
সে কক্ষের গুপ্তনাম চারু "চন্দ্রশালা।"
এ রহস্য কেহ নাহি জানে এ জগতে ;
জানে দুইজন মাত্র—তুমি আর আমি।
বল দেখি, হে যোগীন্দ্র, আমি কোন্ জন ?
বোঝ দেখি সর্ব্বময় এই প্রহেলিকা !
সত্যই এ প্রহেলিকা। সকলেই বলে,
জীব যথা ভুলে যায় জনম লভিয়া
পূর্ব্ব জনমের কথা, তপস্বী বিরাগী
তেমতি ভুলিয়া যায় সংসারের কথা,
যে মুহূর্ত্তে করে তুলে লয় কমণ্ডলু !
সেই লাগি হে তাপস ! ভয় বাসি মনে
আমাদের কথা পাছে গিয়া থাক ভুলি !
তাই গো এ লিপিমুখে অবতরণিকা
সঙ্কেতের—অন্য অর্থ নাহি রঘুমণি।
এতদূর পাঠ করি, পেরে থাক যদি
চিনিতে অধীনী জনে, করি গো বিনতি,
আর কিছু ধৈর্য্য ধরি ( ধীরচেতাঃ তুমি )
সমগ্র এ লিপিখানি পড়িও নৃমণি।
নতুবা—সদয়-হস্তে, খণ্ড খণ্ড করি,
পত্রিকার মৃতদেহ দিও ভাসাইয়া,
চিত্রকূট-পাদচুম্বি নির্ঝর-সলিলে !

*　　*　　*

যামিনীর অর্দ্ধ ভাগ ফুরায়ে গিয়াছে।
সেই "চন্দ্রশালা" কক্ষে এ ঘোর নিশীথে
আছি বসে একাকিনী, ভাবনা-মগনা।
পার্শ্বে মোর দত্তা সখী ( বিবাহের কালে
এসেছিল যে আমার সহচরী হয়ে )
শুয়ে আছে ; স্বপ্নঘোরে দেখিছে কত কি !
ঘুমঘোরে কহে শোন "উলু দেরে তোরা !"
"যতেক মিথিলা-বাসী উলু দেরে তোরা"
আমাদের উদ্বাহের সুখময়ী স্মৃতি
দত্তার চিত্তের মাঝে জড়ান' রয়েছে ;
কুহকী স্বপন আজি অসহায় পেয়ে
তাই গো সখীর সাথে করে কত ছলা !
শুনি আজি এ নিশীথে দত্তার এ বাণী,
পূর্ব্বের কাহিনী কত আমারও মনে
হইতেছে জাগরিত ;—নিরখি সম্মুখে
ধূ ধূ করি লোলজিহ্বা হোমাগ্নির শিখা
জলি[illegible] আনন্দ[illegible]বনীয় সামগ্রী যতেক
দেখ দেখ, দর্পণে[illegible]সই বিবাহ-চত্বরে !
জনক[illegible]ন্দি হ'তে এই[illegible]কুলের পুরোধা
এক পার্শ্বে উ[illegible]—অযো[illegible]অজিন-উপরি !
সমাসীন সম্মুখে বশিষ্ঠ তপোনিধি,
বৃদ্ধ নৃপমণিদ্বয় উদার-প্রকৃতি,
আর সব জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বের মেলা !
উহারা কে ? একাসনে, অবনত-মুখে,
নবীন যুবক আর বালিকা যুবতী।
পুরোধার সুমধুর আবৃত্তির ক্রমে,
কহিছে যুবক ওই কম্পিত অধরে—
"অগ্নি সাক্ষী—আজি হ'তে মোরা জায়া পতি,
হইলাম একমন এক প্রাণে গাঁথা"।
হে যুবক ? কি করিলে ? হায় কি বলিলে ?
কথাগুলি ফিরে লও, হে তরল মতি ;
কথার গুরুত্ব কিছু বুঝে কি দেখিলে ?
ভিত্তিতে চাহিয়ে দেখ, হেলিছে আকৃতি !

মুক্তাময়ী চান্দনীর নহে গো ও ছায়া—
শঙ্কর ও শঙ্করীর মূর্ত্তি জলময়ী,
এসেছেন আশিষিতে নব দম্পতিরে !
তোমার এ প্রতিজ্ঞার দরশক তাঁরা,
করিও না সত্য ভঙ্গ, হয়ে জ্ঞান হারা !
ধীরে পশি অন্য এক স্মৃতির আগারে,
হেরিতেছি অযোধ্যার অট্টালিকা চূড়ে,
এই "চন্দ্রশালা" গৃহে, ফুলের শয়নে,
সেই সে নবীন যুবা, বালিকা যুবতী !
বালিকা শুইয়া আছে ; শিয়রেতে বসি
চাহে যুবা তার পানে অনিমেষ-আঁখি !
আঁখি দুটি বাঁধা যেন সে মুখ-কিরণে,
সুধাংশুর মণ্ডলেতে দুইটি তারকা :
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভাব-মুগ্ধ যুবা
রাখিল আপন মুখ বালিকার মুখে !
সুদূর বিমানবাসী কুমুদের সখা,
ব্যবধান-বাধা যেন সহিতে না পারি,
বাপীজলে কুতূহলে ঝাঁপ দিল আসি !
অনুরাগ-বায়ু-ক্ষিপ্ত একটি
রাখি মুখ অন্য এক কু
সুখ-ক্লান্ত হয়ে আর উ
তরুণ নিদাঘ আসি ...রলে,
তরু-শিশু ফলগুলি ...হত অধরে
করে যথা ঢল ঢল, হায় রে তেমতি
গেল ওই বালিকাটি আহ্লাদে গলিয়া !
ধীরে বালা বাহুযুগ বলয়িত করি,
বাঁধিল যুবার গলা প্রেমের শৃঙ্খলে ;
তমালে বেড়িল যেন সুবর্ণ-লতিকা !
বালিকার চিত্ত হ'ল যুবাচিত্তময়,
হইল বালিকা-ময় যুবার চেতনা !
কার মুখ, কার বাহু, কেহ নাহি জানে,
এমনিই দিশাহারা উভয়ের ধৃতি !
প্রেম-স্বর্ণকার যেন দুইটি আত্মারে,
করিয়াছে এক আত্মা গলায়ে পোড়ায়ে!
চন্দ্র সূর্য্য যত কাল জ্বলিবে উপরে,
হায় এ পৃথিবী পরে, বিধির বিধানে,
এমনি রহিবে নিত্য সুখের প্রকৃতি !
আত্মার বিস্মৃতি যাহা তারি নাম সুখ,
সুখ যাহা তারি নাম আত্মার বিস্মৃতি !
এই সব সূক্ষ্মতত্ত্ব নর-হৃদয়ের
জানিত না, চাহিত না জানিতে কখন
চতুর্দ্দশ বসন্তের সে আধা যুবতী,
"কেন ভাল বাস ?" যদি সুধাইত যুবা,
গীত-মুগ্ধ স্পন্দ-হারা হরিণীর মত,
যুবার মুখের পানে রহিত গো চাহি !
সে কি গো কহিতে পারে কেন ভাল বাসে ?
কেন সে মুচকি হাসে কানন-কুসুম
সুধাইলে কুসুমেরে কহিতে কি পারে ?
কোন্ সে অদৃশ্য মূর্ত্তি টানি শত বাহু,
লয়ে যায় সরযূরে জাহ্নবী-সকাশে,
হায় গো জাহ্নবীপ্রাণা জানে কি সরযূ ?
সাগরের লতাগুলি কে জানে কি লাগি,
জোছনা-পরশে নাচে আপনা আপনি !

* * *

এক দিন দুইজনে চন্দ্রশালা গৃহে
আনন্দে দাঁড়ায়ে আছে বাতায়ন পাশে !
নিম্নতলে বাটিকাতে তরু ও লতিকা
কতই কতই সুখী !—কুসুমের আত্মা
ছাড়িয়ে কুসুম-দেহ, সৌরভ হইয়া,
দুলিছে তরুর শাখে আনন্দে অধীর !
হের রে সমীর নাচে করতালি দিয়া !
রজনী গন্ধার শ্বেত অলক দোলায়ে,
চুরি করি সরসীতে কুমুদীর হাসি,
বালকদম্বের কম রেণুকণা মাখি,
হের গো সমীর হাসে তালে তালে নাচি !
এলা লতিকার অঙ্গে কর বুলাইয়া,
মোদা-আঁখি সেফালিরে নাড়া চাড়া করি,
বকুলের পাত্রে ঢাকা মধুটুকু হরি,
নাচিয়া নাচিয়া গায় কুসুম-বিলাসী !
চম্পকের শিরে ভর দিয়ে অশরীরি,
চন্দ্রশালা-গৃহ-মাঝে পশিল রে আসি !
সহসা অজ্ঞাতসারে ছুটিয়া সুরভি,

তাঁহাদের অন্তরের অন্তর প্রদেশে,
একটি ঝাপটে যেন দিল মিলাইয়া,
মায়ামোহ ভালবাসা যত ভাব রাশি !
করিবে, কি হইল, কিছুই না জানে,
এমনি স্তম্ভিত হ'ল নবীন দম্পতি !
পশিল যুবার শ্বাস বালার মরমে,
বালার নিশ্বাস গেল যুবার অন্তরে,
সুখের কাননে তারা হারাইল দিশি !
চটুল সমীর ওই বালিকার সাথে,
আড়ালে লুকায়ে থাকি, আরম্ভিল খেলা !
কিশোর-ললাট-চুম্বী জ্র-যুগ পরশী,
তরল চীনাংশুপ্রায় বালার অলকে,
ইতি উতি কুতূহলে হেলায়ে দোলায়ে,
বার বার লয়ে গিয়ে যুবকের পাশে,
যুবার পুষ্পিতাননে দেয় শোয়াইয়া !
স্বপনের আবছায়া পড়ে গিয়া যেন,
সুপ্ত কোন দেবতার নয়ন-সরোজে !
মনানন্দে হাসে যুবা ; বালার অমনি
দুলে উঠে অবতংস, নাচে উপতারা !
একই শুকতি মাঝে দুইটি মুকুতা
লগ্ন বিজড়িত হয়ে যেন রে একটি !
এক শাখে এক বৃন্তে দুইটি কুসুম
ডাগর "একটি" যেন, দল জড়াইয়া !
হায় এ একত্বে যদি এতই গো সুখ
উহাদের সুখ-স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি !
ওগো ওরা বড় সুখী আছে দুইজনে।
তোমার কি ক্ষতি বল ? এক পাশে পড়ি
আছে দুটি ?—সুখ স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি !
দেখিছ না ? উভয়ের আঁখির আকরে,
ঝলসিছে ইন্দ্রনীল, হীরা রাশি রাশি !
জ্রভঙ্গে ঝরিয়া পড়ে প্রবাল মুকুতা !
সংসার-বিভব-প্রার্থী নয় ও দম্পতি !
অবিশাদী জন ওরা—পায়ে পড়ি তব,
উহাদের সুখ স্বপ্ন ভেঙনা নিয়তি !

আর এক দিন এই চন্দ্রশালা গৃহে
শুয়ে আছে দুইজনে নবীন দম্পতি।
দেয়ালের এক পাশে বৃহৎ আরসী
আছে রাখা, পেয়েছিলা মহারাজ যাহা
উপহার, পাঞ্চালের নৃপতির কাছে।
স্বপিনী যামিনা যেই কর বাড়াইয়া,
পূরব সমুদ্র হ'তে তুলিয়া যতনে,
পূর্ণ-শশধর রত্নে ভূষিলা কবরী,
প্রতিবিম্ব তার আসি পড়িল অমনি,
এ চারু কক্ষের এই আয়ত মুকুরে !
করতালি দিয়া বালা উঠিল হাসিয়া
কহিল "হ চারুচন্দ্র ইচ্ছা করে তোমা,
চিরবন্দী করে রাখি এই সে মুকুরে" !
সম্বোধি যুবকে পুনঃ কহিল বালিকা
"কি সুন্দর ! হের নাথ মুকুর-ভিতরে" !
নয়নে দুরন্ত হাসি, আনন্দ অধরে,
টানি আনি বালিকারে দর্পণের আগে,
সহর্ষে কহিলা যুবা "আরসি-ভিতরে
চন্দ্রে চন্দ্রে কোলাকুলি দেখ ইন্দুমুখি"।
আপন বুকের কাছে টানিয়া যুবারে
কহিলা আনন্দময়ী "হে চতুরবর,
দেখ দেখ, দর্পণে চন্দ্রের ছড়াছড়ি !
আজি হ'তে এই কক্ষ নব অভিধান
পাইল গো—অযোধ্যার চারু চন্দ্রশালা"

*  *  *

হে সৌমিত্রি সব কথা ভুলে কি গিয়াছ ?
সে সুখ-উৎসবে ছিলে তুমিই দেবতা,
সে কম সরসে ছিলে চক্রবাক তুমি !
কঠোর হৃদয় যার, নিতান্ত তরল
স্মৃতিটি কি হয় তার ? সংসার-সৈকতে
এত দিন যেই খেলা খেলিনু দুজনে,
সে কি শুধু বারি-লেখা বালুকা-উপরি ?
মাটির পুতুল সব ওই যে কোণেতে,
কতই যে আদরের সামগ্রী উহারা
আছিল গো এক দিন, এবে যেন তারা
উপেক্ষা ও অবহেলা সহিতে না পারি,
স্পন্দহারা শূন্যনেত্রে কহিছে বিদ্রূপে,

"শাসকেরো শাস্তি আছে উর্ম্মিলা সুন্দরী' !
ময়ূরীরে ক্ষেপাইতে কতবার আমি,
রাখিতাম ময়ূরেরে অন্য ঘরে পুরি !
সকরুণ কেকাশব্দে ডাকিত শিখিনী ;
হাসিতাম মহাহ্লাদে বিদ্রূপের হাসি !
এবে পাখী কাল বুঝি, ছাদের প্রাঙ্গণে,
আমারেই লক্ষ্য করি, গ্রীবা ফুলাইয়া,
কহে থাকে মর্ম্ম-কথা তাণ্ডবের ছলে
"শাসকেরো শাস্তি হয় উর্ম্মিলা সুন্দরী !"
সুন্দর রথের চক্র পদাঘাতে ভাঙি,
সুকল বীণার তার ছিন্ন ভিন্ন করি,
কুঠার-আঘাতে দলি দোহলী-অশোকে,
বল রাজঋষি কোন্ পৌরুষ লভিলে ?
কি ধর্ম্ম পালিলে বল প্রতিজ্ঞা ভাঙিয়া ?
তুমিই না সত্যবাদী ! বলে গিয়াছিলে
"ফিরিয়া আসিব উমু তিন দিন পরে ?"
অবোধ বালিকা-মন, ছলাকলাহীন,
যা শিখাতে তাই শিখি তোতার মতন !
সরসীর স্বচ্ছ বুক, পুলিন উপরে,
তরুলতা গুল্ম জীব—যা যেখানে দেখে—
আগ্রহে হৃদয়ে ধরে অসঙ্কোচে যথা,
তেমতি তোমার কথা বেদবাক্য মানি,
আদরের মালা গাথি পরিতাম হৃদে !
অবোধে গো ঘৃণা করি তাই কি ছলিলে ?
এক দিন—দুই দিন—তিন দিন পরে
শুনিনু, ফিরেছে রথ কানন হইতে !
তাড়াতাড়ি দ্রুতপদে অর্দ্ধ বিবসনা,
মাণ্ডবী দিদির কাছে গেলাম ছুটিয়া।
সুধাইনু "বল্ দিদি কে এসেছে রথে ?"
"কে আর আসিবে বোন্ ? শূন্য রথ শুধু ;
ফিরিয়া এসেছে বৃদ্ধ সুমন্ত্র সারথী।"
শুনি কথা শিরে যেন বাজিল অশনি !
কত কষ্টে লজ্জা দুই আঁখির জোয়ার
রোধিল, তবুও হোল ছল্ ছল্ আঁখি !
আশয়ে মাণ্ডবী দিদি, বুঝিয়ে সকলি
উৎসঙ্গে লইল মোরে ; "ছি বোন্" বলিয়া,
সোহাগ যতনে দিল অশ্রু মুছাইয়া !
স্বার্থপর অশ্রু, তুই থাক্‌রে পড়িয়া,
হৃদয়ের অধস্তল স্তরের তলেতে।
তোরেই কি এত দুঃখ ? অতি বৃদ্ধ রাজা
পুত্রশোকে অভিতপ্ত, বিসর্জ্জিলা দেহ,
বৈতরিণী-সহোদরা সরযূর নীরে !
আজি এ শোকের গৃহে, শূন্য মরু স্থলে,
বিরহের সুখ-গাথা বিনায়ে বিনায়ে,
ভগ্ন হৃদে উচ্চৈঃস্বরে কি হবে গাহিয়া ?
বরং করিব আমি হাহাকার-ধ্বনি,
মহারাণীদের সহ আছাড়ি ভূতলে !
বরং বিবশা দেবী কৌশল্যার মত,
প্রিয় নৃপতির দেহ সাপটি দুভুজে
আটকিব শবাসনে ; করুণ চীৎকারে,
কাঁদাইয়া জ্ঞাতি বন্ধু, কুটুম্বের মেলা !
হায় গো সে ভীম দৃশ্য স্মরণ করিলে
এখনও দেহ হয় ভয়ে কণ্টকিত !
তোমরা যুগল ভ্রাতা আর জানকীর
নামের রুদ্রাক্ষ-মালা জপিতে জপিতে,
মুমূর্ষু রাজার প্রাণ হইল বাহির !
রোদন চীৎকার আর দীর্ঘ হা হুতাশ,
অকালিক বৈধব্যের সকরুণ রোল,
গতায়াত অর্থলোভী মহাপাত্রদের,
ভীম কোলাহল যত নাগরিকদের,
পুরোধার স্বস্ত্যয়ন গগণ বিদারী,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস আর ঘূর্ণিত ঝটিকা,
করিল এ আমাদের দীন প্রাসাদেরে,
জ্বলন্ত শ্মশান কিম্বা জীবন্ত সমাধি।
সত্য দেব, সেই দিন হইতে এ পুরী
হয়েছে সমাধি-স্থল ; আজি এ নিশীথে,
দীপ-আধারের এই সম্মুখে বসিয়া,
আমি যেন যোগাসীন শুষ্ক অন্ধকারে !

* * *

এক দিন আশা-দীপ জ্বলিল আমার
হৃদয়ের অন্ধকারে ; শুনিনু চকিতে,
যাবেন ভরত রাজা জেটিতে রাঘবে,
সাধিয়ে আনিতে পুনঃ তোমা সবাকারে।

কতই মন্ত্রণা আর কতই যুকতি
করিলাম "দত্তা" সহ ! আঁটিনু মানসে,
মোরা দুই জন সখী, ছদ্মবেশ ধরি,
"ভব্-ঘুরি যোগী" সাজি, চমুসহ মিলি,
চিত্রকূটে গিয়া দেব হেরিব তোমারে।
সন্ন্যাসীর উপযোগী বেশভূষা যত
নানা যত্নে আহরিয়া, সুচতুরা সখী,
গুপ্তভাবে লুকাইয়া আইল রাখিয়া,
সরযূর তটস্থিত "যোগেশ" মন্দিরে
মধ্যাহ্ন রজনী যবে, হয়েছে নিস্তব্ধ,
দত্তাসহ বাহিরিনু সভয়-অন্তরে
বোধ হ'ল মোর যেন—নিজীব প্রকৃতি,
তরুলতা চারি ধারে, তারাও যেন গো,
স্কন্ধ-শাখা-বাহু-স্থিত তর্জ্জনী হেলায়ে,
"কোথা যাও" বলি তারা করিল ভ্রূকুটি
অত্যাচারী হত্যাকারী পাপিষ্ঠের মত
মোরা যেন ঘোর চোর !—এই ভাবে, ধীরে,
পশিলাম সশঙ্কিতে শঙ্কর-মন্দিরে
এক পাশে মন্দিরেতে প্রস্তর-আধারে
জ্বলিছে প্রদীপ-শিখা ; করিতে প্রণতি,
মাথা নোঙাইনু যেই, ব্যোমকেশজটা
নড়িল ; বিস্তারি ফণা, লোলজিহ্বঅহি,
ধাইল সরোষে যেন আমাদের পানে
ভীত হৃদয়ের কল্পনা নহে সে কল্পনা
সত্যই শুনিনু দেব, বামদেশে উমা
কহিল সুস্পষ্ট স্বরে "একি রাজবধূ
আচার ! চোরের মত চাহ তেয়াগিতে
অযোধ্যা ? কলঙ্কে তব ডুবিবে জগৎ !
ভানু ও চন্দ্রের মত হবে কলঙ্কিত !"
সহসা বশিষ্ঠ দেব, রাঘব-পুরোধা,
কি জানি কেমনে তথা আসি উপস্থিত
"উর্ম্মিলে" !—আমাতে যেন নাহি আমি আর !
"ভয় নাই—চেয়ে দেখ"—এত বলি ঋষি,
আমার চক্ষের আগে ধরিলা অদ্ভুত
দীপ্তি-ছটা-উদ্গারিণী "মায়ার আরসী" !
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোর অশক্ত-নয়ন
মুকুরের রশ্মিজালে হইল গ্রথিত !
হায় দেব, কি দেখিনু ? কেমনে বলিব !
তোমার সুকান্ত মূর্ত্তি প্রেম-উদ্ভাসিত
দেখিনু সে মুকুরেতে ; পদপ্রান্তে তব,
দানবের কন্যা এক, ভুবনমোহিনী,
তোমার সরোজমুখে সতৃষ্ণ-নয়নে
চাহিতেছে ! প্রেমভিক্ষা যাচিছে রূপসী !
"আর কি দেখিতে চাও" ? জিজ্ঞাসিলা ঋষি—
"না—না" বলি, আমি দশ অঙ্গুলি বিক্ষেপে
ঝাপিনু বদন মম ; লজ্জা, ভয়, ঘৃণা,
আত্মার ধিক্কার আর অবসাদগ্লানি,
ক্ষণেকের তরে মোর হরিল চেতনা !
তার পর ? তার পর, ধীরে ধীরে, ধীরে,
ক্লান্ত শির প্রস্থাপিয়া দত্তার কাঁধেতে,
আবার ভবনে দেব আসিলাম ফিরি !
সে রাত্রে শপথ করি বলিতেছি দেব,
নিদ্রা আইল না চক্ষে , সে চিত্রের কথা
ভাবিতে ভাবিতে, হল অবসান নিশি।
বিহীন-মাধুরী-রস বালিকার প্রেম—
নাহি তাহে প্রাণ স্ফূর্ত্তি, নাহি নবীনতা ;
নিত্য-নব-রঙ্গিণী সে রূপসীর প্রেমে
তাই কি মজিলা দেব ? অথবা আমার
চিত্তভ্রান্তি ; গত রাত্রে, আকুলি ব্যাকুলি,
সে চিত্রের অবশেষ কেন না হেরিনু ?
শয্যা ত্যজি, ঊষা-কালে, মনের আবেগে,
ভ্রমিতে লাগিনু একা উদ্যানভিতরে।
"কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে মাধবী-লতিকা
সহকার-তরু বিনে কভু নাহি বাঁচে" ?
এত বলি, রঙ্গ করি, এক লতিকারে,
তুমিই রোপিয়াছিলে শ্রীফলের মূলে !
দৈব ক্রমে, আন্ মনে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
হইলাম উপস্থিত সেই তরু-তলে।
কি দেখিনু ? দেখিলাম, হতশ্রী হইয়া,
ভূমিতলে লতিকাটি পড়িতেছে লুটি !
তার দুঃখ হেরি, মোর দুঃখ গেল চলি—
পোড়া অধরেতে হাসি আসিয়া জুটিল !

ভাবিনু "শ্রীফল তুমি প্রণয়-উদ্যানে!
কোন্ সে রূপসী পারে তোমারে ভুলাতে"?
মিথ্যা চিত্র; হিয়া মোর পূরিল আশ্বাসে।
সৃষ্টি ছাড়া তুমি দেব; জনপদ হীন
হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যানী!
সে স্থানেও কেবা আছে তোমার মতন?
গাত্র-কণ্ডূয়ন যবে করে কুরঙ্গীর
কুরঙ্গ, কুরঙ্গে তার ফিরাও কি আঁখি?
যে সরসে রবি দেব সতৃষ্ণ-বদনে
চাহেন নলিনীপানে, বীতস্পৃহ ঋষি,
তাহার কুমার স্পর্শ কর না কি তুমি?
লইতে সমিৎকুশ যাও না কি তথা,
যথায় অযত্নসিদ্ধ আরণ্য আদরে
রাখে তরু ব্রততীরে ছাদি বাহু-পাশে?
জানকীর পদতলে বিঁধিলে অঙ্কুর,
বাম করে ধরি সেই চরণ সুঠাম,
ব্যস্ত যবে হন্ রাম সুখময় দুঃখে,
তুমি কি সলজ্জ হয়ে, থাক অধোমুখে?

*　　*　　*

গেল দিন, গেল মাস, দুটি বর্ষ গত,
মাধুরীর ভাব যবে ধরিল নিরাশা,
মুছিনু চক্ষের জল; দস্তারে পাঠায়ে,
সরযূ-মৃত্তিকা দেব গৃহে আনাইনু।
আমি গো রাজার বধূ; কুম্ভকার সাজি
গড়িলাম বিরহের মোহন বিগ্রহ!
সেই মূর্ত্তি লুকাইয়া রাখিনু যতনে
এই চন্দ্রশালা-গৃহে; নিশীথে দিবসে,
যখনই অবসর পাইত এ দাসী,
পূজিত গো বিগ্রহেরে আগ্রহ অন্তরে!
কহিতাম "হে বিরহ, শক্তিময় দেব,
কত শিক্ষা শিখিলাম তোমার নিকটে!
প্রেম-দর্শনের-সূত্র তুমিই শিখালে;
নিরাশার চন্দ্রাননে কত যে মাধুরী
তুমিই দেখায়ে দিলে, হায় রে দেখালে
তোমারই মূর্ত্তিভেদ আশা ও নিরাশা!
হৃদয়ের শত শত শোণিত-শীকর
ঢেলেছি চরণে তব; শান্তিছাগ-শিশু
কাটিয়াছি খড়্গাঘাতে তোমার মন্দিরে;
কত শত সুখ-মেষ দিয়াছি গো বলি!
নও কি প্রসন্ন তুমি দাসীর উপরে"?
আমার এ গুপ্ত পূজা, মন্থরা রূপসী
জানিতে পারিল দেব, না জানি কিরূপে!
এক দিন (মনে নাই কোন্ ব্যপদেশে)
প্রবেশি এ কক্ষে মম, অন্য মনে যেন,
সচঞ্চল তার সেই চরণআঘাতে
বিগ্রহের চারু মূর্ত্তি ভাঙিয়া ফেলিল!
মূর্ত্তি গেল গড়াগড়ি; ক্ষমিও গো নাথ,
ঝরিল একটি অশ্রু আঁখি হ'তে মম!
কিন্তু দাসী অপ্রতিভ হইল না কিছু।
কহিল "ভালই বধূ হইল তোমার;
বিরহ ঘুচিল—হবে মিলন এবার"।
হাসিয়া ফেলিনু আমি, মনে মনে তারে
কহিনু "চন্দন আর ফুল রাশি রাশি
পড়ুক সুমুখে তোর—তাই হোক্ দাসি"।

*　　*　　*

হে বাঞ্ছিত, তোমার সে দণ্ডক-কাননে,
যান্ না কি ঋতুমণি ফুলধনু-সাথে,
শিশিরান্তে? মাতে না কি বসন্ত-উৎসবে
জীবরাজ্য, তরুরাজ্য, আনন্দে অধীর,
নব-রসে বিপ্লাবিত একই আহ্লাদে?
যেন কোন যাদুকর মহামন্ত্র-বলে,
অসাড় প্রাণীর চিত্তে অমৃত চেতনা
ঢালি দেয়; সুকোশলে দেয় জাগাইয়া
মুগ্ধময়ী ভাবগুলি, ঢুলু-ঢুলু-আঁখি।
হায় সে দুর্দমনীয় বন্যার প্লাবন,
বিশাল দুবাহু তুলি, কেমনে অবাধে
দেও ঠেলি? শঙ্করের অংশ কি হে তুমি?
কোন্ মন্ত্রে ব্যর্থ কর কুসুম-সায়কে?
হায় সে মধুর কালে, পুলিন-প্রদেশে,
নিবিড় করবী-কুঞ্জে ফুলশয্যা পাতি,
কোন এক নদীকন্যা নবীন ষোড়শী,
(যৌবন-লাবণ্যে মরি ঢল ঢল তনু।)

বাঁধে নিজ ভুজপাশে গন্ধর্ব্ব সখারে।
আরো কাছে, আরো কাছে, শিহরি আবেশে,
উভে টানি লয় উভে!—সে দৃশ্য কি, দেব,
তব চক্ষু জিতেন্দ্রিয় পায় না দেখিতে?
স্নানান্তে ঝরণা-পাশে আর্দ্র-কেশ-রাশি
বসিয়ে বন-দেবতা!—ভুলাইতে তারে,
কত না ললিত রাগ রাগিণী ঝঙ্কারি,
বন কদম্বের তলে, করে চারু বীণা
গায় গো বাসন্ত গীতি গন্ধর্ব্ব কুহকী।
নর-চিত্ত-উন্মাদিনী সে ধ্বনি কি দেব,
তব কর্ণ জিতেন্দ্রিয় পায় না শুনিতে?
ছায় যে বাসন্তী জ্যোৎস্না পরতে পরতে,
প্রবেশিয়া তরুরাজী-পল্লব-শ্যামলে,
সরাগ-কুসুম-লতা-পরাগ-কেশরে,
জড় পরমাণু দলে দেয় ঘটাইয়া
তুমুল পরশ-স্পৃহা, তাহার পরশ
পড়ে না কি দেহে তব আয়স-কবচে?
এই তন্ত্র, মহামন্ত্র, ওহে মহাগুরু,
দেও মোরে শিখাইয়া—তা হ'লে আমিও
বসন্ত-উৎসব-দিনে, শ্রুত কীর্ত্তি যবে,
আপাদমস্তক, ঋতুপুষ্পআভরণা,
সুমিত্রা-জননী-পদে নমে সুহাসিনী,
যামিনীতে নিদ্রা যাব বিহীন-ভাবনা!

*      *      *

হে যোগীন্দ্র, আমার এ নীরস সম্ভাষে,
নহি গো সাহসী আমি, করিবারে তব
যোগভঙ্গ; ক্ষুব্ধ হয়ে শাপ দাও পাছে।
আর দুই চারি কথা সংক্ষেপে বিবরি,
করিব পত্রের শেষ রোষ-শূলপাণি!

*      *      *

ভ্রাতৃপ্রেম মধুময় বিদিত সংসারে;
কিন্তু দেব অন্যপ্রেম নাহি কি জগতে?
মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, নহে কি কিছুও?
হায় রে দাম্পত্য-প্রেমে নাহি কি মিষ্টতা?
মিটে না কি তাহে কভু প্রাণের পিয়াস?
ঘুচে না কি তাহে কভু শরীরের গ্লানি?
আনে না কি জ্যোৎস্না কভু? অকূল-পাথারে
হয় না কি বল দেব তারণ-তরণী?
নাহি কি শকতি তার বাসন্ত হিল্লোল
বহাতে দারুণ শীতে? করিতে নিদাঘে
সুধাবৃষ্টি? বরিষায় ঝঙ্কারিতে পিকে?
ভেবে দেখ ক'টি হিয়া হয়ে গেল চুর!
সর্ব্বগ্রাসী ভ্রাতৃপ্রেম এমনি মধুর!

*      *      *

গুটিকত শুষ্কফুল লিপিমধ্যে পুরি,
পাঠাতেছি ঋষিবর তোমার সকাশে।
একদিন ফুলগুলি মালার আকারে
গ্রথিত ছিল গো সূত্রে। ভুবনমোহন,
নরদেবযক্ষলোকে রূপে অতুলন,
একটি সুন্দর যুবা, কণ্ঠেতে আমার
দিয়াছিল পরাইয়া অতুল যতনে!
কে সে যুবা? সৌম্যমূর্ত্তি! পার কি বলিতে?
আপনি গো আপনারে ভুলিবে কেমনে?
সেইদিন, অনশ্বর উজ্জ্বল অক্ষরে
উর্ম্মিলার স্মৃতিপটে আছে গো অঙ্কিত!
সেইদিন, নিশিমুখে, পালঙ্কে বসিয়া,
জাগিয়া দেখিতেছিনু সুখস্বপ্ন কত!
হেনকালে, ধীরি ধীরি, অস্ফুট চরণে,
দুই কর দিয়া তুমি পিছন হইতে
ঢাকিলে দু আঁখি মম! বামাস্বরে পুনঃ
সুধাইলে ছল করি "কে বল'ত আমি"?
জানি শুনি রঙ্গ করি দিলাম উত্তর—
"তুমি মোর দত্তা সখী, কেবা আর তুমি"?
হাসিয়া উঠিলে তুমি হাত সরাইয়া,
হাসির তরঙ্গে আমি গেলাম ভাসিয়া,
চারি চক্ষে হাসাহাসি কতই হইল।
শেষে নাথ! মোর কণ্ঠে বাহু জড়াইয়া,
প্রাণভরে প্রেমাদরে চুম্বিলে আমারে!
দুই পাখা বিস্তারিয়া, আপনা পাশরি,
নব আম্র কিশলয়ে চুমে যথা অলি।
তার পর, কত যত্ন কতই আদরে,
হে রসিক! কণ্ঠে মোর দিলে দোলাইয়া

জীবন-দুর্দ্দিনে ভেদি নিবিড় জলদে
পুষ্পদাম ; উৎপ্রেক্ষিয়া কহিলে কত কি !
কতই হরষে আমি ধরিলাম হৃদে
পুষ্পদাম ; হায় নাথ জানিতাম যদি,
ভুজঙ্গিনী হারাকারে বেষ্টেছে আমারে,
তা হ'লে উহারে দেব অন্তরঙ্গ ভাবি,
ভুলিয়াও কখন কি ধরিতাম হৃদে ?
সেই মালা, পরদিন, আনিল ডাকিয়া
বিরহের কালরাত্রি ; পরদিন তুমি,
ছলিয়া বালিকা-মন নাগরী-কৌশলে,
( হে বীর, অক্ষয় হোক্ বীর-কীর্ত্তি তব ) !
গেলে চলি, বীরেশীরে অবীরা করিয়া !
হে ধার্ম্মিক ! বড় এরা বিশ্বাস-পালক
পুষ্পগুলি ; কাজ তব সেধেছে যতনে ;
ভাবি উপকার কত সাধিতেও পারে ;
তাড়াতাড়ি পাঠাতেছি তাই তব পাশে—
এরা তব স্নিগ্ধজন রীতি-ব্যবহারে !

*　　*　　*

শাস্ত্রে কহে "ছায়া যথা বস্তু অনুগামী,
তেমতি অনুগামিনী পতিব্রতা নারী
স্বামির ; স্বামীই তার মতি আর গতি" !
হে স্বামি ! কেমনে তুমি নিজে গুরু হয়ে
না দিলে পালিতে ব্রতধর্ম্ম ? নারী-ব্রজে
যুগে যুগে ঘুষিবে অখ্যাতি অভাগীর !
সরোষে কহিবে তারা ভাল আকুঞ্চিয়া
"প্রাসাদের রাজভোগ তেয়াগি উর্ম্মিলা,
ধিক্ তারে !—প্রবেশিতে নারিল কাননে
পতি-সঙ্গে ; ধন্য সেই অসামান্যা সীতা" ।
হে ধর্ম্ম, তুমিই সাক্ষী, তোমার চরণ
কায়মনোবাক্যে যদি করে থাকি পূজা,
প্রক্ষালিও বিষদিগ্ধ এ ঘোর কলঙ্ক !
কহিও "যে বিহঙ্গিনী নহে উচ্চভাষী,
কলকণ্ঠ নহে সে কি ? স্থির শান্ত নদী
যায় না কি অবশেষে সাগর-সঙ্গমে ?
যেহ প্রাণ করে ক্ষয় স্বামি-মূর্ত্তি-ধ্যানে
যে নারী প্রাসাদে থাকি, রাজভোগ যত
করে তুচ্ছ, হায় সেই বিধবা সধবা,
দেহান্তে কি সুরলোকে, "পতিব্রতা-ধামে"
পায় না গো স্বর্ণাসন ? বেষ্টি তার গলা,
সুরবালা দেয় না কি নাগেশ্বর-মালা" ?

*　　*　　*

হে নাথ ! তোমার পাশে থাকিলে এ দাসী
কতই কতই সুখ ভুঞ্জিত সর্ব্বদা !
তুমিও পাইতে সুখ ; শুনি "সুখ"-কথা,
মুখ-ভার করিও না, করি গো বিনতি !
মৃগয়ার অন্তরায় হতাম না কভু
দিবসেতে ; যাহা ইচ্ছা করিতে অবাধে !
তারা যথা ডুবে থাকে অদৃশ্য হইয়া
সূর্য্যলোকে, থাকিতাম একধারে পড়ি !
আবার যেমতি তারা যামিনী আইলে,
চন্দ্রের উৎসঙ্গে উঠি হাসে সারারাতি,
তুমি যদি বনকুঞ্জে আদর সোহাগে
টানিয়া লইতে মোরে—স্বামী-সোহাগিনী
হায় আমি !—একেবারে যেতাম গলিয়া !
লতার বিতান লজ্যি ; পাদপ যুগল,
শাখে শাখে পত্রে পত্রে হয়ে বিজড়িত,
রোধে যথা বন-পথ, কর দিয়া তথা,
পত্র-অবচ্ছেদ-মাঝে বাতায়ন রচি,
যুগল-খদ্যোত-সম উধাও অধীর,
নিশীথে নিবিড় পথে ভ্রমিতাম দোঁহে !
যে ঘোর কাননে কভু পারে না পশিতে
রশ্মিজাল—তার মধ্যে অবকাশ রচি,
আনিতাম অকস্মাৎ পূর্ণ শশধরে !
পলাত আঁধার দৈত্য চকিতে সভয়ে !
সে কুঞ্জের বনদেবী, বহুকাল পরে
পেয়ে মুক্তি, আশিষিত আমা দোঁহাকারে !

*　　*　　*

সমীর বিচ্যুত লতা ভূমে লুটাইলে,
সযতনে তরু কাঁধে দিতাম জড়ায়ে !
তীর-তরু হেঁট হয়ে হেরিত বিস্ময়ে
সুন্দর নলিনী মুখ , রবিগত-প্রাণা
নলিনী, সঙ্কটাপন্না হোত গো আঁধারে !

দম্পতির দূতী হয়ে, পরম যতনে,
তরুর নিবিড়-শাখা দিতাম সরায়ে।
পথ পেয়ে, রবিদেব, রাখি একধারে
বিমান, অধীর হয়ে, পশিত হরষে
কমলের জলময় কেলি-কুঞ্জ-ধামে!
নাগরের বরকান্তি-রূপেতে ভাস্বর
হইত সে চারুকুঞ্জ! আদর-হিল্লোলে
হেলে দুলে ফুল্ল হোত সুখী সরোজিনী!

*　　*　　*

জীর্ণতরু কোটরের বৃদ্ধ গৃধ্ররাজে
তুষিতাম মনোমত আহারীয় দিয়া!
শুক সারী ঝাঁকে ঝাঁকে আসি যে তরুতে
বসে নিত্য, তার তলে সদয়-মুষ্টিতে,
দাড়িম্বের কণা সখে! দিতাম ছড়ায়ে।
কপোত কপোতবধূ যে তরু-শিখরে
বাঁধে নীড়, তার তলে, অঞ্চল ভরিয়া,
রাখি আসিতাম নিত্য নীবারের কণা!
এই ধর্ম্ম আচরণ হেরিয়া প্রকৃতি,
ফুল্লচিত্তে পুরস্কার দিতেন দাসীরে!
চীরধারী রাজবধূ-রাজবালা-পরে
হ'ত তাঁর কৃপাদৃষ্টি; অলক্ষিত-ভাবে,
রাখিতেন লতা কিম্বা বিটপির শাখে,
বাসন্তী দুকূল আর রত্নময়ী সাড়ি!
ক্ষণকাল-তরে সখে, চীর-বস্ত্র ছাড়ি,
পরিতাম রত্ন-ভূষা; সহাস-বদনে,
দেখিতাম একজনে; সেই একজন
অতৃপ্ত-আয়ত-চক্ষে চাহিয়া থাকিত!
নয়নের আড় আর করিতে নারিত!

*　　*　　*

গিরি-চূড়ে কতবার হেরিতাম দোঁহে
দীপ্তিময়ী বনৌষধী! প্রমোদ-কাননে
দেবকন্যাগণ যেন জ্বালিয়া রেখেছে
দীপমালা, প্রকৃতির বিটপি-আলয়ে!
পুনঃ উপত্যকা-ভূমে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
হেরিতাম সেইরূপ অরণ্য-তিমিরে
সুন্দর উৎকৃষ্ট দীপ্তি!—বনৌষধি-ভ্রমে
ধাইতাম সেই দিকে—অমনি চকিতে,
সশঙ্কিতে, বাহুযুগে জড়ায়ে আমারে
আটকিতে! ত্রাস-ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠেতে
কহিতে "নহে গো প্রিয়ে হেরিতেছ যাহা
সঞ্জীবনী বনে যথি—সাক্ষাৎ শমন
হের ওই লম্বমান অজাগর ফণী!
সাত নৃপতির ধন জিনিয়া অতুল,
উগ্দারিছে জ্যোতিশ্ছটা ভুজঙ্গম-মণি!
ফণি আর মণি মাঝে পার্থক্য করিতে
কে পারে? এ শির হ'তে হরিতে তোমারে
কে পারে? তুমিও মম ভুজঙ্গম-মণি"!
সে আশ্লেষে, সে সোহাগে, আদর-সাগরে,
ডুবিয়া যাইত মোর আশঙ্কা ও ভীতি!
অম্লান-বদনে আমি রহিতাম চাহি
অহি-পানে; স্থিরপ্রভা জ্যোতির সহায়ে,
হেরিতাম রাক্ষসের চিত্রময় দেহে,
নাগবালাদের কত শিল্পময় কৃতি!

*　　*　　*

করবির কুঞ্জে পশি, শাখা দোলাইয়া,
ফেলিতাম ধরা-পরে প্রত্যেক কুসুমে!
প্রভাতে অরণ্যবাসী, সেই পথ দিয়া
যেতে যেতে, পুষ্পলীলা হেরিত যদ্যপি,
কহিত "এ বনে থাকে কিন্নর কিন্নরী;
তাহারাই প্রতি রাত্রে করে এই লীলা"!

*　　*　　*

কভু আচম্বিতে দোঁহে ত্রাস-রুদ্ধ-শ্বাসে
হেরিতাম কুঞ্জ এক চিত্ত-বিমোহন!
পুষ্পগুলি জ্বলে তথা মাণিক্যের মত;
অলৌকিক গন্ধ তার প্রাণ-উন্মাদন!
একাধারে ধূপধুনা চারু দীপাবলী
জ্বালিয়া রেখেছে যেন প্রকৃতি সুন্দরী!
কুঞ্জমাঝে পুষ্পময় সুখের শয্যাতে,
গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্ব-বধূ মগ্ন প্রেমালাপে!
সুধাত গন্ধর্ব্ব যবে ভাব-ভগ্ন-স্বরে
"ভাল কি বাসিস্ মোয়ে"? হৃদয়-ভীতিরে
স্বভাব-সুলভ মম চাপল্যে ডুবায়ে,

কহিতাম "না গো" অতি ক্ষীণভগ্নস্বরে!
বাধিত তুমুলদ্বন্দ্ব দম্পতির মাঝে!
ত্রস্তভাবে পলাতাম মোরা জায়া-পতি!

*　　*　　*

কভু শুনিতাম মোরা, বাজিছে অদূরে
বন-বীণা! বাজাইছে মোহিনী অপ্সরা
কি কৌশলে! চিত্তহরা এমনি সে গীতি,
হেলে না দোলে না তরু;—মোহিত হইয়া,
শোনে গীতি! পক্ষীসব অবাক উৎকর্ণ!
নিঃশঙ্ক নিস্পন্দ নেত্রে হরিণ হরিণী
ঘেঁষে ঘেঁষে বসে আসি আমাদের পাশে!
কলনাদী হংসকুল, সন্তরণ ছাড়ি,
শ্রেণী গাঁথি, পুলিণেতে দাঁড়ায় আসিয়া,
জড়কল্প, শ্বেত শিলা বিরচিত যেন।
নৃত্যশীল ময়ূরের চারু বর্হরাশি,
ছাড়ি ঊর্দ্ধ চক্রভাব ধরিত সহসা
ঋজুতা, এমনি মরি অদ্ভুত সে গীতি!
শুনিতে শুনিতে মোর উন্মত্ত.পরাণে
হ'ত সাধ, উচ্চকণ্ঠে, পরাণ ঢালিয়া
মিশাইতে গানে গান, রাগেতে রাগিণী!
পরিণাম অবিচারি, আপনা পাশরি,
আমরা দুজনে মিলি উঠিতাম গাহি!
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্, আক্রোশ-বিকৃত,
অদৃশ্য বীণার তার উঠিত গো বাজি!
শেষে ক্ষীণ অপ্রসন্ন নিরাশার সুরে
সমীর-সাগর-বক্ষে মিলাইয়া যেত!
কোকিল পঞ্চম আর ময়ূর প্যাখম,
লীলাময় গাত্রদোল তরুলতা সবে,
রাজহংস জলকেলি, আঁখির হিল্লোল
হরিণী, পুর্ব্বের ন্যায় ক্রমশ ধরিত!
স্বপ্নময় যেন ঘোর নিদ্রা-অবসানে!

*　　*　　*

সন্ধ্যাকাল! বেলা যবে করে ঝিকিমিকি,
চক্রে চক্রে অন্ধকার ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
আসিয়া বসিত যবে তটিনী-উরসে,—
এলাইয়া কেশরাশি, কেশের তরঙ্গ
তটিনী-তরঙ্গে ঢালি, "নদী-কন্যা" সাজি,
থাকিতাম মধ্যজলে আকণ্ঠ ডুবিয়া!
বনাশ্রম-পানে তুমি প্রত্যাগম-কালে,
অবশ্য যাইতে সেই নদী-তট দিয়া!
অকস্মাৎ আচম্বিতে হেরিতে আমারে!
সুন্দর অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নদীকন্যা ভাবি,
একদৃষ্টে, স্তম্ভিত ও চিত্রিতের মত,
রহিতে তাকায়ে তুমি সেই মূর্ত্তি-পানে!
ধীরে ধীরে অন্ধকার-কুজ্ঝটির মাঝে,
কল্পনাসম্ভূত মূর্ত্তি মিলাইয়া যেত!
যেন কিছু আলাভোলা আন্‌মনা হয়ে,
পশিতে কুটীরে তুমি! আর্দ্র-কেশ-বেশে
আমিও ক্ষণেক পরে যেতাম সত্বরে!
বিস্ময়ে সুধাতে "একি"?—কহিতাম হাসি,
"আমি সেই নদীকন্যা, তব চিরদাসী"!
তার পরে, রুষি নদ, আনন্দের রোষে,
প্রসারি বাহুর শাখা, বেষ্টিত নদীরে!

*　　*　　*

ভাল কথা এল মনে; রমণী-আনন
বিষাক্ত তোমার পক্ষে, কিন্তু তব পাশে
যায় যদি শান্তমূর্ত্তি পুরুষ সুধীর
বনাশ্রমে, তাহারেও উচিত সৎকারে
ভেটিতে কি রঘুমণি তব শাস্ত্রে মানা?
পুণ্ডরীক নামে ঋষি—নিশ্চিত তাহারে
ভুলিয়া গিয়াছ দেব; দুই একবার
মিথিলায়, বহুবার দেখিয়াছ তারে
অযোধ্যায়, কিন্তু দেব ছিল না তোমার
বন্ধুত্ব, তাহার সাথে—নিশ্চিত নৃমণি,
স্মরণ নাহিক তব তাহার আকৃতি!
গুরুপুত্র পূজাস্পদ তাতের আমার
এই পুণ্ডরীক দেব; বহুকাল হ'তে
উদাসীন, বীতস্পৃহ সংসারের প্রতি!
তীর্থযাত্রা-উদ্দেশেতে যাইবেন তিনি
চিত্রকূটে; বড় ইচ্ছা ভেটিতে তোমায়,
উচিত সৎকারে তারে তুষিও নৃমণি!
নবীন যুবক সেই পুণ্ডরীক ঋষি

কিন্তু তোমা হ'তে কনিষ্ঠ ; দিও না লজ্জা—
অর্ঘ্য-নীরে নিজে তার ধুইও না পদ।
ঘন ঘন চাহিও না তার মুখ-পানে।
হায় তপস্বীর ব্রতে নবীন সে ব্রতী—
বার বার করিও না তাহারে বিব্রত
কূটপ্রশ্নে ; রাত্রি হ'লে শোয়াইও তারে
নিজ পাশে, মহাযত্নে, অজিন-আসনে।
গভীর, গভীর রাত্রি। বনজ অনিল
দোলায় ঈষৎ ওই শিরিষ-পল্লবে ;
বসিছে কুটজ-শাখে নিঃশব্দে নীরবে
সারি সারি আভাময়া বন-খদ্যোতিকা।
ঘুমাও, ঘুমাও দেব ; বার বার কেন
উঠিছ চমকি তুমি ? পুণ্ডরীক ঋষি
সুখে নিদ্রা যাইতেছে তোমার পারশে।
তুমি কেন আজি অনিদ্র ? শরীর তব
হয়েছে কি আজি অসুস্থ ? চমকি কেন
চাহিতেছ বার বার পুণ্ডরীক-পানে ?
বিস্ময়ে তাকায়ে কেন চাহিছ নৃমণি ?
অঘটন ভাবিও না তপো-বিভাবসু।
উষ্ণতর বহিতেছে পাথকের শ্বাস
পথক্লেশে ; স্বপ্নে হেরি মিথিলা-নগরী,
দুরু দুরু কাঁপে অই পাথকের হিয়া ;
তাপসের সুখ-খিন্ন সুকর-অঙ্গুলি
যেন কোন প্রিয়দত্ত সামগ্রীর ভ্রমে
পর্শিছে ললাট তব ; চারু ওষ্ঠ-যুগ
সদ্য-বিকশিত-দল কুসুমের মত
ব্যবহিত ; যেন তারা করিছে প্রতীক্ষা
নিশির-শিশির-বৃষ্টি, প্রাণময়ী সুধা।
ওকি! ওকি! ধড়মড়ি সহসা কেন গো
শয্যা ত্যজি লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলে ?
জাগ্রতে কি দুঃস্বপন হেরিলে নৃমণি ?
শুভ্র স্বচ্ছ আকাশের চন্দ্রাতপ হ'তে
পড়িল কি ভুজঙ্গিনী তোমার উরসে ?
পর্ব্বত-কটিল-বাসী বৃশ্চিক দুর্ম্মতি
দংশিল কি তব অঙ্গুষ্ঠে ? রোষাগ্নি কেন
জ্বলে চক্ষে ? আঁখিদ্বয় আরক্ত বিস্ফারি,

কটমট চাহ কেন অতিথির পানে ?
নহে ও তাপস!—ওযে ছদ্মবেশী নারী।
হে পুরুষ! তাহে তব কিবা বল ক্ষতি ?
হে নায়ক! নহেক ও খোটি পর নারী!
গাঢ়তর—গাঢ়তর—ঘোর আলিঙ্গনে
বাঁধ ওরে ; অদর্শনে দ্বিগুণ উৎসাহে,
কণ্ঠে গণ্ডে ওষ্ঠযুগে দাও গো ঢালিয়া
তপ্তোষ্ণ চুম্বন শত—সুধা রাশি রাশি!
গৃহ ছাড়ি—পুরী ছাড়ি—ছদ্মবেশ ধরি,
এসেছে ঊর্ম্মিলা আজি নাথের সকাশে।

*  *  *

হে কল্পনা, এত দূরে পৃষ্ঠে মোরে আনি,
বন-অশ্বনার মত, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি,
ফেলিলে, আঘাত বড় লাগিয়াছে বুকে!
তাপস বালক যথা বৈহায়সী গতি
শিখি নব, দুঃসাহসে আত্মন্তরী হয়ে,
শূন্য মার্গে উঠি দূরে, যায় গো পড়িয়া
রুক্ষ ধরণীর বক্ষে, আশা চূড় হ'তে
নিরাশার অন্ধকূপে গেলাম পড়িয়া!
হে বিধাতঃ কেন মোরে মানব করিয়া
সৃজিলে ? দেবতা যদি করিতে আমারে,
কল্পনাও দৈব-বলে সত্য হ'ত আজ।
অহো এই মর্ম্মভেদী নিরাশ-যন্ত্রনা।

*  *  *

হে যামিনি, নিত্য তুমি অনিচ্ছু পোহাতে ;
আজি কিন্তু চিরপ্রথা স্বধর্ম্ম ভুলিয়া,
চাহিছ পোহাতে শীঘ্র। ম্লান শশধর
শশব্যস্তে পশিছেন পশ্চিম আকাশে।
অর্দ্ধস্ফুট কমলের সৌরভ আহরি
কক্ষমাঝে বিচরিছে যামান্ত-সমীর ;
আনন্দে মেলিছে আঁখি কুসুম যুবতী ;
নড়িছে নীড়ে বিহঙ্গ ; স্তুতি-আয়োজন
ঊষারাণী-বৈতালিক করিছে পাপিয়া।
সকলে আনন্দ মগ্ন ; আমি শুধু হায়
নিরানন্দ! আয় পত্র, শেষ করি তোরে
নিরানন্দে, গুটিকত শেষ কথা কয়ে।

দূতী তুই, বিনিয়োগ করিছে উর্ম্মিলা
কি যে দশা উর্ম্মিলার কহিস্ তাঁহারে!—
"এইরূপে নিত্যদেব! যামিনী পোহালে
সৃষ্টি-ছাড়া-ভাগ্যধরী দুঃখিনী উর্ম্মিলা
ঘোর অন্ধকার হেরে ঊষার আননে!
সান্ধ্য তারা ঝলে তার অদৃষ্ট-আকাশে"!
রে পত্র কহিস্ তাঁরে "হিমানী-কুহেলী
উর্ম্মিলার শারদীয় মুখ-শশধরে
করিয়াছে মেঘাচ্ছন্ন!—বিপরীত বিধি"!
"যৌবন-বসন্তে বহি তপ্ত ঘূর্ণ বায়ু
করিতেছে জরাজীর্ণ শ্যামল পল্লবে"!
"মানস-সরসে যত সরোরুহ-দল
দিন দিন হিমক্লিষ্ট, পাঙ্কল, মলিন"!
আর কি কহিবি তাঁরে, বল্, বর্ণ-দূতি?
উর্ম্মিলার জানাবার কিবা আর আছে?
জানাস্ উর্ম্মিলা-হৃদে, চিন্তার দংশনে
এমনি দারুণ এবে হয়েছে যন্ত্রণা,
বিষাদ-কালিমা ম... মাখা মুখ নিরখিলে,
নিষ্করুণা নিজে... হায় উঠেরে শিহরি!
জানাস্ জা...নাস্ পত্র, উর্ম্মিলা-আনন
এমনি... হয়েছে এবে অস্থি-চর্ম্ম-সার,
মাতৃক্রোড়ে, দূর হ'তে, উঠে শিশু কাঁদি,
আতঙ্কে মানসে তারে উপদেবী ভাবি!
জানাস্ জানাস্ পত্র, জানাস্ তাঁহারে,
কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, নিশীথে প্রভাতে,
অযোধ্যার রাজপুরি-পরেত ভূমিতে,
কভু চীরগ্রন্থি বাসে অর্দ্ধ বিবসনা,
আধা-বিমণ্ডনে কভু বিহ্বলা মোহিনী,
শ্লথ-বিলম্বিনী-জটা, জ্ঞানবুদ্ধিহারা,
আপনি আপন মনে শত প্রলাপিনী,
যেন কোন হারা-রত্ন অন্বেষণে রতা,
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে ছায়াদেহময়ী,
একটি রমণী-মূর্ত্তি ঘোরে অবিরত!

# ঋগ্বেদের সময়।

জগতে যত প্রাচীন গ্রন্থ আছে ঋগ্বেদই সে সকলের শীর্ষস্থানীয়। বেদ পর্য্যায়ের "ত্রয়ী",
শব্দ দ্বারা ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদকেই বুঝাইত। অথর্ব্বের তখনও উৎপত্তি হয় নাই
সুতরাং উক্ত তিন বেদে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু যজুর্ব্বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ
শুক্লযজুঃ বা বাজসনেয় সংহিতায় ইহার উল্লেখ আছে তাহাও নিন্দারূপে; সুতরাং শুক্ল
যজুঃ অথর্ব্ববেদ সঙ্কলনের পরে রচিত হয়। কালের করাল চক্রে মিশ্র, কাল্‌ডীয়া, চীন আদি
প্রাচীন দেশসমূহের প্রাচীন পুস্তকগুলি নিষ্পেষিত হইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে,
কেবলমাত্র এই দেববাঞ্ছিত ভারতবর্ষের অমূল্য রত্ন বেদই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া
অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুজাতিরও মর্য্যাদা প্রচারিত হইতেছে—তাহা-
দের ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসই আজ পর্য্যন্ত এই অমূল্য ধনকে গৃহের অলঙ্কার করিয়া রাখিয়াছে।
প্রাচীনতা প্রযুক্ত বেদ দুর্বোধ হইয়াছে এবং আমরা তজ্জন্য তাহা পাঠ করি না সত্য কিন্তু
বেদের ধর্ম্ম ও বিষয় প্রতিপাদক মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ করিয়া সেই
ত্রুটি পূর্ণ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য মনীষিগণ বেদের মূল্য জানিয়া তাহা পাঠ করিতেছেন।
তাঁহাদের পথানুসরণ করিয়া আমরাও যে বর্ত্তমান সময়ে বেদপাঠে অল্পবিস্তর মনোযোগী
হইয়াছি এই উপকারের নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছি।

সকল বেদেই ঋগ্বেদের অল্প বিস্তর ঋক্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাম ও যজুঃ ঋগ্বেদের অনুচর বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডলের সোমযাগ ও সোমস্তুতির অধিকাংশই সামবেদে স্থানলাভ করিয়াছে। বাজসনেয় সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক ঋগ্বেদের বিষয়। অথর্ব্ব বেদের পদ্যময় ভাগের একষষ্ঠাংশ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে গৃহীত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় চরণ-ব্যূহমতে ঋগ্বেদে ১০৫৮০ ঋক্, সামবেদে ৮০১৪, সাম, সব্রাহ্মণ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে ১৮০০০ যজুঃবামন্ত্র, সশুক্রির বালখিল্য বাজসনেয় সংহিতায় ৩৮০০ মন্ত্র, ও তাহার ব্রাহ্মণে (শতপথ) ১৪২০০ মন্ত্র আর গোপথ ব্রাহ্মণ সহিত অথর্ব্ববেদে ১০০ পাঠক ও ১২০০০ মন্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সময় অবধারণ করিবার পূর্ব্বে দুই একটি আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে, ইহাতে তদ্বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যাইবে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে কালভাগ নিম্নরূপে প্রদত্ত হইয়াছে—৬ প্রাণে ১ বিনাড়ী, ৬০ বিনাড়ীতে ১ নাড়ী, ৬০ নাড়ীতে ১ নক্ষত্র অহোরাত্র। এই প্রকার ৩০ সংখ্যায় ১ নক্ষত্র মাস; ৩০ সূর্য্যোদয়ে ১ সাবন মাস; সংক্রান্তি বা রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমনের নাম সৌর মাস এবং ৩০ তিথিতে ১ চান্দ্রমাস হয়। আমাদের প্রায় সকল কার্য্যেই চান্দ্রমাসই ব্যবহৃত হইত;* তবে যজ্ঞ কার্য্য ও বিবাহাদি এবং ঋতুর পরিবর্ত্তন সৌরগণনা দ্বারা সম্পন্ন হইত; সুতরাং আমাদের সকল কার্য্যেই চন্দ্র সূর্য্যের এমনি সৌভ্রাত্র ভাব দৃষ্ট হয় যে, একের অভাবে অন্যের কার্য্য অচল হইয়া যায়। যজ্ঞ কার্য্য ঋতুদ্বারা পরিচালিত হইত, সূর্য্যদেবই ঋতুর সংঘটনের উপায়; সুতরাং চান্দ্র ও সৌর গণনার পরস্পর সামঞ্জস্য রাখিবার অর্থাৎ পঞ্জিকা শুদ্ধ করিয়া যাগযজ্ঞের উপযোগী করিবার ইচ্ছা হিন্দুদিগের মনে কর্ম্ম কাণ্ডের প্রারম্ভ হইতেই জাগরুক ছিল। যে সময়ে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার পরিভ্রমণ করেন, তাহাকে চান্দ্রমাস বলে এবং নক্ষত্র সম্বন্ধে যে পথে তাহা সংঘটিত হয় তাহাকে নক্ষত্রচক্র বলে। এই নক্ষত্রচক্র ২৮ ভাগে বিভক্ত ছিল; সেই গুলিই আমাদের জ্যোতিষের অশ্বিনী ভরনী ইত্যাদি। চন্দ্র প্রতি দিন এক এক নক্ষত্ররূপ পান্থশালায় বাস করিয়া প্রায় ২৮ দিবসে প্রারম্ভ স্থান বা স্বীয় আবাসে গিয়া পৌঁছিতেন কিন্তু পৃথিবীর নিকট পৌঁছিতে তখনও তাঁহার দুই দিবস থাকিত। চন্দ্র যে নক্ষত্রে থাকিতে মাস পূর্ণ বা পূর্ণিমা হইত তাহা সেই নক্ষত্র হইতে স্বীয় নামকরণ গ্রহণ করিত।

| নক্ষত্র | মাস | নক্ষত্র | মাস |
|---|---|---|---|
| রেবতী অশ্বিনী | আশ্বিন | পুনর্ব্বসু পুষ্যা | পৌষ |
| ভরণী কৃত্তিকা | কার্ত্তিক | অশ্লেষা মঘা | মাঘ |

* মাস অর্থে চান্দ্রমাসই বুঝাইয়া থাকে, যেমন পূর্ণিমার নাম পৌর্ণমাস। সকল দেশেই প্রথম চান্দ্রমাসের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহার কারণ এই যে, চন্দ্রের বিচিত্র কলাক্ষয় ও কলাপূরণের দৃশ্য মনুষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাতেই ক্রমে তাহাদের হৃদয়ে তাহার কালজ্ঞাপনোপযোগী ভাবটিও উদিত করিয়া দিয়াছিল। কোন কোন জাতির মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেবল চান্দ্রমন্ত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।

| নক্ষত্র | মাস | নক্ষত্র | মাস |
|---|---|---|---|
| রোহিণী মৃগশিরা আর্দ্রা | মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ | পূর্ব্বফাল্গুনী বা উত্তরফাল্গুনী | ফাল্গুন |
| হস্তা চিত্রা | চৈত্র | মূলা পূর্ব্বাষাঢ় উত্তরাষাঢ় | আষাঢ় |
| স্বাতী বিশাখা | বৈশাখ | শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা | শ্রাবণ |
| অনুরাধা জ্যেষ্ঠা | জ্যৈষ্ঠ | পূর্ব্বভাদ্রপদা উত্তর ভাদ্রপদা | ভাদ্র |

নক্ষত্র হইতে মাসের নাম কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত দেখা যায় অন্য কোন দেশে এ প্রকার নাই সুতরাং ইহা মৌলিকতার একটি নিদর্শন।

সূর্য্যদেব যে পথে পরিভ্রমণ করেন তাহার নাম রাশিচক্র। নক্ষত্রচক্রে পরিভ্রমণ কালে রাশিচক্রের সীমার বহির্গত সুদূর উত্তরস্থিত অভিজিন্নক্ষত্রেও বক্রগতি চন্দ্রদেবকে সময়ে সময়ে আসিতে হইত এই কারণেই নক্ষত্রচক্রে অভিজিতের নাম দৃষ্ট হয় কিন্তু পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তগ্রন্থে রাশিচক্র ও নক্ষত্রচক্রের সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার ভাব যখন জ্যোতিষী গণের মনে উদিত হইল তখন অভিজিৎকে নিষ্কাষিত করিয়া নক্ষত্র সংখ্যা ২৭ করা হইল, সুতরাং আমাদের মতে যাহা নক্ষত্রচক্র ছিল তাহাই কালে রাশিচক্র হইয়া দাঁড়াইল। পাশ্চাত্য মতে ঠিক তাহা নহে; যে হেতু স্বাতী Arcturus আমাদের অনুসৃত রাশিচক্রের মধ্যস্থ হইলেও পাশ্চাত্য রাশিচক্রের বহির্গত। তবে সামঞ্জস্য কিসে হইল জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। আমরা বলি প্রতি নক্ষত্রের সমভাগবিষয়ে—রাশিচক্রকে ২৭ দিয়া ভাগ দিলে প্রতি নক্ষত্র ১৩ অংশ ২০ কলায় সমানরূপে বিভক্ত হইয়া যায়, ২৮ দিয়া ভাগ দিলে তাহা হয় না। এই মাত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সামঞ্জস্য স্থাপন করাই জ্যোতিষীগণের অভিপ্রায় ছিল; তাঁহারা নক্ষত্রচক্রের আমূল পরিবর্ত্তন করিবার কখনও চেষ্টা করেন নাই। যদিস্যাৎ তাহা করিতেন হিন্দু জ্যোতিষের মৌলিকতা আমরা দেখিতে পাইতাম না এবং তাহা হইলে উপস্থিত বিষয়ে আমাদের হতাশ হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইত।

হিন্দুগণের জ্যোতিষের আর একটী মৌলিকতা—কালভেদে কোন একটী নক্ষত্রকে আদিরূপে গণনা করিয়া যজ্ঞারম্ভ ও বিষুবানাদি সম্পাদন করা। যে সে নক্ষত্র ধরিয়া কার্য্য করিতে গেলে হিন্দুগণের সকল কার্য্যই পণ্ড হইয়া যাইত। বসন্তকালে যজ্ঞারম্ভ করিতে হয়—"বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষাং যজেৎ"। এই বসন্ত সময়ে সূর্য্য দেব যে নক্ষত্রে প্রবেশ করিলে ক্রান্তিপাত হইত তাহাই সেই কালে প্রথম নক্ষত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত এবং তাহা হইতে একাদিক্রমে ২৭ নক্ষত্র গণিত হইত। যেমন সূর্য্য সিদ্ধান্তাদির সমসময়ে বাসন্তিক ক্রান্তিপাতস্থ নক্ষত্রের নাম অশ্বিনী, পরাশরের সমসময়ে উক্ত নক্ষত্রের নাম ভরণী (ভরণীর ১১ অংশ), বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সমসময়ে উক্ত নক্ষত্রের নাম কৃত্তিকার আদি বা ভরণীর শেষ; ব্রাহ্মণাদির সময়ে উক্ত নক্ষত্রের নাম কৃত্তিকার যোগতারা ইত্যাদি। আমরা প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ক্রমে প্রদর্শন করিব যে ক্রান্তিপাত রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রাতে ত ছিলই, হিন্দুদিগের আদিম অবস্থায় যে তাহা পুনর্ব্বসুতে ছিল তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের সময়ে উক্ত নক্ষত্রের নামটি

উত্তরভাদ্রপদা কিন্তু আমাদের গণনা নিরয়ণ মতে হইয়া থাকে বলিয়া আমরা সহসা তাহা জানিতে পারি না, তবে অয়নাংশ দ্বারা তাহা অবগত হইতে পারা যায়। অপিচ এ সময়ে হিন্দুরাজাও নাই, হিন্দু জ্যোতিষীও নাই, যাগ যজ্ঞের বড় কেহ ধারও ধারে না, সকলেই সর্ব্বেসর্ব্বা। জ্যোতিষী পঞ্জিকাকারগণ যাহার যা ইচ্ছা তাই কালী কলমে প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। বিবাহাদির সময়ে ও মার পূজার সময়ে লগ্ন ও সন্ধি লইয়া যে এত আগ্রহ তাহার কোন মূল্য নাই—তাহা কেবল বাগ্বিতণ্ডা ও বহ্বাস্ফোটন, উর্দ্ধকেশসঞ্চালন ও ক্রোধের ক্রীড়াভূমি।

বৎসরের দুইপ্রকার আরম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়—প্রথম যজ্ঞারম্ভ বা বসন্ত ঋতু হইতে, দ্বিতীয় শিশির ঋতু বা উত্তরায়ণ হইতে। প্রথম মতে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা দেবতার ঋতু বা দেবযান ও শরৎ হেমন্ত শিশির পিতৃঋতু বা পিতৃযান, অর্থাৎ সূর্য্যদেব যখন উত্তরে গমনাগমন করেন তখন দেবঋতু এবং যখন দক্ষিণে গতায়াত করেন তখন পিতৃঋতু হয়। দ্বিতীয় মতে শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম উত্তরায়ণ এবং বর্ষা শরৎ হেমন্ত দক্ষিণায়ণ। নক্ষত্রের গণনা যেমন বসন্তের ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ভ হইত, মাসের গণনা সেই প্রকার শিশির বা উত্তরায়ণ হইতে আরম্ভ হইত। নক্ষত্রের নাম হইতে মাসের নামকরণ হইয়াছে এই কারণেও বৎসরের দুই প্রকার আরম্ভের আভাস পাওয়া যায়। যেমন কৃত্তিকাতে বসন্তের ক্রান্তিপাত হইল; তাহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ ১৮০ অংশ পরে কার্ত্তিকমাসের শেষে শারদীয় ক্রান্তিপাত হইল। যখন পূর্ণিমায় মাস পূর্ণ হইল তাহার ১৮০ অংশে সূর্য্যদেব অবস্থান করিতেছিলেন; সুতরাং যে কালে মঘা পূর্ণমাসীতে উত্তরায়ণ হয় তখন সূর্য্যদেব যে মঘায় দক্ষিণায়ণ আরম্ভ করেন তাহার সন্দেহ নাই। বেদে লিখিত আছে ফাল্গুনী ও চিত্রা পূর্ণমাসীতে বৎসরের আরম্ভ হইত। সায়নাচার্য্য এই স্থলের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে বসন্তের আরম্ভ ঐ সময়ে হইয়া থাকে কিন্তু এ স্থলে তিনি প্রতারিত হইয়াছেন, যে হেতু তিনি স্বীয় সময়ের ঋতুর অবস্থান ধরিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন— "অথবা ফাল্গুনশ্চৈত্রোবসন্ত, মুখং বা এতৎসম্বৎসরস্য যৎফাল্গুনী পূর্ণমাস ইতি শ্রুতেঃ। এবং চ সৌরচান্দ্র ভেদভিন্নং বসন্ত দ্বয়মুপসংগৃহীতং ভবতি। চিত্রাপূর্ণমাসোঽপি বসন্তর্ত্তুমধ্যপাতিত্বাৎসম্বৎসরস্যমুখমেব।" বেদে বৎসরারম্ভের উক্ত প্রকার লিখন দেখিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণ স্বীয়সময়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য অয়নের দোদুল্যমানাবস্থার কল্পনা করিয়া ফেলিলেন কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বেদের প্রতি অত বাধ্যতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? সুতরাং তাঁহারা নিরীহ ব্রাহ্মণগণকে জালকারী কপটী মিথ্যাবাদী ইত্যাদি মধুর ভাষায় তুষ্ট করিতে লাগিলেন।* যাহা হউক এস্থলে যে বৎসরারম্ভ দ্বারা শিশির ঋতু বুঝাইতেছে তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি।

নক্ষত্রোদয়ের সময় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন একটী নক্ষত্র ক্ষিতিজে (horizon) দৃষ্ট হইল; দর্শকের মস্তকোপরি (Zenith) আসিতে তাহার যে সময় লাগিল পুনর্ব্বার ক্ষিতিজে

* Bentley's Essay on the Hindu Astronomy.

উপস্থিত হইতে অর্থাৎ অস্ত হইতে ও ঠিক সেই সময় অতিবাহিত হইবে। উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে সময় লাগে, অস্ত হইতে উদয় হইতেও ঠিক সেই সময় লাগে। ইহার ব্যতিক্রম প্রায় দেখা যায় না; সুতরাং পৃথিবীর স্বীয় মেরুদণ্ডে বিঘূর্ণনের সময়ও যা, নক্ষত্রোদয়ের সময়ও তাই। বিঘূর্ণনের সময় জানা থাকিলে নক্ষত্রের আংশিক গতি অনুপাত দ্বারা লব্ধ হইতে পারা যায়। ইংরাজি মতে নক্ষত্রের গতি মোটামোটী ৪ মিনিটে ১ অংশ; আমাদের মতে ২১৬০০ প্রাণে ৩৬০ অংশ অর্থাৎ এক প্রাণে এক কলা। ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর মেরুদণ্ডিক গতি ও সূর্য্য-কেন্দ্রিক গতি খণ্ডন করিতে ইহা ব্যবহাব করিয়াছেন। যাঁহার সূর্য্য কেন্দ্রিক গতির মোটেই ধারণা নাই তিনি প্রত্যক্ষলব্ধ মেরুদণ্ডিক গতিতে তাহা প্রকাশ না করিয়া আর কি করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার লিখন ভঙ্গীতে সূর্য্য-কেন্দ্রিক গতির ভাবই প্রকাশিত রহিয়াছে।

প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি তৎকুতোব্রজেৎ কমধ্বানং।
আবর্ত্তমান মূর্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রযাঃ কস্মাৎ॥ *

যদি পৃথিবী প্রাণ সময়ে এককলা পরিভ্রমণ করে তাহা হইলে পৃথিবী যায় কোথায় আর পথই বা কৈ? যদি পৃথিবী আবর্ত্তন করিতে থাকে, উচ্চ উচ্চ বস্তুগুলি (পাহাড়, পর্ব্বত, অট্টালিকা ইত্যাদি) পৃথিবীচ্যুত হইয়া যায় না কেন? যদি সূর্য্য কেন্দ্রিক মতের খণ্ডন না হইবে ত "কুতোব্রজেৎ কমধ্বানং" ইহা বলিবার অভিপ্রায় কি? এবং পরচরণে "আবর্ত্তমান মূর্ব্যাশ্চেৎ" লিখিয়া মেরুদণ্ডিক গতিরই পুনঃ আবৃত্তি করিবারই বা আবশ্যক কি? অতএব আর্য্যভট্ট উক্ত দুই মত প্রকাশ করিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতিষীগণের তীব্র তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক সূর্য্যদেবের উদয়ে এ প্রকার হয়না। প্রতিদিন তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। সূর্য্যদেব প্রতিদিন অল্প অল্প বিলম্বে ও ত্বরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছান। এই রূপে বৎসরান্তে দেখা যায় যে নক্ষত্রটী সূর্য্যাপেক্ষা এক দিবস অধিক পরিভ্রমণ করিয়াছে। বৎসরান্তে সূর্য্যদেব যে নক্ষত্রে অবস্থান করেন তাহা কালভেদে উক্ত সময়ের নক্ষত্র হইলেও ক্রান্তিপাত সম্বন্ধে চিরকাল তাহা সমান থাকে না। কোন দৈবীশক্তিবশাৎ ক্রান্তিপাত ক্রমে পূর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে সুতরাং সূর্য্যদেব প্রথমে ক্রান্তিপাতে আগমন করেন, তার পর সেই নক্ষত্রে উপস্থিত হইয়া ভারতীয় বৎসর পূর্ণ করেন এই কারণে কালক্রমে ঋতুরও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। সূর্য্যদেবের ক্রান্তিপাত হইতে ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হওয়ায় যে বৎসর গণনা হয়, তাহাকে আয়নিক বৎসর (tropical year) বলে। ইহা ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশ্রই ইহার প্রবর্ত্তক। ভারতীয় বৈদিকগ্রন্থে সময় সময়ের ঋতুর ব্যতিক্রম রূপকচ্ছলে প্রকাশিত রহিয়াছে; পাঠকবর্গ তাহা মনোযোগ দিয়া দৃষ্টি করিলে অনায়াসে সময় নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন।

---

* এ বিষয়ে প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে তাহা ভারতী ১৩০০ আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

## রোহিণীতে ক্রান্তিপাত।

ক্রান্তিপাত রোহিণীতে কোন সময়ে অবস্থান করিত বা তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল কি না, এই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ঋগ্বেদের এক স্থানে আছে যে পিতা যখন স্বীয় কন্যাতে উপগত হইলেন, পৃথিবীর নিকট শুক্রনিষিক্ত হওয়ায় তখন তাহা হইতে ব্রহ্ম ও ব্রতপালক বাস্তোষ্পতি উৎপন্ন হইলেন।

পিতাযৎ স্বাং দুহিতরমধিষ্কন্
ক্ষ্ময়ারেত সংজগ্মানো নিষিঞ্চৎ।
স্বাধ্যো অজনয়ন্ ব্রহ্মদেবাঃ।
বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্॥ ৭ ঋ ১০ মণ্ডল ৬১ সুক্ত

ইহা দ্বারা রূপকচ্ছলে নক্ষত্রাবস্থান প্রকটিত করিতেছে, তবে প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিয়া সে সময়ে আমাদের ঋষিগণের কল্পনাস্রোত সেই মুখে ধাবিত হওয়ায় আমরা ইহা অশ্লীল বলিয়া থাকি। ঐ ঋকটী লক্ষ্য করিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণও শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতির স্বীয় দুহিতৃ-গমনের বিষয়, পুরাণাদিতে ব্রহ্মার স্বীয় কন্যাগমন, ও রামায়ণে ইন্দ্রের গুরুপত্নী অহল্যা-গমনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং প্রজাপতি ও ইন্দ্র আমাদের নিকট অতি জঘন্য প্রকৃতির ও দুষ্কর্ম্মান্বিত লোক বলিয়া বিখ্যাত আছেন কিন্তু আমরা সদ্‌বুদ্ধি প্রদর্শন করিয়া আমাদের এই মিথ্যা ধারণার অপনোদন করিতে চেষ্টা করিব। এখন উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয় হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে ব্রাহ্মণকারগণ বহুকালাগত ঐ ঋকটী দ্বারা কি বুঝিয়া-ছিলেন। বন্ধনীতে শত পথ ব্রাহ্মণের অংশ লিখিত হইল।

"প্রজাপতি বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধায়ৎ (অভিদধ্যৌ) দিবমিত্যন্যে আহুরুষসমিত্যন্যে (দিবং বা উষসংবা) তাং ঋশ্যোভূত্বা রোহিতং ভূতামভ্যৈৎ ("মিথুন্যেনয়া স্যাং" ইতি তাং সং বভূব) তং দেবা অপশ্যন্ (তদ্ বৈদেবানাং আগআস) অকৃতং বৈ প্রজাপতিঃ করোতি" ইতি (য ইত্থং স্বাং দুহিতরং অস্মাকং স্বসারং করোতি ইতি) তে তমৈচ্ছন্ য এণমারিষ্যতি। এতমন্যোন্য-স্মিন্নাবিন্দন্ তেষাং যৈব ঘোরতমা তমঃ আসন তা একধা সমভরন্। তাং সংভৃতা এষদেব-হভবৎ। তদস্যৈতদ্‌ভূতবন্নাম ভবতি বৈ স যোঽস্য এতদেবং নাম বেদ। তং দেবা অব্রুবন্ "অয়ং বৈ প্রজাপতিরকৃতমকর ইমং বিদ্ধ" ইতি স তথেত্যব্রবীৎ (তে হ দেবা উচুঃ "যোঽয়ং দেবঃ পশূনামীষ্টে অতিসন্ধানং বা অয়ংচরতি য ইত্থং স্বাং দুহিতরং অস্মাকং স্বসারং করোতি বিধ্যেমং" ইতি তং রুদ্রোঽভ্যায়ত্য বিব্যাধ) সবৈ বো বরং বৃণৈ ইতি বৃনীষ্ব ইতি সএতমেব বরং বৃনীত পশূনামাধিপত্যং তদস্যৈতৎ পশুমন্নাম পশুমান ভবতি যোঽস্য এত দেবং নাম বেদ তমভ্যায়ত্যাবিধ্যৎ। স বিদ্ধ উর্দ্ধে উদপ্রাপতৎ [তস্য সামিরেতঃ প্রচস্কন্দ তথাইদনূনং তদান। তস্মাদেতৎ ঋষিনাভ্যনূক্তং "পিতাযৎ স্বাং ইত্যাদি" তদগ্নিমারুতমিত্যুক্থং তস্মিং স্তদ্ ব্যাখ্যায়তে যথা তদ্দেবারেতঃ প্রাজনয়ন্ তেষাং যদা দেবানাং ক্রোধো ব্যৈৎ অথ প্রজাপতিং অভিষজ্যন্ তস্য তং শল্যং নিরকৃন্তন্। স বৈযজ্ঞ এব প্রজাপতিঃ]

ভাবার্থ—প্রজাপতি স্বীয় দুহিতা রোহিতরূপা উষা বা আকাশে সঙ্গত হইলেন। তাহা দেবতাগণ দেখিয়া পরস্পরে মন্ত্রণা করিলেন যে প্রজাপতিকে বধ করা উচিত, যেহেতু সে কুকর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের ক্রোধ সমবেত হইয়া ভুতবান নামক দেবতাকে উৎপন্ন করিল। তিনি দেবাজ্ঞায় প্রজাপতিকে বধ করিতে উদ্যত হইলে পশুমান বা পশুর অধিপতি এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রজাপতিকে বিদ্ধ করায় সে উর্দ্ধে বা আকাশে অধিষ্ঠিত হইল। যজ্ঞই প্রজাপতি। এখন পাঠকবর্গ বেশ দেখিতে পাইলেন যে প্রজাপতির "অকৃত" কর্ম্মটী কোন দুষ্কর্ম্ম বা পরস্ত্রীহরণ ব্যাপার নহে, ইহাদ্বারা প্রকারান্তরে যজ্ঞের উপযুক্ত সময়ে মৃগশিরার উদয় বুঝাইতেছে। সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকস্থ নক্ষত্রগুলি সহজ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয়। এ সময়কে আমরা উষা বলিয়া থাকি। অহল্যাও উষাবোধক। এই উষা সময়ে রোহিণী বা ব্রাহ্মানক্ষত্র দৃষ্ট হইত, তাহার পশ্চাৎ মৃগশিরা বা স্বয়ং প্রজাপতি অবস্থান করিতেছেন। রোহিণীর আকার মৃগের মস্তকের ন্যায়, এই কারণেই প্রজাপতির মৃগ রূপ ধারণ করিয়া মৃগীরূপা রোহিণীতে উপগত হইবার গল্প কল্পিত হইয়াছে কিন্তু এই *রোহিণী পরবর্ত্তীকালে শকটাকার বা সমদ্বিভুজ ত্রিকোণের আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।* এখন সূর্য্যদেব যখন যজ্ঞারম্ভ সময়ে প্রজাপতিতে উদিত হইলেন তখন প্রজাপতি ও রোহিণী উভয়ে অন্তর্হিত হইল। ইহাতেই ঋষিকবির কল্পনা পৃথিবীর উপর প্রচুর শুক্ররূপে পরিণত হইয়াছে—তাঁহার কিরণছটাই শুক্র। সূর্য্যদেবই স্থল বিশেষে ইন্দ্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন।

স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রোভবতি প্রাতরুদ্যন্।
স সবিতা ভুত্বা অন্তরীক্ষেণ যাতি স ইন্দ্রো ভুত্বা তপতি মধ্যতোদিবং॥ ১৩
অথর্ব্ব ১৩ খণ্ড ৩ সূক্ত।

আবার প্রজাপতিও সূর্য্য ব্যতিরেকে আর কেহ নহেন যেহেতু এই বিশ্ব ও প্রজার তিনি পালনকারী

দেবস্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধাজজান
ইমাচ বিশ্বাভুবনানি অস্য মহদ্দেবানামসুরত্ব মেকং। ১৯ ঋ (৩ মণ্ডল ৫৫ সুক্ত।

সুতরাং পুরাণাদিলিখিত ঘটনাগুলি ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের প্রতি আরোপিত হইলেও আমরা তাহার যে অর্থ বুঝিয়া থাকি সে অর্থের কোন মূল্য নাই, সূর্য্যদেবের ক্রান্তিপাতে অবস্থিতি স্বীকার করিয়া যদি তাহার অর্থ করা যায় তাহলে তাহার কেমন স্বাভাবিকতা প্রকাশ হয় এবং যাঁহারা জগত ও মানবজাতির প্রকাশক, তাঁহাদের প্রতিও অযথা অশ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় না।

রোহিণীর ধ্রুবক ৪৯ অংশ ৩০ কলা এবং উহার ব্যাপ্তিস্থান রাশিচক্রের ৫৩ অংশ ২০ কলা পর্য্যস্ত। মৃগশিরার ধ্রুবক ৬৩ অংশ ও তাহার ব্যাপ্তিস্থান ৬৬ অংশ ৪০ কলা অবধি। বৈদিক প্রজাপতি বা মৃগশিরার (orion) ধ্রুবক ৬৭ ও ৭০ অংশের মধ্যে। ক্রান্তিপাতের

পূর্ব্বে অগ্রসরণ প্রযুক্ত সূর্য্যদেব প্রজাপতিকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে রোহিণী অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন এই কারণেও প্রজাপতির আচরণ অকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুরাণে লিখিয়া থাকে যে দক্ষপ্রজাপতি চন্দ্রদেবকে তাঁহার নক্ষত্ররূপা ২৭ কন্যা সম্প্রদান করেন। কিন্তু রোহিণীই চন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়া ছিলেন, আবার মৃগশিরা চান্দ্র নক্ষত্র সুতরাং ইহা দ্বারাও যজ্ঞারম্ভ সময়ে চন্দ্রদেবের রোহিণী অভিমুখে অগ্রসরণ বা তাহার প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রকাশিত করিতেছে, অতএব প্রজাপতির প্রাগুক্ত আচরণ দ্বারা ক্রান্তিপাতের অবস্থান ব্যতিরেকে আর কিছুই বুঝায় না। উক্ত ঋক্ রচনা সময়ে যে ক্রান্তিপাত রোহিণীতে ছিল তাহা বলিতেছি না কিন্তু তৎকালিক প্রচলিত ঋতুর অবস্থান সম্বন্ধে ক্রমে ব্যতিক্রম ঘটিতেছিল বলিয়াই ঋষিগণ তাহা প্রজাপতির দোষ বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব কালক্রমে যখন রোহিণীতেই ক্রান্তিপাত সংঘটিত হইত, সেই সময়েই চন্দ্রের রোহিণীপ্রিয়তা মতটীও প্রচলিত হইয়া যায় সুতরাং ক্রান্তিপাতের রোহিণীতে অবস্থানের খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব (৫০ × ৭২) প্রায় ৩৬০০ বৎসর হইল। আমার বোধ হয় ইহুদীগণ বাইবেলে যে লট (Lot) ও তাহার দুই কন্যার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন তাহা এই প্রজাপতির আখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ঘটনার কি বিচিত্রতাই আরোপিত হইয়াছে!

## মৃগশিরায় ক্রান্তিপাত।

"শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সম্বৎসর। ইদমন্ত্যাব্যখ্যত"—সম্বৎসর বস্তর প্রকাশক শ্বান বা কুকুরকে আদিরূপে প্রচার করিলেন। প্রথম দৃষ্টে ইহা কি বিসদৃশ ও অর্থহীন বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু যখন মন নিবিষ্ট করিয়া দেখি তখন জানিতে পারি যে, ঋষিগণ নিতান্ত বর্ব্বর চাষীর ন্যায় ক্ষেত্ররক্ষক কুকুরের স্তুতি করেন নাই, তাঁহারা বেদে যাহা নিহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজ জগতের ভাষাতত্ত্বের এবং বেদের সময় অবধারণের ভূরি ভূরি সাহায্য করিতেছে।

বর্ত্তমান কালে "শ্বা"র স্থান "মৃগব্যাধ" "লুব্ধক" অধিকার করিয়াছে কিন্তু মিশ্র ও গ্রীশদেশে তাহাকে আজো Sirius, Dogstar বা কুকুর নক্ষত্র বলে। আমাদের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত দেখা যায় যে মৃতের আত্মাকে যমলোকের কুকুরগণ পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যায়। স্বর্গের কুকুর সরমা হইতে সারমেয়গণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইটী কুকুর যমলোকের দ্বার রক্ষা করিতেছে—"যৌ তৌ শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথী রক্ষী" ইহারাই পাশ্চাত্য জ্যোতিষের Canis major ও Canis minor; এই গল্পের মূল ঋগ্বেদে অথর্ব্ব বেদে শত পথ ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে পাওয়া যায়। তাহারা যমলোকের পথপ্রদর্শন করিতেছে ইহাতে এই বুঝায় যে তাহারাই ঋগ্বেদের রচনা সময়ে পিত্রায়ণ আরম্ভ করিত। বর্ত্তমানকালে আমরা পিতৃগণকে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে জলপ্রদান করিয়া থাকি। এত সময় থাকিতে হঠাৎ উক্ত সময়েই জলপ্রদান বা বৈশ্বদেব শ্রাদ্ধের আবশ্যক কি?

ইহার উত্তর—যেহেতু ইহার মূল আমরা ঋগ্বেদেই প্রাপ্ত হইতেছি। ঋগ্বেদ রচনা সময়ে সূর্য্যদেবের দক্ষিণায়ণ অর্থাৎ যমলোকের পথ উক্ত সময়েই আরম্ভ হইত। কালে ঋতুর কত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কিন্তু বৈদিককালে পিতৃদেবের যে সময় অভ্যর্চ্চনা হইত আমরা বর্ত্তমান সময়েও তাহাই অব্যাহত রাখিয়া আসিয়াছি। এই রীতি যে কখন লুপ্ত হইবে তাহা বোধ হয় না—ইহা হিন্দুর শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া এমনি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অপিচ ইহাই চিরকাল বেদের প্রাচীনতা প্রখ্যাপিত করিতে থাকিবে। ভাদ্রে পূর্ণিমায় দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইলে জানা যায় যে তখন সূর্য্যদেব উত্তর ফল্গুনীতে অবস্থান করিতেছিলেন; বসন্ত মৃগশিরা বা আদ্রায় আরম্ভ হইতেছিল—ইহার নিকটেই কুকুরগুলিও অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব তাহারা যে যম পথ প্রদর্শন করিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? এবং উত্তরায়ণ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হইতেছিল সুতরাং সম্বৎসরের আদি যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোন কালে ছিল তাহা ইহা দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে।

আমাদের যজ্ঞসূত্র গ্রহণ বা প্রথম সংস্কারকালে আমরা এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া থাকি—যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতেঃ যৎসহজং পুরস্তাৎ। স্বয়ং সূত্রগ্রহণ করি অথচ বলিয়া থাকি ইহাই পুরাকালে প্রজাপতির পবিত্র যজ্ঞোপযোগী উপবীত ছিল। ইহা যে পূর্ব্বকালের স্মৃতি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই—এই স্মৃতিই আমাদের ঋগ্বেদ রচনা কালের নিকট উপস্থিত করিতেছে। উপবীত সূত্র বামস্কন্ধ হইতে লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠ ও নাভী পরিবৃত করিয়া দক্ষিণ হস্তের নিম্নে ধারণ করিতে হয়। বর্ত্তমান কালে বৈশ্বদেব শ্রাদ্ধে এইভাবে আমরা উত্তরীয়ও ধারণ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য Orionএর উপবীত নীবীত বা কটিবন্ধে পরিণত হইয়াছে। পারশিকগণও উপবীত কটিতেই ধারণ করেন সুতরাং এই তিন আর্য্যজাতির প্রজাপতির যজ্ঞোপবীত সম্বন্ধে এ প্রকার সাম্যতা—কারণ ব্যতিরেকে হঠাৎ হইতে পারে না—এই কারণই এক মূল হইতে উৎপন্ন হওয়া।

প্রজাপতিকে আমরা সচরাচর কালকেতু বলিয়া থাকি। কালকেতু Orionএর সহিত তুলিত হইয়াছে, তবে গ্রীসীয় কিরাতের কটিবন্ধ ছিল—ইহার যজ্ঞোপবীত আছে। মধ্যস্থ তিনটি তারাই Orionএর কটিবন্ধ কিন্তু অমর সিংহ তাহাদিগকে মৃগশিরা নক্ষত্রের মস্তকস্থ ইল্বলা বা ইন্বকা বলিয়াছেন—

মৃগশীর্ষং মৃগশিরস্তস্মিন্নেবাগ্রহায়ণী।
ইল্বলা তচ্ছিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যাঃ॥

অতএব প্রজাপতির যজ্ঞোপবীত ধারণ, তাঁহার কালকেতুরূপ এবং মৃগশিরার আগ্রহায়নিত্ব ভাব একাধারে, বেদরচনা সময়ে যে সূর্য্যদেবের বাসন্তিক ক্রান্তিপাত উক্ত নক্ষত্রে ছিল তাহাই প্রকাশিত করিতেছে। যে হেতু প্রজাপতি যজ্ঞরূপ উপবীত ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ যজ্ঞারম্ভ সময়ে উদিত হইতেছেন। দ্বিতীয় তিনি কালকেতু অর্থাৎ যজ্ঞারম্ভ সময়ের প্রকাশক, তৃতীয় মৃগশিরাই আগ্রহায়ণী অর্থাৎ বৎসরের আদিনক্ষত্র। সুতরাং জানা যাইতেছে যে ঋগ্বেদ

রচনা সময়ে যজ্ঞারম্ভকালে সূর্য্যদেবের ক্রান্তিপাত মৃগশিরা বা প্রজাপতি নক্ষত্রে ছিল। অতএব নিরংশ স্থান হইতে তাহার প্রায় (৬৭ × ৭২) ৪৮২৪ বৎসর হইল অর্থাৎ বেদে কর্ম্মকাণ্ডের প্রচলন ও দেবোদ্দেশে মন্ত্রাদি রচনা যে কাল হইতে আরম্ভ হয় তাহা খৃষ্টাব্দপূর্ব্ব প্রায় ৪৫৪০ বৎসর হইল। বেদ যে উক্ত প্রাচীনতার দাবী করে তাহার প্রমাণ ও দেখাইতেছে; অতএব বৃথা অনুমানের সাহায্য লইবার আবশ্যক কি ?

## পুনর্ব্বসুতে ক্রান্তিপাত।

ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ আপনাকে দেব এবং পারসিকগণ স্বীয়কে অসুর বলিয়া থাকেন। পারসিকগণ দেবগণকে মারিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা অহুরমজদের উপাসনা করিতেছেন ইহাতেই জানা যায় যে তাঁমারা দেবগণের বিপক্ষবাদী ছিলেন। পুরাণ দ্বারা জানা যায় যে দেব ও অসুর উভয়ে এক পিতার সন্তান, তবে মাতা বিভিন্ন; দেবমাতার নাম অদিতি, দৈত্যমাতার নাম দিতি। ইহা বহুকালের ঘটনা; বেদে ইহার স্মৃতিমাত্র রহিয়া গিয়াছে—যখন দেবগণ অসুর কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন তখনও সেই স্মৃতি জাগরুক রহিয়াছে; তাঁহারা অসুরের আচরণে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই কিন্তু তাঁহারা ও অসুরগণ যে কোন কালে এক ছিলেন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন—"মহদ্দেবা নামসুরত্ব মেকং" পারসিকগণ একত্র বাসকালে দেবগণের প্রতি বহুবিধ অহিতাচরণ করিয়াছেন—"মিথ্, দেবের প্রতি বজ্র (vazra) নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহারা দেবনাশক বেরেথ্রঘ্নকে উপাসনা করিতেছেন"। দেবগণের বৃত্রঘ্নও ইন্দ্র একই দেবতা কিন্তু পারসিকগণ ইন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত। পারসিকগণ দক্ষিণায়ণ হইতে বৎসরের আরম্ভ করেন, কিন্তু দেবগণ উত্তরায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন। ইহাতেও পারসিকগণ দেবতাদের বিপরীত পথের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা আজো পিতৃপক্ষ হইতে তাঁহাদের বৎসর আরম্ভ করিয়া থাকেন। আমরা এইমাত্র প্রদর্শন করিয়াছি যে, ঋগ্বেদরচনা সময়ে পিতৃপক্ষে দক্ষিনায়ণ আরম্ভ হইত সুতরাং পারসিকগণ তাহা বেদ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। বেদের দেবগণ জেন্দ অবস্তায় গিয়া অসুররূপ ধারণ করিয়াছে এবং দেবগণের অনিষ্টাচরণে মনোযোগী হইয়াছে। ক্রমে পারসিকগণ এমন প্রবল হইয়া উঠিলেন যে. দেবগণকে নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষে পলায়ন করিতে হইল—তাঁহাদের শাপে বর হইল, তাঁহারাই আসিয়া ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করিয়া তুলিলেন।

হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন দেবগণ অদিতির পুত্র। নক্ষত্রগণের মধ্যে পুনর্ব্বসুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি। যখন যজ্ঞারম্ভ উক্ত নক্ষত্রে সংঘটিত হইত তখন হয়তো দেবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নতুবা এতগুলি নক্ষত্র থাকিতে পুনর্ব্বসুরই কেন আদিত্য নক্ষত্র সংজ্ঞা হইল ? প্রত্যুত নক্ষত্রাবস্থানের ক্রমিক সমাবেশদ্বারা পুনর্ব্বসুরই দেবনক্ষত্র হইবার অধিকার উৎপাদন করিয়া দিতেছে যেহেতু বেদবিরচণ সময়ে দেবগণ মৃগশিরা বা আর্দ্রায় যজ্ঞারম্ভ করিতেন

তাঁহাদের পূর্ব্বে কোন সময়ে যে তাহা পুনর্ব্বসুতে সম্পন্ন হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই—সেই সময়কেই তাঁহারা আপনাদের জন্মসময় ধরিয়াছেন, অতএব পুনর্ব্বসুর আদিত্য নক্ষত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যথার্থ ঘটনারই সমর্থন করিতেছে সুতরাং সূর্য্যদেবের বাসন্তিক-ক্রান্তিপাত যখন পুনর্ব্বসুতে ছিল, তখন দেবগণ জন্মগ্রহণ করায় পুনর্ব্বসুও আদিত্য নক্ষত্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব দেবগণ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বপ্রায় ( ৯৩×৭২—২৮৪ ) ৬৪১২ বৎসর অন্ততঃ ৬০০০ বৎসর হইল ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রমাণদ্বারাও আমরা এত ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহার পূর্ব্বেও যে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব বাইবেলের প্রচারিত সৃষ্টি-বিষয়ক মত এই স্থানেই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল।

---

# সিরাজদ্দৌলা।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

### ষোড়শ অধ্যায়।

### পলাশির যুদ্ধ।

পীড়িত সেনাদলকে কাটোয়া-দুর্গে সুরক্ষিত করিয়া, অবশিষ্ট বৃটীশ-বাহিনী ২২শে জুন সায়ংকালে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া মীরজাফরের সঙ্কেতানুসারে দলে দলে পলাশির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পলাশি সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে ;—পাছে নবাব সেনা পলাশি অধিকার করিয়া লয়, সেই আশঙ্কায় ইংরাজেরা বৃষ্টি বাদল মাথায় করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিল ; এবং অক্লান্ত সমর-যাত্রায় গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে রাত্রি একটার সময়ে পলাশির আম্রবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল।*

সিরাজদ্দৌলা মানকরা ছাড়িয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; এবং ভাগীরথী যেখানে অশ্বক্ষুরের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবাহিত তাহার পূর্ব্বদিকে,—তেজনগরের উন্মুক্ত প্রান্তরের উত্তরাংশে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শিবিরের দক্ষিণে অত্যোচ্চ মৃৎপ্রাচীর ; তাহার দক্ষিণে মৃত্তিকাস্তূপ এবং দুইটি পুরাতন সরোবর। সিরাজসেনার বাদ্যোদ্যমে বহুদূর পর্য্যন্ত বনভূমি প্রতিশব্দিত হইতেছিল ;—ক্লাইব বুঝিলেন যে, শত্রু অতি নিকটে। সে রজনীতে বৃটীশবাহিনী যথাসম্ভব নিদ্রালাভ করিল, কিন্তু সেনাপতি আর নিদ্রার অবসর

---

* The whole army reached Plassey-grove, after a very fatiguing march, and through a whole night's rain.—Ive's Journal.

পাইলেন না ;—কেবল নিরন্তর মনে হইতে লাগিল, "কি হয় কি হয় রণে, জয় পরাজয় !"*

সিরাজদ্দৌলাও নিদ্রার অবসর পাইলেন না ;—একাকী নির্জ্জন পটমণ্ডপে বসিয়া প্রহর গণনা করিতেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল ! তিনি চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণবদনে একাকী স্তিমিতালোকে বসিয়া রহিয়াছেন, সুচতুর তস্কর অবসর বুঝিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতেই ফরশী উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল ! সিরাজ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পরিচরবর্গও কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে। সিরাজ মর্ম্মপীড়িত কণ্ঠে অলক্ষিতে বলিয়া উঠিলেন, "হায় ! না মরিতেই ইহারা আমাকে মৃতের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছে !" †

সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই সিরাজদ্দৌলা পাণদোষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।‡ তাঁহার পরমশত্রু সমসাময়িক ইংরাজলেখকেরাও বলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বের কথা যাহাই হউক, আলিবর্দ্দীর নিকট ধর্ম্মশপথ করিবার পর সিরাজ আর সুরাপাত্র গ্রহণ করেন নাই।§ পলাশির পটমণ্ডপে তিনি যখন একাকী চিন্তামগ্ন, সেই সময়ের চিত্রপট উদ্ঘাটন করিবার জন্য কেবল তাঁহার স্বদেশীয় কবিই লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

"ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে ঢাল পুনর্ব্বার,
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান ;
খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেম পারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ ;
বিবসনা লো সুন্দরি ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ? নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধাহাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনী-সমবেণী দুলিতেছে পাছে ;
চলুক্ চলুক্ নাচ, টলুক্ চরণ,
উড়ুক্ কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।"¶

---

* The soldier slept, but few of the officers, and least of all the Commander.—Orme, ii, 172.

† Scrafton's Reflections.—এই ঘটনা প্রকারান্তরে ষ্টুয়ার্টেও বর্ণিত আছে, অন্যান্য ইতিহাসেও স্থানলাভ করিয়াছে।

‡ He used to drink, but he gave up this habit in accordance with a promise which he made to Aliverdi on his death-bed.—H. Beveridge, C. S.

§ I have before mentioned Surajah Dowla, as given to hard-drinking ; but Allyvherdi, in his last illness, foreseeing the ill consequences of his excesses, obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxcating liquor ; which he ever after *strictly observed.*—Scrafton.

¶ পলাশির যুদ্ধ কাব্য।

*বর্ণনা-লালিত্যে এই সরস কবিতা বাঙ্গালীর নিকট সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছে!* রঙ্গমঞ্চে "উজ্জ্বলিত দীপাবলিতেজে" বারবিলাসিনী-সাহায্যে এই সুলিখিত চিত্রপঠ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়া, কত লোকের নৈতিক অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে! যাহা সিরাজদ্দৌলার কলঙ্করটনার জন্য কল্পনা-সাহায্যে কত সন্তর্পণে রচিত হইয়াছিল, তাহা যে আমাদিগেরই আধুনিক উদ্যান-বিহারী কুবেরসন্তানদিগের অবিকল ছায়াচিত্র, তাহাও স্পষ্টতর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে!

ষ্টুয়ার্ট গোলাম হোসেনের পদানুসরণ করিয়া নবাবগঞ্জের যুদ্ধশিবিরে কামাসক্ত শওকতজঙ্গের যে অসাধুচিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, ইহা কি তাহারই প্রতিবিম্ব নহে? 'পলাশির যুদ্ধকাব্য' রচনা করিবার পূর্ব্বে কবি বোধ হয় ষ্টুয়ার্ট পাঠ করিয়াছিলেন। প্রমাণ:—

"—সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,
বধিলাম পূর্ণিয়ার পাপী দুরাচার,
কিন্তু পরিণামে হায়! লভিনু কি ফল?
সুরামত্ত, কামাসক্ত, পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চ মিথুন দুর্ব্বল,
ব্যাধ-কবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধবাণে।"*

*ষ্টুয়ার্ট ভিন্ন আর কোন ইংরাজি ইতিহাসে এইরূপ সুললিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না।* কিন্তু সিরাজদ্দৌলার কপাল! ষ্টুয়ার্ট পড়িয়াও তাঁহার স্বদেশের কবি নবাবগঞ্জের শওকতজঙ্গের চিত্রপটখানি পলাশির সিরাজদ্দৌলার চিত্রপট বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না! "কবির পথ" কি এতই "নিষ্কণ্টক"?

সে কালের ইংরাজ বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলার নামে কত অলীক কলঙ্করটনা করিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিচিত নাই। অবসর পাইলে একালের প্রতিভাশালী বিশ্বকর্ম্মাগণ এখনও কত নূতন নূতন রচনা-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, "পলাশির যুদ্ধকাব্যই" তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহা সেকালের লোকেও জানিত না, যাহা সিরাজদ্দৌলার শত্রুদলও কল্পনা করিতে সাহস পাইত না,—একালের লোকে তাহারও অভাবপূরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। লোকে বলে, নবাব সরফরাজ খাঁ অশান্তহৃদয়ে জগৎশেঠের পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গিরিয়ার যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন;—কবি সেই জনশ্রুতি লতাপল্লবে সুশোভিত করিয়া, সিরাজদ্দৌলার স্কন্ধে আরোপ করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন:—

"——কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিজ্ঞা যাহার

* পলাশির যুদ্ধ কাব্য।

মধ্যাহ্ন ভাস্কর-সম, ভূভারত জুড়ে
প্রজ্জ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা-সঞ্চার।”

যিনি আশৈশব শিবিরে শিবিরে অসিহস্তে জীবন যাপন করিয়া, অন্যায় কৌশলে পলাশি-সমরে রণপরাজিত হইয়াছিলেন, কবি তাঁহাকে কাপুরুষ সাজাইবার জন্য “হুগলীর সমরে” “দাঁতে তৃণ লয়ে” “সভয়ে” সমর ত্যাগ করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।* মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্র ইংরাজের পক্ষাবলম্বী বলিয়া নবাব মীর কাশিমের আদেশে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় “মঙ্গীর দুর্গে” কারারুদ্ধ থাকিয়া ইংরাজ-কৃপায় মুক্তিলাভ করেন।† কবি সময়-স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া, সিরাজদ্দৌলাকেই তাহার জন্য অপরাধী সাজাইয়া, “কোন একজন বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে” শুনিয়াছেন বলিয়াই নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন!‡ যে দেশের কবি-কাহিনী ইতিহাস-রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে সিরাজ-কালিমা যে উত্তরোত্তর দূরপনেয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

“পলাশির যুদ্ধ-কাব্যের” এই সকল কাল্পনিক সিরাজ-কলঙ্ক প্রদর্শন করিয়া কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। সাহিত্য-সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় দয়া করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—“নবীন বাবুর উত্তর এক লাইনও নয়। পলাশির যুদ্ধ-কাব্য, ইতিহাস নয়; আপনাকে ইহাই লিখিতে অনুমতি করিয়াছেন।” নবীন বাবুর ‘পলাশির যুদ্ধ’ যে ‘ইতিহাস নয়’ তাহা সকলে জানে না! তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত কৃতবিদ্য সাহিত্য-সেবক যে সর্ব্বথা স্বকপোল-কল্পিত অযথা-কলঙ্কে সিরাজদ্দৌলার আপাদমস্তক কলঙ্কিত করিয়া কাব্যরসের অবতারণা

---

* ইতিহাসের হুগলীর সমর-কাহিনী অন্যরূপ। সিরাজ তাহাতে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি “দাঁতে তৃণ লয়ে” “সভয়ে” সমরত্যাগ করা দূরে থাকুক,—ইংরাজেরা তাঁহার অগোচরে গোপনে তস্করের ন্যায় হুগলী লুণ্ঠন করায়, তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্যই দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণ করেন। ক্লাইব তাঁহার গতিরোধ করিতে গিয়া তাঁহার দুই জন সেনানায়ক এবং সেক্রেটারী পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন; নিশা-রণে শত্রুসংহার করিতে গিয়া স্বয়ং ক্লাইব সসৈন্যে হেটমুণ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। “কবির পথ” অবশ্যই “নিষ্কণ্টক”; ইতিহাসের পথ সেরূপ হইলেই ভাল হইত।

† ইংরাজি ইতিহাস ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ “ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতেও” (১২৩—১২৬ পৃষ্ঠা) এই ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত রহিয়াছে। “ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতের” চারিবৎসর পরে “পলাশির যুদ্ধকাব্য” প্রকাশিত হয়। অথচ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক এবং তাঁহার “বঙ্গসাহিত্য সমাজে সুপরিচিত” কোন একজন বন্ধু মহাশয় চারি বৎসরের মধ্যেও “ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতের” ন্যায় “বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত” গ্রন্থখানি একবার মাত্রও পাঠ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। অহো! স্বদেশের ইতিহাসের অপরিসীম সৌভাগ্য।

‡ পলাশির যুদ্ধকাব্য-পরিশিষ্ট।

করিবেন, তাহা সহসা ধারণা করিতে সাহস না পাইয়া, অনেকেই তাঁহার 'পলাশির যুদ্ধ কাব্যকে' ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন! অন্যের কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি "সান্যাল এণ্ড কোম্পানী" পলাশির যুদ্ধ কাব্যের যে "বিদ্যালয়ের পাঠ্যসংস্করণ' প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও ইহাকে 'ইতিহাস' বলিয়া পরিচিত ও বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার জন্য ভূমিকা লিখিত হইয়াছে !!* "কবির পথ নিষ্কণ্টক" হইলেও, ঐতিহাসিক চিত্রচয়নে সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। যে হতভাগ্য নরপতি তরুণ জীবনে অন্যায় কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া অকালে দেহবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস লইয়া কাব্য রচনা করিলে "পলাশির যুদ্ধ কাব্য" অধিকতর মর্ম্মস্পর্শ করিত। কবি আত্মকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বরং ভাল হইত,—তাহা হইলে, তাঁহার কল্পনা পদে পদে "মেকলিয়" ছাঁচে ঢালা হইত না। ইংরাজ লিখিত পলাশির যুদ্ধও কাব্য,—ইতিহাস নহে। কবি তাহাকেই অন্ধের যষ্টির ন্যায় প্রবল আগ্রহে আঁকড়িয়া না ধরিলে, হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার প্রেতাত্মা অনেক অলীক আক্রমণের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত।

রজনী প্রভাত হইল। যে প্রভাতে ভারতগগণে বৃটীশ-সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই প্রভাতে,—"১১৭০ হিজরী ৫ সাওয়াল রোজ পঞ্জসোম্বা"† (বৃহস্পতিবারে) পলাশিপ্রান্তরে ইংরাজ বাঙ্গালী শক্তিপরীক্ষার জন্য একে একে গাত্রোত্থান করিতে লাগিল।

ইংরাজেরা যে আম্রবনে সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "লক্ষবাগ",—লোকে বলে তাহা লক্ষ বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। এই আম্রকাননের পশ্চিমোত্তর কোণে মৃগয়ামঞ্চ, ক্লাইব তাহার পার্শ্বে, লক্ষবাগের উত্তরে,—উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যূহরচনা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা প্রত্যূষেই মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, এবং রায় দুর্ল্লভকে শিবির হইতে অগ্রসর হইবার অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহরচনা করিয়া শ্রেণীসম্বদ্ধ-বলাকাপ্রবাহের ন্যায় ধীর মন্থরগতিতে আম্রবন বেষ্টন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ইংরাজদিগের মনে হইল যে, এই চক্রব্যূহ যদি আম্রবন বেষ্টন করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করে, তবেই সর্ব্বনাশ!‡ ক্লাইবের গোরাপল্টন চারি দলে বিভক্ত হইয়া মেজর

---

* Not only has a complete poem like this a merit of its own superior to that of a mere compilation of fugitive pieces, but as it is also the history of Bengal of the period in verse, the introduction of such a book into our schools will be doubly beneficial to the students, and an encouragement to real talent and literature of Bengal.—Preface.

† মুতক্ষরীণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে (শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্কলিত ইতিহাসে) লিখিত আছে যে, পলাশির যুদ্ধ ১৭ই জুন সংঘটিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ইহা সম্পূর্ণ অমূলক, অথবা লিপিকরপ্রমাদের নিদর্শনমাত্র।

‡ At daybreak of the 23rd, the Nabob's army was perceived marching out of their lines towards the grove, which we were in possession of; their intention seemed to be to surround us,—Ive's Journal.

কিল প্যাট্রিক, মেজর গ্রাণ্ট, মেজর কুট, এবং কাপ্তান গপের অধীনে অস্ত্রধারণ করিল ;— মধ্যস্থলে 'গোরা লোগ', বামে দক্ষিণে 'কালা আদ্‌মীরা' ছয়টি কামান সম্মুখে করিয়া সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইল। মীরমদনের সিপাহী-সেনা সম্মুখস্থ সরোবর-তীরে সমবেত হইয়াছিল ; এক পার্শ্বে ফরাসীবীর সিনফ্রে, এক পার্শ্বে বাঙ্গালীবীর মোহনলাল, মধ্যস্থলে বাঙ্গালী সেনাপতি মীরমদন সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিলেন।

সিরাজ-বাহিনীর আস্তরণাবৃত রণহস্তী, সুশিক্ষিত অশ্বসেনা এবং সুগঠিত আগ্নেয়াস্ত্র যখন ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ইংরাজেরা ভাবিলেন—সিরাজব্যূহ দুর্ভেদ্য !*

বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে মীরমদন সরোবরতীরে কামানে অগ্নিসংযোগ করিলেন ;— প্রথম গোলাতেই ইংরাজপক্ষে একজন হত এবং একজন আহত হইল। তাহার পর মুহুর্মুহু কামান চলিতে লাগিল ; মুহুর্মুহু ইংরাজসেনা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। এই ভাবে আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চলিয়াছিল ;—এই আধ ঘণ্টায় ১০ জন গোরা এবং ২০ জন কালা সিপাহী মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় করিল † ইংরাজের কামান নীরব ছিল না ; তাহার প্রচণ্ড পীড়নে নবাবসেনাও ধরাশায়ী হইতেছিল ; কিন্তু তাহাতে নবাবের গোলন্দাজদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, তাহারা অক্ষত দেহে বিপুল বিক্রমে ইংরাজ সেনাদলের মধ্যে মিনিটে মিনিটে গোলা প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টাতেই ক্লাইবের সমরসাধ মিটিল ;—আধ ঘণ্টাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে প্রতি মিনিটে একটি করিয়া হত ও কতকগুলি আহত হইতে থাকিলে, তাঁহার তিন সহস্র সিপাহী অধিকক্ষণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিবার অবসর পাইবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ক্লাইবকে সসৈন্যে হটিতে হইল।‡ ইংরাজসেনার দুইটি কামান বাহিরে থাকিল, আর চারিটি কামান লইয়া তাহারা আম্রবনের মধ্যে লুকাইয়া গেল ; ক্লাইবের আদেশে সকলেই বৃক্ষান্তরালে বসিয়া পড়িল। নবাবের তোপমঞ্চগুলি ৪ হাত উচ্চ ; সুতরাং মীরমদনের গোলা ইংরাজ-সেনার মাথার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল, কচিত বা বৃক্ষশাখায় প্রতিহত হইতে লাগিল।

বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া থাকিয়াও ক্লাইবের আশঙ্কা দূর হইল না। নবাব সেনার ব্যূহ রচনায় এবং সমরকৌশলে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল ; তিনি উমাচরণকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি। তোমাদের সঙ্গে কথা ছিল যে, একটা যৎসামান্য যুদ্ধাভিনয় হইলেই মনস্কাম

---

* What with the number of elephants, all covered with scarlet cloth embroidery, their horse, with their drawn swords glistening in the sun, their heavy cannon, drawn by vast trains of oxen, and their standards flying,—they made a grand and formidable appearance.—Scrafton,

† Orme, vol. ii, 175.

‡ We soon found such a shower of balls pouring upon us from their fifty pieces of cannon * * * that we retired under cover of the bank,—Scrafton's Reflections.

পূর্ণ হইবে; সিরাজসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবল প্রদর্শন করিবে না। এখন যে তাহার সকল কথাই বিপরীত হইতেছে?"* উমাচরণ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, "যাহারা যুদ্ধ করিতেছে তাহারা মীরমদন এবং মোহনলালের সেনাদল; তাহারাই কেবল প্রভুভক্ত। তাহাদিগকে কায়ক্লেশে পরাজয় করিতে পারিলেই হয়, অন্যান্য সেনানায়কগণ কেহই অস্ত্র চালনা করিবেন না।"†

মীর মদন ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিপুল বিক্রমে গোলা চালান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মীরজাফরের চক্রব্যূহ যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিত, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না! ‡ কিন্তু মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায় দুর্ল্লভ যেখানে সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন সেই খানেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রণকৌতুক দর্শন করিতে লাগিলেন।§ বেলা ১১ টার সময়ে গলদঘর্ম্ম কলেবরে ক্লাইব সমরসভার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন, স্থির হইল যে,—সমুদয় দিন আম্রবনে লুকাইয়া কোন রূপে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ¶ মহাবীর পালাশীবিজেতা যে এইরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়াই সমরজয় করেন সে কথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।‖

ধূমপুঞ্জে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার আষাঢ়ের নবমেঘে মধ্যাহ্নেই পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিল, মীরমদনের অনেক বারুদ ভিজিয়া গেল, তাহার কামানগুলি কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি পুনরায় বিপুলবিক্রমে শত্রুদলনের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় ইংরাজের একটী গোলা আসিয়া তাহার উরুস্থল ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

---

* "সাবেদজঙ্গনে (ক্লাইব) আমিনচাঁদসে বাদগুমান্ হো কর্ গোসা ফরমায়া, আওর কহা কে এসাহি ওয়াদা থা কে থাকিফ্ লড়াইমে বদয়ায় দিলি হাসিল্ হো যায় গা, আওর শাহী ফৌজভি সিরাজুদ্দৌলাসে মনহেরেক্ হেয়; ওয়া সব্ তেরি বাতেঁ বরখেলাফ্ পায়ি জাতি হেঁয়।"—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

† Stewart's History of Bengal,

‡ As soon as their rear was out of the camp, failing in their plan to surround us, they halted.—Ive's Journal.

§ মীর মহম্মদ জাফর খাঁ ওগয়রহ, যো বায়েন্ ইস্ কোশুথুন্ কে হুয়ে থে, জিস্ তরফুকে মোক্রর থে, ওঁহা খড়ে তামাসা দেখ্ রহে থে।— মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

¶ At 11 o'clock Colonel Clive consulted his officers at the drum-head; and it was resolved to maintain the cannonade during the day but at midnight to attack the Nabob's camp.—Orme, vol. ii. 175.

‖ The battle being attended with so little bloodshed, arose from two causes; first,—the army was sheltered by so high a bank that the heavy artillary of the enemy could not possibly make them much mischief. The other was,—that Suraja Dowla had not confidence in his army, nor his army any confidence in him, and therefore, they did not do their duty.—Clive's Evidence.

বাঙ্গালী সেনাপতি সম্মুখসমরে বীরের ন্যায় পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া দৈববিড়ম্বনায় সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মোহন লাল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, মীর মদনকে সকলে ধরাধরি করিয়া সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে উপনীত করিলেন। তিনি বেশী কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না, কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, শত্রুসেনা আম্রবনে পলায়ন করিয়াছে তথাপি নবাবের প্রধান সেনাপতিগণ কেহই যুদ্ধ করিতেছে না, সসৈন্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।* মীরমদনের বীরবাহু অবসন্ন হইয়া পড়িল,—সিরাজদ্দৌলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! একমাত্র মীরমদনের ভরসা পাইয়াই সিরাজদ্দৌলা শত্রুদলের কুটিল কৌশলে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই; তাহার আকস্মিক মৃত্যুতে সিরাজের বল ভরসা অকস্মাৎ তিরোহিত হইয়া গেল।

সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া আর একবার মীরজাফরকে উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক কালহরণ করিয়া, অবশেষে ধীরে প্রিয়পুত্র মীরণ এবং পাত্রমিত্রদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া সতর্কপদবিক্ষেপে সিরাজের পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। † মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন যে সিরাজদ্দৌলা হয় ত তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবেন, কিন্তু পটমণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজ তাঁহার সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া দিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তুমি ভিন্ন এই রাজমুকুট রক্ষণ করে এমন আর কেহ নাই, মাতামহ জীবিত নাই তুমিই এখন তাঁহার স্থান পূর্ণ কর। মীরজাফর! আলিবর্দ্দির পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আমার মানসম্ভ্রম এবং জীবনরক্ষার সহায়তা কর।" মীরজাফর সসম্ভ্রমে যথারীতি রাজমুকুটকে কুর্ণিশ করিয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া বিশ্বস্তভাবে বলিতে লাগিলেন, "অবশ্যই শত্রুজয় করিব, কিন্তু আজ দিবা অবসান হইয়াছে, সিপাহীরা প্রভাত হইতে রণশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আজ সেনাদল শিবিরে প্রত্যাগমন করুক,—প্রভাতে আবার যুদ্ধ করিলেই হইবে।" সিরাজ বলিলেন নিশারণে ইংরাজসেনা শিবির আক্রমন করিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে? মীরজাফর সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন আমরা রহিয়াছি কেন? ‡ সিরাজের মতিভ্রম হইল, তিনি মীরজাফরের মৌখিক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া সেনাদলকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদেশ করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ মোহনলাল তখন বিপুল বিক্রমে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তিনি সসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন যে "আর দুই চারি দণ্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইবে, এখন কি শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার সময়? পদমাত্র

---

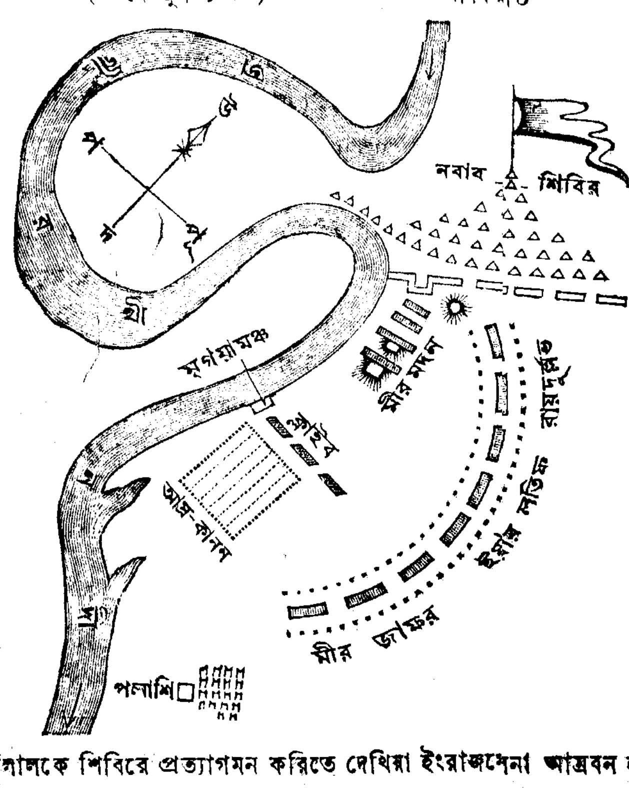
* He was immediately carried to the Nawab; and having uttered a few words, expressive of his own loyalty, and the want of it in others, died in his presence.—Stewart.

† মুতক্ষরীণ।

‡ Stewart's History of Bengal.

পশ্চাৎগামী হইলে সিপাহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া সর্ব্বনাশ সংঘটন করিবে,—ফিরিব না, যুদ্ধ করিব।"* এ সংবাদে মীরজাফর শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি বিবিধ বিধানে সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টি করিয়া পুনরায় সংবাদ পাঠাইলেন যে, "ক্ষান্ত হও, শিবিরে প্রত্যাগমন কর।" রোষে ক্ষোভে মোহনলালের নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু তিনি আর কি করিবেন? তিনি একজন পঞ্চ হাজারী মনসবদার মাত্র, সমরক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না! যথা সম্ভব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মীরজাফরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লাইবকে লিখিয়া পাঠাইলেন :—"মীরমদন গতাসু হইয়াছেন, আর লুকাইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন; ইচ্ছা হয় এখনই অথবা রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়ে শিবির আক্রমণ করিবেন, তাহা হইলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"†

পলাশির যুদ্ধক্ষেত্র।‡
(২৩শে জুন ১৭৫৭)




মোহনলালকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া ইংরাজসেনা আম্রবন হইতে বাহির

* মুতক্ষরীণ।
† Orme, vol. ii. 175.
‡ এ চিত্রটি ভুলক্রমে গত সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছিল।

হইতে লাগিল। ক্লাইব এই সময়ে মৃগয়ামঞ্চের কক্ষমধ্যে বেশপরিবর্ত্তন করিতেছিলেন ; কেহ কেহ বলেন যে, তিনি সে সময়ে নিরাপদে নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন ; মেজর কিলপ্যাট্রিক আম্রবনে সেনাচালনা করিতেছিলেন ! * ইংরাজসেনা পুনরায় উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে, এই সংবাদে ক্লাইব দ্রুতপদে সেনাদলে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়াই কিলপ্যাট্রিক এরূপ অসমসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া সেই অপরাধে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন ! † পরে আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বয়ং সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিয়া মেজর সাহেবের দৃষ্টান্তানুসরণ করতঃ ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে অনেকেই পলায়ন করিতে লাগিল, কিন্তু ফরাসীবীর সিনফ্রেঁ এবং বাঙ্গালীবীর মোহনলাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ;—তাঁহাদের সেনাদল হটিল না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,—তাহারা অকুতোভয়ে অমিতবিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল !

এদিকে কতকগুলি সিপাহীসেনাকে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে দেখিয়া সুচতুর রায় দুর্লভ সিরাজদ্দৌলাকেও পলায়ন করিবার জন্য উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। সিরাজ সহসা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন যে, যখন দিবাঅবসান-তখন সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন যে বিপুল সেনাপ্রবাহের মধ্যে অল্প লোকেই তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতেছে ; এরূপ অবস্থায় পলাশিতে পরাজিত না হইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য মুরশিদাবাদে গমন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।‡ রাজবল্লভও সেই মত পোষণ করিলেন ; সুতরাং সিরাজদ্দৌলা আর ইতস্ততঃ না করিয়া দুই সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যহারে গজারোহণে যুদ্ধভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন ! §

মীরজাফর সময় পাইয়া ইংরাজদলে যোগদান করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু শত্রুমিত্র চিনিতে না পারিয়া তাঁহার উপরও গোলাবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিলেন না।¶ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে মোহনলাল এবং সিনফ্রেঁ বিশ্বাসঘাতক নবাবসেনানায়কদিগের উপর বিরক্ত হইয়া সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ

---

* Some say he was asleep ; which is not improbable, considering how little rest he had for so many hours before ; but this is no imputation either against his courage or conduct.—Orme, vol. ii. 176.

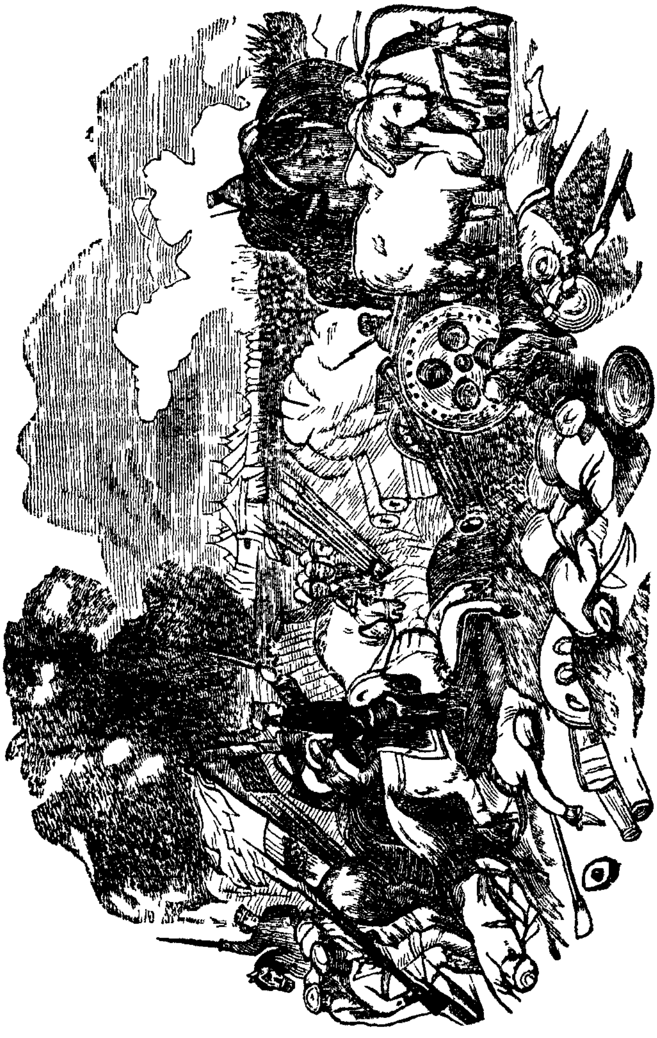
† Ibid.

‡ সিরাজদ্দৌলানে সব্ লস্করকা ইয়া হাল দেখা, নেয়ায়েৎ খৌফ্‌মন্ হো থহুস্ তালা আহুসে, কেঁওকে বহুৎ কম্‌লোগোঁকে আপ্‌না দোস্ত জান্‌তা থা,***কৈ ঘড়িভড় রোজ বাকী রহাথা কে থোদভি ভাগ্ নিক্‌লা।—মুতক্ষরীণ ( অনুবাদ ) ।

§ অর্শ্মি সিরাজদ্দৌলাকে 'উষ্ট্রারোহণ' করাইয়াছেন ; মেকলে তাহার উপর রং চড়াইয়া 'দ্রুতগামী' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। স্ক্রাফটন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে "সিরাজ গজারোহণেই পলায়ন করিয়াছিলেন।"

¶ Orme, vol. ii. 176.

করিতে বাধ্য হইলেন। তখন নবাবের পরিত্যক্ত জনশূন্য পটমণ্ডপের দিকে ইংরাজসেনা মহাদম্ভে অগ্রসর হইয়া পলাশি যুদ্ধের শেষ চিত্রপট উদ্ঘাটন করিল



পরিণাম ফল বড়ই উজ্জ্বল বলিয়া পলাশির যুদ্ধ এখন বৃটীশবাহিনীর মহাযুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত *হইয়াছে।— যে সেনাদল পলাশিসমরে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদের পতাকা-শীর্ষে এখনও পলাশির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।† যুদ্ধভূমি ভাগীরথীগর্ভে বিলীন হইয়াছে

* The Great battles of the British Army নামক পুস্তকে যে পুরাতন চিত্রপট আছে তাহাই প্রদত্ত হইল। এই চিত্রপট অবশ্যই কাল্পনিক।

Praise was more particularly given to the 39th Regiment which

লক্ষবাগের শেষ আম্রবৃক্ষটিও সমূলে উৎখাত হইয়া বিলাতে চালান হইয়া গিয়াছে ;‡ মহেশপুরের কুঠির সাহেবেরা নাকি সেই আম্রকাষ্ঠে একটি সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া মহারাণী ভারতেশ্বরীকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন। এখন কেবল স্থাননির্দ্দেশের জন্য একটি আধুনিক জয়স্তম্ভে লিখিত আছে :—

PLASSEY

ERECTED BY THE BENGAL GOVERNMENT, 1883.

এই স্বল্পাক্ষর ফলকলিপি ভিন্ন আরও একটি নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে ; তাহা একজন প্রভুভক্ত মুসলমান জমাদারের সমাধিস্তুপ। মুসলমান বীর সম্মুখসংগ্রামে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষার জন্য প্রাণপণে অস্ত্রচালনা করিয়া অবশেষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে বাঙ্গালী কৃষাণ কৃষাণীরা তাহার উপর ভক্তিভরে ফুল ফল তণ্ডুলকণা "সিন্নি" প্রদান করিয়া এখনও সেই পুরাকাহিনী সঞ্জীবিত রাখিয়াছে !

---

# দগ্ধ কচু।

## বিংশতি পরিচ্ছেদ।

গাড়িতে বসিয়া গালে হাত দিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম "ভগবান! এ Narrow Escapeই বটে। কোথায় মনে করিয়াছিলাম শ্বশুর বাড়িতে আসিয়া শালিশালাজদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিব, কোথায় এ অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব অননুভবনীয় ঘটনা। এই বয়সে অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, অনেক পাঠ করিলাম। কিন্তু এমন adventure কার ভাগ্যে ঘটিয়াছে ?

আবার সুরেশ সমাজপতির বাটিতে যাইতেছি ভাবিয়া খুব আহ্লাদ হইল। আহা, আমার সেই ব্যারামের সময়ে ভায়ারা ও সাক্ষাৎ দেবী তুল্যা মাতৃ ঠাকুরাণী (তা, না হইবে কেন? কেমন পিতার কন্যা!) আমাকে কতই না যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঋণ ইহ জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না! আমাকে ও স্বদলবলে রাঙ্গাদিদিকে পাইয়া তাঁহারা কতই না আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন। আর প্রকাশ ভায়ার বাটিতে ও কাশিয়াবাগানের বাটিতে নিমন্ত্রণ হইবেই হইবে। আর যদি সুবিধা করে উঠ্‌তে পারি তা হ'লে চুঁচুড়ায় গিয়া মা হিরণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। হাঁ—সেই কাশিয়াবাগানের বাটিতে সেই নিমন্ত্রণ তাহা ইহ জন্মে ভুলিবার নহে! Indeed, that dinner marks an epoch in the history of my life"—

---

still bears on its banners the name of "Plassy" and tbe motto, *Primus in Indis*—Great battles of the British Army, p. 169.

‡ H, Beveridge, C. S.

গাড়িতে উঠিয়া এই সব সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলাম। কাহারও মুখে কথাটি নাই! সকলেরই মুখ ম্লান, শুষ্ক,—শরীর ভয়ে কণ্টকিত।

এইরূপে যখন আধঘণ্টা অতিবাহিত হইল, আর গাড়ি আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত রাস্তা, কত ষ্ট্রীট পার হইয়াছে, তখন আমাদের মৃতপ্রায় সাহস পুনর্জীবিত হইল। তখন আমি মুখ ফুটিয়া বলিলাম "কি বাঁচনটাই বাঁচা গেচে"!

প্রভা ঠাকুরঝি মৃদুস্বরে বলিল "মেঘনাদ বাবু, তোমাদ্দেরি শাপে শাপে আমাদ্দের এই শাস্তি হ'ল। কেসুব আর দগ্ধকচুর এই পরিণাম"!

পণ্ডিত মহাশয় ( পণ্ডিত মহাশয় ভাগ্যবিপাকে আমার গাড়িতেই ছিলেন ) সহাস্যে বলিলেন "যাহোক ঠাকুরজামাই, দস্যুদের খুব বস্তাপ্রদর্শন করা গিয়েছে।

তুমি একবার উচ্চকণ্ঠে গাও—

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিত বহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে।
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগত পাপম
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।
ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপিকরালং
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশহরে"।—

সহসা গাড়িগুলি খাড়া হইল। কোচবাক্স হইতে হরনাথ দাদা বলিতে লাগিলেন "হাঁ—এই 1317 Brindaban Basu's lane সাহিত্য প্রেসই বটে"।

আমরা সকলে গাড়ি হইতে নামিলাম। হরনাথ দাদা পথপ্রদর্শক হইয়া বলিতে লাগিলেন "ইদিক্ দিয়ে এস, ইদিক্ দিয়ে এস—দোযাবি চাকর বল্‌চে কর্ত্তাগিন্নিরা এই খিড়্‌কির দোয়ার দিয়ে উপরে গিয়েছেন- তা বেশ হয়েচে। সদর দোওরের দিকে সাহিত্য প্রেসের কর্ম্মচারীরা থাকে—উদিক দিয়ে যাওয়া হযনি ভালই হযেচে। ধীরে ধীরে—কি ঘোর অন্ধকার—দেখ, মেঘনাদ ভাযা, সাবধান, প'ড়ে যেও না। রাঙ্গাদিদি, তুমি আমার হাত ধর! তোমরা অমন পাগলের মত তাকাচ্চ কেন?—ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গিয়েচে বুঝি?—তা, এত কাণ্ডকারখানার পর মাথা ঠিক থাক্‌বেই বা কেমন ক'রে!—আর দেখ মেজবৌ, তুমি এদ্দের বাড়িতে এসে অমন ক'রে চাণক্যশ্লোকগুলো আর গীতগোবিন্দ আওড়ো না—এরা মনে কোরবে এমন বেহায়া স্ত্রীলোক জগতে নেই—একেতো সুরেশসমাজপতির অমনিতেই [illegible] আছে যে ডায়মনকাটা মলের গল্পটা সত্যিই বুঝি!—হাঁ এই সিঁড়ি—ঘোর অন্ধকার [illegible]ধানে পা ফেলো—ওপরে ঐ শোন কর্ত্তা বাতের বেদনায় কাতরাচ্চেন—তোমরা ওপরে [illegible] কর্ত্তার কাছে বিশ্রাম কর—আমি বাহিরে সুরেশভায়ার কাছে গিয়ে [illegible]

তামাক খাই—আর এই রক্তেমাথা জামাটি ছাড়ি, আর এই Henri martiniটা তুলে রাখি—আর শালাবাবুদেরও Emerald Theatre থেকে ডাকিয়ে পাঠাই—ওঃপিট চচ্চড় কর্‌চে, গায়ে কি বেদনা—আমি আধঘণ্টা বাদে আবার আস্‌ব—একেই বলে Narrow Escape"

এই বলিয়া হরনাথ দাদা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমি রাঙ্গাদিদি প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম।

## একবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়ে কর্ত্তার সবিষাদ কাৎরাণি শুনিয়া মনে করিতে লাগিলাম "এই পীড়িত অবস্থায় বুড়ার কপালে এত কষ্টভোগও ছিল। কোথায় নিজগৃহে, সুখে পালঙ্কে শুইয়া আরাম করিতেছিলেন, কোথায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই তিন ক্রোশ গাড়িতে হড়্ হড়্ করিয়া কলিকাতায় পরের বাসায় আগমন। বাতের ব্যারাম আর চাগাবে না।—কিন্তু বলিহারি বাহাদুরী হরনাথ দাদার—সব্বাইকে উদ্ধার ক'রে এনেচেন—কারুর মাথার চুলগাছি পর্য্যন্ত খসেনি। আর ডাকাতগুলো যদি আমাদের মধ্যে কাউকেও হত্যা কর্‌তো তা হ'লে কি ভয়ানকই হোতো। ওঃ মনে কর্‌লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! কি Narrow Escape! কি Narrow Escape"!

স্বদলবলে রাঙ্গাদিদির সহিত যখন আমি উপরে উঠিলাম তখন দেখিলাম ঘরের একটি দূর কোণে মিট মিট করিয়া পিল্‌সুজে আলো জ্বলিতেছে। একটি পালঙ্কে শুইয়া কর্ত্তা কাৎরাইতেছেন—আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত—ও আমার অর্দ্ধাঙ্গী পায় তলায় চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

যাইবামাত্র প্রভাঠাকুরঝি চীৎকার স্বরে আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কণ্ঠধারণ করিয়া বলিয়া উঠিল "ওমা, আর দেখা হবে তা ভাবিনি"।

আমার প্রথম শালি সক্রন্দনে বলিলেন "বাবার কষ্ট দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়"।

পণ্ডিত মহাশয় শাশুড়ির কাণের কাছে বলিলেন "মাগো কি রক্ষাটাই পাওয়া গেছে! একেই বলে ভবিতব্যতা"!

আমার প্রথম শালাজ অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন "হাঁ ঠাক্‌রোণ—দিন যায় না ক্ষেণ যায়"!

আমি কর্ত্তাকে বলিলাম "কি Narrow Escapeটাই হয়েছে। যদি হরনাথ দাদা না থাকতেন"—

আমার কথা শুনিয়া সচকিতে কর্ত্তা উঠিয়া বসিলেন ও বিহ্বলনেত্রে আমাদের দিকে তাকাইতে লাগিলেন! আমি মনে মনে বলিলাম "এঁর তো দেখ্‌চি half distracted state আহা! সমস্তরাত্রিজাগরণ—এই ঘোর দুশ্চিন্তা—এই গাড়ির হড়্‌হড়ানি! একেবারে যে হতজ্ঞান হন নাই—এই আশ্চর্য্য"!

আমার শ্বশুর মহাশয় আমার শ্বশ্রঠাকুরাণীর দিকে একবার তাকাইয়া আর একবার তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যার দিকে তাকাইয়া আমাকে সস্নেহে বলিলেন "কেন বাবাজি ?—কে তোমাদের খবর দিলে যে আমার হটাৎ শক্ত ব্যারাম হয়েচে। হাঁ, আজ বাতটা কিছু বৃদ্ধি হয়েচে বটে। তা, সে বেশী কিছু নয়—ঐ Mill factoryর সাহেবটা সমস্ত রাত্তির বন্দুকের আওয়াজ করেচে—ছুঁচো ভারি পাজি, রাত্রেও পাখী মারে—কোন দিন একটা মানুষ খুন্ না ক'রে বসে!—তা তোমরা এত ভোর রাত্রে সকলে মিলে আমাকে দেখ্‌তে এসেচ; কাজটা ভাল হয় নাই। কে তোমাদের খবর দিলে যে আমার ভারি অসুখ? ওই বুড়ো ঝিটে বুঝি?—মাগি ভারি হাউড়ে"

আমি কর্ত্তার কথাগুলা শুনিয়া অবাক্ হতবুদ্ধি হইলাম। ভাবিলাম "কর্ত্তা পাগল হইয়াছেন কি আমরাই পাগল হইয়াছি" আর চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম!

কিন্তু তখন স্ত্রীলোকগুলি অর্দ্ধক্রন্দনে অর্দ্ধহাস্যে অত্যন্ত গোল বাধাইয়া দিয়াছে! আমার বড় শালাজ অনঙ্গদেবীকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিতেছিলেন "ছোট্ ঠাকুরঝি তোকে যদি না দেখ্‌তে পেতাম্—তা হ'লে কি এ প্রাণ রাখ্‌তাম্। সমস্ত রাত্তির তোর জন্যে প্রাণ ধড়্‌ফড়্ কোরেচে।" অনঙ্গ দেবী স্নেহকারিণীর ক্রোড় হইতে নামিয়া—"মরণ আর কি বৌদিদি—তোরা পাগল হয়েচিস্—সকলের সম্মুখে এমন ক'রে কোলে তুল্‌তে লজ্জা করে না!" এই কথাগুলি অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে সকঙ্কণ মুষ্ট্যাঘাত করিল।

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে আমার শ্বশ্রঠাকুরাণীকে বলিতেছিলেন "সার্থক জামাই করেছিলে বাছা!—হরনাথ যদি না থাকৃত তা হ'লে কি কারুর প্রাণ রক্ষে হ'ত!"

প্রথম শালি বলিতেছিলেন "ধন্যি বন্দুক্ ধর্‌তে শিখেছিল!"

চতুর্থী শালি বলিতেছিলেন "হরনাথ বাবু বীর ব'লে বীর!—একা পাঁচটে ডাকাতকে খুন্ করলে। সাবাস্ যা হোক্—"

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে প্রভা ঠাকুরঝির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া জনান্তিকে বলিতেছিলেন—

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে"

তৃতীয়া শালি কর্ত্তাকে বলিল "বাবা—দাদাদের বিডন্ ষ্ট্রীট্ থেকে ডেকে পাঠাও। এত ক্ষণ বোধ করি থিয়েটর্ ভেঙে গিয়েচে—"

দ্বিতীয়া শালি বলিল "দূর বোকা—একি তোর পাঁড়া গাঁ—যে বাবা লোক পাঠাবেন আর অমনি সে লোক দাদাদের ধরে নিয়ে আস্‌বে। এ যে কল্‌কাতা সহর!—এখানে কে কার খবর রাখে?"

প্রথম শালি বলিলেন "বাবা—ভোর হয়ে এসেছে—এখন্ কি আর ডাকাতেরা

আছে?—যদি ফিরে এসে লুটপাট্ ক'রে থাকে তবে এতক্ষণ যা নেবার নিয়ে চলে গিয়ে থাকবে—চল বাড়ি ফিরে যাই।"

পণ্ডিত মহাশয় জনান্তিকে বলিলেন "না ঠাকুরঝি, তা কখন কি হয়? সুরেশ বাবুরা কি মনে কর্‌বেন?"

প্রভাঠাকুরঝি বলিল "এই তিন ক্রোশ কল্‌কাতায় আস্‌তে গাড়ির হড়্‌হড়ানিতে আমোদেরি পিঠ চচ্চড় কর্‌চে। বাবাতো বুড়োমানুষ; বাতে অস্থির হয়েচেন; আজ কি উনি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন"?

তখন কর্ত্তা "হো হো হো—হা হা হা" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন আর আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "মেঘনাদ—practical joke, practical joke, এসব হরনাথের দুষ্টামি—হো হো হো—হা হা হা কল্‌কাতা কোথায়?—আমরা তো নিজের গ্রামেই বাড়িতে ব'সে আছি—হো হো হো হা হা হা—দম্ আটকে প্রাণ বেরোলো দেখ্‌চি—আমার এ জামাইটি অদ্বিতীয় joker!—পাছে ধরা পড়ে তাই সদর ফটক দিয়ে তোমাদের না এনে এই মহলের পেছন দিকের দোর দিয়ে এনেচে বুঝি?—হো হো হো, তাই তোমরা এ অন্ধকারে টের পাওনি!—হাঃ! হাঃ! হাঃ"—

আমি তখন চারিদিকে তাকাইয়া দেখি—সেই বাড়ি, সেই কর্ত্তার গৃহ, সেই টেবলের উপর সেই বৃহৎ আরসী, সেই দেয়ালের গায়ে দুইটি বড় বড় শৃঙ্গ সুশোভিত হরিণের মুখ কোথায় বা ডাকাতি, কোথায় বা কলিকাতা, কোথায় বা সুরেশ সমাজপতির বাড়ি! এমনও বে—ওকুফ্ কেউ বনে গা!

হতবুদ্ধি রাঙ্গাদিদি "আঃ কপাল!—এমন নাকাল"! বলিয়া গালে হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

আমার শালিদের মধ্যে দুই তিনজন সক্রোধে বলিল "কোথায় সে চোর? তার নাক কেটে নেব—ওমা শ্বশুর বাড়িতে এসে এমন দৌরাত্ম্য! এমন ধাষ্টমো! এমন বদমায়েসি"!

কিন্তু কর্ত্তা হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ করিয়া ক্রমাগত হাসিতে লাগিলেন। সে হাসি কিছুতেই থামে না! আমার শাশুড়িঠাকুরাণী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

অনঙ্গদেবী হাসিতে হাসিতে, "ও বৌ—ভাল ক'রে নীচে গিয়ে হাসি" এই কথাগুলি অর্দ্ধোচ্চস্বরে বলিয়া, সেস্থান ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল।

পণ্ডিতমহাশয় আমার কাণে চুপি চুপি বলিলেন "ঠাকুরজামাই, আমি সে শঠশিরোমণিকে তো আগেই বলেছিলাম—

> ত্বমসি শঠবিকটঃ
> ত্বমসি অতি কপটঃ
> ত্বমসি মম ভবজলধিনক্রঃ"—

আমিই কেবল হাসিলাম না। আমার ইচ্ছা হইল আমি নিজের গালে নিজেই আচ্ছা করিয়া চপেটাঘাত করি।

## দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

তখন রাঙ্গাদিদিও হাসিতে আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন "আমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েচে। পরকে কচু খাওয়াতে গেলে নিজেই কচু খেতে হয়। এ কচু খাওয়া চিরকাল মনে থাক্‌বে"।

প্রভাঠাকুরঝি সহাস্যে বলিলেন "এ কচু ব'লে কচু!—এ দগ্ধ কচুর চেয়ে অধম কচু"! আমার কবিতা-প্রিয় শালিটি বলিল "এ যে সত্যিসত্যিই হোলো—

"ঝোলে কচু, টকে কচু, কচু মূলোর স্বক্ত,
কচুর ঘণ্ট, বিউলির ডাল, তাও কচু যুক্ত"!

রাঙ্গাদিদি বলিলেন "এখন চল, সকলে ও মহলে যাওয়া যাক—দেখা যাক, এ ঘর পোড়া হনুমান ঘরে আগুন কেমন করে দিয়েছিল। ওমা—আমরা জানেলা দিয়ে দেখ্‌লাম চারদিকে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলচে!—কে জান'ত এ সত্যিকার আগুন নয়"!

বুড়ো ঝি দুঃখিত স্বরে বলিল "ওমা—আগুণে আমার এ সাদা মাথার চুল খানিকটে পুড়ে গিয়েচে। এ কোন্‌দিশি রঙ্গ গা"!

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে মৃদুস্বরে বলিলেন "দূর বুড়ি এ রত্নাবলীর ভোজবাজির আগুণ, এ সাগরিকার আগুন!"

আমার শ্বশ্রঠাকুরাণী সগর্ব্বে সহাস্যে রাঙ্গাদিদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "না ছোট খুড়ি—আমার জামাই ঘর পোড়া হনুমান কেন হ'তে যাবে!—ও অত বুদ্ধি রাখে; ও নিশ্চিত কোন্ দিন হাইকোর্টের জজ হবে। আহা প্রভার ভাগ্যে আমার জামাই বেঁচে থাক!"

আমার প্রথম শালি বলিলেন "অমন জিলিপির প্যাঁচ!—হ্যাঁ উনি আবার একটা প্রমদা বাঁড়ুয্যে, একদা গুরুদাস বাঁড়ুয্যে হবেন!—মা, তোমার জামাই পুলিসের দারোগা হবে"!

কর্ত্তা মহাহাস্যে হাসিয়া উঠিলেন। এই অচিন্তনীয় রঙ্গরহস্যময় বিপ্লবের সময়ে শ্বশুর শাশুড়ি বধূদিগের সমাজের কঠোর শাসন অনুমোদিত লজ্জাশীলতার ভাব কতকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আমার শালিদিগের মত আমার শালাজেরাও উচ্চহাস্য করিতেছিল।

কর্ত্তা সহাস্যে বলিলেন "বাহিরের আল্‌মারিতে আমার যে double barelled Henri Martini ছিল, বাবাজি দেখ্‌চি তাই নিয়ে সমস্ত রাত্রি মিথ্যে আওয়াজ করেছিলেন। কিন্তু তোমরা যে বল্‌চ অনেকগুলো ডাকাত ছিল। এ রহস্যটা আমি বুঝে উঠতে পারিনে"—

আমার তৃতীয়া শালিটি মুখ ঘুরাইয়া বলিল "বাবা, তুমি বোঝ না—হয়নাথ বাবু কি কম্—ও একা একশো"!

আমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলাম। কর্ত্তা সহাস্যে আবার বলিলেন "আর একটা কথা বুঝতে পাচ্চিনে—হরনাথ এ তিনখানা গাড়ি কোত্থেকে যোগাড় করলে ?—এ গাঁয়ের গাড়ির আড্ডায় ভাড়াটে গাড়ি আন্‌তে বা কাকে পাঠিয়েছিল ?—আর চৌবে দরোয়ানটা আর সাধু চাকরটাকে তোমরা কেন ডাক্‌লে না ?—কি বল্‌চ ? ওদ্দের সিদ্ধি খাইয়ে অজ্ঞান ক'রে রেখেছিল ?—হা, হা, হা—এ রহস্যের যে অন্ত নাই, সীমা নাই—ন ভূতম্ ন ভবিষ্যতি—আর তিনখানা গাড়ি হাঁকিয়ে সত্যিসত্যিই কি কল্‌কাতা প্রদক্ষিণ ক'রে এল ?—হা—হা—হা !"

নূতন ঝি বলিল "ও জামাইবাবুর কিছুই অসাধ্যি ক্রিয়ে নেই !—আমার বোধ হয় আমাদ্দের গাড়ি চড়িয়ে মথুরা বর্দ্ধমানে নিয়ে গিয়েছিলেন" !—আমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলাম।

কমল ঝি বলিল "তোমরা সকলে হাস্‌চো—আমার কিন্তু এ হাসিটে আদপে ভাল লাগচে না !—চোর জামাইবাবুর সঙ্গীরা আমার হাতের বালা কেড়ে নিয়েচে। ছোট জামাইবাবু, তুমি চোরের ওপোর বাটপাড়ি করো আমার বালা এনে দাও"।

রাঙ্গাদিদি সহাস্যে স্বদলবলে উঠিয়া বলিলেন "চল্ তাই হবে—এখন চল্ ও মহলে যাই—একেই বলে দিন দুপুরে ডাকাতি" !

তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তা কর্ত্রীকে সেই স্থানেই রাখিয়া আমি, রাঙ্গাদিদি, তাঁহার জয়াবিজয়াগণ, আর তিন দাসী—আমরা সকলে একত্রে—রাঙ্গাদিদির মহলের দিকে ছুটিলাম। ( ক্রমশঃ )

---

# এক না দুই ?

জগৎ এক না দুই। এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া দার্শনিকেরা বহুকাল হইতে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আছেন। কোন কালে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। কখন হইবে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মীমাংসার কোন উপায় হইবে, লেখকের সেরূপ অনুচিত স্পর্দ্ধা নাই ; তবে পাঁচ জন পণ্ডিতে যে পাঁচ রকম উত্তর দিয়া থাকেন তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে মাত্র।

প্রথমে প্রশ্নের অর্থ বুঝা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ পদার্থের সংখ্যা করিয়া উঠে মনুষ্যের মনের এরূপ শক্তি নাই। বস্তুতই যে সকল জ্ঞানগোচর বা অনুভবগোচর সামগ্রী জগতের উপাদান, তাহাদের সংখ্যার কোন উপায় নাই। সংখ্যা করিতে উপস্থিত হইলেই মনুষ্যকে দিশাহারা হইতে হয়। অথচ জগৎ লইয়া যখন কারবার তখন উহাদের সহিত একরকম পরিচয় না রাখিলেও চলে না। প্রত্যেকের সহিত পৃথক করিয়া পরিচয় যেখানে অসম্ভব

সেখানে বাধ্য হইয়া একটি শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা করিতে হয়। গোটাকতক লক্ষণ ধরিয়া সেই লক্ষণের হিসাবে সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে হয়। এই রূপে সংখ্যাতীত পদার্থ সংখ্যেয় শ্রেণীর মধ্যে নিবিষ্ট হয়। আবার পঞ্চাশটা শ্রেণীকে কোন একটা বিশেষ লক্ষণ ধরিয়া আর একটা বিস্তৃতের শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে হয়। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত গোটাকতক শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানগোচর পদার্থ সমুদয় স্থানলাভ করে। যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অবকাশ বা উপায় নাই, সে কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়াছে জানিলে তাহার অন্তরে একটা লক্ষণ জানা থাকিল। শ্রেণী কয়টার লক্ষণ মনে ধরিয়া রাখিতে পারিলে সমগ্র জগৎটারই একরকম পূর্ণ পরিচয় জানা থাকিল। এইরূপে মানসিক ব্যায়ামের লাঘব ঘটে; এবং দুরন্ত জীবনসমরে কোনরূপে মানসিক শ্রমের লাঘব ঘটিলেই তজ্জনিত আরাম ও আনন্দ স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই জন্য মনুষ্যের মন অসংখ্যকে সংখ্যেয়ের মধ্যে ফেলিবার জন্য, জাগতিক পদার্থ নিচয়কে জগতের উপাদানগুলিকে কয়েকটা পরিচিত শ্রেণীর মধ্যে আনিবার জন্য ব্যাকুল।

এই রূপে মানসিক শ্রম সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে গোটাকতক শ্রেণীর মধ্যে সমুদয় জাগতিক পদার্থকে পুরিবার চেষ্টা বহুকাল হইতে দেখা যাইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত গোটা-কতক শ্রেণীতে দাঁড়াইতে হইবে। সেই সংখ্যা যতই কম হয়, ততই সুবিধা। এখন প্রশ্ন এই, কোথায় গিয়া থামিবে, দশে না পাঁচে না দুইয়ে না একে ? কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে। সমস্ত জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; সেই দুইটার মধ্যে আর কোন সাধারণ লক্ষণ বর্ত্তমান নাই, সেই দুইটা পরস্পর হইতে এত তফাত, যে তাহাদিগকে আর একের ভিতর, এক শ্রেণীর ভিতর, এক পর্য্যায়ের ভিতর আনা চলে না। আবার কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে থামিবে কেন ? একটু অভিনিবেশ করিলে সেই দুইএর মধ্যে সাদৃশ্য সাম্য, বা সাধারণ লক্ষণের অস্তিত্ব বাহির করা যাইতে পারে। সুতরাং দুইকেও টানিয়া একের ভিতর ফেলিতে পারা যায়। অথবা তোমরা যাহাকে যাহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতিক পদার্থ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা প্রকৃতপক্ষে একই, উভয়ের মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। যা কিছু পার্থক্য, তাহা আকৃতিগত বা রূপগত। একই জিনিষ বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান।

এইরূপে দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বিষম কোলাহল করেন। কেহ বলেন দুই, কেহ বলেন এক। কোলাহল তীব্র ও গগনভেদী। কখনও ইহার নিবৃত্তি হইবে বোধ হয় না।

কথা হইতেছে জ্ঞানগোচর পদার্থ লইয়া, জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবয়ব উপাদান উপকরণ লইয়া। এখন জগতের উপাদান কি ? জগতের উপকরণ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র, জল বায়ু আকাশ, রূপ, রস শব্দ; ভাবনা ইচ্ছা চিন্তা ইত্যাদি। এ সকলেই জগতের উপাদান। সূর্য্য চন্দ্রাদিও যেমন জগতে বর্ত্তমান, রূপরসাদি বা হর্ষবিষাদাদিও তেমনি জগতে বর্ত্তমান। সকলেই আমাদের জ্ঞানের গোচর বা অনুভবগম্য। এ সকলকে লইয়াই এই বিশাল বিচিত্র জগৎ। একটি সুদূরস্থ তারকা, একটি ক্ষুদ্র বালুকণা, আইজাক নিউটন ও ক্ষুদ্র কীটাণু,

হাওয়ার্ডের মানবপ্রেম ও ক্লাইবের জুয়াচুরি, সকলই জগতের উপাদান ও উপকরণ, কাহাকেও ছাড়িতে পারি না।

প্রথম দৃষ্টিতেই এই সকল পদার্থের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আসিয়া পড়ে, যাহা ধরিয়া দুইটা বিস্তৃত শ্রেণীর মধ্যে সবগুলাকে ফেলা চলিতে পারে। চন্দ্রসূর্য্য ও ক্ষুদ্র বালুকণা অনেকাংশে একজাতীয় সামগ্রী; অনেক প্রভেদ থাকিলেও একটা সহজবোধ্য সাদৃশ্য লইয়া ইহারা জ্ঞানগোচর হয়। আর ক্লাইবের জুয়াচুরি ও হাওয়ার্ডের প্রেম যেন ইহাদের হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থ, উহারা যেন আর একটা স্বতন্ত্র জগতের উপাদান।

সুতরাং জগতের পানে চাহিবামাত্র প্রথম দৃষ্টিতেই দুই শ্রেণীর পদার্থ দেখা দেয়। এক শ্রেণীর পদার্থকে আমরা জড় পদার্থ ও অন্য শ্রেণীর পদার্থকে চিৎপদার্থ অভিধান দিই। জড় যেন চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, উভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই, কোন সাদৃশ্য নাই। জগৎ যেন দুইটা,—একটা জড়জগৎ, একটা চিৎ-জগৎ বা মনোজগৎ। উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ের মৌলিক পার্থক্য একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমেই দেখা যায়, জড়জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত জগৎ। অর্থাৎ চক্ষুকর্ণাদি কতিপয় শারীরিক যন্ত্রযোগে আমরা জড়জগতের সহিত কারবার চালাইয়া থাকি; এই সকল যন্ত্রগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় আখ্যা দিয়া থাকি, এবং আমরা জানি এই ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের জড়জগৎসম্বন্ধীয় সমুদয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া ঐ জ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করিয়া দাও; আর ঐ জগতের কোন সংবাদ তুমি পাইবে না। তোমার নিজের শরীরটাও ঠিক এই অর্থে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ, সুতরাং জড়জগতের অন্তর্বর্ত্তী; অথবা যে সকল যন্ত্রের যোগে বাহ্যজগতের জ্ঞান আমার নিকট পৌঁছে তাহারাও আমার শরীরের অথবা জড়জগতের অন্তর্গত। চন্দ্রসূর্য্যকে ও জলবায়ুকে যে হিসাবে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বলা যায়, ভাবনা, ইচ্ছা, চিন্তা, হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি সামগ্রীকে ঠিক সেই হিসাবে ইন্দ্রিয়গোচর বলা যায় না। চন্দ্রসূর্য্য ও জলবায়ু রূপরসাদিযুক্ত; আর আমার ভাবনা ইচ্ছা কি বিষাদাদি রূপরসাদিবর্জ্জিত; সুতরাং তাহারা জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত নহে!

এইখানেই একটা খট্‌কা আসিয়া উপস্থিত হয়; এমন পদার্থ কি থাকিতে পারে না যাহা রূপ রসাদি বর্জ্জিত অথচ তাহা জড়পদার্থের মধ্যে গণ্য? এইত আজকাল পণ্ডিতেরা আকাশ বা ঈথর নামক একটা জড়পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাও আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে, তাহা রূপ-রস-গন্ধাদি বর্জ্জিত; তবে কি সেই আকাশকে জড়পদার্থ না বলিয়া চিৎপদার্থের মধ্যে ফেলিব, না তাহার জন্য একটা না জড় না চিৎ একটা মাঝামাঝি তৃতীয় জগতের প্রতিষ্ঠা করিব।

ইহার উত্তর এই। এই ঈথর বা আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু ইহার বিবিধ শক্তি [illegible] তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ। যেমন স্থির বায়ু আমাদের সহজে স্পর্শগোচর

হয় না, কিন্তু চলন্ত বায়ু আমাদের স্পর্শবোধ জন্মায়, সেইরূপ স্থির আকাশই আমাদের অনুভবগম্য নহে, কিন্তু আকাশে যে নানাবিধ গতি উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদের অনেকেই আমাদের অনুভবগম্য। আকাশে যে সব ছোট ঢেউ উঠে, তাহা আমাদের দৃষ্টিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন ; সেই ঢেউগুলি আমরা দেখি না, কিন্তু ঢেউগুলির ধাক্কা চোখে না পড়িলেও আমরা অন্য জিনিব দেখিতে পাই না। প্রকৃতপক্ষে ঢেউগুলির ধাক্কা অনুভবের নামই দৃষ্টি ; তবে সেই ধাক্কাগুলির সাহায্যে আমরা দূরস্থ অপর পদার্থের অস্তিত্ব স্থির করিয়া লই, সে আমাদের একটা অনুমানের বা কল্পনার বা সৃষ্টিক্ষমতার বাহাদুরী। আবার সেই ঈথরের যখন টান পড়ে, তখন যে বিবিধ ক্রিয়া অনুভবগোচর ও ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাদিগকে তাড়িত ব্যাপার অভিধান দিই, আবার সেই ঈথরের যখন ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত জন্মে, তখন বিবিধ ক্রিয়া অনুভবে আইসে, তাহাদিগকে চৌম্বক ব্যাপার বলিয়া থাকি। সেই ঈথরে যখন বড় বড় ঢেউ চলিতে থাকে, উপযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা তাহাদিগকে ধরিতে পারি না বটে, কিন্তু সম্প্রতি কৌশলক্রমে সেই বড় বড় ঢেউগুলিকেই রূপান্তরিত করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে কিরূপে বলিব। ঈথর যদি ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, তবে বায়ু বা জল বা মাটি বা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর কিরূপে ? মাটি ও জল ও বায়ু ইহারা ত স্বয়ং আমাদের জ্ঞানগোচর নহে, আমরা উহাদের গতিই অনুভব করিয়া থাকি। বায়ু যখন বহিতে থাকে, তখন আমরা উহার ধাক্কা খাই, বায়ুর কণাগুলি যখন কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয় তখনই আমরা শব্দ শুনি ; বায়ুর, জলের বা মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলি যখন দুলিতে দুলিতে আমাদের চর্ম্মের উপর ধাক্কা দেয়, তখন আমরা উহাদের শীতোষ্ণতা বুঝিয়া থাকি, আবার এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলির কম্পন যখন ঈথরে সংক্রান্ত হইয়া দূর হইতে আসিয়া আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে ধাক্কা দেয়, তখন আমরা দূরে ঐ সকল কণিকার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লই। সময়ে সময়ে এমনও হয়, ঈথরের ঢেউগুলি আসিতে আসিতে ঘুরিয়া একমুখ হইতে অন্যমুখে চলিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমরা যেস্থানে উহাদের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি কল্পনা করি, সেখানে হয় ত উহাদের অস্তিত্বও নাই, অবস্থিতিও নাই। উদাহরণ—প্রতিবিম্ব ও মরীচিকা। কোন কোন জড়পদার্থ মুখ্যভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে ; উহাদের গতি, উহাদের প্রবাহ, স্রোত, কম্পন, আন্দোলন, ঘূর্ণন প্রভৃতিই মুখ্যতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর। তবে যে সেই সকল গতির, প্রবাহের, কম্পনের, ঘূর্ণীর সাহায্যে আমরা উহাদের স্থিতি ও অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করি, সে একটা আমাদের বাহাদুরী এই, অন্য কিছু নহে। সুতরাং ক্ষিত্যপ্তেজো মরুৎ যদি জড়পদার্থ হয়, আকাশ বা ঈথরও সেই অর্থে জড়পদার্থ। কোন জড়পদার্থই মুখ্যতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, সকলেই বিভিন্নরূপ গতিক্রিয়ার সাহায্যে আমাদের জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে।

সুতরাং জড়পদার্থ ছাড়িয়া আর একটা নূতন পদার্থ জগতে উপস্থিত হইল ; ইহার নাম

গতিপদার্থ। জড়পদার্থে ও গতিপদার্থে সম্বন্ধ কি ? যতদূর দেখা যায়, একেকে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। গতিহীন জড়পদার্থ আছে কি না আমরা জানি না, থাকিলেও তাহার সম্বন্ধে আলোচনা মস্তিষ্কের নিষ্ফল অপচয়মাত্র। সেরূপ জড়পদার্থ কোন কালে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে না বা জ্ঞানগোচর হইবে না। তাহা জ্ঞানের সীমার বাহিরে ; তাহার সম্বন্ধে আলোচনা বাতুলের প্রলাপ অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর।

সুতরাং গতি ছাড়িয়া জড় নাই ; এবং জড় ছাড়িয়াও গতি নাই। জড়কে আশ্রয় করিয়াই গতি। এবং আমাদের সম্বন্ধ মুখ্যতঃ গতিরই সহিত গৌণতঃ জড়ের সহিত। যদি একটা জড়জগৎ মানিতে হয়, তবে একটা গতিজগৎ মানিবে না কেন ?

যাই হউক, জড়ের সহিত গতির নিত্য সম্বন্ধ। এমন কি যাহা জড় তাহাই গতিহীন ; অথবা যাহা গতিহীন তাহাই জড়, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় ভুলের সম্ভাবনা নাই।

জড়ের সহিত গতির এই সম্বন্ধ আলোচনা করিতে গেলে জড়ের একটা লক্ষণ পাওয়া যায়। জড় কি ? না যাহা গতিশীল। গতি কি ? না স্থান পরিবর্ত্তন। অমুক দ্রব্য গতিশীল *অর্থাৎ কি না, উহা এইক্ষণে এখানে ছিল ; পরক্ষণে ওখানে গেল। এই এইক্ষণ ও* পরক্ষণ, এখানে ও ওখানে, ইহার মধ্যে দুইটা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ দেখা যায়। একটা পরিবর্ত্তনকে আমরা কালগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি। আর একটাকে দেশগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি। অর্থাৎ কালমধ্যে দেশগত যে পরিবর্ত্তন অনুভবগম্য হয়, তাহারই নাম গতি। আমরা জড়দ্রব্য অনুভব করি না ; আমরা উহার গতি অনুভব করিয়া থাকি। গতির অনুভব কি ? না একটা পরিবর্ত্তনের অনুভব। পরিবর্ত্তনটা কিরূপ ? ইহা বাক্য দ্বারা, ভাষা দ্বারা বুঝাইতে পারি না, তবে মনে মনে অনুভব করিয়া থাকি। আমিও অনুভব করি, তুমিও অনুভব কর। তবে এই পরিবর্ত্তনের একটা নাম দেওয়া যায়। সেই নামোল্লেখেই তুমি বুঝিতে পারিবে, পরিবর্ত্তনটা কিরূপ। একটা পরিবর্ত্তন দেশগত ; এখানে ছিল, ওখানে আসিয়াছে। আর একটা পরিবর্ত্তন কালগত ; এখানে ছিল তখন ; ওখানে আসিয়াছে এইক্ষণ। দুইটা পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। দেশের পরিবর্ত্তন কালের সহব্যাপী। একই ক্ষণে একই দ্রব্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিতি কল্পনায় আসে না। এখানে ছিল, ওখানে গেল ; উভয় ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। তাই কালক্রমে দেশগত পরিবর্ত্তন ; ইহাই গতি। এই গতি জড়পদার্থের প্রধান ধর্ম্ম বা প্রধান লক্ষণ ; কেননা গতি ছাড়িয়া জড় নাই, গতিহীন জড় জ্ঞানগম্য নহে। দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি জড়ের লক্ষণ। জড় দেশ ব্যাপিয়া আছে ও কাল ব্যাপিয়া আছে। এখানে আছে আবার হয়ত ওখানে আছে। এইক্ষণে আছে আবার পরক্ষণে থাকিবে। এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তিকে জড়ের লক্ষণ বলিয়া থাকে। আর এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তিগত যে পরিবর্ত্তন আমরা অনুভব করি, তাহাকেই আমরা গতি আখ্যা দিই।

সুতরাং আমাদের জ্ঞানগোচর জগতের একাংশ জড়জগৎ ও গতিজগৎ। কেহ

'জড়জগৎ ও গতিজগৎ' না বলিয়া হয় ত 'জড়জগৎ বা গতিজগৎ' বলিবেন। সে তর্কে এখন কাজ নাই। এই জগতের লক্ষণ দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি। কিন্তু জ্ঞানগোচর জগতের আর একটা বৃহৎ অংশ আছে, তাহা এই জগতের সামিল নহে। আমার চিন্তা, আমার বাসনা, আমার হর্ষ ও বিষাদ সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর, অস্তিত্ববান্ সামগ্রী। বরং চন্দ্রসূর্য্য, ক্ষিত্যপ্ তেজ ছাড়িয়া আমি দুই দণ্ড থাকিতে পারি, কিন্তু ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমার এক পা চলিবার সামর্থ্য নাই। ঘোর সুষুপ্তি কালে যখন চন্দ্রসূর্য্য ক্ষিত্যপ্ তেজ অজ্ঞানে লীন হইয়া যায়, তখনও হর্ষ বিষাদ আশা ভয় স্মৃতি ও বাসনার ছায়া আমার সম্মুখে নৃত্য করে। ইহারা অস্তিত্ববান্, কিন্তু ইহারাও কি জড়পদার্থ? ইহাদের গতি আমরা বুঝি না; ইহাদের দেশব্যাপ্তি আমাদের ধারণায় আইসে না। ইহাদের রূপ নাই, রস গন্ধ স্পর্শও নাই; সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আকার আয়তন স্থিতি গতিও নাই। মোট কথায় ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, অথচ কালব্যাপ্তি আছে। ভয় এই ছিল, এই নাই; আশা তখনও ছিল, এখন আর নাই। বাসনা লুপ্ত হইয়াছে। স্মৃতি ক্রমে বিস্মৃতিতে ডুবিতেছে। ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, কিন্তু কালব্যাপ্তি আছে। সুতরাং দেশ কাল-ব্যাপ্তিযুক্ত গতিযুক্ত জড়জগৎ ছাড়া কালব্যাপ্তিমাত্রাবহিত গতিহীন আর একটা চিৎজগৎ বা মনোজগৎ আছে।

সুতরাং আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর হইল, জগৎ দুইটা, অথবা জ্ঞানময় জগতের দুইটা ভাগ; একটা জড়জগৎ, গতিজগৎ, বাহ্যজগৎ; দেশকালব্যাপ্তি ইহার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ; রূপরসগন্ধস্পর্শাদি ইহার গৌণ লক্ষণ, অথবা ইহারা উল্লিখিত গতিরই ইন্দ্রিয়লব্ধ ফল। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় জগৎ বর্ত্তমান,—মনোজগৎ, চিৎজগৎ বা অন্তর্জগৎ; কেবল কালব্যাপ্তি ইহার লক্ষণ। ইহাতে দেশব্যাপকতা নাই, গতি নাই। রূপরসগন্ধাদি ইন্দ্রিয়লব্ধ ধর্ম্ম নাই, আছে কেবল কালব্যাপ্তি; ইহার অন্যান্য ধর্ম্ম ভাষায় প্রকাশ্য নহে; তবে অনুভবগম্য বটে।

সুতরাং জগৎ দুইটা; অথবা একই জগতের দুইটা স্বতন্ত্র ভাগ। এই হইল এক সম্প্রদায় পণ্ডিতের উক্তি। এই দুই ভাগকে আর মিলাইয়া একটা ভাগের মধ্যে ফেলিবার উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সাদৃশ্য নাই, ইহারা স্বভাবতঃ পৃথক্ এই হইল এক সম্প্রদায় পণ্ডিতের দ্বৈতবাদ।

এই খানে জড়বাদী আসিয়া দাঁড়ান। তিনি জড়বাদী কিন্তু অদ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, বাহবা, জড়জগৎই জগৎ—একমেবাদ্বিতীয়ম্। গতি জড়ের ধর্ম্ম। গতির বিভিন্নমূর্ত্তি। কখন স্রোত, কখন ঢেউ, কখন ঘূর্ণী। গতির বিবিধ মূর্ত্তি অনুসারে তাড়িতক্রিয়া, চৌম্বক ক্রিয়া আলোক ক্রিয়া, রাসায়নিক ক্রিয়া, জৈব ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যের শরীর জড় পদার্থ সন্দেহ নাই। মনুষ্যের শরীর জীবন্ত পদার্থ; জীবন কি; কতকগুলি বিভিন্ন গতির সমষ্টি মাত্র। জীবনের গতির ব্যাপার জটিল বটে, কেন এমন হয় ঠিক্ বুঝিতে পারি না; কিন্তু কোন্ গতিই বা বুঝি। আতা ফল মাটিতে পড়ে, কেন পড়ে বুঝি কি?

অম্লজানকণিকা উদজানকণিকার প্রতি ধাবিত হয়; কেন হয় কেহ বলিতে পারে কি?

অঙ্গার ও অম্লজান ও উদজানকণিকা আর পাঁচটা কণিকার প্রতি দৌড়িয়া বিচিত্র রকমে জীবনী ক্রিয়ার উৎপাদন করে ; ইহাও আর অধিক আশ্চর্য্য হইল কি ?

কথাটার উত্তর দেওয়া কঠিন। মনুষ্য শরীরের সমগ্রভাবে ও প্রত্যেক অংশে যে জীবনী ক্রিয়ার বিকাশ দেখি ক্ষুদ্র জৈবনিক প্রোটোপ্লাজমে তাহাই দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই জীবনী ক্রিয়া সজাতীয়। শর্করাদ্রবে মিছিরির দানা ক্রমে বড় হইয়া জমে ; ঘটনাটা অতদূর জটিল না হউক, ভিন্ন জাতীয় কে বলিল ? অভিব্যক্তিবাদ কে না মানে ? যে আজিও মানে না সে নির্ব্বোধ। নির্জ্জীব ও সজীবে প্রকৃতিগত কোন বিভেদ আছে স্বীকার করিলে অভিব্যক্তিবাদ উল্টাইয়া যাইবে।

আর একটা কথা। জীবন গতি হউক, ক্ষতি নাই ; কিন্তু চৈতন্য ? ইচ্ছা ? বুদ্ধি ? হর্ষ ? বিষাদ ? ইহারা কি ?

উত্তর মনুষ্যের শরীর জড়পদার্থ। মিছিরির দানা যেমন জড়পদার্থ ; সেই জাতীয় জড় পদার্থ। আর মস্তিষ্ক মনুষ্য শরীরের অন্তর্গত জড়পদার্থ। যেখানে মস্তিষ্ক, সেই খানে ইচ্ছা ভাবনা, হর্ষ বিষাদ। যেখানে মস্তিষ্ক নাই, সেখানে উহাদেরও অস্তিত্ব নাই। অঙ্গারকণিকা গতিযুক্ত হইলে তাপ জন্মে, মস্তিষ্ককণিকা গতিযুক্ত হইলে হর্ষ বিষাদের উৎপত্তি হয়। সুতরাং হর্ষ বিষাদ একরূপ গতি, অথবা জড়পদার্থের অবস্থাবিশেষে গতিবিশেষে উৎপন্ন ধর্ম্ম।

অর্থাৎ অন্তর্জগৎ বা মনোজগৎ বলিয়া পৃথক্ জগৎ কল্পনা করিবার দরকার নাই। মস্তিষ্কের আশ্রয় ব্যতীত মানসিকভাবের অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় নাই। সুতরাং ফস্‌ফরস্ যেমন আলোক উদ্গীরণ করে, মস্তিষ্করূপী পদার্থ সেইরূপ চিন্তা উদ্গীরণ করে। উভয়েরই মূলে জড় ও জড়ের গতি।

এই হইল জড়বাদীর অদ্বৈতবাদ। জগৎ একটা, উহা জড়জগৎ ; গতি উহার ধর্ম্ম। গতির ফলে বিবিধ জ্ঞানগম্য ঘটনা, তাড়িত, চৌম্বক, রাসায়নিক, জৈব, মানসিক। জড়বাদীর মধ্যেও যে দ্বৈতবাদ প্রচলিত নাই, এমন নহে। ইহারা জড় ও গতি স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন। জড় এক রকম জিনিষ, গতি অন্যরূপ জিনিষ। এক অন্যের আশ্রয় স্বরূপ হইতে পারে ; কিন্তু তথাপি উভয়ে বিভিন্নজাতীয় পদার্থ। গতির মূলে জড় বিদ্যমান ; কিন্তু গতি যাহা, জড় ঠিক্ তাহা নহে।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা আসিয়া এই উভয়টাকে আর একটু ঘনাইয়া তোলে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা প্রায় একশত বৎসর হইল প্রমাণ করিয়াছে, জড়পদার্থের সৃষ্টিও নাই ধ্বংসও নাই, আবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসরমাত্র হইল শক্তি নামক একটার অস্তিত্ব গণিতবিদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং দেখা গিয়াছে এই শক্তির এ সৃষ্টি নাই, ধ্বংসও নাই। এই শক্তি জিনিষটা কি, যিনি পদার্থ বিদ্যা অনুশীলন করেন নাই, তাঁহাকে বুঝান শক্ত। গতিবলে শক্তি সন্দেহ নাই ; কিন্তু গতি আর শক্তি ঠিক্ এক নহে। গতির পদার্থবিদ্যার ইংরাজি নাম motion ; শক্তির নাম energy। আবার পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে বল নামে আর একটা শব্দ

পাওয়া যায়, যাহার ইংরাজি force। সাধারণ দর্শনশাস্ত্রব্যবসায়ী পদার্থবিদ্যার motion, energy ও force বা গতি, শক্তি ও বল, এই তিনটাকে লইয়া মহা গোলযোগ বাধাইয়া ফেলেন। বড় বড় পণ্ডিতের দর্শনশাস্ত্রঘটিত গ্রন্থে দেখা যায় force এবং energy দুই শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হইতেছে; এবং পদার্থবিদ্যা একের সম্বন্ধে যাহা বলেন, অপরের স্কন্ধে তাহার আরোপ হইতেছে। 'উদোর পিণ্ডি' ইত্যাদি বচনের এই স্থলে ঠিক্ সার্থকতা। যাহাই হউক, পদার্থবিদ্যোক্ত বল ও পদার্থবিদ্যোক্ত শক্তি ঠিক্ এক পদার্থ নহে। প্রভেদ কি তাহা এস্থলে বুঝাইবার দরকার নাই। বস্তুতঃ পদার্থবিদ্যার বল একটা শব্দমাত্র, একটা নামমাত্র, একটা অভিধান বা সংজ্ঞামাত্র! উহার কোনরূপ জ্ঞানগোচর বা অনুভবগোচর অস্তিত্ব নাই। শক্তি একটা অস্তিত্ববান সামগ্রী, ইহার বেচাকেনা চলে, ইহা লইয়া কারবার চলে, ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ চলে, ইহা ঠিক জড়পদার্থের মতই খরচ করা বা সঞ্চয় করিয়া রাখা চলে। জড়পদার্থের যেমন ধ্বংস নাই, ইহারও সেইরূপ ধ্বংস নাই। অথচ ইহা জড়পদার্থ নহে; জড়পদার্থ ইহার আশ্রয় বা অবলম্বন হইতে পারে, কিন্তু উভয় স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক পদার্থ। সুতরাং জড়ের যেমন অস্তিত্ব আছে, শক্তিরও সেইরূপ অস্তিত্ব আছে। শক্তি এক জড়দ্রব্য হইতে অন্য জড়দ্রব্যে যায়। সেইরূপস্থলে আমরা গতি অনুভব করি। বস্তুতঃ গতি বলিয়া পদার্থ নাই। পদার্থ যদি থাকে তাহা শক্তি; গতি, দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে শক্তিসঞ্চারের ফলমাত্র। আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাও সেই শক্তি মাত্র। শক্তি যখন বহিঃস্থ জড়দ্রব্য হইতে আসিয়া আমাদের শরীরের অংশবিশেষে প্রবেশ করে, তখনই আমরা রূপরসগন্ধাদিযোগে জড়ের অস্তিত্ব স্থির করি।

বর্ত্তমান পদার্থবিদ্যা স্থির করিয়াছে জড় ও শক্তি উভয়ই অনশ্বর। ইহাদের সৃষ্টিও আমরা দেখি না ও ধ্বংসও আমরা দেখি না। ইহাদিগকে লইয়া জড়বাদীর দ্বৈতবাদ। জগতের দুইটা ভাগ। একটা জড়, আর একটা শক্তি, তৃতীয় পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই। শক্তিযোগে জড়পদার্থে গতি উৎপন্ন হয়। সেই গতিবশে সমুদয় জাগতিক ক্রিয়া।

একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে এই মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি আসিয়া দাঁড়ায়। সেই আপত্তির সম্মুখে জড়বাদ ও জড়বাদীর দ্বৈতবাদ উভয়ই সমূলে ধ্বংস পায়।

প্রথম কথা এই। জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই। ধ্বংস নাই কে বলিল? হর্বট স্পেন্সার বলেন জড়ের ধ্বংস বা শক্তির ধ্বংস আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না; সুতরাং জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তিরও ধ্বংস নাই। হর্বট স্পেন্সার কল্পনায় আনিতে পারেন না; কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে, রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লাবোয়াশিয়ের পূর্ব্বে, জড়ের ধ্বংস সকলেরই কল্পনায় আসিত; এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, হেলমহোলৎজের পূর্ব্বে, শক্তির ধ্বংসও সকলেরই কল্পনায় আসিত। উহাদের অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য লাবোয়াশিয়ের এবং হেলমহোলৎজের জন্মগ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল। এমন কি, হর্বট স্পেন্সার শক্তির নশ্বরতা কল্পনায় আনিতে পারেন না, কিন্তু তিনিই স্বরচিত First Principle নামক বিখ্যাত

গ্রন্থে পদার্থবিদ্যাবিদের Conservation of energyর সহিত স্বকল্পিত Persistence of forceকে এমন ভাবে জড়াইয়াছেন, যে শক্তি পদার্থের তাৎপর্য্যই তাঁহার কতদূর হৃদ্গত হইয়াছে তাহাতে সংশয় জন্মে। প্রকৃতপক্ষে জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই, আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিয়াছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কতদিনের ; আমাদের ভূয়োদৃষ্টি কতদূর ব্যাপিয়া আছে ? আমরা বিশাল জগতের যে সঙ্কীর্ণ প্রদেশ এই কয়টা দিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি, সেই অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা লইয়া অতদূর লম্বা কথাটা বলিয়া ফেলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। সুতরাং জড় অনশ্বর, শক্তি অনশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনশ্বর, আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা। জড় কোথায় ? জড়বাদী সচরাচর বলিয়া থাকেন, জড় শক্তির আশ্রয়। কিন্তু জড় শক্তির আশ্রয় তাহার প্রমাণ কি ? শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ; আমাদের রূপরসস্পর্শাদি অনুভূতির উৎপত্তি হয়। শক্তির সঞ্চারে গতি উৎপন্ন হয়। শক্তি লইয়া আমাদের কারবার, গতি লইয়া আমাদের কারবার। শক্তি আমাদের অনুভবগোচর ; শক্তিসঞ্চারের ফল গতি আমাদের জ্ঞানগম্য, আমাদের প্রত্যক্ষ। আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি শক্তির প্রকার ভেদ ; ইহারাই আমাদের জ্ঞানগম্য। ইহাদিগকেই আমরা জানি ; ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি ; কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র। জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। শক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। শক্তিময় জগৎ। শক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ উপাদান। সমুদয় পদার্থবিদ্যা শক্তির এই আনাগোনা সম্বন্ধের বিচার করে। কাল্পনিক জড়ের সহিত আধুনিক পদার্থবিদ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। জড়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া সমগ্র পদার্থবিদ্যার আলোচনা আজকাল অসম্ভব নহে।

ফলে আধুনিক পদার্থবিদ্যার আলোচনায় স্পষ্টই দেখা যায়, জগতের মধ্যে গতিবিধি ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার জন্য জড়পদার্থ নামক একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিষের কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। তবে পদার্থবিদ্যার মধ্যে যে জড়ের উল্লেখ দেখা যায়, উহা একটা গণিতবিদ্গণের কল্পিত সংজ্ঞামাত্র, উহার স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব প্রমাণহীন। জড়ের অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র হইলে জড়বাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়িল।

জড় অস্তিত্বহীন হইলেও শক্তির অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে দেখা যায় শক্তিই বা কোথায় ? আলোক, তাপ, শব্দ প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট দৃষ্টি, স্পর্শ ও শ্রুতিমাত্র। আমরা যে ব্যাপারকে শক্তির আনাগোনা আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা কেবল আমাদের কতকগুলি অনুভূতিমাত্র। প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আমাদের প্রত্যক্ষ ; অনুভূতির মূলে, অনুভূতির কারণ স্বরূপে আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহা আমাদের অনুমান, তাহা আমাদের মানসিক ব্যায়াম, তাহা আমাদের মনেরই খেলা বা খেয়াল।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে কি না জানি না। কিন্তু ইহাতে শক্তিবাদ বা জড়বাদ শূন্যে মিশিয়া যায়। ইহাকে আত্মবাদ বা চৈতন্যবাদ বলিতে পার। জড়বাদের সহিত ইহার মৌলিক প্রকৃতিগত বিরোধ।

যাঁহারা এই প্রকৃতিগত বিরোধের সমন্বয় বা মীমাংসা করিতে চাহেন, তাঁহারা দ্বৈতবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। এই দ্বৈতবাদ কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে।

যাহাকে আমরা বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান; দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি তাহার উপাধি। আর যাহাকে আমরা অন্তর্জ্জগৎ বা মনোজগৎ অভিধান দিই; অনুভূতি, চেষ্টা, ইচ্ছা, ভয় যাহার অন্তর্গত, কালব্যাপ্তি তাহার লক্ষণ।

জগৎ প্রকৃতই এই দুইটা। একটা বাহ্যজগৎ, একটা অন্তর্জ্জগৎ। এই উভয় জগৎই এক অর্থে আমার পরিচিত বটে; কিন্তু আমার এই পরিচয় বস্তুতঃ উভয় জগতের বাহ্য আকারের সহিত, উহার পরিচ্ছদের সহিত; উহার অভ্যন্তরের প্রকৃত মূর্ত্তি কখন আমার লক্ষিত হয় না।

এমন একটা সত্তা বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রকৃত রূপ বা প্রকৃত মূর্ত্তি আমার জানিবার কোন উপায় নাই; তাহা একটা বিশেষ বাহ্যমূর্ত্তি লইয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহাকেই আমরা বাহ্যজগৎ বলিয়া থাকি। যেটা উহার আসল রূপ সেটা আমাদের অগোচর, সেটা আমাদের অজ্ঞেয়। আর অনুভূতি, প্রত্যয়, হর্ষ বিষাদাদিও আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তু। উহারা বাহ্যজগৎ হইতে স্বতন্ত্র; অথচ বাহ্যজগতের সহিত উহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ থাকিলেও উহাদের সহিত আমার নিজের সম্বন্ধ আরও নিকট; উহারা আমার আত্মার বিভূতি। এই আত্মা কেমন তাহা জানি না; কিন্তু এই আত্মা আমার নিকট যে রূপ লইয়া উপস্থিত হয়, তাহাই আমার অন্তর্জগৎ।

বাহ্যজগতের মূলে একটা কিছু আছে; যাহার স্বরূপ অজ্ঞেয়; তাহার নাম দিতে পার জড়। অন্তর্জ্জগতের মূলেও অজ্ঞেয়স্বরূপ একটা কিছু বর্ত্তমান, যাহার নাম দিতে পার আত্মা। আত্মার অস্তিত্ব কেহ লোপ করিতে চাহে না; জড়ের অস্তিত্ব ও যেন অবলোপের চেষ্টা করিও না। এত বড় বাহ্যজগৎ, ইহাকে একেবারে উড়াইলে চলিবে কেন? বস্তুতঃ উভয়ই বর্ত্তমান; উভয়ের মধ্যে ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ। আত্মা ভোক্তা; জড় ভোগ্য। সাংখ্যদিগের ইহাই বোধ হয় পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য। আর পুরুষের প্রকৃতিভোগব্যাপার লইয়া জড়জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের কারবার, এই দেনা লেনা, আনা গোনা, চলাফেরা। পুরুষ অজ্ঞেয়, প্রকৃতিও অজ্ঞেয়। তবে প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখীন হইলে জড়জগৎ তাহার প্রত্যক্ষ রূপ লইয়া অন্তর্জ্জগতের নিকট দণ্ডায়মান হয়। কেন দণ্ডায়মান হয়, কেন এমন দেখায় এ সকল প্রশ্নের উত্তর নাই।

এই দ্বৈতবাদকে মাজিয়া ঘসিয়া অদ্বৈতবাদে পরিণত করা না চলে এমন নহে। জগৎ একটাই; একেরই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। একটা মূর্ত্তি বাহ্যজগৎ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি অন্তর্জ্জগৎ।

একই সত্তার এক রূপ জড় ; অন্যরূপ চিৎ। একটা বক্ররেখার যেমন এক পিঠ কুব্জ, অন্য পিঠ ন্যুব্জ, এক পাশ হইতে দেখিলে একরূপ দেখায়, অন্য পার্শ্ব হইতে অন্যরূপ দেখায়, কতকটা সেইরূপ। উভয়ের এই সম্বন্ধ প্রকৃতিগত, এ সম্বন্ধ আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। এই জন্য ইহাকে ছাড়িয়া উহার অস্তিত্ব নাই। জড়ছাড়া চিৎ নাই ; আবার অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে বলিতে হইবে চিৎছাড়াও জড় নাই। মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত যদি চৈতন্যযুক্ত হয়, তবে অঙ্গারকণা ও জলকণাও কেন চৈতন্যহীন হইবে ? কেননা, অঙ্গারকণা ও জলকণা লইয়াই ত কীটাণুদেহ ও মনুষ্যদেহ নির্ম্মিত ; প্রকৃতিগত বিভেদ কিছুই নাই। অঙ্গারকণাকে চৈতন্যযুক্ত বলিতে আপত্তি করিও না ; চৈতন্যশব্দের প্রয়োগে যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, চিৎ-পদার্থ অথবা এইরূপ আর একটা নাম ব্যবহার করিলে সে আপত্তি কাটিয়া যাইবে। ফলে যেমন পূর্ব্ব থাকিলেই পশ্চিম থাকিবে, ঊর্দ্ধ থাকিলেই অধঃ থাকিবে, ন্যুব্জতা থাকিলেই কুব্জতা থাকিবে ; সেইরূপ জড় থাকিলেই চিৎ থাকিবে। আধুনিক দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা পদার্থতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা করেন, তাঁহারা কতকটা এইরূপ অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী। উদাহরণ হর্বার্ট স্পেন্সার ও লয়েড মরগান।

অধ্যাপক হক্সলী এক স্থলে বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ জড়বাদ যেমন অসিদ্ধ, বিশুদ্ধ আত্মবাদও তেমনি অসিদ্ধ। হর্বার্ট স্পেন্সারও বলেন তাহাই ; জগৎ এক, তাহার দুইরূপ ; ক ও খ সেই দুইরূপের সংজ্ঞা বা লক্ষণ বা পরিচয়। টেলিগ্রাফের তারে একই সঙ্কেত দুই রকমে পাঠান চলে ; যন্ত্রের কাঁটা একবার হেলিলে বলিতে পার 'ক', দুইবার হেলিলে বলিতে পার 'খ'। অথবা মোর্সের প্রণালী অনুসারে একবার টক্ করিলে বলিবে 'ক' ও দুইবার টক্ করিলে বলিবে 'খ'। সঙ্কেতের প্রণালীগত তারতম্য যাহাই হউক, সংবাদটা একই। সেইরূপ জগৎ একই ; সেই জগতের সংবাদ আমাদের নিকট দুই বিভিন্ন প্রণালীক্রমে আসিয়া থাকে। একটা প্রণালী 'ক' জড়জগৎ, আর একটা প্রণালী 'খ' আত্মজগৎ।

জড়জগতের তরফে এইমতে ওকালতি আরম্ভ করিলে উহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে অত্যন্ত পাষণ্ড বিচারকেরও মায়া জন্মিতে পারে। কিন্তু তথাপি রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ নামক আমার প্রত্যয় কয়েকটা ছাড়িয়া এই অসীম জগতে আর যে কি আছে তাহা ত কোন মতেই ঠাওর পাইতেছি না। রূপরসাদির অস্তিত্বে আমি সন্দিহান নহি, উহারা আমারই প্রত্যক্ষ বস্তু ; কিন্তু উহারা আমার অন্তর্জ্জগতেরই উপাদান। উহাদিগকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কি আছে তাহা আমাকে কে বলিয়া দিবে ? রূপ দেখিতেছি, ইহা সত্য কথা ; কিন্তু কাহার রূপ দেখিতেছি এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে ? গাছের রূপ দেখিতেছি, চাঁদের রূপ দেখিতেছি, তারার রূপ দেখিতেছি, এ সবই আমার মন-গড়া কথা। আগুণে হাত দিলে হাত পুড়িতেছে ; তার যাতনাটা সত্যঘটনা ; আর সেই যাতনার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশেষ স্পর্শ, একটা বিশেষ রূপের একত্রযোগে একটা প্রত্যয় জন্মিতেছে ইহাও প্রকৃত কথা। কিন্তু

সেই যাতনার কারণ স্বরূপে, সেই স্পর্শের, সেই রূপের, সেই প্রত্যয়ের কারণস্বরূপে, আমা হইতে স্বতন্ত্র একটা কারণ আমার বাহিরে বর্ত্তমান আছে, ইহা কিরূপে স্বীকার করিব বুঝিতে পারি না। অবশ্য যখন আমার ঐ বিশেষ রূপের অনুভূতি হয়, তার সঙ্গেই ঐ স্পর্শেরও অনুভূতি ঘটে; এবং ঐ স্পর্শ ও রূপ যখন একত্র প্রতীয়মান হয়, তখন ঐ প্রতীতিকে আমি অগ্নি আখ্যা দিয়া থাকি। এমন কি যখনই অগ্নি অভিধেয় প্রতীতির সহিত আমার হস্তস্পর্শরূপ চেষ্টা বা মানসিক ব্যাপারের এক যোগ হয়, তখন একটা উৎকট যাতনাও অনুভূত হয়। এই কয়েকটা অনুভূতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ কেন ঘটিল, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু এই অন্যোন্য সম্বন্ধনিবদ্ধ প্রত্যয়গুলি ছাড়িয়া আর যে কি স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিল তাহা কোন মতেই বুঝি না। বিশুদ্ধ জড়বাদ অসিদ্ধ সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মবাদ কেন অসিদ্ধ হইবে তাহা বুঝা গেল না।

আসল কথা এই, সমুদয় প্রতীতির মধ্যে দেশ ও কাল নামক দুইটা প্রতীতি বিশালকায় বিস্তার করিয়া আমাদের সমক্ষে পৈশাচিক মূর্ত্তি লইয়া দণ্ডায়মান হয়। আমরা জড়ের অস্তিত্ব এমন কি শক্তির অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু এই দেশ ও কাল আমাদের নিকট যেন একটা কি বিকট স্বাধীন অস্তিত্ব লইয়া আমাদের আত্মাকে ম্রিয়মান করিয়া রাখে। আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে সীমাহীন মহাকাশ, আমাদের পূর্ব্বে ও পরে অনাদি অনন্ত মহাকাল আমাদের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া আমাদের আত্মাকে অবসন্ন করিয়া কি এক বিভীষিকা দেখায়। আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদেরই সৃষ্ট বিভীষিকাদর্শনে আমরা আকুল হইতেছি, আমাদেরই মনঃকল্পিত পিশাচমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছে, একখানা দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে দর্পণের সম্মুখস্থ দূরতম প্রদেশ তাহার অন্তর্গত সমুদয় দ্রব্য লইয়া দর্পণের পৃষ্ঠভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়; বস্তুতঃ সেই সেই ছায়াদেশের অস্তিত্ব যে আমাদের চিত্তভ্রান্তিমাত্র, তাহা স্থির করিতে আমাদের কোন আপত্তি হয় না; কিন্তু আমার দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে ও অধে যে দেশ বর্ত্তমান দেখি, উহাও যে ঐরূপ আমাদের মনঃকল্পিত ভ্রান্তিমাত্র তাহা বলিতে গেলেই একটা তুমুল কোলাহল উপস্থিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমরা নিমেষমধ্যে যুগব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় দর্শন করিতে পারি, সেখানে সেই যুগব্যাপী-কাল আমাদের ভ্রান্তি বলিতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু আমাদের জাগ্রতবস্থায় পরিচিত্ত কালকেও মনঃকল্পিত মনে করিতে গেলেই আমরা একবারে শিহরিয়া উঠি।

বস্তুতই দেশ ও কাল দুইটা প্রকাণ্ড কল্পনা বা প্রকাণ্ড দৃষ্টি। আমার প্রত্যয়গুলিকে আমার অনুভূতিগুলিকে আমি দুইটা পদ্ধতিতে সাজাইয়া থাকি, একটা সজ্জার নাম দেশ, আর একটা সজ্জার নাম কাল। কেন সাজাই তাহা স্বতন্ত্র কথা, কোন না কোন রকমে না সাজাইলে আমি সে অনুভূতিগুলির পরিচয় পাই না। সেই জন্য কোন না কোন রকমে সাজাইতে আমরা বাধ্য। আমরা দুইরকমে সাজাইয়া থাকি। আমাদের রূপরসগন্ধাদি

অনুভূতি ও প্রত্যয়গুলিকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই ও এইরূপে সজ্জিত করিয়া যে জগৎ নির্ম্মাণ করি তাহার জড়জগৎ বা বাহ্যজগৎ আখ্যা দিয়া থাকি। আর তদতিরিক্ত চিন্তা ইচ্ছা হর্ষবিষাদাদি সমুদয় ব্যাপারকে কালে সাজাই ও তদ্দ্বারা একটা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম অন্তর্জগৎ বলিয়া থাকি। প্রত্যুত দুইটা জগৎই আমারই নির্ম্মিত, এমন কি এই দুইটা জগতের সমষ্টিকে "আমি" সংজ্ঞা দিলে বিশেষ কি দোষ হয় খুঁজিয়া পাই না।

আমার অনুভূতি প্রত্যয় এবং চিন্তাবুদ্ধিহর্ষাদির সমন্বয়ে "আমি" নির্ম্মিত বলিতে গেলেই একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়। কেননা, সহজেই বোধ হয়, এই সকলের ছাড়াও আমার অন্তর্গত আর একটা পদার্থ আছে, তাহার যেন এখনও হিসাব লওয়া হয় নাই। আমি দেখি, আমি শুনি, আমি চিন্তা করি, আমি ভয় পাই, এসব সত্য ; কিন্তু ইহা যেন সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমি জানি আমি দেখি, আমি জানি আমি শুনি, আমি জানি আমি চিন্তা করি এইরূপ বলিলে সত্যটা যেন কতক সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন শ্রবণ, দর্শন, চিন্তয়ন প্রভৃতি ব্যাপারের অন্তস্তলে যেন কি একটা কিছু অবস্থান করিয়া এই সকল ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ব্যাপার গুলিকে প্রত্যক্ষ করিতেছে ও সেই সকল খণ্ড ব্যাপারগুলির বহুত্বকে একত্বে পরিণত করিয়া বিচ্ছেদের মধ্যে অবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। এই কি একটা কিছুর ইংরাজি নাম Consciousness, বাঙ্গলা দার্শনিক সাহিত্যের গুরুস্থানীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন দেখাইয়াছেন, ইহার সংস্কৃত দর্শনসম্মত নাম সংবিৎ। সংবিৎ যেন ভিতরে থাকিয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে পরস্পর সম্বন্ধে বাঁধিয়া রাখিতেছে, এই অন্তবর্ত্তী সংবিৎ না থাকিলে এই সম্বন্ধবন্ধন এই একতাবন্ধন ঘটিত না। আমি দেখি ও আমি শুনি উভয় ব্যাপার পরস্পর অসম্বদ্ধ। যে আমি দেখিয়া থাকে ও যে আমি শুনিয়া থাকে, উভয় 'আমি'র মধ্যে ঐক্যসম্পাদন সম্বিতের কার্য্য। প্রকৃতপক্ষে এই সংবিৎই আমি ; এই সম্বিৎই আত্মা। ইংরাজ দার্শনিক হামিল্টন বলেন, এই সম্বিৎ যাহার আছে সেই আত্মা। বেদান্ত বোধ করি বলেন, এই সম্বিৎই আত্মা। দার্শনিক হিউম এবং বৈজ্ঞানিক হকসলী বোধ করি এস্থলে বেদান্তেরই সমর্থন করিবেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই কথাটা আমাদের প্রাচীন দার্শনিকের মাথায় আসিয়া থাকিলেও আমাদিগকে হিউমের কাছে ও হকসলীর কাছে নূতন করিয়া শুনিতে হয়। যাহাই হউক, আমিই বল, আর আত্মাই বল, আর সংবিৎই বল, ইহা ছাড়িয়া আর অপরের অস্তিত্ব নাই। সংবিৎ বা আত্মা নীল ও পীত, আলো ও আঁধার পৃথক দেখে, ভয় পায় বা আশা করে, হর্ষে উৎফুল্ল হয় বা বিষাদে অবসন্ন হয়। সে সেই সংবিতেরই বা আত্মারই খেলা। সূর্য্য দেখে, চন্দ্র দেখে, আর আতাফল ভূমিতে পড়িতে দেখে এবং চন্দ্র সূর্য্য আতাফল আর পৃথিবী সকলেই একটা নির্দ্দিষ্ট দেশকালগত নিয়মে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া অতুল প্রীতি অনুভব করে, সে সংবিতেরই বা আত্মারই খেয়াল। আমরা তাহার হিসাব কিরূপে দিব ? জড় বল, আর গতি বল, আর শক্তি বল, আর প্রত্যয় অনুভূতি, আনন্দ যাহাই বল, সকলই এই আত্মারই ক্রীড়নক বা আত্মারই

স্বহস্ত নির্ম্মিত পুত্তলী বা সৃষ্টি। এইখানে অদ্বৈতবাদের পূর্ণ পরিণতি, পরাকাষ্ঠা, এইখানেই আসিয়া মানবমনকে নিরত থাকিতে হয়।

কিন্তু মানবমন এখানেও নিরত থাকিতে চাহে না; এই অদ্বৈতবাদকেও নাড়িয়া আবার কোথা হইতে নূতন একটা দ্বৈতবাদের আনয়ন করে। আমি কোথাও বা নীল দেখি, কোথাও বা পীত দেখি, কোথাও বা আঁধার দেখি, কোথাও বা আলো দেখি, এবং এই নীলপীত আলো ও আঁধারের মধ্যে বিবিধ দেশকালগত সম্বন্ধ অনুভব করি। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকা বোধ কবি কর্ত্তব্য। কিন্তু মন তাহাতে তৃপ্তিলাভ করে না। মন জিজ্ঞাসা করে, এখানেই বা কেন নীল? এখানেই বা কেন পীত? কেনই বা আঁধার আর কেনই বা আলো? কেনই বা দেশ কেনই বা কাল? কেনই বা সূর্য্য কেনই বা চন্দ্র? কেনই বা হর্ষ কেনই বা বিষাদ? কেন ধর্ম্ম, কেন অধর্ম্ম? কেন জড় কেন চিৎ? কেনই বা বিভেদ, কেনই বা সাদৃশ্য? কেন এই বিবিধ সম্বন্ধ? এইরূপ প্রশ্ন উদয় হয় অথচ এ কথাটা মনে হয় না, যদি এই আঁধার আলো, নীল, পীত, জড়চিৎ, বিভেদ সাদৃশ্য, এই পাঁচরকম সম্বন্ধানুভব না থাকিত, তাহা হইলে সংবিৎই বা কোথায় আর আত্মাই বা কোথায়?

অদ্বৈতবাদীর মনে এই প্রশ্ন উঠে। পাঁচজনে পাঁচরকম উত্তর দেন। আত্মা নির্গুণ; তাহাতে গুণের আবির্ভাব কেন? সত্ব, রজ, তমঃ, গুণের তিন প্রকার ভেদ; তিন যখন একত্র মিলিয়া থাকে, তখন সাম্যাবস্থা; তখন আত্মা গুণযুক্ত হইলেও নির্গুণ। বৈজ্ঞানিকেরা যেমন বলেন ধনতাড়িৎ ও ঋণতাড়িৎ পরস্পরে মিলিয়া থাকিলে তাড়িতের আবির্ভাব বুঝা যায় না; সেইরূপ তিনটা গুণ একত্র মিলিয়া থাকিলে কোনগুণেরই অস্তিত্ব থাকে না। তিনটার মধ্যে কোনরূপ বিশ্লেষণ ঘটিলেই একটা কোনরূপে অন্যটা হইতে সরিয়া আসিলেই, নির্গুণ সগুণ হয়, নির্ব্বিকার বিকারযুক্ত হয়, আত্মা তখন সংবিতে পরিণত হইয়া আপনাকে নানা-ভাগে বিভক্ত দেখে; জড়ে গতিতে প্রভেদ, নীলে ও পীতে প্রভেদ, দেশে ও কালে প্রভেদ দেখে। উত্তরটা তৃপ্তিজনক হয় না। সাম্যাবস্থার বিকার ঘটে কেন? বিকার ঘটায় কে? কেন ঘটে, কে ঘটায় উত্তর দিতে না পারিলে স্থূল কথার উত্তর হইল না। প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না।

বৈদান্তিক বলেন এই সাম্যাবস্থার বিকার ঘটায়, এই জগতের সৃষ্টি ও আরম্ভ ঘটায়, অবিদ্যা বা মায়া। অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞান, মায়ার অর্থ খেয়াল, ভ্রান্তি, ভেল্‌কি। মূলে নির্ব্বিকার পরমাত্মা; নির্গুণ, নির্ব্বিকার, সৎপদার্থ। মায়া তাহাকে আচ্ছাদন করে, অবিদ্যা তাহাকে আচ্ছাদন করে; ফলে জীবাত্মা, খণ্ডাত্মা, অনন্তপরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক হইয়া যায়; জীবাত্মা, খণ্ডাত্মা, আপনাকে আপনি পৃথক করিয়া গুণমণ্ডিত, অলঙ্কৃত, উপাধিযুক্ত, বিবিধ বিভূতিবিশিষ্ট দেখিতে পায়। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী বা অবিদ্যাবাদী, ইংরাজী Agnostic বলেন, কেন এমন হয় জানি না; এ তত্ত্ব অজ্ঞেয়। অবিদ্যাবাদ ও বৈদান্তিক মায়াবাদ যে উত্তর দেন শুনিতে পৃথক, কিন্তু [illegible]

পক্ষে একইরকম। মায়াই অবিদ্যা, মায়া অর্থে যদি ভ্রান্তি বলা যায় তাহা হইলেও সেই একই উত্তর দাঁড়ায়। যাহা দেখিতেছ তাহা ভ্রান্তি, প্রকৃত কি তাহা জানি না। মায়া অর্থে খেয়াল বুঝ, তাহা হইলেও বড় স্পষ্ট হয় না। খেয়াল অর্থাৎ যাহার হিসাব নাই, যাহার উপর কাহারও কর্তৃত্ব নাই; যাহা গণনার, হিসাবের, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বাহিরে। খেয়াল? কাহার খেয়াল? মায়া? কাহার মায়া? পরমাত্মার? অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদকে টানিয়া আনে? পরমাত্মাতে মানুষ ধর্ম্ম, জীবধর্ম্ম অর্পণ করে। পরমাত্মার মায়া, পরমাত্মার খেয়াল, তদ্রচিত ইন্দ্রজাল, ভেলকি। পরমাত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, এক এবং সৎ, অদ্বিতীয়, নির্গুণ অথচ সগুণ, অজ্ঞেয় অথচ জ্ঞানগোচর; কেননা অক্লেশে বলিতেছি তাহার মায়া, তাঁহার খেয়াল, তাঁহার রচিত ইন্দ্রজাল, তাহার রচিত ভেলকি জাদু! তিনি খণ্ডাত্মা জীবাত্মাকে ইন্দ্রজালে ফেলিয়া ভুলাইতেছেন। তিনি ঘুরাইতেছেন, জীবাত্মা খণ্ডাত্মা ঘুরিতেছে। তিনি সৎ, শুধু সৎ নহেন, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দ, তিনি হর্ত্তা, কর্ত্তা, ধাতা, পরমেশ্বর, অদ্ভুত জাদুগির; তাঁহাকে ভয় কর, তাঁহার প্রতি প্রেম কর। সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি যত কিছু চিত্তবৃত্তি তাহার প্রতি অর্পণ করি। জড়বাদী তোমার সহিত আত্মবাদীর এইখানে সখ্য। জড়বাদী জগৎকে জড়ময় দেখে, জগৎকে যন্ত্রস্বরূপ দেখে। যন্ত্রের যন্ত্রী আবশ্যক, যন্ত্রের নির্ম্মাতা আবশ্যক। কুম্ভ থাকিলেই কুম্ভকার চাই; কুম্ভকার বিনা কুম্ভের অস্তিত্ব জড়বাদী বুঝিতে পারে না। তাই তাহার চন্দ্রসূর্য্য নির্ম্মাণ করিতে তাহার অণু পরমাণু নির্ম্মাণ করিতে তাহার জড়জগৎ নির্ম্মিত, ব্যবস্থাপিত করিতে যন্ত্রী, নির্ম্মাতা, বিধাতার প্রয়োজন। জড়বাদী তাই সগুণ মানুষধর্ম্মা, জীবধর্ম্মা ঈশ্বর কল্পনা করেন। আত্মবাদী অন্যপথে চলিয়া জাদুগির, কুহকী, মায়াময়, ঈশ্বর কল্পনা করেন। জড়বাদের সহিত আত্মবাদের সনাতন বিরোধ, উভয়ের এইখানে সম্মিলন, উভয়ের মধ্যে সখ্যবন্ধন, প্রীতিস্থাপন, কোলাকুলি। কুহকী, লীলাময়, অনন্তশক্তিশালী, অব্যয়, অপ্রমেয়, কর্ত্তা, ধাতা, সংহিতা ঈশ্বরের প্রসাদন জন্য উভয়েই ব্যগ্র। ঈশ্বরের প্রসাদন জন্য কর্ম্মসাধনে ব্যগ্র। কর্ম্ম ফললাভ করুক। কর্ম্মের জয় হউক।

কর্ম্মের জয় হউক। কর্ম্ম মানবাত্মার সৃষ্টি। মানবাত্মা অসাধ্যসাধনে পটু। মানবাত্মা অবিদ্যাকে বিদ্যায় পরিণত করিতে পারে, মানবাত্মা অজ্ঞানকে জ্ঞানে পরিণত করে মানবাত্মা সৃষ্টিক্ষম, মানবাত্মা রচনাক্ষম মানবাত্মা কল্পনানিপুণ। মানবাত্মা সৃষ্টি করে, মানবাত্মা বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছে, মানবাত্মা বিশ্বস্রষ্টারও সৃষ্টি করিয়াছে। আবার আপন সৃষ্টির সমক্ষে, আপন রচনার সমক্ষে আপনার মাহাত্ম্যকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, আপন কল্পনার সমক্ষে, আপনাকে অবনত রাখিয়াছে।

অবনতি? নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বলিতে হয়, অবনতি। উন্নতিই হউক, আর অবনতিই হউক; ধর্ম্মের জয় হউক, সৃষ্টির জয় হউক, মানবাত্মার জয় হউক।

---

# ভানু।

আজ অনেক দিনের কথা,—আমি তখন গৌরীপুরের মজুমদারবাড়ী থাকিতাম। মজুমদারেরা সে অঞ্চলের একঘর বড় গৃহস্থ, জমিদারী মহাজনীতে খুব আয়, দশ বারখানি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম তাঁহাদের মুঠোর মধ্যে, মজুমদারের এক হাঁকে তখন দুইশত লাঠিয়াল এক দণ্ডে হাজির হইত। সেবার ঘোষেদের সহিত দাঙ্গায় খ্যাংড়ামারির মাঠে রতনখালির দারগার যে মৃতদেহ

পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও নাকি মজুমদারদের কীর্ত্তি,—দারগাবাবু ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া, সরকারী তদন্তে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, তাহাও নাকি ইংরাজ সরকারের মান বজায় রাখিবার জন্য। মজুমদারদের গোলাবাড়ী ও আড়তে সামান্য মুহুরিগিরি করিয়া অনেক লোক গুছাইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি ছোটকর্ত্তার সহধর্ম্মিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র (যদিও দূর সম্পর্কীয়) হইয়া, স্বয়ং বাবুদের বাড়ী থাকিয়া শীঘ্রই যে দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইব, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। গ্রামস্থ পাঠশালাটির উপর ছোটবাবুর বড় যত্ন ছিল,—আপাততঃ তাঁহাদের কোন "মোকামে" আমার উপযুক্ত পদ শূন্য নাই দেখিয়া, আমাকে পাঠশালায় ইংরাজি পড়াইতে দিয়াছিলেন।

সেদিন প্রাতঃকাল হইতে সমানে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—শ্রাবণের মেঘ সন্ধ্যার পূর্ব্বেও সমস্ত আকাশ ঘিরিয়া, হাস্যময়ী প্রকৃতিকে একটা নির্জীব ও উদাস ভাবের ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বাবুদের পুষ্করিণীর তীরস্থ অশ্বত্থগাছে কতকগুলি বক তাহাদের নবজাত শাবকগুলি লইয়া, মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া অবিরাম চীৎকার করিতেছিল,—সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাহাদের কাকলীও যেন একটা মর্ম্মস্পর্শী আকুলতাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। পাঠশালায় বহুক্ষণ চীৎকার করিয়া, তাহার উপর আবার অনেক সময়েই নানা সমস্যাপূর্ণ ফোজদারী মোকদ্দমায়, একধারে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ, রায় প্রকাশ ও দণ্ডপ্রদান কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড়ই ক্লান্তি বোধ হইত,—গ্রামস্থ দুই একটি যুবক ও ছোটবাবুর সঙ্গে প্রায়ই নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম; সুস্নিগ্ধ সান্ধ্যবায়ুসেবনে ও হাস্যালাপে শীঘ্রই ক্লান্তি দূর হইত। কিন্তু সেদিন এক এক পস্‌লা বৃষ্টি আসিয়া পুরাতন শোকস্মৃতির ন্যায় হৃদয়টাকে দারুণ অবসাদগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং বন্ধুসমাগম ও সান্ধ্যভ্রমণের আশাও সুদূরবর্ত্তী দেখিয়া মানসিক নিরুৎসাহটা আরো ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। রামগিরি আশ্রমস্থ সমাধিমগ্ন যক্ষের বিরহবেদনা, এমন শারদীয়া পূর্ণিমা ও বাসন্তী নিশি থাকিতে, এই প্রকার একটা সৃষ্টিছাড়া বিষাদাপ্লুত মেঘাচ্ছন্ন দিনে, কেন উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই কবি ও তাঁহার নায়ক বিরহী যক্ষরাজই জানেন;—সেই সময়ে আমি বিরহরসাস্বাদনের মোটেই উপযোগী ছিলাম না, নচেৎ বাহ্য প্রকৃতির সহিত বিরহব্যাপার ঘটিত, একটি নির্ভুল সিদ্ধান্ত খাড়া করিতাম।

বন্ধুগণের মধ্যে কেহ আসিয়াছেন কিনা খোঁজ লইয়া ছোটবাবু বাটীর মধ্যে গিয়াছিলেন; আমি একাকী চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া, নানা স্বতঃপ্রসূত অদ্ভুত চিন্তার দৌড় পরীক্ষা করিতেছিলাম।

"চোখে পড়ে, পড়ে গো
শুধু সেই ছায়া;
ভানু উঠে, বিধু ডোবে,
শুধু সেই মায়া—
"হো হো—ভানুদাদা মনটি সাদা,
গাঁজার পুঁটুলি কোমরে বাঁধা।"

আঃ জ্বালাতন করিল; বাদ্‌লার দিনেও ছেলেগুলোর কি বিশ্রাম নাই,—একটু জল ছাড়িয়াছে আর গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে।

তাড়াতাড়ি বারান্দার পার্শ্বে আসিয়া দেখি, ভানু পাগলা তাহার সেই গানটি গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, আর গ্রামের ছেলেগুলি ভানুকে খেপাইবার জন্য তাহাদের স্বকল্পিত অদ্ভুত অর্থহীন ছড়ায় সমস্বরে চীৎকার করিতেছে। বলাবাহুল্য আমার মূর্ত্তিদর্শনে মাষ্টার

মহাশয় রে” বলিয়া, সকলেই নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল। বাদলের দিনে অপর খেলার সুবিধা না পাইয়া, ভানুদাদাকে লইয়া আমোদ করা যে অগর্হিত কার্য্য, তাহা তাহাদের ক্ষুদ্র সরল-হৃদয়ে স্থান পায় নাই ; বিশেষতঃ এই অবস্থায় তাহাদের মাষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া, পরদিন পাঠশালায় এই কার্য্যের জন্য কিঞ্চিৎ শাস্তিভোগ আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইতে হইবে, এ কথাও তাহারা পূর্ব্বে ভাবে নাই। ভানু আজ আট দশ দিবস গৌরীপুরে আসিয়াছে, তাহার পরিচয় কেহ জানে না ; তাহার গানের “ভানু” শব্দযুক্ত চরণটি বার বার আবৃত্তি করিত বলিয়া সকলে তাহাকে ভানু বলিত। অনেক লোক আছে, যাহারা সংসারের পথে চলিতে চলিতে, প্রকৃতির কঠোর বজ্রমুষ্টির প্রহারে দিশাহারা হইয়া, ঘুরপাক্ দিতে থাকে,—বন্ধু অবিনাশচন্দ্র বলেন ভানু এই শ্রেণীর লোক। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের মতটা কিছু স্বতন্ত্র,—ভানু এ পর্য্যন্ত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করে নাই, কিন্তু বাঁড়ুয্যে মহাশয়, ঠাকুরবাড়ীর বটতলায় বসিয়া স্তব্ধ দ্বিপ্রহর রজনী পর্য্যন্ত তাহার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিতে অমূল্যরত্ন নিহিত আছে,—ভানু সামান্য লোক নহে ! অন্যতম বন্ধু ডাক্তার প্রমথ বাবু স্বীয় ব্যবসায়উদ্দেশ্যে অল্পদিন সেখানে অবস্থান করিয়াই, অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, মানবচরিত্র বিশ্লেষণে তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি বিরল ; তিনি বলেন,—বাঁড়ুয্যে মহাশয় যে গ্রামের চৌকিদার কৃষ্ণ সর্দ্দারের সহবাস ত্যাগ করিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভানুর সহিত নিভৃতালাপে নিমগ্ন থাকেন, তাহার গূঢ় কারণ এই যে, কৃষ্ণসর্দ্দার অপেক্ষা ইনি ভানুকেই গঞ্জিকাসেবন কার্য্যের কার্য্যক্ষম সহচর মনে করিয়াছেন, এবং ভানুতে “কিছু আছে” বলিয়া যে একটা গুজব জাহির করিয়াছেন, তাহা কেবল গঞ্জিকাধূমবিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র। ভানু কয়েক দিবস অবধিই বাবুদের ঠাকুরবাড়ীর বটতলায় ছিল, আজ বোধহয় অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, পরে গ্রাম্য বালকগণের উপদ্রবে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। তাহার ছিন্ন মলিন বস্ত্র পাণ্ডুর মুখ ও উচ্ছৃঙ্খল গতি সকলই ঔদাস্য ব্যঞ্জক ;—পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য, মান, আশা, বিশ্বাস সকলই যেন সে এক তীব্র ভ্রূকুটি ও বিকট হাস্যে পলকে রসাতলে পাঠাইতে প্রস্তুত। “চোখে পড়ে, পড়ে গো!” এই গানটি ব্যতীত ভানুর নিকট অন্য কোন কথা কেহ শুনে নাই। কয়েকটি সামান্য শব্দ যোজনায় সঙ্গীতে কোন যাদুকরী শক্তি হইতে পারে কি না জানি না,—কিন্তু সে যখন তাহার স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে, তানলয়হীন গানটি গাহিত, তখন বোধ হইত যেন তাহার শীর্ণ দেহের প্রত্যেক-ধমনী ও শিরা, এক অদ্ভুত শক্তিপ্রয়োগে, গানের প্রত্যেক অক্ষরটিকে অনুপ্রাণিত করিতেছে ; সেটা মর্ম্মভেদী হাহাকার, কি অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির ভাবহীন অর্থহীন বিকট চীৎকার, তাহা বলিতে পারি না। রাত্রেও তাহার বিশ্রাম নাই,—নিশীথের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, তাহার বেদনাপ্লুত গীতধ্বনি সুষুপ্তের কর্ণে প্রবেশ করিয়া এক বিভীষিকাময় স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিত।

ভানু বারান্দার একপার্শ্বে আশ্রয়গ্রহণ করিল ; পরিচয়াদি জানিবার জন্য ইহাকে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ঔদাস্যপূর্ণ নিস্তব্ধতা ব্যতীত অপর কোন উত্তর পাইলাম না। সন্ধ্যার সময় ছোটবাবু বাহিরে আসিলেন। বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যার সময় গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোক আসিয়া বসিতেন ; তাস, দাবা, পাশা ইত্যাদি খেলা প্রায় রাত্রি এগারটা অবধি চলিত। চন্দ্রমাষ্টারের সহিত সেদিন দাবা খেলিতে বসিয়া, অবিনাশ বাবু উপর্য্যুপরি তিন বাজি হারিয়া, জয়াশায় সমস্ত রাত্রি দাবা খেলিয়াছিলেন ; শেষফল কি হইয়াছিল জানি না,—ফলে চন্দ্র মাষ্টার তাহার পরদিবস পাঠশালায় যাইতে পারেন নাই দেখিয়াছি, এবং শুনিয়াছি

অসাধারণ ক্রীড়াসক্তির জন্য গৃহিণীর নিকট অবিনাশ বাবুর অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেদিন আমাদের নিয়মিত ক্রীড়কদের মধ্যে অনেকে অনুপস্থিত হইলেন,—বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে কখন অনুপস্থিত দেখি নাই,—তাম্রকূটধূমপান আশায় তাঁহার কণ্ঠ-নিঃসৃত সঘন ভৃত্যাহ্বানধ্বনি এবং "কচে বার" "ছে পঞ্জা" প্রভৃতি বিকট চীৎকারে বাবুদের সুপ্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিধ্বনিত হয় নাই, এমন দিন আমার মনে পড়ে না,—সেদিন তিনিও আসিলেন না। ছোটবাবু ও আমি কিছুক্ষণ বন্ধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, সন্ধ্যার পর ডাক্তার প্রমথ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমথ বাবুর বিশ্বাস দাবাখেলায় তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে এমন লোক আমাদের মধ্যে নাই ;—তিনি অবিনাশ বাবু ও চন্দ্র মাষ্টারের অহি-নকুল যুদ্ধে স্বীয় ক্রীড়াকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদানের উপযুক্ত অবসর প্রায়ই পাইতেন না। সেদিন সুযোগ বুঝিয়া আমাকে লইয়া দাবা খেলিতে বসিলেন।

আমি কোন ক্রীড়াতেই পারদর্শী ছিলাম না, ক্রীড়ায় অপরিপক্কতা নিবন্ধন সহযোগী ক্রীড়কের নিকট হইতে "অপরিণামদর্শী অর্ব্বাচীন" প্রভৃতি সুমিষ্ট তিরস্কার এবং প্রতি-যোগীগণের কৌতুকহাস্য আমার মোটেই প্রীতিকর হইত না,—এজন্য ক্রীড়কবন্ধুগণের নিকট হইতে আমি যথাসম্ভব দূরে থাকিতাম। কিন্তু সেদিন ছোটবাবুকে আমাদের ক্রীড়া দর্শনেচ্ছু দেখিয়া, ডাক্তার বাবুর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। অল্প সময় মধ্যে কয়েক বাজি হটিয়া গেলাম,—সেদিন আমাকে হটাইয়া ডাক্তার বাবুকে যে প্রকার প্রফুল্ল ও উৎসাহিত দেখিয়াছিলাম, সে প্রকার বোধ হয় আর কখন দেখি নাই ;—বৃদ্ধ গ্যালভনি মৃত ভেকের পদকম্পন প্রত্যক্ষ করিয়া তাড়িৎ শক্তি আবিষ্কারে, যে হর্ষবিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধহয় খেলার শেষে ডাক্তার বাবুর কণ্ঠনিঃসৃত "মাৎ" শব্দটি অপেক্ষা অধিক আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ ছিল না। ছোটবাবু কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গেলেন, আমারও খেলা ভাল লাগিল না,—প্রমথ বাবু তখন আর এক বাজি "মাৎ" করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন ; নানা অনুরোধে খেলা ত্যাগ করাইতে কৃতকার্য্য না হইয়া, শেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া খেলা বন্ধ করা গেল। ভানু যে এ পর্য্যন্ত গৃহের একটি কোণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহা আমরা লক্ষ্য করি নাই ; হঠাৎ তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল,—সে তখন তাহার অনতিবৃহৎ পুঁটুলি খুলিয়া কি বাহির করিতেছিল, সেই তৈলাক্ত শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্রখণ্ডের আবরণে কি পদার্থ ছিল, তাহা কেহ দেখে নাই ; প্রমথ বাবু অনুমান করিলেন সেটি গাঁজা অহিফেণ ও তৎব্যবহারোপযোগী যন্ত্রাদিতে পূর্ণ, কিন্তু বেশ মনে আছে, বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিয়াছিলেন—ভানুর সেই পুঁটুলিতে এক অপূর্ব্ব শিবমূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তি পূজাই ভানুর জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য,—ভানু সেই পুঁটুলি লইয়াই সংসারত্যাগী উদাসীন।

হাতে কাজ না থাকিলে মানুষ অনেক সময়ে নানা প্রকারে উদ্দেশ্যহীন "ভুয়ো" কাজ করিয়া ফেলে ;—শুনিয়াছি এক "অকেজো" পুরুষ, সময়ের গুরুভার বহন করিতে নাপারিয়া, তাহার সুস্থদেহ বৃদ্ধা জেঠাইমার সজ্ঞানে ৺গঙ্গালাভের উপায়টা, অনেক আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। আপাততঃ কোন গুরুতর কাজ হাতে নাই দেখিয়া, আমরা ভানুর পরিচয়াদি জানিবার জন্য তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। দুই একটি প্রশ্নের পর, সে ধীরপদে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ; বহু প্রশ্ন ও বিদ্রূপে ভানুর প্রশান্ত মূর্ত্তিতে কখন চঞ্চলতার চিহ্ন দেখি নাই ; বাহিরের কথাগুলা যেন তাহার জীর্ণ মেরজাইয়ের উপর ধাক্কা খাইয়া দশহাত দূরে আসিয়া মিলাইয়া যাইত ;—সে ফরাসের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ; আমাদের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ জ্বলিতেছিল, দীপের [illegible]

তাঁ[illegible] স্বাভাবিক ঔদাস্যপূর্ণ মুখমণ্ডলে, যেন এক উদ্যম ও সজীবতার ছায়া প্রতিফলিত দেখিলাম। ভানু বিস্ফারিত চক্ষে, তাহার স্বাভাবিক কঠোরস্বরে বলিতে লাগিল,—"তোমরা আমাকে গঞ্জিকা ও অহিফেণসেবী ঘোর উন্মাদ বলিয়া মনে করিয়াছ, তোমাদের অনুমানে যে কথঞ্চিৎ সত্যতা নাই একথা বলিতে পারি না। আমার ক্ষুদ্র জীবনের আদ্যোপান্ত কথা না শুনিলে, তোমরা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

আমি সবিস্ময়ে ডাক্তার বাবুর দিকে তাকাইলাম। ভানু বলিতে লাগিল,—তোমাদের নিকট আমার জন্মস্থান ও বংশসম্বন্ধে কোন কথা বলিব না, তবে জানিয়া রাখ আমি এক সদ্বংশজ কায়স্থ সন্তান। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দূর সম্পর্কীয় কুটুম্ব মিত্রমহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতাম, যাহা কিছু পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি ছিল, মিত্রমহাশয় সকলই রক্ষা করিতেন,—কথা ছিল আমি সাবালক হইলে সমস্তই পুনঃপ্রাপ্ত হইব। মিত্র মহাশয়ের এক কন্যা ছিল, তাহাকে আমি মানী বলিয়া ডাকিতাম,—তাহার প্রকৃত নাম কি ছিল তাহা তোমাদের জানার কোন আবশ্যকতা নাই। আমার নিত্যপাঠাদি শেষ করিয়া, মিত্রমহাশয়ের আদেশে মানীকে পড়াইতাম। সে আমা অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট ছিল, কিন্তু তাহার অসঙ্কোচ ব্যবহার, হাস্যালাপ দেখিলে বোধ হইত সে আমার সমবয়স্ক খেলার সাথী। মিত্রমহাশয় মানীকে বড় ভালবাসিতেন, আদরও দিতেন, এজন্য গৃহিণী তাহাকে আঁটিতে পারিতেন না; কিন্তু আমার কথা সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করিত না। মানী তাহার কোঁকড়া কোঁকড়া খাট চুলগুলি নাচাইয়া দিবারাত্রি ছুটাছুটি করিত, তাহার ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকার যে কোন কোন বিষয়ে একটু লজ্জা বা কিছু ভয় থাকা আবশ্যক, সেটা তাহার মনেই হইত না,—কিন্তু তাহার সুবিশাল কালো চঞ্চল চক্ষু দুটি আমার চক্ষের সহিত মিলিত হইলেই সশঙ্কিতভাব ধারণ করিত। সে-অঞ্চলে মিত্র মহাশয়ের সুতীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা ছিল,—ক্রমে শুনিলাম মিত্র মহাশয় মানীর সহিত আমার বিবাহ দিবার সংকল্প করিতেছেন;—আমার প্রতি তাঁহার কন্যার ভালবাসা বা ভাবীজামাতার সদ্গুণ দেখিয়া ঐ সংকল্প করিয়াছিলেন, কি আশু বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত আমার পৈত্রিক বিষয়টি তাঁহার হাত ছাড়া হইবে ভাবিয়া, তৎপ্রতিবিধানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহা আজও আমি জানি না,—তখন এ প্রশ্নটা মনেও উপস্থিত হয় নাই। হঠাৎ আত্মীয় বন্ধুশূন্য সংসার মহা সুখের আধার বলিয়া বোধ হইল;—হৃদয়টা তখন আমূল অতৃপ্ত বাসনায় পরিপূর্ণ, চখের সম্মুখে বাসনাপূরণোপযোগী কত পদার্থ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনকে দৃঢ় রশ্মির দ্বারা সংযত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অশিক্ষিত ঘোড়ার ন্যায় পিছু হটিয়া, পা তুলিয়া বাগ্ মানিল না,—আর ফিরাইতে পারিলাম না। মানীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, গরিবের ঘরে অমন বড় মেয়ের কত দিন বিবাহ হইয়া যাইত,—বড়লোকের ঘর তাই কেহ কোন কথা বলে নাই। সে আমার নিকট আর বড় আসে না, যদি আসে তবে অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া যায়; শুনিতে পাই এখন গৃহিণী ঠাকুরাণী, বিবাহিতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছু দিন পরে শুনিলাম আমার বংশের একটা বিশেষ দোষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য মিত্রমহাশয় তাঁহার কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিবেন না,—একটি সুপাত্রেরও সন্ধান হইয়া গিয়াছে, আগামী ফাল্গুনেই তাহার সহিত মানীর বিবাহ হইবে।"

ভানু এখানে একটু থামিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, আমি এই অবসরে প্রদীপটা উস্কাইয়া দিয়া, একটু অগ্রসর হইয়া বসিয়া বলিলাম,—"তারপর"।

ভানু বলিল, "তারপর একদিন রাত্রিশেষে সকলের অগোচরে মিত্রদের বাটী ত্যাগ করিলাম। সেই স্মরণীয় দিনে, আমার হৃদয় যে একটা ভীষণ হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা

আর অপনীত হইল না। ঝটিকাক্রান্ত তরীর ন্যায় কিছুদিন লক্ষ্যহীন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে, শেষে আমার মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলাম। সেখানে শুনিলাম অল্প দিন হইল মহা ধুমধামে মিত্রমহাশয়ের কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—ছেলেটি দেখিতে বেশ, কলিকাতায় ডাক্তারি পড়ে। যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ভীষণ অগ্নি জ্বলিতেছে, সে কি প্রকারে স্থির থাকিবে? আমি মাতুলালয়ে থাকিতে পারিলাম না। মিত্রদের বাড়ী যাইব বলিয়া বাহির হইলাম, কেন যাইতেছি এবং গমনের ফলই বা কি হইবে,—আমি এ সকল কথা একবার মনে ভাবি নাই,—বোধকরি ভাবিবার অবসর ছিল না। মিত্রবাড়ী আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না; শুনিলাম আমি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ায় মানী অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছিল এবং আমার বংশ সম্বন্ধে যে দোষের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় আমার সন্ধানে অনেক লোক প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু কেহই আমার খোঁজ পায় নাই,—কন্যা অরক্ষণীয়া হইতে দেখিয়া মিত্রমহাশয় অনিচ্ছাসত্বেও কন্যাকে পূর্ব্বনির্ব্বাচিত পাত্রে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুনিলাম মানী আমার কথা আজও ভুলিতে পারে নাই, এখনও আমার জন্য মধ্যে মধ্যে কাঁদে। আমি সেই দিন সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম; সে সাক্ষাৎ অতি ভয়ানক, তাহার প্রত্যেক স্মৃতিটি এক একটি অগ্নিশিখা হইয়া আমার হৃদয় নিশিদিন পোড়াইতেছে। আমাদের উভয়ের হৃদয়ে যে অলক্ষিতে কালসর্প প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কেহ জানিত না, তাহা হইলে বোধহয় সকলেই আমাদের সাক্ষাতের অন্তরায় হইত,—আমরা উভয়ে সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

ভানু এখানে একটু চুপ করিল, বোধ হইল সে যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে, দীপের ক্ষীণালোকে তাহার পাংশুবর্ণ সুপ্রশস্ত ললাটে উজ্জ্বল ঘর্ম্মবিন্দু সকল স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল; গরমের কোন কারণ ছিল না; তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, আমার গায়ের পিরাণটার বোতাম আঁটিয়া বলিলাম—"তারপর"; প্রমথ বাবুকে তখন একটু বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত দেখিলাম, যেন তাঁহার মনে একটু খট্‌কা লাগিয়াছে; তিনি তাকিয়া বালিসটার উপর মাথা রাখিয়া, অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় চোখ বুঁজিয়া ভানুর কথা শুনিতে লাগিলেন।

ভানু বলিল—"তার পর মানী মরিল, আমি মরিতে পারিলাম না;—আত্মহত্যা করিব বলিয়া উভয়েই আফিং খাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার মাত্রাটা কিছু কম হইয়াছিল, চিকিৎসকের কৌশলে আমি তার পর দিন সংজ্ঞালাভ করিলাম কিন্তু মানী বাঁচিল না।"

ডাক্তার বাবু এই সময়ে ত্বরিৎ উঠিয়া বসিলেন এবং তাকিয়াটি কোলের নিকট টানিয়া বিস্মিতভাবে ভানুর দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

ভানু আবার আরম্ভ করিল;—আমি যখন সংজ্ঞালাভ করিলাম তখন রাত্রি, শুশ্রূষাকারীগণের নিকট জানিলাম, এক অহোরাত্র অচৈতন্য পড়িয়াছিলাম, মানী তাহার পূর্ব্ব দিনের রাত্রিশেষেই এ সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তখন বাটীর পরিবারেরা সকলেই শোকে ও পরিশ্রমে অবসাদগ্রস্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; আমি অলক্ষিতভাবে মিত্রদের বাটী ত্যাগ করিলাম। বেশ মনে আছে সে সময়ে কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধচন্দ্র আকাশপ্রান্তে উদিত হইতেছিল,—আমি উন্মাদের ন্যায় গ্রামের বাহিরে আসিয়া শুষ্ক মেঠো রাস্তা ধরিয়া দৌড়িতে লাগিলাম;—তখনও আমার অহিফেণের নেশার ঘোর ছিল,—বোধ হইল কে যেন আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল; নবোদিত চন্দ্রের ক্ষীণালোকে তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না, সে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"যে তোমার অশান্তির মূল কারণ তাহাকে বিনাশ কর",—আমি সেই ছায়ামূর্ত্তি ধরিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না, তখন অন্ধকার মধ্যে কি প্রকারে মিলাইয়া গেল দেখিতে পাইলাম না। ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া

চারিদিকে তাকাইলাম, নিকটে একটি গোরু শিশিরসিক্ত কোমল তৃণ আহার করিতেছে দেখিলাম, পথিপার্শ্বস্থ এক ঝোপ্ হইতে একটি শৃগাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল এবং আমাকে দেখিয়া দুই চারিবার মুখ ফিরাইয়া তাকাইতে তাকাইতে, সুবিস্তৃত প্রান্তরের অন্ধকার মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। সেই দিন,—সেই রাত্রি হইতে আমি রীতিমত পাগল; আমি মানীর" প্রেতাত্মার শান্তির জন্য, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার স্বামীর সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি;—

ডাক্তার প্রমথ বাবু এই সময়ে ফরাস হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ভানু বিদ্যুৎবেগে তাঁহাকে ধরিয়া, তাহার মিরজাইয়ের মধ্য হইতে এক শাণিত ছুরিকা বাহির ক[illegible] নিমেষ মধ্যে ডাক্তার বাবুর বক্ষে আমূল প্রবেশ করাইয়া দিল। এই সময়ে বেশ বৃষ্টি হই[illegible]—এক দমকা বাতাস আসিয়া, প্রদীপটা নিবাইয়া দিল; চেঁচামেচি শুনিয়া ছোট [illegible] আসিলেন, ভানুকে অনেক অনুসন্ধানেও পাওয়া গেল না,—বৃষ্টির ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ [illegible] কর কোলাহলের মধ্যে যেন শুনা গেল, নদীর তীরে কে এক চিরপরিচিত স্বরে গাহি[illegible]

"মনে পড়ে, পড়ে গো
শুধু সেই ছায়া,—"

---

# স্বরলিপি।

কথা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।　　　　সুর—ঐ

টোড়িভৈরবী—কাওয়ালী।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনি। (মা)
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণি।
জনকজননী-জননি।
নীলসিন্ধুজল ধৌত চরণ তল
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্রতুষার কিরীটিনি।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য।
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনি।

তা।

||৪|| ম১ গ১। [মগ১ মনো১ নোধো১ ধো১। প১ মগ১ ম১ প১। নোধো৪।
অ য়ি [ভু ব ন ম নো — মো হি নি

{—২ প১ মগ১}]—৪। ধো১ নো১ র্স২। ধো১ নোর্স১ র্রো২। ধনো১ র্সর্রো১
{— অ য়ি }]— মা — — — — — — —

র্গো২। —৪। র্রো১ র্স১ নো১ ধো১। প১ মগ১ ম১ প১। নোধো৪ ।—২ স১
— — ভু ব ন ম নো — মো হি নি — অ

শেষ।

র১। গো২ গো১ র১। গো২ গো১ র১। গো১ র১ গো১ ম১। গো১ রো১
য় নি র্ম্ম ল সূ র্য্য ক রো — জ্জ্ব ল ধ র

স২। স১ র্সনো১ র্স১ র্সরো১। নোর্স১ ধো১ প১ ধো১। নো১ ধো১ —২।
ণি জ ন ক জ ন নী জ ন নি — —

ধো১ র্রো১ র্স২। নো১ পনো১ ধো১ ধো১। ধো২ ধো১ ধো১।
— — অয়ি ভু ব ন ম নী ল সি
(আ—প্র)

—১ নো১ ধো১ নো১। র্স২ র্রো১ নো১। র্স১ র্স১ র্স১ র্স১। ধো১ র্গো১
— ন্ধু জ ল ধৌ ত চ র ণ ত ল অ নি

র্র১ র্গো১। র্গো১ র্রো১ র্রো১ র্স১। ন২ র্স১ র্রো১। র্স১ ন১
ল হি ক — ম্পি ত শ্যা ম ল অ —

ধো১ সধো২ ধো১ ধো১। ধো২ ধো১ ধো১। পধো১ নোর্স১
ঞ্চ অ ম্ব র চু ম্বি ত ভা —

র্স১ । ধোপ১ নো১ ধো১ প১। স২ স১ স১। ধো২ নো১ র্স১। ধো১ নো১
ল হি মা — চ ল শু ভ্র তু ষা র কি রী —

ধো১ নো১। র্গো১ র্রো১ র্রো১ র্স১। নো১ পনো১ ধো১ ধো১।
— টি নি — অ য়ি ভু ব ন ম
(আ—প্র)

স১ স১ স১ স১। গো২ গো১ গো১। গো১ গো১ গোর১ গো১।
প্র থ ম প্র ভা ত • উ দ য় ত ব

ম১ ম১ ম১ পম১। গো১ গো১ র১ গো১। —১ গো১ র১ গো১।
গ গ নে — প্র থ ম সা — ম র ব

র১ গো১ ম১ গো১। রোগো১ রো১ স২। নো১ স১ স১ স১। ধো২ ধো১
ত ব ত পো — ব নে প্র থ ম প্র চা রি

ধো১। প১ ধো১ প১ নো১। ধো১ ধো১ প২। গো২ ম১ ম১। —১ নো১ ধো১
ত ত ব ব ন ভ ব নে জ্ঞা ন ধ — র্ম্ম ক

প১। গো২ ম১ গো১। রোগো১ রো১ স২। [ধো১ ধো১ ধো১ নো১।
ত পু ণ্য কা — হি নী [চি র ক —

ধোনো১ র্সরো১ র্গো১ র্রো১। র্রো১ র্স১ র্স১ নো১। র্স২ র্স২। র্গো২ র্গো১ র্র১।
ল্যা — ণ ম য়ী — তু মি ধ ন্য দে শ বি

র্গো১ র্রো১ র্রো১ র্স১। ন১ র্স১ র্রো১ র্স১। র্স১ নো১ নো১ ধো১। ][পধো১
দে — শে — বি ত রি ছ অ — ন্ন — ][জা

নোর্স১ নো১ নো১। ধো১ ধো১ প১ মগ১। ম১ প১ প১ প১। পম১ প১
— হ্ন বী য মু না — বি গ লি ত ক রু

নোধো২। ]স২ স১ ধো১। —১ ধো১ ধো২। ধো১ নো১ র্স১ ধো১। নো১ র্স১
ণা ]পু ণ্য পী — যু ষ স্ত — ন্য বা — হি

র্গো১ র্রো১। র্স১ নোর্স১ নো১ ধো১।
নী — ভু ব ন ম
(আ—প্র)

# অবরোধ।

(১)

প্রায় পাঁচদিন হইল জগিয়ার জমিদার বাবুর বড় বাড়ীতে, হঠাৎ বহুস্ত্রীকণ্ঠের যে তুমুল আর্ত্তনাদ উঠে, তাহাতে গ্রামের দীনদুঃখী ও অন্যান্য গৃহস্থেরা অবগত হইয়াছে যে জমিদার ভূধর বাবুর, শ্বশুরালয়স্থিতা একমাত্র কন্যা গৌরীর বৈধব্য ঘটিয়াছে। ঘটনাটি লোষ্ট্রবৎ গ্রামের সুস্থির মধুচক্রে নিপতিত হইয়া অশেষ গঞ্জনা, গুন্‌গুনা, রটনা, কল্পনা, ও জল্পনা এই পাঁচ দিন সমান জাগ্রত রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা যেন সে দিন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নমুখে অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। তথাপি মহেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাকু ছিলামটি নিঃশেষ করতঃ হুঁকাটিকে দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিবার সময়, এই ঘটনাকেই উপলক্ষ করিয়া স্বীয় পুত্র মুকুন্দমোহনকে বলিলেন—"টাকায় যদি সব হ'ত তা হলে রাজা ব্যাটাদের আর ছেলে পিলে মর্‌তো না।"

এই অখণ্ডনীয় তথ্যের প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া মিতভাষী পুত্র মুকুন্দমোহন চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পুরোহিত ক্ষেত্তর রায় মহাশয়, তাম্রকূটধূমে সেই দিনপঞ্চপুরাতন ঘটনাটি পুনশ্চ রোমন্থন অভিপ্রায়ে, সেই চির-সজন জগিয়া-প্রথিত চক্রবর্ত্তী-রোয়াকে আসিয়া ভর করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়, দেয়ালে ঠেস দিয়া জানূপরি অঙ্গুলিবেষ্টনপূর্ব্বক যে নিবিড় আসন রচনা করিয়াছিলেন তাহা কিছুমাত্র ভঙ্গ না করিয়াই বলিলেন—"তাই বল্‌ছিলাম্ ক্ষেত্তর দা', টাকায় যদি বরাত ফিরতো তা'হলে এত দিন বড়লোক ব্যাটারা কুইন ভিক্‌টোরিও হ'য়ে উঠ্‌তো।"

ক্ষেত্তর রায় বেশ বুঝিতে পারিলেন চক্রবর্ত্তীর এই বিশেষ উৎপ্রেক্ষাটি, তাঁহার ধনী যজমান ভূধর বাবুর উপর কিঞ্চিৎ শ্লেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি ভূধর বাবুর পুরোহিত সেই জন্য ভূধর বাবুর পক্ষ হইতে এইরূপে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন—"কি জান চক্রবর্ত্তী, গৌরীর বয়সটা হ'লো কাঁচা আর ছেলে পিলেও হয় নাই, এই দুঃখু আর কি; নয়ত হ'ক না বিধবা, তাতে আর দুঃখু কি, কত লোক যে বিধবা হ'চ্চে।"

চক্রবর্ত্তী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন—"দুঃখু আর কি, বড়লোকদের দুঃখু আর কি, আমাদের মত রাত পোহালে ত আর উদরের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।" ফল কথা চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও উদরের ভাবনা ভাবিতে হয় না—এমন কি 'ছোট জমিদার' বলিয়া গ্রামে তাঁহার একটা বদনামও ছিল।

রায় মহাশয় কি একটা জবাব দিতে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময় তৎসম্পর্কিত একটা মহৎরহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িল। রায় মহাশয় যেখানেই যান, যাইবার সময় তদীয় পদযুগল

একজোড়া অভব্য ও বিপুল ধূলিমণ্ডিত চটিজুতায় আবৃত করিয়া যান। চক্রবর্ত্তী-আত্মজ মুকুন্দমোহন উক্ত পদদ্বয়কে অন্য চটিজুতা-বিশ্লিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্যাঠা জুতো কোথা?"—ইহাতে পুরোহিত রায় মহাশয় চুপ করিয়া থাকাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—"ন'পাড়ার খুড়ী মরেছে বুঝি—ক্ষেত্তর দা'।"

রায় মহাশয় 'না, না' বলিয়া বারম্বার আপত্তি করাতে ইহা সপ্রমাণ হইল যে চক্রবর্ত্তীর অনুমান ঠিক। ফল কথা এই—রায় মহাশয় পুরোহিত, কালাশৌচ প্রভৃতিতে তাঁহার যাজনায় অনধিকার হয়। ইহাতে লোকসান হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্য তিনি দূরস্থ জ্ঞাতিদিগের অশৌচ কদাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেন না।

চক্রবর্ত্তী কিন্তু রায় মহাশয়ের শাঠ্যে যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়িত হইয়া কলির ব্রাহ্মণের নিদারুণ অধোগতি সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য ব্যক্ত করিতে লাগিলেন—এবং ইহাও বলিলেন যে তাঁহার যে দু চার ঘর শিষ্য আছে অশৌচ অবস্থায় কদাপি তাহাদের যাজনা করেন না।

এইরূপ বক্তৃতাপরম্পরাসত্বেও নিদাঘ-অপরাহ্নের চিরায়মান তরুচ্ছায়াবৎ একটা অপ্রার্থিত ও অপরিত্যজ্য অবসাদ সেই ধূম্রাকুল রোয়াককে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল যে আজ পাঁচদিন ধরিয়া তাহারা যে সমুদ্রকে মন্থন করিয়াছে তাহা আজ সকলের অনিচ্ছাসত্বেও শনৈঃ শনৈঃ থিতাইয়া পড়িতেছে। গৌরী পাঁচ দিন বিধবা হইয়াছে।

কিন্তু সেই সময় তুমুল ক্রন্দনরোলের সহিত একটা বিদ্যুদ্‌গতি সমাচার আসিয়া সকলের নম্র মেরুদণ্ডকে আগ্রহভরে সোজা করিয়া দিল। সংবাদ পৌঁছিল—গৌরীকে শ্বশুরপক্ষীয়েরা এই মাত্র বাপের বাড়ী রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পিত্রালয় আগমন সম্বন্ধে একটা রহস্য ছিল—সেই রহস্যটি স্মরণ করিয়া সকলে একেবারে বিস্ময়াপ্লুত হইয়া গেল। কিন্তু পুরোহিত রায় মহাশয়ের অন্তরে অন্য কোন চিন্তাই প্রবেশ করিল না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"শ্রাদ্ধটা দেখছি তবে এখানেও ত হবে,—হায় হায় মর্দ্দানি ক'রে কেন জুতো জোড়াটা ছাড়লুম্—কে বা জানতো, তুমিও যেমন।" মনে মনে অনেকক্ষণ যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া তিনি মুখ ফুটিয়া অবশেষে চক্রবর্ত্তীকে বলিলেন—"মহেশ দা' কাজটাত তোমাকেই করাতে হ'বে।" চক্রবর্ত্তী,—"আচ্ছা, হবে"—বলিয়া পুনশ্চ অভিনব বিস্ময়রসে তলাইয়া গেলেন। এমন সময়ে বড়বাড়ীর দরওয়ান আসিয়া নিবেদন করিল—"মুকুন্দ্ বাবুকো মহারাজ বোলাওয়ে।"

যে ছেলেটি এতক্ষণ রোয়াকের ধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল সেই মুকুন্দ বাবু, মহেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। গ্রামবাসীরা আপনাদিগের অভ্যাগত কুটুম্বদিগকে, মুকুন্দকে দেখাইয়া সসম্ভ্রমে বলিত—উনি ইংরাজিতে চার পাশ। এখন মুকুন্দ আইনের পড়া দেখিতেছেন।

( ২ )

পাঁচ বৎসর হইতে চলিল, একাদিক্রমে একমাস কাল নহবৎ বসাইয়া ভূধর মুখোপাধ্যায়

মহাশয় মহা আড়ম্বরে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। সাত আটটা সানাইয়ের সুর একত্র হইয়া, প্রভাতে, মধ্যাহ্ণে, সন্ধ্যায় এবং যখন তখন সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম্মের মধ্যে গ্রামবাসিদিগের অন্তরে একটা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত মত্ত আনন্দের বারতা এক মাস ধরিয়া যেন কাটিয়া বসাইয়া দিয়াছিল। যাত্রা, বাইনাচ, তর্জ্জা পাঁচালী প্রভৃতিতে কেহ কখনও জন্মাবধি এমন বিব্রত হয় নাই। কিন্তু এ বিবাহে সুফল ফলে নাই।

কন্যার বিবাহের দুই বৎসর পর ভূধর বাবু একবার সপরিবারে ৺কালীঘাটে যান। সেই সময় ইচ্ছা করিয়া হাটখোলায় বেহাইবাড়ীতে দুই দিন অবস্থান করেন। পরমনিষ্ঠাবান ভূধর বাবু হাটখোলায় দুই দিন গঙ্গাস্নান করিয়া এবং বেহাই মহাশয়ের নিরতিশয় শিষ্টাচারে পরমাপ্যায়িত হইয়া অত্যন্ত পরিতোষলাভ করেন। তাঁহার বেহাই হাটখোলার একজন শ্রেষ্ঠ মহাজন। তিনি পরম সামাজিক লোক। ভূধর বাবু ভাবিয়াছিলেন বেহাই মহাশয়ের আদরে আর কিছু দিন থাকিয়া সর্ব্বপাতকসংহন্ত্রীর পুণ্যসলিলে স্নান করিয়া সর্ব্বপাপক্ষয় করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার জামাতার দুর্ব্যবহারে তাঁহাকে সে বাসনা অচিরাৎ পরিত্যাগ করিতে হইল।

কলিকাতার থিয়েটারসমূহের সম্মুখের 'সীটে' যে সকল ফিন্‌ফিনে-জামা গায়ে, ফুরফুরে ওড়না কাঁধে, মাথায় টেরীর উপর সাদা মাড়োয়ারি টুপি পরা যুবকদল আতর এবং এসেন্সের গন্ধে ভাসিয়া বেড়ায়, ভূধর বাবুর জামাতা আলোককুমার তাহাদেরই একজন। তাহার পিতা সারাদিন হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া এবং প্রবল বিষয়বুদ্ধির জোরে যে সকল রজত খণ্ড উপার্জ্জন করিতেন শ্রীমান আলোককুমার সারা রাত্র ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন মদিরাঘোরে তাহার অনেকগুলির সদ্‌গতি করিতেন। বড়বাজারে যতগুলি গুপ্ত প্রমারার আড্ডা আছে আলোকের সকলগুলির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা। তদ্ভিন্ন সে পিতার নিকট প্রকাশ্যে টাকা লইয়া ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলিতে যাইত। তাহার পর সমস্ত থিয়েটারেই বার মাসের জন্য তাহার 'সীজ্‌ন' কার্ড কেনা ছিল। এই সকল কারণে রাত্রে তাহার বাড়ী থাকা প্রায় ঘটিত না। তাহার সেই ক্ষীণ উজ্জ্বলবর্ণ দেহখানি দেখিলে মনে হইত বুঝিবা ঘুণে ইহার ভিতরকার সব কখানি হাড় জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে—কোন্ দিন বাতাসের ঘায় সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সে দিন আলোককুমার আপনার 'প্রাইভেট-রুমে' বসিয়া একটি অখণ্ড মুরগীর বাচ্ছা দ্বারা সায়ংকালীন মন্দক্ষুধায় আহুতি করিতেছিলেন। মাথার উপর শিকলে টাঙ্গান কেরোসিন আলো সমুজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছিল। এমন সময়ে সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ভূধর বাবু প্রবেশ করিলেন।

সুসিদ্ধ কুক্কুটশাবক তখনও টেবিলের উপর রাজিতেছিল। তাহাকে সরাইবার আর অবকাশ ছিল না। তাহা দেখিয়া ভূধর বাবুর সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

বাবুভূধর জানিতেন যে বয়োদোষে তাহার জামাতার কিছু চরিত্রভ্রংশ হইয়াছে।

কিন্তু কুক্কুট-শাবক-ভোজনোপযোগী চরিত্র-ভ্রংশ হওয়া সেই গ্রাম্য জমিদারের অনুধাবনার প্রায় অনধিগম্য ছিল। তিনি ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন "এ কিরে পাষণ্ড ?"

আলোক বলিল—"যাই হ'ক, তুমি ঘর থেকে বেরোও।"

কন্যার নিকট মেলানি না লইয়াই ভূধর বাবু সেই রাত্রে যাত্রা করিলেন এবং বাটী আসিয়া বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন—"কন্যা বিধবা না হইলে এ বাটীতে আনিব না, স্বরূপ জানিবেন।" বৈবাহিক সমস্ত অবগত হইয়া পত্রের উত্তর দিলেন—"তাহাই হইবে।"

এই ঘটনার ৪ বৎসর পরে পুলিসে, কলিকাতার এক গোপনীয় প্রমারার আড্ডার পাশে মুমূর্ষু আলোকের ভগ্নপঞ্জর দেহখানি কুড়াইয়া পাইল। হাঁসপাতালেই তাহার উন্মত্ত বাসনাদগ্ধ প্রাণটুকু উড়িয়া গেল। তাহার পিতা সংবাদ পাইয়া তাহার সৎকার করিলেন।

তখন আলোকের পিতার, অমঙ্গলরূপিনী পুত্রবধূর উপর নিদারুণ ক্রোধ উদয় হইল। তদ্দণ্ডেই তাহাকে চিরদিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। যে ঝি সঙ্গে যাইবে তাহার হাতে একটা ক্ষুদ্র কাঠের বাক্স দিয়া বলিয়া দিলেন—"বেহাই মহাশয়কে এইটি দিয়া বলিও, মরিবার সময় জামাই তাঁহাকে এইটি দিয়া গিয়াছে।"

গৌরীকে রাখিয়া তাহার শ্বশুরালয়ের সকলে যখন ফিরিয়া গেল, শোকার্ত্ত ভূধর বাবু কিছু আগ্রহসহকারে জামাতার শেষ নিদর্শনটি দেখিবার জন্য বাক্সটি খুলিলেন—দেখিতে পাইলেন, বাক্সর ভিতর একটা গোটা রাঁধা মুরগী রহিয়াছে! এই তীব্র মর্ম্মান্তিক উপহাসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে থর থর করিতে লাগিল। কলিকাতায় বলিয়াই তাঁহার বেহাইয়ের তদ্দণ্ডে মুণ্ডপাত করিতে পারিলেন না। আইন-অধ্যয়ন-পর মুকুন্দমোহনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—নালিস চলিতে পারে কি না।

মুকুন্দ বলিল—'হাঁ পারে, তবে ফলাফলের স্থিরতা নাই।' অবশেষে পাত্রমিত্র বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। কিন্তু রোদন-প্লাবিত অন্তঃপুরের মধ্যে এ সংবাদ পৌঁছিল না।

( ৩ )

রায় মহাশয়ের অশৌচ ব্যক্ত হইয়াই পড়িল এবং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও দশ আনা ছ'নার হিসাবে তাঁহার বকল্‌মা লইলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধ বুঝি আর হয় না। গৌরীর মায়ের এ কয় দিন জ্ঞানই নাই। গৌরীর পিতা পুরোহিত রায় মহাশয়কে বলিলেন—তুমিই যা হয় কর, আমি আর দেখিতে পারিব না। অগত্যা রায় মহাশয় কম সম করিয়া বৃষোৎসর্গের আয়োজন করাইলেন।

শ্রাদ্ধবাসরে, পুরোহিত, চক্রবর্ত্তী এবং তস্য চার-পাশ-করা পুত্র, এই তিন জন জমিদার বাবুর অন্তঃপুরে উপনীত। গিয়া সকলে দেখিলেন পুরীর মধ্যে গৃহশ্রীকে পরাস্ত করিয়া শ্মশান-দৈত্য আপনার রাজত্ব বিস্তার করিয়াছে। এবং সেই রাজত্বের কেন্দ্রস্থলে এক নিরলঙ্কৃতা নিরাভরণা পাষাণপ্রতিমা বসিয়া রহিয়াছে। মুখে বাক্য নাই; চক্ষে অশ্রু

নাই। সেই গৌরী। চক্রবর্ত্তী ও রায়মহাশয়ের ধমকানির জোরে এক জন দাসী গৌরীকে উঠাইয়া স্নান করিতে লইয়া গেল।

একেলা সমস্ত সামলাইতে পারিবেন না এই আশঙ্কা করিয়া মহেশ চক্রবর্ত্তী স্বীয় পুত্র ইংরাজিবিদ্যায় কৃতী মুকুন্দমোহনকে—তাহার বিষম আপত্তিসত্ত্বেও—সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু সেই লাজুক তরুণটি, পিতার কিছু সাহায্য করা দূরে থাকুক, ঘরের মধ্যে কোন্ স্থানটিতে বসিলে সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারা যায় সেই তথ্যানুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় বর্ষাভিষেকবিধৌত কুসুমরাশির ন্যায় সদ্যস্নাতা গৌরীকে আনিয়া দাসী আসনে বসাইয়া দিল। শ্রাদ্ধমন্ত্র উত্থিত হইল।

এদিকে শ্রাদ্ধ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, সেই স্বর্লোকদুর্লভ রূপবতীর সম্মুখে মুকুন্দের মস্তিষ্কের ভিতর ততই নিখিল কাব্যশাস্ত্রের ও তাবৎসৌন্দর্য্যতত্ত্বের অব্যক্ত ভাব সকল উদ্বেলিত ও আলোড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। কুমারের সেই তপঃপরায়ণা গিরিরাজতনয়া, বোধ হইল যেন,—তাহার অন্তরস্থিত কল্পনা-সমুজ্জ্বল তপোবনসীমান্ত পরিহার করিয়া পুরঃস্থিত সিক্তকেশদামবৃত চন্দ্রাননে লীন হইয়া গেল। গৌরীও যেন আজ কূলে কূলে তেমনি পূরিয়া উঠিয়াছে—যেন তেমনি একটা মেঘে এ কূল ও কূল ছায়া ফেলিয়া সমস্ত ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। এ সেই মুখ যাহার সহিত 'প্রভাতকল্পশশিনেব শর্ব্বরী'র তুলনা হইয়াছিল। যে মুখখানি 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত-চকিত-লোলাপাঙ্গের' সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাহা যেন সে দিনকার শ্রাদ্ধমন্ত্রধ্বনিতে উজ্জয়িনীর আপানভূমি পরিহার করিয়া সেই মুগ্ধদৃষ্টি সুধাংশুবদনে মিশিয়া গেল। তাহার মনে হইল সেই সুদূরদ্বীপবাসিনী মিরাণ্ডা-কল্পমূর্ত্তি হঠাৎ যেন শরীরবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কত শকুন্তলা কত ডেসডিমোনা যেন নিমেষে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে গৌরীর কণ্ঠস্বর বড় অতুলনীয়। তাহা কেমন এক রকম, সজল সজল। ভিতরকার যেন অমৃতরাশি মন্থন করিয়া উঠিতেছে—নাসিকায় ও মুখে প্রহত হইয়া শব্দ তরঙ্গ যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। গৌরির গম্ভীরমধুর মন্ত্রউচ্চারণ শ্রবণ করিয়া মুকুন্দের সর্ব্বাঙ্গ বারম্বার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কলিকাতার বাসার একটি প্রায়ান্ধকার ঘরে বসিয়া বেচারি দিবানিশি গুনগুনস্বরে, সুতীব্র কল্পনাবলে যে ছায়ালোক সৃজন করিয়াছিল—এবং যাহা বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট চারিখানি কাগজখণ্ড লাভ করিয়াছে—তাহা সে দিন শ্রাদ্ধমন্ত্রের ক্ষীণ অস্ফুট আবৃত্তিতে, এবং আবর্ত্তিত ধূপগন্ধের সৌগন্ধে লক্ষধারে সহস্র কিরণে নিমেষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এত রূপ সে কোথাও দেখে নাই—এমন শব্দ সে জন্মাবধি শুনে নাই।

পিতা কতকগুলা চাল কলা লইয়া এবং পুত্র কাব্যশাস্ত্রের একটা মহাভাষ্য লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সে ভাষ্য জটিল এভিডেন্স অ্যাক্টের টিপ্পনীর মধ্যে অতি ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়াই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

( ৪ )

রাণীর শোক আর কিছুতেই থামে না। রাণী রাজাকে বলিলেন, রাজা, আমার কন্যার সঙ্গে আমিও এয়োতি ঘুচাব। শাঁখা পরবো না, শাড়ী পরবো না, মাচ খাব না, আঁশ ছোঁব না, পরপুরুষের মুখ দেখবো না। রাজা বলিলেন আচ্ছা। আর বলিলেন,—শোন রাণী তোমায় এক সাতমহলা নিবান্ধবা পুরী দিব—দাসী দিব, ধন দিব, তুমি তার মধ্যে গিয়ে কন্যের সঙ্গে বৈধব্য পালন করগে।

ভূধর বাবুও এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন—তাঁহার যে স্বতন্ত্র বৈঠকখানা ও বাগান ছিল তাহার মধ্যে গৌরী ও তাহার মাতা বাস করিতে লাগিল। সে বাগানে কিম্বা বাটীতে একজনও পুরুষ চাকর কিম্বা মালি রহিল না। বাটীর মধ্যে মৎস্যের শুল্কমাত্রও আসিতে পাইত না। গৌরী ভূমিতে শয়ন করিত ও হবিষ্যান্ন আহার করিত। তাহার মাতা নিয়মিতরূপ প্রাতে এবং সায়াহ্নে জামাতার জন্য রোদন করিতেন, গৌরী সে সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

কিন্তু কিছুকাল এইরূপে বৈধব্যব্রত পালন করিয়া অন্তরে অন্তরে গৌরী বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সুরাবিভোর অন্যাসক্ত স্বামির অকিঞ্চিৎকর-স্মৃতিকে অবিশ্রাম বেদনাহীন বিলাপ-ধ্বনিতে জাগতরাখা তাহার পক্ষে সকল যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু সে যন্ত্রণাও যথাচার সে বহন করিতেছিল। সে জানিত জগতের মধ্যে অমঙ্গলরূপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাকে পৃথিবীতে কেহ চাহে না—সে পৃথিবী হইতে লুক্কায়িত হইয়া কালভুজঙ্গের ন্যায় এক অসূর্য্যম্পশ্য বিবরে বাস করিবে। এই পুরুষসঙ্গবর্জ্জিত আনন্দলেশহীন ক্ষু। শোককারাগারে তাহার অকল্যাণকর প্রাণটা কতকালে যে নিবিয়া যাইবে তাহারও স্থির ছিল না। কত ভাবে দিনের মধ্যে কতবার যে তাহার নিবিড় নয়নপল্লব ভিজিয়া উঠিত তাহা কেহ জানিতে পাইত না। পিতা তাহার ভাগ্যে ৺কালী সিংহের মহাভারত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল অবস্থায়, সকলে সমস্ত সাহিত্যের অধিকারী হয় না। ভীষ্মচরিত কোলে করিয়া, সে ভাবিত—হে বিধাতা জনসঞ্চারবিহীন কোন দূরান্তর মরুভূমির মধ্যে আমার পরম অকল্যানকর সমস্তটা মিশিয়া মরিয়া যাউক।

এদিকে ভূধর বাবু কন্যার বৈধব্যকে যতই নীরন্ধ্র অবরোধে অবরুদ্ধ করিতে লাগিলেন ততই চক্রবর্ত্তী মহাশয় ধূমপান অবসরে ক্ষেত্তর রায়কে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"বুঝলে ক্ষেত্তর দা' অতি শব্দটাই কিছু নয়!" এতৎসম্বন্ধে রোয়াকাসীন সকলেরই একমত—অতি শব্দটাই কিছু না। কিন্তু পুত্র মুকুন্দমোহনের মনে অন্যরূপ ভাব উদয় হইতে লাগিল। ভূধর বাবু কন্যার চারিদিকের বাঁধন যতই কসিতে লাগিলেন মুকুন্দমোহনের মনে ততই 'ফেয়ারি কুইনের' স্বপ্নমালা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। জ্যোৎস্নারাত্রে যখনই সে ঐ বৈঠকখানার অনেক তফাতে দাঁড়াইয়া সেই চন্দ্রিকাবিধৌত হর্ম্ম্যের দিকে চাহিয়া দেখিত তখনি তাহার মনে হইত যেন এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দানব কোন্ অপ্সরাকন্যাকে কাড়িয়া

আনিয়া কোন্ মায়াময় পাষাণদুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভাবিত, সেই ছায়াময়ী বিষাদপ্রতিমা হয়ত এই জ্যোৎস্নাউচ্ছ্বসিত অনন্তপত্রমর্ম্মরিত যামিনীতলে কোথাও আপনার রূপরাশি এলাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। হয়ত বা সে এই অনন্ত অজস্র কিরণধারার সহিত আপনার অন্তঃসিঞ্চিত তাপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দিতেছে। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার ইচ্ছা হইত বর্ম্মাবৃত অশ্বারূঢ় দিগ্বিজয়ী মহাযোধের ন্যায় কোন নিস্পন্দ-নিশীথ রাত্রে দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া কর্ণভেদী তূর্য্যনিনাদে দিঙমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া পুরীর মধ্যের নিষ্ঠুর মায়াজাল নিমেষে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। দুয়ারে যে সকল দৈত্যেরা থানা দিয়া বসিয়া আছে তাহাদিগকে নিমেষে পরাস্ত করিবে—ইন্দ্রজালবদ্ধ কুমারীর সমস্ত বন্ধ দ্রুত অসিধারে ছেদন করিবে—এবং তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া কোন অনুদ্দিষ্ট জ্যোৎস্না-লোকপ্রান্তে বিলীন হইয়া যাইবে—এমন স্বপ্নও সেই বাঙ্গালি-সন্তানের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠিত। কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিল যে এই পিনালকোড্‌শাসিত নিরন্ন ও দরিদ্র ভারতবর্ষে সে দিগ্বিজয়ের কাল আর নাই। অবশেষে সে প্রতিজ্ঞা করিল আর কিছু না পারুক সেই মায়াকুমারীর কর্ণকুহর আপনার অন্তরবিদীর্ণ তীক্ষ্ণ তুরীধ্বনিতে ভরিয়া দিবে।

মুকুন্দমোহন অনেকদিন ধরিয়া একখানি খাতায় গৌরীকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কথা লিখিল। সে অনেক অদ্ভুত চিত্র, অনেক অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন, অনেক ছবি, অনেক গান। হৃদয়মথিত তরল উজ্জ্বল বর্ণে প্রতি ছত্র লাবণ্যে ভরিয়া উঠিল। তাহাতে কত আক্ষেপ, কত আকাঙ্ক্ষা, কত প্রতীক্ষা, কত নিরাশা, কত ভয়, কত সঙ্কোচ, কত দুঃখ, কত যাতনা ব্যক্ত হইল এবং অব্যক্ত রহিল। বার বার লিখিল, বার বার কাটিল, বার বার চক্ষে জল আসিল হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পরে একখানি নূতন খাতায় মুক্তাবিনিন্দিত অক্ষরে চিত্রগুলি পুনরঙ্কিত করিয়া দিল। এই অপূর্ব্ব কাব্যের নাম দিল—গৌরী। অবশেষে একজন দাসীকে কিছু নগদ দিয়া তাহার হাতে খাতাখানি—তাহার কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট পাঠাইয়া দিল। দাসী গিয়া বলিল—মা ঠাকুরাণি, খাতাখানা বাগানে কুড়াইয়া পাইয়াছি। গৌরী খাতাখানা লইয়া গোপনে পড়িতে আরম্ভ করিল।

মুকুন্দ যতদূর সাধ্য সহজ করিয়া বাঙ্গালায় লিখিয়াছিল। কিন্তু গৌরীর চারুপাঠ অবধি বিদ্যায় প্রথম প্রথম তাহাও কিছু কঠিন মনে হইল—বিশেষতঃ দুই একটি চিত্র মুকুন্দ-মোহনের অজ্ঞাতসারে ইংরাজিবর্ণে প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অত্যুগ্র আগ্রহে একে একে সমস্ত বাধা পরাস্ত হইয়া পড়িল—তখন গৌরীর হৃদয়ে এমন একটি ছবির ছায়া পড়িল যাহা সে ইহজীবনে কখন দেখে নাই। তুলারাশির মধ্যে জ্বলদঙ্গারবৎ তাহার শ্রান্ত, শুষ্ক হৃদয়ে মুকুন্দমোহনের বহ্নিশিখাসম উত্তপ্ত ভাবরাশি সঞ্চারিত হইল। স্তরে স্তরে আগুন ধরিয়া উঠিল।

প্রাতের যুবক মুকুন্দকে যে স্পষ্ট দেখিয়াছিল তাহা বড় স্পষ্ট মনে হইল না। কিন্তু ক্রমে

যেন মনে হইল 'হাঁ দেখিয়াছি'। বালককালে সে মুকুন্দকে অনেকবার দেখিয়াছিল। এই সকল আবছায়াস্মৃতি হইতে কল্পনাসাহায্যে গৌরী মনে মনে সেই পুরুষসঙ্গবর্জ্জিত পুরীর মধ্যে একটি সুন্দর পুরুষমূর্ত্তি রচনা করিয়া আপনার নিভৃত হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিল। সেই কল্পিত মূর্ত্তিকে বেড়িয়া কত মায়া, কত ছলনা, কত মান, কত অভিমান, কত বিরহ, কত মিলন নাচিয়া বেড়াইত। শ্মশানের অমঙ্গলরূপিনী যেন কোথাকার রাজশ্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়াছে। মুকুন্দের কাব্যের সাহায্যে চারিদিকের অস্ফুট প্রকৃতিও যেন স্ফুটভাষিনী হইয়া উঠিল।

বর্ষার দিনে ঘন শ্যামল পত্ররাজির রন্ধ্র দিয়া গৌরী যেন দেখিতে পাইত মুকুন্দ তাহার প্রতীক্ষায় প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। যখন খুব জোরে ঝম্ ঝম্ করিয়া জল আসিত তখন গৌরীর মনে হইত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া যেন মুকুন্দ তাহার দ্বারে আশ্রয় মাগিতেছে—যেন ডাকিতেছে—গৌরি দুয়ার খোল, দুয়ার খোল। সে দ্রুতচরণে নীচে নামিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিত—বৃষ্টির ঝাপটে কেবল সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইত। তখন মেঝেতে পড়িয়া সে মাটিতে বুক দিয়া কাঁদিত। এইরূপে বর্ষা কাটিয়া শরৎ আসিল।

( ৫ )

কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে মুকুন্দের মনে হইল—আজ আর সয় না।

সে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইল। পথে চলিতে চলিতে তাহার রোমিও জুলিয়েটের কথা মনে পড়িল। সুপ্রসন্ন শারদ জ্যোৎস্নায় নিখিল স্থাবর জঙ্গম নিস্তব্ধে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর হইতে ধ্বনিয়া উঠিল :—

In such a night
Troilus methinks mounted the Trojan walls
And sighed his soul towards the Grecian tents
Where Cresida lay that night.
In such a night
Did Thisbe &c. &c.

তাহার মনে হইল—in such a night—ভিন্ন জগতে আর কখনো কোন তীব্র মর্ম্মভেদী বিরহ ও মিলনের ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। রোমিওর প্রখর আগ্রহ তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে খরতর বেগে ছুটিতে লাগিল। সেই আগ্রহে সে জুলিয়েটের কাননপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ফেলিল।

প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাতায়নতলে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল স্বপ্ন যেন সত্য হইয়াছে—বাতায়নে জুলিয়েটের উদয় হইয়াছে।

তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডসকলের মধ্য দিয়া অখণ্ড সুধাকর পৃথিবীকে অস্থায়ী ছায়ালোকে প্লাবিত করিতে করিতে চিত্রার্পিত আকাশ-পথ অতিবাহন করিতেছিল। সেই সময়ে করুণকণ্ঠে মুকুন্দ ডাকিল—গৌরি।

গৌরী চকিতনেত্রে নীচে চাহিয়া দেখিল—সেই!—যাহাকে সে এমন অনেক জ্যোৎস্না রাত্রে প্রতীক্ষা করিয়াছে। এমনি কণ্ঠে অনেকবার মর্ম্মরিত বায়ুহিল্লোলে কে তাহাকে অনেকবার ডাকিয়াছিল—গৌরি। অনেক প্রভাতে, অনেক নিশীথে অনেক শব্দের মধ্যে এমনি স্বরে কে যেন কোন্ মনের রাজ্য হইতে ডাকিয়াছে—গৌরি। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল না—তথাপি 'যাই' বলিয়া চঞ্চল আনন্দভরে নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল।

সেই সময় জগতের এক গূঢ়রচনাশক্তি জুলিয়েটের ধাত্রীদ্বারা বাতায়নতলের নাটিকার এক অখ্যাত উপসংহার করিল।

একটা দাসী ছাদের উপর হইতে নীচে দেখিতে পাইল পুরুষমানুষের মত কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ভাবিল চোর, নিশ্চয় সিঁদ দিবে। চোরকে লক্ষ্য করিয়া উপর হইতে একখানা থান ইট ফেলিয়া দিল—এবং ছুটিয়া বড় বাড়ী সংবাদ দিতে চলিল। ঊর্দ্ধমুখ বাতায়নবদ্ধদৃষ্টি মুকুন্দমোহনের বুকে ইটখানা বিষম বাজিল। বুকের অস্থি চূর্ণ হইয়া হৃদয়ে আঘাত লাগিল। সে গতজীবন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সেই সময় গৌরী আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। পাষাণপ্রতিমা অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল—সেই বটে!

এ দিকে কর্ত্তা চোর ধরিবার জন্য লোকজন ও লাঠীসোঁটা লইয়া সেই দিকে আসিতেছিলেন। গৌরী দূর হইতে পিতার সাড়া পাইয়া—ভূতলে পড়িয়া গতজীবন মুকুন্দকে নিবিড় আলিঙ্গন পাশে বাঁধিয়া ধরিল।

সমুপাগত পিতা কাণ্ড দেখিয়া ক্রোধভরে অসতী কন্যার মস্তকে এমন সজোরে পদাঘাত করিলেন যে সে মস্তক ইহজন্মে আর ভূতল হইতে উঠিল না।

---

# সিরাজদ্দৌলা।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব।

### সপ্তদশ অধ্যায়।

### রাষ্ট্র-বিপ্লব।

পলাশি হইতে প্রস্থান করিয়া, পরদিবস—শুক্রবার প্রাতঃকালে *—সিরাজদ্দৌলা

---

* ইংরাজেরা বলেন, সিরাজদ্দৌলা "দিবা দুই ঘটিকার" সময়ে পলাশি হইতে পলায়ন করিয়া "সেই রজনীতেই" রাজধানীর মহিলামণ্ডলীর বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুতক্ষরীণে লিখিত আছে,

মনসুরগঞ্জের রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি বহুসহস্র-সিপাহীসুরক্ষিত সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া বীরশূন্য মুরশিদাবাদের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন কেন? ইংরাজেরা বলেন,—একে কাপুরুষ, তাহাতে দুর্ব্বলচিত্ত; সুতরাং ইংরাজভয়েই সিরাজদ্দৌলা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখক বলেন,—"পিপীলিকা নিতান্ত ক্ষুদ্র কীট; তথাপি বহুসহস্র পিপীলিকার সমবেত শক্তির নিকট বনশার্দ্দূলকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয়!"* বলা বাহুল্য যে, এইরূপ পিপীলিকা-দংশনেই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইল!

রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে না করিতেই সিরাজদ্দৌলার পরাজয়-কাহিনী চারিদিকে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। লুণ্ঠনভয়ে, যে যেখানে পারিল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল! মোগলপ্রতাপ তখন ধীরে ধীরে অস্তগমন করিতেছিল, মুসলমান আমীর ওমরাহেরা আত্মস্বার্থরক্ষার আশায় মহারাষ্ট্রসেনার নিকট, ফিরিঙ্গি বণিকের নিকট এবং পার্ব্বত্য পাঠান সেনার নিকট, বহুবৎসরের শাসনগৌরব পরিহার করিয়া একে একে রঙ্গভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছিলেন; ভারতবর্ষের রত্নসিংহাসন বালকের ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত হইয়াছিল;—সুতরাং সিরাজদ্দৌলার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল! তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য পাত্রমিত্রগণকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন; অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার শ্বশুর মহম্মদ ইরিচ খাঁ পর্য্যন্তও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।† তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সকলেই প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কেহ কেহ ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে উত্তেজনা করিতেও ত্রুটি করিল না।‡ চারিদিকে আকুল আর্ত্তনাদের সূত্রপাত হইল।

এই সকল কাপুরুষোচিত প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া, সিরাজদ্দৌলা সেনাসংগ্রহের জন্য ইরিচ খাঁকে পুনরায় উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। ইরিচ খাঁ কিছুতেই সম্মত হইলেন

---

তিনি "সায়ংকাল পর্য্যন্তও" যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করিয়া আত্ম-সেনানায়কদিগের "বিশ্বাসঘাতকতায়" বিপর্য্যস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, এবং পরদিবস প্রাতঃকালে, অর্থাৎ "৬ মাহ সাওয়াল রোজ জুমাকো দো তিন ঘড়ি দিন চঢ়ে মনসুরগঞ্জ আ পহুঁছা।" শ্রীল শ্রীযুক্ত ড্রেক সাহেব বাহাদুরের পলায়নে ইংরাজ-গৌরব কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে;—সিরাজদ্দৌলার পলায়নে মুসলমানের নাম সেরূপ কলঙ্কিত হয় নাই! তাহাকে Honorable retreat বলিলেই সত্যের সম্মান সুরক্ষিত হয়।

* মুতক্ষরীণ।

† Even his wife's father, Mahammed Eeruch Khan, though the Nabab begged him to stay and collect troops, either to defend him where he was, or to accompany him in his retreat, refused, and hastened to his own house at the city of Moorshidabad.—Scott's History of Bengal, p. 369.

‡ Some advised him to deliver himself up to the English, which he imputed to treachery.—Orme ii. 179.

না; তখন অনন্যোপায় হইয়া সিরাজদ্দৌলা বিহার-যাত্রার উপযোগী সেনা সংগ্রহের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইরিচ খাঁ তাহাতেও অসম্মত হইয়া ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিলেন!

সিরাজদ্দৌলা ইহাতেও ভগ্নমনোরথ না হইয়া স্বয়ং সেনাসংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গুপ্ত ধনাগার উন্মুক্ত হইল;—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন এবং সায়াহ্ন হইতে প্রথম রাত্রি, সেনাদলকে উত্তেজিত করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান চলিতে লাগিল।* রাজকোষ উন্মুক্ত পাইয়া, শরীর-রক্ষক সেনাদল যথেষ্ট অর্থশোষণ করিল, এবং প্রাণপণে সিংহাসন রক্ষা করিবে বলিয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়া একে একে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।† সিরাজের সকল চেষ্টা বিফল হইল!

সায়াহ্নে আর রত্নদীপালোকে রাজধানী উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল না;—রাজবৈতালিকের সুললিত যন্ত্র-সংগীত আর বায়ুভরে দূর দূরান্তরে মোগলের গৌরব-গীতি বিঘোষিত করিল না;—পার্শ্বচরগণ আর নবাব সিরাজদ্দৌলার আজ্ঞাপালনের অপেক্ষায় করজোড়ে কক্ষদ্বারে সম্মিলিত হইল না!‡ রাজপুরী জনসমাগমরহিত শ্মশান-সৈকতের ন্যায় হায়! হায়! করিতে লাগিল! সেই শ্মশানভূমি বিকম্পিত করিয়া অদূরে মীরজাফরের বিজয়োন্মত্ত আগ্নেয়াস্ত্র ভীমকলরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! সিরাজদ্দৌলা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন,—মোগলের রাজ্যাভিনয়ের শেষ চিত্রপট উদ্ঘাটিত হইয়াছে; জনহীন পাষাণ-প্রাসাদ যেন চিরবুভুক্ষিতের ন্যায় তাঁহাকেই গ্রাস করিতে আসিতেছে! তখন মাতামহের মমতানুলিপ্ত হিরাঝিলের বিচিত্র রাজপ্রাসাদ এবং বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার বলার্পিত মোগল-রাজসিংহাসন পশ্চাতে রাখিয়া, নবাব সিরাজদ্দৌলা পথের ফকিরের ন্যায় রাজধানী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন! কেবল একজনমাত্র পুরাতন প্রতিহারী এবং চিরসহচরী লুৎফ-উন্নিসা বেগম ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল।§

সিরাজ স্থলপথে ভগবানগোলায় উপনীত হইয়া তথা হইতে নৌকারোহণে পদ্মার প্রবল তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া, শৈশবের লীলাভূমি গোদাগাড়ীর ক্রোড়বাহিনী মহানন্দানদীর ভিতর দিয়া উজান বহিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।¶

মুতক্ষরীণ-লেখক সিরাজের পলায়ন-প্রণালীর দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"স্থলপথে পলায়ন করিলেই ভাল হইত; অর্থলোভেই হউক আর স্নেহ-

---

* When Shirajadaula arrived at the city, his palace was full of treasure; but with all that treasure, he could not purchase the confidence of his army; he was employed in lavishing considerable sums among his troops to engage them to another battle.—First Report, 1772.

† As a last resource, the Nabab opened the doors of his treasury, and distributed large sums to the soldiers; who received his bounty and deserted him with it to their homes.—Scott's History of Bengal, p. 369.

‡ Scrafton.

§ He was accompanied in his flight by his favourite concubine Latafunnissa. I am informed that this lady was originally a Hindu, and none other than the sister of Mohan Lal.—H. Beveridge. C. S. এ বিষয়ে অনেকের অন্যরূপ ধারণা আছে।

¶ Riyaz-us-salateen.

বশতই হউক, অনেকেই তাঁহার অনুগমন করিতে পারিত; এবং বহুজনবেষ্টিত সিরাজদ্দৌলাকে কেহ সহজে কারারুদ্ধ করিতে পারিত না।" কিন্তু সিরাজ কি উদ্দেশ্যে একাকী নৌকারোহণে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার রহস্য-নির্ণয় করিলে মুতক্ষরীণের সমালোচনায় আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

কেবল প্রাণরক্ষার জন্যই পলায়ন করা আবশ্যক হইলে, ভগবানগোলা হইতে পদ্মাস্রোতে পূর্ব্বাভিমুখে তরণী ভাসাইয়া দিলেই অনায়াসে দূরাঞ্চলে উপনীত হইতে পারা যাইত। সিরাজদ্দৌলা যে আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া কেবল মোগলগৌরব রক্ষা করিবার জন্যই জনশূন্য রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পলায়ন প্রণালীই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।* কোনরূপে পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করিয়া মসিয় ল সাহেবের সেনাসহায়ে পাটনা পর্য্যন্ত গমন করা ও তথায় রামনারায়ণের সেনাবল লইয়া সিংহাসন রক্ষার আয়োজন করাই সিরাজদ্দৌলার উদ্দেশ্য ছিল। বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ যেরূপ সাহসী সুচতুর সেইরূপ অকৃত্রিম প্রভুভক্ত; সুতরাং কোনরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াই সিরাজদ্দৌলার লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সরল পথে রাজমহল গমন করিবার চেষ্টা করিলে মীরজাফরের অনুচরবর্গ সহজেই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার অবসর পাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি মহানন্দার ভিতর দিয়া গোপনপথে দীনদরিদ্রের ন্যায় পাটনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।†

রাজমহলের নিকট কালিন্দী নাম্নী জাহ্নবীর ক্ষুদ্র শাখা নিঃসৃত হইয়া পুরাতন গৌড় জনপদের উত্তরাংশ দিয়া মালদহের নিকট মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। নাজিরপুরের নিকট ইহার মোহানা ছিল, এখনও তথায় চিহ্ন রহিয়াছে। এই পথ নিরাপদ মনে করিয়া সিরাজদ্দৌলা কথঞ্চিৎ নিঃশঙ্কচিত্তেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা আর ক্ষণমাত্র 'হতইতিগজ' করিলে, রাজধানীতেই কারারুদ্ধ হইতেন। তিনি যে প্রভাতে মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন, সেই প্রভাতে মীরজাফর এবং মীরণের সঙ্গে দাদপুরের বৃটীশ-শিবিরে পলাশি-বিজেতা কর্ণেল ক্লাইবের শুভসন্দর্শন হয়।‡ চতুর ক্লাইব মীরজাফরকে কালাতিপাতের অবসর না দিয়া অবিলম্বে মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাজকোষ হস্তগত করিবার উপদেশ দান করেন।§

মীরজাফর রাজধানীতে শুভাগমন করিবামাত্র শুনিতে পাইলেন যে, শিকার হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে! তিনি আর কি করিবেন? অবিলম্বে হিরাঝিলের শূন্যরাজসিংহাসন

---

* It was his intention to escape to M. Law, and with him to Patna, the Governor of which province was a faithful servant of his family.—Orme ii. 179.

† While we were thus happy in our success, Suraja Dowla was travelling in disguise, like a miserable fugitive, towards Patna, where he hoped once more to appear in arms.—Scrafton.

‡ Scrafton.

§ (The Colonel) advised him to proceed *immediately* to the city, and not to suffer Suraja Dowla to escape, nor his treasures to be plundered.—Orme, ii. 178.

অধিকার করিয়া সিংহাসনাধিপতি সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য চারিদিকে লোক লস্কর প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাউদ রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। মীর কাশিম তাঁহার অধীনে সেনাচালনা করিতেন। মীরকাশিম এবং মীর দাউদের উপর সিরাজদ্দৌলার পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ হইবামাত্র তাঁহারা মুরশিদাবাদ হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম নগর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। বেগমমণ্ডলীর রমণীগণ কারারুদ্ধ হইলেন; সিরাজের অজাতশ্মশ্রু কনিষ্ঠ সহোদর মিরজা মেহেন্দী আলি কারারুদ্ধ হইলেন; মহারাজ মোহনলাল কারারুদ্ধ হইলেন;—কিন্তু সিরাজদ্দৌলার আর কোনরূপ সন্ধান মিলিল না।

মহারাজ মোহনলাল অমিতপরাক্রমে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষা করিতে গিয়া পলাশির যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি আহত কলেবরে সিরাজ-দ্দৌলার পার্শ্বরক্ষার জন্য মুরশিদাবাদে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। রাজধানীতে আসিয়া সিরাজদ্দৌলার পলায়ন-সংবাদে মন্ত্রণাকুশল মোহনলাল সিরাজের গন্তব্যপথ ও গুপ্ত উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আর শত্রুসঙ্কুল মুরশিদাবাদে কালক্ষয় না করিয়া সিরাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবানগোলায় গমন করিতেছিলেন। কিন্তু ভগবান-গোলায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই মীরজাফরের অনুচরবর্গ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল।* যিনি নিয়ত ছায়ার ন্যায় সিরাজদ্দৌলার পদানুসরণ করিয়া, কখন মন্ত্রণাকৌশলে কখন বা অপরাজিত বাহুবলে মোগলের সিংহাসনরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার অতুলনীয় রণকৌশল এবং অকৃত্রিম প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া বিদ্রোহী-দল সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিত, তাঁহাকে মীরজাফর নিষ্কৃতিদান করিতে সাহস পাইলেন না। তিনি মোহনলালকে বিদ্রোহীসেনানায়ক মহারাজ রায় দুর্ল্লভের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মোহনলালকে দীর্ঘকাল কারাক্লেশ বহন করিতে হইল না; রায় দুর্ল্লভ তাঁহার ধন সম্পদ ও জীবন হরণ করিয়া মীরজাফরের আশঙ্কা নিবারণ করিলেন।†

রাজধানী শত্রুশূন্য হইল; তথাপি মীরজাফর মস্‌নদে উপবেশন করিতে সাহস পাইলেন না। সকলেই বুঝিল যে অতঃপর তিনিই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শূন্য সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন, তথাপি মীরজাফর সেই শূন্য সিংহাসন সম্মুখে করিয়া ক্লাইবের শুভাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্লাইব সহসা রাজধানীতে পদার্পণ না করিয়া নগরোপকণ্ঠে কালযাপন করিতেছিলেন; ২৯ জুন দুইশত গোরা এবং পাঁচশত কালাসিপাহী সমভিব্যাহারে ইংরাজ-সেনাপতি মন্‌সুরগঞ্জে শুভাগমন করিলেন। ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "সে দিন

* মুতক্ষরীণ।

† The Dewan Mohn Laal had before this been seized at Moorshidabad and his effects and life were taken by Doolubram.—Scotts' History of Bengal, p. 371.

যত লোক রাজপথপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা ইংরাজনিধনে কৃতসংকল্প হইলে, কেবল লাঠি সোটা এবং লোষ্ট্রনিক্ষেপেই তৎকার্য্যসাধন করিতে পারিত !"*

মোগলরাজধানীর সুবাসিত প্রাসাদকক্ষে পদার্পণ করিয়াও ক্লাইবের দুশ্চিন্তা দূর হইল না ;—কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে "তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে।"† এরূপ জনরবে বিশ্বাস স্থাপন করিবার কারণেরও অভাব ছিল না। সেকালে গুপ্তহত্যা সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আবার সিরাজদ্দৌলা ধরা না পড়ায় অনেকের মনে অনেকরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কে শত্রু কে মিত্র,—কে রাষ্ট্রবিপ্লবে আন্তরিক হর্ষযুক্ত, কে ক্লাইবের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে,—তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এরূপ অবস্থায় ক্লাইব এবং মীরজাফর, উভয়ে উভয়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া আত্মপক্ষ সবল করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব ক্ষণমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া পাত্রমিত্রগণের সাক্ষাতে দরবারকক্ষে মীরজাফরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং তাঁহাকে মস্‌নদে বসাইয়া দিয়া ‡ কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিনিধি স্বরূপ স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে 'নজর' প্রদান করিয়া মীরজাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন।§

রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হইল, লক্ষাভাগও সুসম্পন্ন হইল, কিন্তু সিরাজদ্দৌলার আর কোন সন্ধান মিলিল না ! পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে সিপাহীসেনা ছুটিয়া চলিল !

যুদ্ধের উপক্রম বুঝিয়াই সিরাজদ্দৌলা মসিয় লকে রাজমহলের পথে মুরশিদাবাদে উপনীত হইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। রাজা রামনারায়ণ অর্থাদি প্রদান করিতে বিলম্ব করায় মসিয় ল সংবাদ পাইবামাত্র যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন নাই।¶ তিনি যখন সসৈন্যে ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, সিরাজদ্দৌলা তখন মহানন্দাস্রোত অতিক্রম করিতেছিলেন !

সিরাজদ্দৌলা মহানন্দাস্রোত অতিক্রম করিয়া কালিন্দীর জলপ্রবাহ উত্তীর্ণ হইতেছিলেন,—তাঁহার নৌকা যখন বথরা বরহাল নামক পুরাতন পল্লীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল ! নাজিরপুরের মোহানা অতিক্রম করিতে পারিলেই

---

* He entered the city with 200 Europeans, and 500 Sepoys,—the inhabitants, who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands ; and if they had had an inclination to have destroyed the Europeans, they could have done it with sticks and stones.—Clive's Evidence.

† Orme, ii. 180.

‡ Col. Clive took Mir Jaffier's hand and led him to the Musnud.—Tarikh-i-Mansuri.

§ Scrafton.

¶ মুতক্ষরীণ।

বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যাইত, কিন্তু জলাভাবে নাজিরপুরের মোহানা শুষ্কপ্রায়;—আর নৌকা চলিল না।*

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরাজয়বার্ত্তা তখন পর্য্যন্তও দূর দূরান্তরে নীত হয় নাই; সেই ভরসায় সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং নদীতীরে অবতরণ করিলেন, নাবিকগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীমুখের সন্ধান লইতে লাগিল, ইত্যবসরে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসংগ্রহের জন্য সিরাজ নিকটস্থ মুসলমান মসজিদে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। এই মসজিদ দানশা নামক বিখ্যাত মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির, তাহা অদ্যাপি শাহপুর নামক গ্রামে ভগ্নাবস্থায় বিরাজ করিতেছে।† মসজিদের লোকে ক্ষুদ্র পল্লীতে সিরাজদ্দৌলার ন্যায় অতিথির নৌকা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল, পরে নাবিকগণের নিকট সন্ধান লইয়া তাহারা সকল সমাচার অবগত হইল। মীর দাউদ এবং মীরকাশিমের সেনাদল নিকটেই অবস্থান করিতেছিল, অর্থলোভে লোকে তাহাদিগকে সিরাজদ্দৌলার সন্ধান বলিয়া দিল। সিরাজ ক্ষুধার অন্ন গলাধঃকরণ করিবারও অবসর পাইলেন না, সপরিবারে মীরকাশিমের হস্তে বন্দী হইলেন।

ইংরাজেরা বলেন যে, সিরাজদ্দৌলা সম্পদের দিনে দানশা নামক মুসলমান ফকিরের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, বিপদের দিনে প্রতিহিংসাপরায়ণ দানশা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল।‡ মহাত্মা বিভারিজ ইহা অবিশ্বাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই জনশ্রুতি সত্য হইতে পারে না, কারণ মুতক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা স্বকৃত টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—ফকির আদৌ সিরাজদ্দৌলাকে চিনিত না, তাঁহার বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মে, নাবিকদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে নবাবকে ধরাইয়া দেয়।"§ আমাদের নিকট ইহার কোন সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সিরাজ যেরূপ মুসলমান ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে দানশার ন্যায় একজন বিখ্যাত

* আষাঢ়ের প্রথমে এখনও নাজিরপুরের মোহানায় নৌকা চলাচল করিতে পারে না। According to the Riyaz (p. 373) Sirajudowla was obliged to stop at Bahral as the Nazirpore mouth was found closed.—H. Beveridge, C. S. অর্ম্মি লিখিয়া গিয়াছেন যে সিরাজ রাজমহল পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া তথায় একজন ফকিরের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। এই বর্ণনা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

† মালদহনিবাসী স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বহুক্লেশে এই মসজিদের ফলকলিপি সংগ্রহ করিয়া মসজিদের কয়েকখানি কারুকার্য্যখচিত পুরাতন ইষ্টক উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন। কেহ বলেন সিরাজদ্দৌলা এই মসজিদের নিকটেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার কেহ বলেন ( Tarikh-i-mansuri ) তিনি রাজমহলের নিকট কারারুদ্ধ হন। এই মসজিদ রাজমহলের নিকট না হউক, রাজমহল হইতে বহুদূরে নহে। রিয়াজ উস্‌সালাতিনের মতে কালিন্দীতীরেই সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

‡ Scrafton; Clive's Evidence, &c.

§ But this can hardly be true if the translator of the Sayer be correct in saying that the fakir did not recognize the Nawab, and only learnt who he was from the boatmen, after his suspicions had been aroused by observing the richness of the stranger's slippers.—H. Beveridge, C. S.

মুসলমান সাধুর নাসাকর্ণচ্ছেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; আমরা দানশার সমাধিমন্দিরের ফলকলিপির সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, দানশা আদৌ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না।

সিরাজদ্দৌলা কালিন্দীতীরস্থ শাহাপুর গ্রামে দানশার সমাধি-মন্দিরের নিকটেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রিয়াজ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত গোলাম হোসেন সোলমী মালদহের লোক, তাঁহার কথাই অধিকতর বিশ্বাস্য। কিন্তু দানশা বা তাঁহার বংশধরদিগের সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। একমাত্র হণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দানশা সিরাজদ্দৌলাকে ধরাইয়া দিয়া মীরজাফরের নিকট হইতে বহুমূল্য জায়গীর লাভ করিয়া স্বদেশে "সুভামার" খ্যাতিলাভ করেন; তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেই জায়গীর উপভোগ করিতেছেন।"† এ কথা সত্য হইলে মালদহের কালেক্‌টারীতে এই জায়গীরের সন্ধান পাওয়া যাইত। কিন্তু তথায় এরূপ জায়গীরের আদৌ কোন উল্লেখ নাই, মালদহের ভূতপূর্ব্ব কালেক্‌টার শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয় "সেরেস্তা তদন্ত" করিয়াও তাহার সন্ধান পান নাই।‡ দানশার অধিকারে অনেক নিস্করভূমি থাকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার সমাধিবিচ্যুত পুরাতন ইষ্টকসজ্জা দেখিয়া তাঁহাকে সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের অধিকারে এখন অল্প কয়েক বিঘা মাত্র নিস্কর ভূমি রহিয়াছে, তাঁহারা বলেন যে তাঁহারা ঐ সকল নিস্কর ভূমি গৌড়াধিপতি হোসেনশাহ নামক পাঠান বাদশাহের নিকট দানপ্রাপ্ত হইয়া দানশার পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

মীর কাশিম যখন সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করেন, সিরাজ তখন নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ; তিনি অনন্যোপায় হইয়া অর্থ বিনিময়ে স্বাধীনতা ক্রয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মীরকাশিমের সেনাদল লুণ্ঠনলোভে উন্মত্তবৎ তাঁহার নৌকা আক্রমণ করিল, স্বয়ং মীরকাশিমও অর্থলোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পাকেচক্রে লুৎফ উন্নিসা বেগমের বহুমূল্য রত্নালঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিলেন! § মসিয় ল এই সময়ে ত্রিশমাইলমাত্র দূরে ছিলেন;—তিনি সিরাজের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই সিরাজের সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল! ¶

---

* সিরাজদ্দৌলার সময়ে দানশার পৌত্র জীবিত ছিলেন। ইহারা সকলেই সে অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তারিখ ই-মনসুরী লেখক কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই; তিনি বলেন যে সিরাজ একজন দরবেশের দাড়ি গোঁপ মুড়াইয়া দিয়া অপমান করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়।

† Hunter's Statistical Accounts of Bengal, vol. vii. 84.

‡ H. Beveridge, C. S.

§ মুতক্ষরীণ।

¶ Monsr. Law and his party came down as far as Rajmehal to Surajuddaula's assistance, and were within three hour's march when he was taken.—Clive's letter to Court, 26 July, 1757.

মীর দাউদ মহোল্লাসে এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিবামাত্র মীরজাফরের প্রবল উৎকণ্ঠা দূর হইয়া গেল। তিনি ক্লাইবের কণ্ঠলগ্ন হইয়া হিরাঝিলে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সংবাদ পাইবামাত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য যুবরাজ মীরণকে সসৈন্যে রাজমহলে পাঠাইয়া দিলেন।*

১৫ই সাওয়াল (৩রা জুন) আত্মভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে জীবন্মৃত কলেবরে সিরাজদ্দৌলা বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন।† আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তলের এই ভাগ্যবিবর্ত্তনের জীবন্ত চিত্র সম্মুখে দেখিয়া মুর্শিদাবাদের লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল;—মুসলমান ইতিহাসলেখক আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেনঃ—

Be warned by example, O ye men of understanding, and view well the revolutions of fortune. Place not your reliance upon the world's success, for it is uncertain and inconstant, like a publick finger, who goes daily from house to house."‡

সিরাজদ্দৌলার বিকশিতকুসুমলোভনীয় সুকুমার দেহকান্তি আত্মভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্যাতনে মলিন হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহাকে দেখিবামাত্র নাগরিকদিগের সহানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মীরজাফরের সেনাদল কৃতঘ্নের ন্যায় সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া তাঁহার কত না দুর্গতি করিয়াছে, তাহা তাহারাও বুঝিতে পারিল। তাহারা দেখিল যে, তাহাদের মহাপাপে রাজাধিরাজ বন্দী হইলেন, কৃতঘ্ন রাজকর্ম্মচারী শূন্যসিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাঁহার গুপ্তসংকল্পের প্রধান সহচরগণ মহোল্লাসে লঙ্কাভাগ করিয়া রাজকোষের ধনরত্ন কলিকাতায় চালান করিয়া দিলেন, অথচ মীরজাফরের সেনাদল রাজকোষের অর্থাভাব বলিয়া তাহাদের বেতন পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইল না! তখন তাহারা অধীরহৃদয়ে ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিল, কেহ কেহ সিরাজদ্দৌলার মুক্তিলাভের সদুপায় চিন্তা করিবার জন্য রাজপথে সমবেত হইতে লাগিল, মুর্শিদাবাদ টলমল করিয়া উঠিল! §

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

### সিরাজদ্দৌলার কি হইল?

সিরাজদ্দৌলার কি হইল? মহাসভার সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে লর্ড ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, "তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, কেবল পরদিবস মীরজাফরের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নিশীথে গোপনে হত্যা করা হইয়াছে!" ¶ সমগ্র মুসলমান-ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া ষ্টুয়ার্ট স্বপ্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দেশীয় লেখকেরা কেহই

* Advice of it reaching the Subah, he sent his son to take him prisoner and bring him to the city.—Scrafton.

† ১৫ সাওয়াল ১১৭০ হিজরীকো আপনে নৌকরন্‌কি কয়েদমে মুরশিদাবাদ আয়া।—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)

‡ Scott's translation p. 372.

§ It is said that several Jammadars, as he passed their quarters, were so penetrated with grief and anger, as to prepare to rescue him, but were prevented by their superiors.--Scott's History of Bengal, p. 371.

¶ His Lordship knew nothing of it till next day.—Clive's Evidence.

ইহার জন্য ক্লাইবের স্কন্ধে কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই !"* আমরা কিন্তু 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' নামক বিখ্যাত দেশীয় ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে, "ইংরাজ সেনাপতি-দিগের এবং জগৎশেঠের উত্তেজনাবলেই সিরাজদ্দৌলা নিহত হইয়াছিলেন !" † ষ্টুয়ার্ট এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া, স্বপ্রণীত ইতিহাসে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ‡ অবশেষে এরূপ অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহাত্মা বিভারিজ আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন ! § আমাদের আক্ষেপ করা বৃথা। বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণ যে আবশ্যক হইলে তিলে তাল করিয়া থাকেন, এবং গরজে পড়িলে পর্ব্বতকেও সর্ষপকণায় পরিণত করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাস পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ! আমরা স্বাধীনভাবে স্বদেশের ইতিহাস চর্চ্চা করি না, সুতরাং তাঁহাদের কথাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদরলাভ করিতেছে !

ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই ক্লাইবের কলঙ্কমোচনের জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে ক্লাইবের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। কিছুমাত্র সংস্রব না থাকিলে ক্লাইবের দোষক্ষালনের জন্য এরূপ আগ্রহ কেন,—তাহা কিন্তু সবিশেষ কৌতূকাবহ। অবস্থানুসারে ক্লাইবের নামেও কলঙ্করটনা হওয়া বিচিত্র নহে,—বোধ হয় এই জন্যই তাঁহারা এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন !

যে সকল অবস্থানুসারে ক্লাইবের নামেও কলঙ্করটনা হইবার সম্ভাবনা, সেগুলি বড়ই গুরুতর। পলাশিক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াই মীরজাফর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন ; কিন্তু পরিণামদর্শী কর্ণেল ক্লাইব তাঁহাকে বিজয়োৎসবের অবসর না দিয়া তৎক্ষণাৎ সিরাজদ্দৌলার কারারোধের জন্য উত্তেজনা করেন। মীরজাফর রাজধানীতে উপনীত হইলেও, ক্লাইব সহসা রাজধানীতে পদার্পণ না করিয়া কয়েকদিবস নগরোপকণ্ঠেই কালযাপন করেন ;—কেহ কেহ বলেন যে ইহার মধ্যেও ক্লাইবের গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ¶ ক্লাইব যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেহই এরূপ তর্ক করিতে পারেন না যে, তিনি

---

* In justice to the memory of Colonel Clive, I think it requisite to state, that *none of the native historians*, impute any participation in the death of Sirajuddowla to him.—Stewart.

† Siraj-ud-Dowla was put to death at the instigation of the English Chiefs and Jagat Seth.—Riyaz-us-Salateen.

‡ I am indebted to it (Riyaz) for the idea of this work, and for the general out-line.—Stewart.

§ I do not understand why Stewart says that no native writer charges Clive with complicity.—H. Beveridge, C. S.

¶ Clive purposely delayed entering Moorshidabad after the battle of Plassey—H. Beveridge, C. S.

অকারণে মীরজাফরকে উত্তেজনা করিয়াছিলেন। ইতিহাসে যাহাই লিখিত হউক না কেন, পলাশির যুদ্ধ যে যুদ্ধাভিনয় মাত্র * ক্লাইবের মনে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা পলায়ন করিবার অবসর লাভ করিলে নিশ্চয়ই ইংরাজের চিরশত্রু ফরাসিদলে যোগদান করিয়া ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন। তিনি আত্মপক্ষ সবল করিবার জন্যই যে সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, তাঁহার উত্তেজনাই যে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের মূলকারণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না! পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত আবার দৃঢ়তর হইয়া উঠে। ক্লাইব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে,—যদিও কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, তথাপি মীরজাফর তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, সিপাহীদিগের ক্ষেপিয়া উঠিবার উপক্রম দেখিয়া সিংহাসন রক্ষার্থই সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করা প্রয়োজন হইয়াছিল!" † ক্লাইবের কথার আভাসে বোধ হয়, তিনি এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আদৌ আবশ্যক মনে করেন নাই! ‡

যাঁহারা অন্ধকূপহত্যার জন্য সিরাজদ্দৌলাকেও অপরাধী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের একটি প্রধান তর্ক এই যে,—'স্বয়ং অন্ধকূপহত্যার আদেশ দেওয়ার প্রমাণ না থাকিলেও সিরাজদ্দৌলা যখন তজ্জন্য কাহাকেও তিরস্কার করেন নাই, তখন তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহার দেখিয়াই মনে হয় যে তিনিও ইহার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন।' § এরূপ তর্কপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে, ক্লাইবের পরবর্ত্তী ব্যবহার দেখিয়া কিরূপ সিদ্ধান্ত করিব? তিনিও ত সিরাজদ্দৌলার হত্যাপরাধের জন্য আকারে ইঙ্গিতে কোনরূপেই মীরজাফরকে কিছুমাত্র তিরস্কার করেন নাই; বরং প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা না করিলেও ক্ষতি ছিল না! ক্লাইবের বাক্য এবং কার্য্য সমালোচনা করিলে কি স্বভাবতই বিশ্বাস হয় না যে, তিনিও সিংহাসনরক্ষার্থ সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড সমর্থন করিয়া গিয়াছেন?

এই সকল ব্যবহারের সহিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতিনের' সুস্পষ্ট অভিযোগ সম্মিলিত করিলে, কেমন করিয়া বলিব যে, সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে ক্লাইবের বীরচরিত্র কলঙ্কিত

---

* মুসলমান-ইতিহাস-লেখক মর্ম্মাহত হৃদয়ে লিখিয়া গিয়াছেন:—This is the battle in which India was lost for the Islam.—Tarikh-i-Mansuri.

† Meer Jaffier apologised for his conduct, by saying that he (Sirajadowla) had raised a mutiny among the troops.—First Report, 1772.

‡ Macaulay dexterously uses some expressions in Clive's report as a tribute from Mir Jaffar to the English character. The comment is a fair one, but Clive's words rather imply that he thought Mir Jaffar's excuses superfluous. He says that Mir Jaffar "thought it *necessary* to palliate the matter on motives of policy."—H. Beveridge, C. S.

§ Thornton's History of the British Empire, vol. I.

হয় নাই? তাঁহাকে পলাশিবিজেতা মহাবীর বলিয়া যাঁহারা জয়মাল্য সমর্পণ করিবার জন্য সগৌরবে জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই "রিয়াজ-উস্-সালাতিনের" অভিযোগের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই!

ইতিহাস-লেখকেরা সিরাজদ্দৌলাকে পরমপাষণ্ড দুর্ব্বৃত্ত নরাধম (অথচ) রণভীরু কাপুরুষ সাজাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইব নিজে ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতেন কিনা তাহা সবিশেষ সন্দেহের বিষয়। সিরাজদ্দৌলা কিরূপ প্রকৃতির তেজস্বী যুবক, তাঁহার হৃদয়নিহিত ইংরাজবিদ্বেষ কতদূর বদ্ধমূল, শত্রুসংহারে কত অদম্য হৃদয়বেগ,—ক্লাইব তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য সিরাজের সহিত ফরাসি সেনার বাহুবল মিলিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই শিহরিয়া উঠিতেন, এবং মসিয় লকে সিরাজদ্দৌলার দরবার হইতে তাড়িত করিবার জন্য যথেষ্ট কৌশলজাল বিস্তার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার চক্রান্তেই মসিয় ল আজিমাবাদে তাড়িত হইয়াছিলেন। * গমনকালে মসিয় ল সিরাজদ্দৌলাকে সাবধান করিতে ত্রুটি করেন নাই, সিরাজদ্দৌলাও বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক বুঝিলেই তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করা হইবে। এ সকল কথা ইংরাজদিগের নিকট লুক্কায়িত ছিল না; সুতরাং সিরাজদ্দৌলা পলায়ন করিবার অবসর লাভ করিলেই যে মসিয় লয়ের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের সর্ব্বনাশ করিবেন, ক্লাইবের সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ ছিল না। এই জন্যই সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করা ক্লাইবের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই জন্যই প্রথম সন্দর্শনের শিষ্টাচার শেষ না হইতেই তিনি মীরজাফরকে উত্তেজনা করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার উত্তেজনাক্রমে সিরাজ কারারুদ্ধ ও নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেও তদুপলক্ষে তিনি কোনরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন নাই!

ক্লাইব ইতিপূর্ব্বে মাদ্রাজে সেনাচালনা করিবার সময়েও ঠিক এইরূপ একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল! ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মুসলমান সুবেদার নিজাম উল্-মোল্কের পরলোকগমনের পর দাক্ষিণাত্যে তুমুল অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। পরস্বাপ্রাজ্যলিপ্সু রাজনীতিবিশারদ ফরাসি সেনাপতি ডুপ্লে বাহাদুর সেই অন্তর্বিপ্লবের ছিদ্রলাভ করিয়া কর্ণাটের নবাব এবং হায়দ্রাবাদের নিজামকে গৃহতাড়িত করিয়া চান্দা সাহেবকে কর্ণাটে এবং মীরজাফাকে হায়দ্রাবাদে রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিয়া দাক্ষিণাত্যে ফরাসিরাজশক্তি সুদৃঢ় করিবার আশায় ডুপ্লেফতেহাবাদ নামে নগর পত্তন করিয়া তথায় এক অত্যুচ্চ বিজয়স্তম্ভ গঠন করেন। ইংরাজেরা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য কর্ণাটের সিংহাসনপ্রার্থী মহম্মদ আলির পক্ষাবলম্বী হইয়া কর্ণেল ক্লাইবকেই সেনাচালনার ভার প্রদান করেন। ক্লাইব মহারাষ্ট্রবাহিনীর সহায়তা লাভ করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই ডুপ্লেফতেহাবাদের জয়স্তম্ভ ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু চান্দা সাহেব জীবিত থাকিতে রণকোলাহল শান্তিলাভ

* Col. Clive was successful in this affair also.—Tarikh-i-Mansuri.

করিল না। ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রবাহিনীর সমবেত অধ্যবসায়ে হতভাগ্য চান্দা সাহেব অকস্মাৎ কারারুদ্ধ হইয়া গোপনে নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন! ক্লাইবের নামে কলঙ্ক রটনার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা লিখিয়া গিয়াছেন,—"ক্লাইব ইহার কিছুই জানিতেন না। বোধ হয় মহম্মদ আলির চক্রান্তেই চান্দা সাহেব নিহত হইয়াছিলেন।"* সিরাজদ্দৌলার হত্যাপরাধও যে এইরূপে একাকী মীরজাফরের সপ্তদশবর্ষীয় হতভাগ্য পুত্র যুবরাজ মীরণের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

ক্লাইব যে কিছুই জানিতেন না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"সিরাজদ্দৌলাকে যে দিবস মুরশিদাবাদে আনয়ন করে সেই দিন—তৎক্ষণাৎ—কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দুর্ব্বৃত্ত মীরণ তাঁহাকে গোপনে নিহত করেন। মীরজাফর এবং ক্লাইব তখন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থান করিতেছিলেন,—সুতরাং পূর্ব্বতীরস্থিত মীরণের রাজপ্রাসাদে কখন্ কি হইয়া গেল, তাহা ক্লাইব অথবা মীরজাফর কেহই কিছুমাত্র জানিবার অবসর পাইলেন না!" কথাগুলি সত্য হইলে ইহা ক্লাইবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরাধী না হইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসলেখকদিগের এই সকল কথা কতদূর সত্য তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়েই ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এবং মীরণ পূর্ব্বতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—এ বিষয়ে ইতিহাসে কোনরূপ মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থান করিবার সময়েই রাজমহল হইতে সংবাদ আসিল যে, সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদে চক্রান্তকারিগণ উৎফুল্ল হইতে পারেন, কিন্তু সিপাহীগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং কিছু কিছু অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল!† ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে যাঁহারা সিরাজদ্দৌলার কারারোধের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া কালগণনা করিতেছিলেন, তাঁহারা সিরাজকে রাজধানীতে আনয়ন করিবার জন্য যথোপযুক্ত শরীররক্ষক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মীরণ ভিন্ন আর কে উপযুক্ত পাত্র? সুতরাং মীরণকেই রাজমহলে প্রেরণ করা হইল। অন্য লোকে হয়ত উৎকোচলোভে বা নাগরিকভয়ে সিরাজদ্দৌলাকে ছাড়িয়া দিতে পারে,—মীরজাফরের উত্তরাধিকারী মীরণের প্রতি সেরূপ সন্দেহের কারণ নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল গমন ও তথা হইতে সিরাজদ্দৌলাকে লইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে দুই দিবসের আবশ্যক; এই দুই দিবসের মধ্যেও কি এত বড় গুরুতর কথা আদৌ ক্লাইবের কর্ণগোচর হয় নাই?

---

* Chanda Shahib fell into hands of the Marhattas, and was put to death, at the instigation *probably* of his competitor Mahomet Ali.—Macaulay's Lord Clive.

† (When) news came to the city that Sirajadowla was taken, the report excited murmurs amongst a great party of the army encamped around.—Orme, ii. 183.

সিরাজদ্দৌলা কবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিলেন সে বিষয় এখনও রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। ক্লাইব, স্ক্রাফটন এবং মুতক্ষরীণ-লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলাকে যেমন মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিল অমনি কাহাকেও কিছু না জানাইয়া মীরণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন ;—সুতরাং কাহারও কিছু জানিবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু ক্লাইব, স্ক্রাফটন এবং গোলাম হোসেন, এই তিন-জন সমসাময়িক দর্শক রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়াও তাঁহাদের এই উক্তি সমর্থন করিতে পারেন নাই। ক্লাইব বলেন,—সিরাজদ্দৌলা ২রা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন ; * গোলাম হোসেন বলেন,—সিরাজদ্দৌলা ৩রা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন ; † স্ক্রাফটন বলেন,—সিরাজদ্দৌলা ৪ঠা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন !‡ সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে এরূপ অনৈক্য দেখিয়া সহজেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। সিরাজদ্দৌলার মুর্শিদাবাদে আগমন ও তাঁহার হত্যাকাণ্ড যে একদিনেই সংঘটিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই কেহ কিছু জানিবার অবসর পান নাই, এই কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ইঁহারা বিশেষ গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। সত্যগোপনের চেষ্টা করিতে গিয়াই কি এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই ?

সিরাজদ্দৌলাকে যখন মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিল তখন তাঁহাকে পশ্চিমতীরবর্ত্তী হিরা-ঝিলের রাজপ্রাসাদে মীরজাফরের নিকট উপনীত করাই সম্ভব, না তাঁহাকে পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মীরণের রাজবাটীতে আনয়ন করাই সম্ভব ? যাঁহারা ক্লাইবের দোষক্ষালনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা বলেন যে, সিরাজকে আদৌ পশ্চিমতীরে আনয়ন করা হয় নাই,—সুতরাং ক্লাইব তাঁহার আগমনসংবাদও জানিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সিরাজদ্দৌলাকে কোথায় আনয়ন করিয়াছিল তাহার উপরেই প্রকৃত তর্ক নির্ভর করিতেছে। অর্দ্ধলিখিত আদিম ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যেঃ—"কারারক্ষিগণ সিরাজদ্দৌলাকে নিশীথ সময়ে দস্যু তস্করের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ কলেবরে মীরজাফরের সম্মুখে উপনীত করিয়া দিল ;—যে রাজপ্রাসাদে কিছুদিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা অখণ্ডপ্রতাপে রাজগৌরব সম্ভোগ করিতেন, সেই রাজপ্রাসাদেই তাঁহাকে বন্দীবেশে প্রবেশ করিতে হইল ! মীরজাফরও ইহা দেখিয়া বিগলিত হইলেন,—সিরাজ তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ জীবনভিক্ষা করিতে লাগিলেন, মীরজাফর সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ প্রচার করিলেন !" §

---

* Clive's Evidence. † ১৫ সাওয়াল। মুতক্ষরীণ।

‡ Scrafton's Reflections.

§ In this manner, they brought him, about midnight, as a common felon, into the presence of Meer Jaffier ; *in the very palace* which a few days before had been the seat of his own residence and despotic authority. It is said that Jaffier seemed to be moved with compassion, and well he might, for he owed all his former fortunes

সিরাজদ্দৌলা স্থানান্তরে নীত হইলেন বটে, কিন্তু মীরজাফর তাঁহার ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। এই সময়ে রাজকার্য্যোপলক্ষে পাত্রমিত্রগণ সকলেই হিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন; মীরজাফর তাঁহাদের সকলেরই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডীয় মহাসভার মন্তব্য পুস্তকে প্রকাশ যে, সকলেই একবাক্যে সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার পরামর্শদান করেন। * কিন্তু অর্ম্মিলিখিত ইতিহাসে এই মন্ত্রণাসভার সবিস্তার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। অর্ম্মি লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার নাম শুনিলেই থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেন এমন অনেক লোকে এখন সময় পাইয়া তাঁহার নামে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ আত্মস্বার্থরক্ষার জন্য নূতন নবাবকে নরহত্যার প্রশ্রয় দিতে সাহস পাইলেন না; অনেকে মীরজাফরকে বশীভূত রাখিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে জীবিত রাখাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন;—ইঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে সিরাজকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা হউক। মীরণের মত তাহা নহে। সিরাজদ্দৌলা জীবিত থাকিলে সর্ব্বদাই রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া মীরজাফরের সিংহাসন আপদসঙ্কুল হইবে বলিয়া যে সকল কূটনীতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধারণা, তাঁহারা মীরণের পক্ষ সমর্থন করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করিবার জন্যই পরামর্শদান করিলেন। তাঁহাদের পরামর্শই অবশেষে কার্য্যে পরিণত হইল!" †

এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে, এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, মীরজাফরের সপ্তদশবর্ষীয় হতভাগ্য পুত্র মীরণকে অপরাধী করিতে সাহস হয় না। মীরণের দুর্ব্বৃত্ত চরিত্রই যদি সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের একমাত্র কারণ হইত, তবে মীরণ তাঁহাকে রাজমহলে অথবা

---

to the generosity and favour of Aliverdi, who died in firm reliance, that Jaffier would repay his bounties by attachment and fidelity to this his darling adoption, who himself, to Jaffier at least, was no criminal.—Orme, ii. 183.

* Meer Jaffier immediately held a council of his most intimate friends, about the disposal of Sirajadowla; *all agreed* it would be dangerous to grant him his life.—First Report, 1772.

† Most of the principal men in the Government were at this time in the Palace, * * * All these Jaffier consulted. Some, although they had before trembled at the frown of Serajadowla, now despised the meanness of his nature more than they had dreaded the malignancy of his despotism; others, for their own sakes, did not choose to encourage their new soverign in despotic acts of bloodshed; some were actuated by veneration for the memory of Aliverdi; others wished to preserve Sirajadowla, either as a resource to themselves, or as a restraint upon Meer Jaffier; all these proposed a strict but mild imprisonment. But the rest, who were more subtle courtiers, seconded the proposal of Meerun respecting the risks of revolt and revolution to which the Government of Jaffier would be continually exposed whilst Sirajadowla lived.—Orme, ii. 184.

পথিমধ্যে যে কোনস্থানে হত্যা করিলেই ত সকল গোলযোগের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিতেন। সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য পাত্রমিত্র লইয়া মন্ত্রণা করিবার প্রয়োজন হইত না!

সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ, তাঁহাকে রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিবার প্রস্তাব যাঁহাদের নিকট সুপরিচিত, সেই ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব তখন মীরজাফরের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য তাঁহার সহিত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা,—তাঁহার কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় স্বয়ং মীরজাফর পর্য্যন্তও তটস্থ। তাঁহাকে কিছুমাত্র না জানাইয়া মীরজাফর কি এরূপ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইয়াছিলেন?

মীরজাফর নিজে সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয়ের তর্ক বিতর্কে কোন পক্ষেই সম্মতিজ্ঞাপন করেন নাই।* যাঁহারা তাঁহার পাপপথের সহচর তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে স্বার্থরক্ষার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি সিরাজদ্দৌলা নিহত হইলেন কেন? কাহার অনুরোধ প্রবল হইল?—যাঁহারা কূটনীতি-বিশারদ তাঁহাদের মতেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কূটনীতিবিশারদ কে? যাঁহার পরামর্শে বা ইঙ্গিতে মীরজাফরের আত্মহৃদয়ের স্নেহমমতা ভাসিয়া গিয়াছিল, অবশেষে তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিরস্ত করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম গোপন করিবার জন্যই কি ইতিহাসলেখকেরা সপ্তদশবর্ষীয় মুসলমানশিশুর নামে রাজহত্যার দুরপনেয় কলঙ্ক নিক্ষেপ করেন নাই? আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সকলেই জানিতেন কিন্তু কেহই তাহা দন্তস্ফুট করিতে সাহস না পাইয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা পদবিদলিত করিয়া গিয়াছেন; সেই জন্য একমাত্র রিয়াজ-উস্-সালাতিনের অভিযোগ ভিন্ন ক্লাইবের নামে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হত্যাপরাধের কিছুমাত্র প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না!

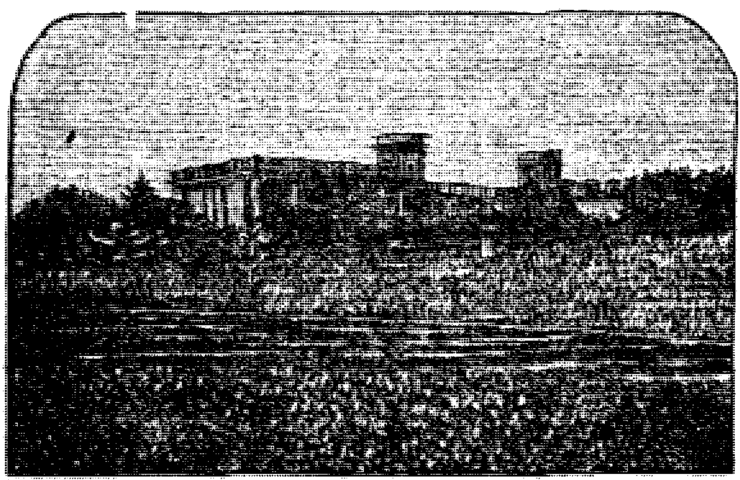
এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্লাইবের বিরুদ্ধে প্রমাণ নাই বলিয়াই তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিতে পারা যায় না। তিনি ইচ্ছা করিলে যে অনায়াসেই সিরাজদ্দৌলার জীবনরক্ষা করিতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি তজ্জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং প্রকারান্তরে মীরজাফরের কার্য্য সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন যে সিংহাসন রক্ষার জন্যই এরূপ হত্যাকাণ্ড আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল! যাঁহার নিকট জালসন্ধিপত্র এবং উমাচরণকে প্রতারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই, বরং "আবশ্যক হইলে আরও একশতবার সেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিত," তাঁহার নিকট যে সিংহাসন রক্ষার্থ সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করা বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বোধ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

যাহারা সাধারণ ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহায়তা করিবার জন্য কোনরূপ গুপ্ত

* Jaffier himself gave no opinion.—Orme, ii. 184.

চক্রান্তে মিলিত হয়, তাহারা সভ্যসমাজের বিচারে একে অপরের কৃতকার্য্যের জন্য অপরাধী হইয়া থাকে। ইংরাজ বাঙ্গালী গুপ্তচক্রান্তে মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশসাধনরূপ ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহায়তা করিয়া সমরজয় করেন। তাহার পর সিরাজদ্দৌলাকে রক্ষা করা বা তাঁহার জীবনদান করা দূরে থাকুক, একজন তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য অপরকে উত্তেজিত করেন, সেই উত্তেজনায় সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়া ক্লাইবের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিহত হইয়া থাকিলেও ক্লাইবের কলঙ্কমোচন হয় না! সামরিক ব্যাপারে ন্যায় অন্যায় বিচার করিবার প্রয়োজন না থাকিতে পারে,—স্বার্থই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে সকল কার্য্যই প্রশংসিত হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের নিকট ন্যায় অন্যায়ের মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিবে। সিরাজদ্দৌলা অন্যায়রূপে নিহত হইয়াছিলেন কি না এক মাত্র ইতিহাসই তাহার বিচারক। যদি কখন এ দেশের ইতিহাস যথাযথরূপে সঙ্কলিত হইতে পারে, তবে সে ইতিহাস সভ্যজগতের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া দিবে,—ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়েই কূটনীতিবিশারদ মহাবীর, কিন্তু উভয়েই রাজবিদ্রোহী, উভয়েই বিশ্বাসঘাতক, উভয়েই রাজহন্তা!

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থিত বর্ত্তমান মুরশিদাবাদের একাংশের নাম জাফরাগঞ্জ।* নবাব আলিবর্দ্দীর স্নেহানুপালিত মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ এই স্থানে বহুব্যয়ে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন;—সেই সূত্রে স্থানের নামও 'জাফরাগঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। একসময়ে জাফরাগঞ্জ এবং হিরাঝিলের সৌধশোভায় মুরশিদাবাদের নাগরিক-সৌন্দর্য্য সবিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে পুরাতন ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, ভাগীরথীর উভয়কূলের পূর্ব্বশোভা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; তৎসঙ্গে জাফরাগঞ্জের নবাববাটীও কথঞ্চিৎ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু পলাশি এবং জাফরাগঞ্জ বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে;—পলাশিতে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়, জাফরাগঞ্জে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড!



জাফরাগঞ্জ।

* Mir Jaffar lived at Jaffraganj, on the left bank, *i.e.* on Kasimbazar island, and the descendants of his son Miran still reside there.—H. Beveridge, c. s.

এই ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদে মীরজাফরের পূর্ব্বজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া তিনি হিরাঝিল অধিকার করায়, জাফরাগঞ্জ যুবরাজ মীরণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল;—সেই সময় হইতে মীরণের বংশধরগণ এই রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া আসিতেছেন!

মীরজাফরের মন্ত্রণাসভায় সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয় সুসম্পন্ন হইলে, তাঁহাকে জাফরাগঞ্জের রাজপ্রাসাদের একটি অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিম্নতল নিভৃত কক্ষে গোপনে কারারুদ্ধ করা হয়।* জাফরাগঞ্জের রাজপ্রাসাদ সিরাজদ্দৌলার অপরিচিত নহে;—পলাশি-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি মীরজাফরের মতিভ্রম দূর করিবার জন্য ইস্‌লামের গৌরবরক্ষার্থ আত্মগৌরব তুচ্ছ করিয়া স্বয়ং শিবিকারোহণে মীরজাফরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সে দিন তাঁহার আগমন-সংবাদে জাফরাগঞ্জের সেনা এবং সেনানায়কগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কত আগ্রহের সহিত সসম্মানে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়াছিল! আজ সিরাজদ্দৌলা শৃঙ্খলিতচরণে সেই চিরপরিচিত তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইবার সময়ে, কেহ অভ্যাসবশতঃও অভিবাদন করিল না; সেই বিচিত্র অট্টালিকার প্রত্যেক কক্ষবাতায়ন হইতেই যেন প্রবলপ্রতিহিংসাতাড়িত বিকট অট্টহাস্য ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সিরাজদ্দৌলা ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন; তথাপি সে সময়ে তাঁহার অধীর হৃদয়ে কত কি ভীষণচিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

একাকী অন্ধকার কারাকক্ষে নিপতিত হইয়া বোধ হয় জীবনের আশা আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল! শত্রুহস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াও যে এতদিন জীবিত রহিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হয় সিরাজদ্দৌলা ভাবিয়াছিলেন যে, মীরজাফর হয়ত আত্ম হৃদয়ের স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিতে না পারিয়া কোনরূপে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া জীবনরক্ষা করিবেন।

সিরাজদ্দৌলাকে জীবনদান করিতে সাহস হইল না; রাজসিংহাসন নিরাপদ করিবার জন্য আত্মহৃদয়ের স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন দিতে হইল; স্পষ্টতঃ না হউক, প্রকারান্তরে সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার জন্যই তাঁহাকে মীরণের তত্ত্বাধীনে জাফরাগঞ্জে কারারুদ্ধ হইতে হইল! কিন্তু হায়! যাহাকেই এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করা হইল, সে-ই শিহরিয়া উঠিতে লাগিল; কেহই সহজে সম্মত হইল না। সিরাজদ্দৌলার নামে ইতিহাসে যত কলঙ্ক স্থানলাভ করিয়াছে, মুরশিদাবাদের লোকে তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না; তাহারা জানিত সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা, ফিরিঙ্গীর শত্রু, আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তল, সুকুমারকান্তি তরুণ যুবক, অশান্ত—যৌবনোন্মত্ত—উচ্ছৃঙ্খল—প্রবল প্রতাপান্বিত সুবাদার, সুতরাং তাঁহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকে তাঁহার দোষের কথা

* A small enclosure is shewn as the scene of his fate; but the room or closet which once stood there, and in which he was confined and put to death, has disappeared.—H. Beveridge, c. s.

ভুলিয়া গিয়া ভাগ্যবিবর্ত্তনের কথা লইয়াই হাহাকার করিতেছিল।* এরূপ অবস্থায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান মাত্রেই যে তাঁহাকে হত্যা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। †

এ জগতে কোন কার্য্যই অসম্পন্ন থাকিয়া যায় না। সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করিবার জন্যও অবশেষে একজন দুরাত্মা অর্থলোভে শাণিত খরসান অস্ত্র গ্রহণ করিল! এই ব্যক্তির নাম মহম্মদী বেগ.—আবাল্য আলিবর্দ্দী এবং সিরাজদ্দৌলার স্নেহানুকম্পায় প্রতিপালিত হইয়া তাহার ঘৃণিত জীবন অবশেষে অর্থলোভে মহাপাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইল। ‡ সিরাজের মাতামহী একটি অনাথা মুসলমান বালিকাকে সন্ততিনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া মহম্মদী বেগের সহিত বিবাহ দিয়া দয়া প্রকাশে ইহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন § তদুপলক্ষে মহম্মদী বেগ সিরাজের সংসারে অনেক প্রকার উপকার লাভ করিয়াছিল। হতভাগা সমস্ত পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া প্রভুহত্যার জন্য অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য যে, যাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষার্থ ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকট দায়ী হইয়াও পাকে চক্রে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া অন্নদাতা রাজাধিরাজকে দস্যু তস্করের ন্যায় হত্যা করিবার জন্য নির্ম্মম হৃদয়ে কারারুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া স্নেহানুপালিত মহম্মদী বেগ যে প্রতিপালকের মস্তকে খড়্গাঘাত করিবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

উন্মুক্ত খরসান হস্তে দুর্দ্দান্ত মহম্মদী বেগ কারাকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজদ্দৌলা উন্মত্তবৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল আশা বিলীন হইয়া গেল; মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এক অব্যক্ত আকুল আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সিরাজ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন:—

"কে? মহম্মদী বেগ? তুমি! তুমি! তুমিই কি অবশেষে আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ? কেন? কেন? কেন? ইহারা কি আমাকে বহুবিস্তৃত জন্মভূমির নিভৃত নিকেতনে যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিল না!"

---

* When the people beheld him in this situation, they forgot his vices, and recollected only the hardship of his present fortune, comparing it with the splendour they had seen him surrounded with from his infancy till now.—Scott's History of Bengal, p. 371.

† He ordered Serajedowla to be confined and put to death, but no person of rank would undertake the murder.—Scott's History of Bengal, p. 371.

‡ মুতক্ষরীণ।

§ At length, a wretch named Mahummady Beg, who from his infancy had been cherished by Mahubut Jung and Seraja-Dowla, from whose grandmother he had received a portion with his wife from charity, offered to execute the horrid deed.—Scott's History of Bengal, p. 372.

পরক্ষণেই সিরাজদ্দৌলার তেজস্বী হৃদয়ের আত্মগরিমা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি মহম্মদী বেগের নিকট আর কাতরোক্তি করিলেন না;—তাহার মুখের ভীষণ সংকল্পের পাপ-কথায় কর্ণপাত করিলেন না;—নিজেই বলিয়া উঠিলেন:—

"না—না—আমি বাঁচিতে পারি না! তাহা কদাচ হইতে পারে না! আর কোন অপরাধে না হউক,—হোসেনকুলী! তোমাকে যে স্বহস্তে নিধন করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এ জীবনের অবসান হউক!'

পরে মহম্মদী বেগের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"আইস—রহ—রহ—জল দাও—একবার অন্তিমের দেবতার নিকট এ জীবনের শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া লই!" †

সিরাজদ্দৌলা নিরুদ্বেগে জীবনের শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না;—দুরাত্মা মহম্মদী বেগ ভগবানের পবিত্র নামের পুণ্যপ্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, সিরাজদ্দৌলার অন্তিম প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতেই, প্রচণ্ডবেগে তাঁহার স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিল! ‡ নিদারুণ প্রহার-যাতনায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া সিরাজদ্দৌলা রুধিরাক্ত কলেবরে কক্ষমধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন; মহম্মদী বেগ উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার উপর উপর্য্যুপরি খড়্গাঘাত করিতে লাগিল!

"আর না—আর না—আর না—হোসেনকুলী! তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক!!" § মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল;—সিরাজদ্দৌলার অমর আত্মা পাপপূর্ণ পৃথিবীর ক্ষুদ্র কারাকক্ষ অতিক্রম করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিল। ¶

তাহার পর কি হইল? মুর্শিদাবাদের নরনারী এই রাজহত্যার আকস্মিক সংবাদে হাহাকার করিয়া উঠিল; তাহাদিগের আকুল আর্ত্তনাদ মুসলমানের উচ্চ অবরোধবেষ্টিত বেগম-

---

* Stewart's History of Bengal.

† At length he recovered sufficiently to ask leave to make his ablutions, and to say his prayers.—Orme, ii. 184.

‡ মুতক্ষরীণ।

§ "Enough!—enough!—Hussein Cooly, thou art revenged."—Stewart.

¶ সিরাজদ্দৌলা এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিলে ইতিহাসলেখকেরা বোধ হয় তাঁহার প্রতি অধিকতর সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন। ষ্টুয়ার্ট সিরাজের অন্তিম উক্তি লইয়াও পরিহাসচ্ছলে লিখিয়া গিয়াছেন:—"This is, perhaps, a solitary instance of a native of Hindoostan expressing a consciousness of guilt on his death-bed. Being absolute predestinarians they lay the fault to fate; and, after a life spent in every species of atrocity, pass their last moments in tranquility."—Stewart.

মহলে প্রবিষ্ট হইয়া সিরাজজননী আমিনাবেগমের কর্ণগোচর হইল! বিদ্রোহীদল তখন বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়া সিরাজের ক্ষতবিক্ষত শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে সংস্থাপন করিয়া, নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছিলেন। রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল ; সিরাজজননী হাহাকার করিতে করিতে লজ্জাভয় বিসর্জ্জন দিয়া রাজপথে আসিয়া ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া শববাহক হস্তি সহসা রাজপথে বসিয়া পড়িল ;--স্নেহময়ী জননী সন্তানের মাংসপিণ্ড বুকে ধরিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন!! মীরজাফরের অনুচর কদম হোসেন তখন নানারূপ তাড়না করিয়া সিরাজজননী আমিনা বেগমকে পুনরায় অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ করিয়া, সিরাজের শবদেহ সমাধিনিহিত করিবার জন্য ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী আলিবর্দ্দীর সমাধিমন্দিরে উপনীত করিল। * এই ঐতিহাসিক সমাধিমন্দিরে আলিবর্দ্দী মহবৎজঙ্গের চরণতলে সিরাজের মাংসপিণ্ড নীরবে সমাধিনিহিত হইল ;—এই সমাধিমন্দিরই এখন সিরাজদ্দৌলার একমাত্র শেষ নিদর্শন! †

সমাপ্ত ‡

---

# কাহাকে।

## নবম পরিচ্ছেদ।

দিদি সব শুনিয়া আমার উপরই অসন্তুষ্ট হইলেন,—আমাকেই দোষ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"এখন বোঝা যাচ্ছে মিশ কয়ের সঙ্গে তার বিয়ের গুজব উঠেছে কেন, তোরই দোষে দেখছি তা ঘটেছে। সব কথা ত আগে আমাকে খুলে বলিস নি ; আমি কি করে জানব—ভিতরে ভিতরে তোদের এত কাণ্ড হয়েছে ; আমি ভাবছি—ভালয় ভালয় সব গোলযোগ মিটে গেল—বাঁচা গেল। মিটমাট যে শুধু তোর মনে মনে তাত আর বুঝিনি তখন ; সে বেচারাই বা কি ক'রে তা বুঝবে বল ? প্রথমে ত তাকে স্পষ্ট

---

* মুতক্ষরীণ।

† The populace beheld the procession with awe and consternation, and the soldiery, having no longer the option of two lords, accepted the promises of Jaffier, and refrained from tumult.—Orme, ii, 184.

‡ চৈত্র সংখ্যায় 'উপসংহার' প্রকাশিত হইবে। 'সাধনা' ও 'ভারতীতে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে। লেখকের বিনীত নিবেদন, যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য অথবা সমালোচনার জন্য এই প্রবন্ধগুলির ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত সিরাজদ্দৌলাই অবলম্বন করেন।

করে বলে দিলি বিয়ে করবিনে; তার পরে সে তার জীবন মরণ মিনতি জানালে যখন, তখনও একটি কথা কইলিনে, মফঃস্বলে গিয়েও সাধ্যসাধনা করে চিঠি লিখলে, চিঠির এক লাইন উত্তর পর্য্যন্ত দিলিনে; এতে মানুষ কি ভাবে বল দেখি? তার ত মানুষের প্রাণ—না সে পাথর? এত উপেক্ষার পর তবুও যে সে আবার এ বাড়ীতে এসে তোর সঙ্গে দেখা করে, বিয়ে সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেছে,—এতে আমি ত তাকে খুবই ভাল বলি; তার ভদ্রতা সৌজন্যের পরিচয় এতে খুবই পাওয়া যাচ্ছে।”

আমি বলিলাম, “তা হতে পারে—কিন্তু যে রকম করে সে মত জিজ্ঞাসা করেছেন তাতে ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কি?”

“ভালবাসার অভাব আমি ত এতে কিছুই দেখছিনে। হাজার ভালবাসলেও যদি জানা যায় সে আমাকে চায় না—তাহলে যার একটু আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—সে কি আর প্রেমের দোহাই দিয়ে কথা কইতে পারে?”

“কিন্তু তিনি যখন বল্লেন—এ বিয়ে না হলে আপনার কিরূপ ক্ষতি তাই বিবেচনা করেই বিয়ে করা না করা স্থির করুন—আমি ভালবাসি—বা না বিয়ে হলে আমার কষ্ট হবে—এরূপ ভাববেন না;—তখন কি আমি বলব নাকি—হাঁ আপনি ভাল বাসুন না বাসুন তাতে কিছু আসে যায় না, আমার মঙ্গলের জন্যই আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত। তাঁরই আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—আর আমার কিছুমাত্র নেই!”

“তুইই তার প্রতি অন্যায় করেছিস—তার মনে আঘাত দিয়েছিস সে জন্যে তুই যদি নিজের ভুল, নিজের দোষ স্বীকার করে, তার কষ্ট দূর করতে যেতিস—তাহলে তাতে কি ক'রে যে তোর আত্মসম্মানের হানি হোত তাত আমি বুঝতে পারিনে। তবে সত্যি যদি এড়াবার অভিপ্রায়েই সে তোকে অমন ক'রে বলে থাকে, তাহলেও তাকে সে কথা স্পষ্ট করে বলবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। এখন দাঁড়াচ্ছে এই,—তোর ইচ্ছা নেই ব'লেই সে বিয়ে ভাঙ্গতে বাধ্য হয়েছে; দোষটা সমস্ত এক তরফেরই।”

আমার দিকটা দিদির কিছুতে চোখে পড়িল না; তিনি কেবল দেখিতে লাগিলেন—আমিই তাঁহাকে অন্যায়রূপে উপেক্ষা করিয়া, অকারণে আমার নিজেরই সুখসৌভাগ্য বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি! সুপাত্রে ন্যস্ত হওয়াই কন্যা-জীবনের চরম সৌভাগ্য,—পরম সার্থকতা। গুণবান স্বামীর সোহাগে যে সোহাগিনী—তাহার নিকট অন্য আকাঙ্ক্ষনীয় প্রার্থনীয় বিষয় আর কি আছে? স্বামীর সোহাগের ঘরে শত দুঃখও দুঃখের নহে—আর ইহার অভাবে তাহার জীবন জন্ম নিতান্তই দুঃখময় নিরর্থক বলিয়া অনুভূত। এই ভাব হইতেই ঘটকালী করিতেও স্ত্রীলোকের এত সুখ; তাহাতে এমন স্বতঃপ্রবৃত্তি। দিদি তাঁহার এই স্ত্রীস্বভাবসুলভ দৃষ্টি দিয়া এখন কেবল এক পক্ষই দেখিতেছেন—তিনি আমার কিরূপ উপযুক্ত পাত্র, তিনি আমাকে কিরূপ ভাল বাসেন, তাঁহাকে বিবাহ করিলে আমি কিরূপ রূপবান গুণবান স্বামীর প্রেমে সুখী হইতে পারিতাম আর আমার মিথ্যা ছেলেমানষি সেণ্টিমেণ্টের চাপল্যে

তাঁহাকে এবং তাঁহার সেই অমূল্য প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কিরূপ ঈর্ষণীয় অবসর হারাইতেছি! এ অবস্থায় আমার সেণ্টিমেণ্টের গাম্ভীর্য্য কি করিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে প্রকাশ করি—কি করিয়া তাঁহাকে বোঝাই—তাঁহার ওরূপ করিয়া বলার পর আমার আর ভুলস্বীকারের পথ ছিল না, তখন দোষ স্বীকার করিলে আমার হীনতাই প্রকাশ পাইত। দিদির স্নেহ হইতেই যদিও এই কঠোরতার এই নির্ম্মমতার জন্য,—কিন্তু আমি কি তখন সেই স্নেহ সেই মমতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম,—না তাহা করিলেও তাহাতে আমার ব্যথা লাগিত না? দিদির এই সহানুভূতিহীন দোষারোপে আমার প্রকাশের শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া আসিতে লাগিল, অশ্রুজলে অবরুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃই ভাষার শক্তি ভাষার স্বর ক্ষীণতর হইয়া পড়িতে লাগিল।

আমাদের দুজনের বাক্‌বিতণ্ডা শেষ না হইতে হইতে ভগিনীপতি আসিয়া বিস্ময়ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"কুমু! What is this?" বলিয়া একখানা খোলা চিঠি দিদির কোলের উপর ফেলিয়া দিলেন। দিদি নীরবে চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে দিলেন। অক্ষর দেখিয়াই বুঝিলাম—তাঁহার চিঠি।—পড়িয়া দেখিলাম—যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই; তাহাতে আমাদের বিবাহ ভঙ্গের কথা এবং আমার ইচ্ছা ক্রমেই এরূপ হইয়াছে তাঁহাকে যেন দোষী না করা হয়,—এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ।

চিঠি পড়া আমার তখনো শেষ হয় নাই—ভগিনীপতি বলিয়া উঠিলেন—"Black-guard! rascal! scoundral! মিশ ককে বিয়ে করত্তে চায়—তাই এই সব excuse! I will bring a suit against him, I will—upon my honour!"

দিদি বলিলেন—"তা পার কই, যা বলেছে তাত আর মিথ্যা বলেনি; মণির কথাতেই ত বিয়ে ভেঙ্গেছে?"

"মণির কথাতেই বিয়ে ভেঙ্গেছে? you mean মণির ইচ্ছাতে? বিলাতের সেই engagement ব্যাপার নিয়ে? তুমিত বলেছিলে সে সব মিটমাট হয়ে গেছে! Is she mad, or what new freak of hers is this now?"

"আমি তাই ভেবেছিলুম—যে মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু এখন দেখছি ঠিক মেটেনি"

"Oh Frailty! thy name is woman! কথাটা দেখছি খুবই ঠিক! সামান্য অপরাধে এত কেন? এই ত তোমাদের শিক্ষার উদারতা? স্বাধীনতার ফল! I don't know what to do! I think I shall go mad!"

এইরূপ তিরস্কার এইরূপ অপবাদ নীরবে আত্মসাৎ করিতে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল,—আমার দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে সত্য? কিন্তু সমস্ত অবস্থা জানিলে ভগিনীপতিও কি এ দোষ অমার্জ্জনীয় ভাবিতেন; তাঁহার পুরুষের দৃষ্টিতেও কি ইহার মার্জ্জনীয় দিক প্রকাশিত হইত না? কিন্তু কি করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলি? দিদিকে বলা আর তাঁহাকে বলা ত আর এক কথা নহে।—তথাপি আমি প্রাণপণে বল

সংগ্রহ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলাম—"আমি কি করব! তিনি যখন বল্লেন "বিবাহ না করলে আপনার ক্ষতি হবে কি না কেবল তাই বিবেচনা করেই স্থির করুন বিবাহ করবেন কি না—তখন আমি আর কি বলব? তিনি যদি এর চেয়ে একটুখানি কোমল ভাবে—একটুখানি হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা আমাকে জানাতেন—তাহলে আমি কি অগ্রাহ্য করতে পারতুম?"

ভগিনীপতি ভ্রুকুটিবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি? 'আপনার ক্ষতি হবে কি না ভেবে বিবাহ স্থির করুন!' Is this a proposal! I see there is a trick in it!"

দিদি বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু আসল ব্যাপার আগে শোন! মফঃস্বলে যাবার আগে সে নিতান্তই অনুনয় বিনয় করে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল; এমন কি তার উপর তার জীবনমরণ নির্ভর এইরূপ জানিয়েছিল—তাপর মফঃস্বল থেকেও সাধ্যসাধনা করে চিঠি লেখে কিন্তু তারও উত্তর পর্য্যন্ত পায় নি; এর পরে মানুষ আবার কি ক'রে তবুও feeling দেখায় বল? তারও ত সহ্যের একটা সীমানা আছে; আমি বলি তুমি তাকে স্পষ্ট করে তার মনের ভাব জিজ্ঞাসা কর—যদি বাস্তবিক তার এড়াবার ভাব হয়—তাও বুঝবে—আর যদি উভয়তঃ ভুল বোঝার জন্য এরূপ ঘটে থাকে তাও সহজে মিটে যাবে—"

আমি আস্তে আস্তে সজলনেত্রে দিদিকে বলিলাম—"দিদি তোমার দুটি পায়ে পড়ি তাঁর কাছে আর একথা পাড়তে বলো না; একি কেনা বেচা যে আপনার সুবিধা বুঝে ক্রমশঃ দর কমাতে হবে? যদি তিনি সত্যি ভাল বাসেন—ত তিনিই বলবেন। বারণ করো—তাঁকে কোন কথা বলতে"

ভগিনীপতি চিন্তিতচিত্তে গৃহে পাদশ্চারণ করিতেছিলেন; আমার কথায় দিদি কোন কথা কহিবার আগেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—"Well! আমি কি করব ঠিক বুঝতে পারছিনে! I am disgusted with the whole thing I must say, দেখা যাক সে আপনা হতে আর কিছু বলে কি না, এদিকে আমিও তার সম্বন্ধে যতটা পারি সব information নেব এখন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কাল টেনিসে আসতে বলেছি—বিলাতের ব্যাপারটাও তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে—তাহলে লোকটার ভাব অনেকটা ঠিক ধরতে পারব। কিন্তু কথা হচ্ছে আর একটা,—কাল বার-লাইব্রেরিতে ঢুকব কি করে?"

দিদি বলিলেন—"আমি ভাবছি বাবার জন্যে—তাঁর কাণে কথাটা উঠলে তাঁর না জানি কিরূপ কষ্ট হবে!"

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম, এত ভাবনার মধ্যে সেই ভাবনাতেই আমাকে অধিক কাতর করিয়া তুলিয়াছিল।

## দশম পরিচ্ছেদ।

চারিদিকেই অশান্তি অসুখ, নিরানন্দ ভাব। দিদি স্তব্ধ গম্ভীর, ভগিনীপতি অকারণক্রুদ্ধ,

ভৃত্যাদিগের প্রতি অযথা ভর্ৎসনাপরায়ণ, দাসদাসীগণ শশব্যস্ত ত্রস্ত ভীত, এমন কি বাড়ীর গাছপালা ঘরদরজা প্রভৃতি অচেতন জড়পদার্থগুলা পর্য্যন্ত যেন তাহাদের স্বাভাবিক প্রিয়-দর্শনতা শূন্য, সমস্ত বায়ুমণ্ডলে কেমন যেন একটা স্তব্ধ অস্বস্তি বিষাদ বিকম্পিত। আমিই ইহার কারণ, আমার মনে কি অন্ধকার গুরুভার! এমন দিনে আবার পিসিমা তাঁহার কন্যা প্রমোদাকে লইয়া এখানে মধ্যাহ্নভোজনে আসিলেন। মনের ভার মনে চাপিয়া আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের মনোরঞ্জনে তৎপর হইলাম। প্রমোদা প্রশ্নের উপর প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল "কি হইয়াছে? এত রোগা কেন? এমন বিমর্ষ শুক্‌নো কেন? তিনি মফঃস্বলে গিয়াছেন বলিয়া বুঝি? শীঘ্রই আসিবেন সে জন্য এতটা কেন? বিবাহ ত হইবেই—একটু কি সবুর সয় না,"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন আর সেকাল নাই, অন্যান্য অনেক আচার অনুষ্ঠানের ন্যায়—সখীদিগের নিকট মন খুলিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিবার প্রথাও নিতান্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, একালের মেয়েদের মনের দুঃখ সহজে মুখে ফুটিতে চাহে না; বিশেষতঃ এমনতর দুঃখ, ইহা ত কিছু-তেই প্রকাশের নহে,—আমি মনের কথা মনে রাখিয়া কাষ্ঠ হাসি এবং বাকচাতুরীতে তাহাকে ক্রমশঃ নিরুত্তর করিলাম।

বেলা কাটিল, টেনিসের দল সমাগত হইলেন, বাহিরের ও বাড়ীর লোকে মিলিয়া আমরা সবশুদ্ধ দশজনে বাগানে সমবেত হইলাম। যদিও একটিমাত্র কোর্ট কিন্তু লোক অধিক না হওয়ায় তাহাতে খেলার তেমন অসুবিধা হইল না। পিসিমা খেলেন না—আমিও শারীরিক অবসন্নতার দোহাই দিয়া প্রথম হইতেই দর্শকশ্রেণীভুক্ত, অন্যেরা একদলের বিশ্রামে অপরদল খেলিতে লাগিলেন।

ডাক্তারও আসিয়াছিলেন খেলার অবসরে নিকটে আসিয়া বসিলেন,—স্বাভাবিক মৃদুস্বরে বলিলেন—"আপনাকে ভারী দুর্ব্বল মনে হচ্ছে! আপনার দিদি বলছিলেন, আপনি ভারী careless, স্বাস্থ্যের দিকে আপনার মোটেই নজর নেই, নভেল পেলে খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যান!"

আমি বলিলাম "কই! আজকাল ত পড়াশুনা একরকম ছেড়ে দিয়েছি বল্লেই হয়।"

প্রমোদা আমার কাছে বসিয়াছিল—সে বলিল—"পড়াশুনা ছেড়েছে কি না জানি না, তবে খাওয়া দাওয়া যে ছেড়েছে তার সাক্ষী আমি দিতে পারি। ডাক্তার মশায় ওকে একটা ওষুধ দিন না।"

ডাক্তার বলিলেন "gladly! আজই একটা প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে দেব এখন, কিন্তু খাবেন ত?"

আমি গল্প করিতেছিলাম—কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল টেনিস খেলার দিকে, ডাক্তারের প্রশ্নে আমি একটু হাসিয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম,—দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টি স্নেহপূর্ণ অতি মধুর, তাহাতে আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত যেন ভরিয়া গেল, ব্যথিত অন্তরদেশ হইতে ধীরে ধীরে সুখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল, হৃদয়ের পাষাণভার দ্রব হইয়া অশ্রুতে উথলিয়া উঠিতে চাহিল,

কণ্ঠাগ্রে এই কথাগুলি আসিয়া আবার মিলাইয়া পড়িল—"আপনার ওষুধে কি আমার মনের অসুখ তাড়াতে পারবেন?"

মনের কথা মনে, চোখের জল চোখে চাপিয়া অমনি নতমুখী হইলাম। এই সময় তাঁহার ডাক পড়িল "I say B,—come on, you are wanted here to make up a new set."

তিনি ইহাতে কোন উত্তর না করিয়া আমাকে বলিলেন "আরবারে আপনাকে যে টনিক দিয়েছিলুম—তাতে কি উপকার হয়েছিল? কত দিন"—

ভগিনীপতি আবার ডাকিলেন—"I say come on—" চঞ্চল নিকটে আসিয়া বলিল "আপনি আসবেন না? আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি—" তিনি একটু যেন থতমত খাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "Am I really making you all wait? Oh it is too bad of me—"

বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন—প্রমোদা বলিল "ডাক্তার খুব ভাল লোক—না?" আমি কোন উত্তর করিলাম না।

তীব্র রোগাবসানে দুর্ব্বল দেহমনে নবস্বাস্থ্যের সঞ্চারে আবার জগতের দিকে চাহিয়া, আত্মীয় স্বজনের স্নেহাদর অনুভব করিয়া যে অবসাদময় স্বপ্নময় সুখ তাহার আস্বাদ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই আমার তখনকার মনের অবস্থা অনুভব করিতে পারিবেন।

---

# অনুবাদ মালা।

## করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে।

(I prithee send me back my heart &c., Sir John Suckling.)

করযোড়ে করি প্রার্থনা তোরে
হৃদয় আমার ফিরিয়া দে।
আপন-হৃদয় নাহি দিবি যদি,
আমার, লইবি কি হিসাবে?

থাক্, নাহি কায, লবনা ফিরিয়া,
তাহা ত কেবল বৃথা হবে!
দুনয়নে তোর আছে দুটো চোর,
কতক্ষণ তারা বসে র'বে?

একটি বক্ষে র'বে দুটি হিয়া,
তবু মিলে নাহি থাকিবে?
হে প্রেম, কোথায় গুণপণা তব
বিচ্ছেদ যদি রাখিবে?

প্রেমটা কিন্তু দুর্ব্বোধ এত,
কিছুই বুঝিতে পারিনে ওর।
যবে ভাবি আমি নিশ্চিত অতি,
অতি—সন্দেহ তখনি মোর!

তবে, বিদায় দুঃখ, বিদায় ভাবনা,
আর কভু নাহি কাঁদিব।
আমিও পেয়েছি হৃদয় তাহার
তাই মনে মনে মানিব।

## প্রেম ও আশা।

(Moore's "Love and Hope.")

একদা প্রভাতে নিদাঘ-সিন্ধু-তীরে
আশা আর প্রেম শয়ন করিয়া ছিল।
দেখিতে দেখিতে উচ্চে উঠিলে রবি,
প্রেম আপনার নৌকা খুলিয়া দিল।
পড়িয়া রহিল একেলা বালিকা আশা,
হৃদয়ে ভরিয়া দুর্লভ ভালবাসা।

বলেছিল প্রেম—"আহা কি সিন্ধু আজি!
সূর্য্যকিরণে জ্বলিছে স্বর্ণপ্রায়!
যাই একবার, এখনি আসিব ফিরে,"
—বলে' হেসেছিল এমনি মধুর, হায়,—
ছলনা কেমন, আশা কি জানিত কভু?
ভেবেছিল ত্বরা ফিরিবে হৃদয়-প্রভু!

সারাদিনমান বসিয়া রহিল আশা,
হৃদয়-সখার ভাবনা করিয়া সার।
বালুকা উপরে লিখিল তাহার নাম,—
জলে ধুয়ে যায়,—লিখিল অনেকবার।
এইরূপে ক্রমে দিবস কাটিয়া যায়।
সমুদ্র পরে সোনার গহনা গায়।

দেখা যায় ঐ—আসিছে নৌকা কার;
ব্যাকুল বালিকা ছুটিল তাহার পানে,
সে যে মনোহর স্বর্ণতরণী খানি,
কে জানে কাহারে বক্ষে বহিয়া আনে!
লাগিল নৌকা;—বিভব আরোহী তায়;
আশা-হৃদয়ের প্রেম ত আসেনি হায়!

দ্বিতীয় নৌকা;—বিমল বন্ধুতার,—
আসিল সেদিকে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালি।
ছুটিল কোমল শীতল আলোকছটা,
সাগর-বেলায় পুলক-প্রবাহ ঢালি।
কিন্তু প্রেমের অতুল আলোক ধার,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তেমন কোথায় আর?

ক্রমে ধীরে ধীরে গভীর অন্ধকার—
বাঁধিল শিকলে পৃথিবী, আকাশ, জল।
দেখা নাহি গেল তরণী ছুটিও আর,
চূর্ণ হইল আশার সকল বল।
প্রভাত-স্বপ্ন আঁধারে হইল লীন;
আর না ফিরিল প্রেম সে হৃদয়-হীন!

## নাম-লেখা।

(One day I wrote her name &c. Edmund Spenser.)

একদা তাহার সাথে সাগরের তীরে
বসিয়া, লিখিনু আমি নামটি তাহার
বালুকায়; ঢেউগুলি আসি ধীরে ধীরে
মুছে দিয়ে গেল তাহা; পুনঃ আর বার
লিখিলাম, পুনর্ব্বার গেল ধৌত হয়ে।
তখন কহিল প্রিয়া অনুযোগ-স্বরে,
"ও কি তুমি করিতেছ? জলরাশি লয়ে
রচিবে কি অট্টালিকা? যাহা ক্ষণতরে,
অমর হইবে তাহা বল কার বরে?"
আমি কহিলাম—"প্রিয়া, তোমার আমার
এমন প্রণয়, কভু মরণের করে
নাহি যাবে; তবে আমি গঙ্গা কবিতার
বহাইব; তারি মাঝে করিয়া অমর,
রাখিব তোমারে, সখি, যুগযুগান্তর।"

# রাম রাজার মুলুক।

## ( দ্বিতীয় প্রস্তাব। )

দুইজন হিন্দুস্থানীকে পাইয়া ভগ্নহৃদয়ে ভরসা হইল, যেন আনন্দ ও উৎসাহের উৎস উথলিয়া উঠিল। ডাণ্টের দানবের ন্যায় নবীন তেজে, হজরৎ আলির তুর্কদেশীয় তুরঙ্গের ন্যায় মহা উৎসাহে এবং লাটিন কবি পিভি-বর্ণিত ট্রয়ের লম্বোদরের ন্যায় তীব্রপদে আমরা বিবিধ বিপণীতে গিয়া পথের যথাযোগ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। উপক্রমণিক কার্য্যাদি যথারীতি সমাপ্ত হইলে বলদশকটের বন্দোবস্ত জন্য "রাজার বাজার" নামক পল্লীতে যাইতে হইল। এই বাজারে বহুসংখ্যক নেপালী গুর্খা বাস করে। সুদূর ত্রিনেবেলী সহরে নেপালের লোকের বসতি হইয়াছে শুনিয়া এক নূতন ঐতিহাসিক চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম; অনুসন্ধানে জানিলাম টাঞ্জোরের পূর্ব্বতন রাজা নেপালে বিবাহ করিয়াছিলেন, মহারাণীর সঙ্গে যে সকল দাস, দাসী এবং কর্ম্মচারী আসিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে টাঞ্জোর হইতে ত্রিনেবেলী পর্য্যন্ত সমুদয় জেলায় বংশ বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। রাজার বাজারে শকট মিলিল না সুতরাং নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময়ে শুনা গেল সহরের পশ্চিম পার্শ্বে বলদশকটাধিকারীদিগের বহুসংখ্যক কার্য্যালয় আছে, তথায় পথিকেরা টাকা দিলে টিকিট পাইয়া থাকে। ত্রিনেবেলীস্থিত এই সকল বলদশকট-কার্য্যালয়ের ইংরাজী নাম Transit Cart office. আমরা যে সময়ে ত্রিনেবেলী গিয়াছিলাম, তখন নগরীতে প্রায় ১৭টি কার্য্যালয় ছিল। একটা অফীশে গেলাম, অধিকারী বলিলেন "কোনও অফীশ হইতেই আপনারা একেবারে ত্রিবাঙ্কোরের গাড়ী বা টিকেট পাইবেন না; প্রথমে যে স্থানের জন্য টিকেট পাইবেন তথায় আমাদের শাখা কার্য্যালয় আছে, তথাকার কার্য্যাধ্যক্ষ আপনাদিগকে দ্বিতীয় স্থানের টিকিট দিবেন, এইরূপে চারিবার টিকিট লইতে হইবে।" নিয়ম লঙ্ঘন করা যায় না, সুতরাং নিয়মানুসারে আমরা প্রথম স্থানের টিকিট খরিদ করিলাম, ঐ স্থানের নাম মঙ্গলাপুরম্। ভাড়া প্রত্যেক আরোহীর জন্য দুই টাকা। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় বলদশকটে আমি, দুইজন হিন্দুস্থানী, গাড়োয়ান এবং কালেক্টর সাহেবপ্রেরিত কনেষ্টবল এই কয়েক জনে আরোহণ করিয়া পরমেশ্বরের পদারবিন্দ স্মরণ করতঃ সেই মজার রাম রাজার মুলুক ভ্রমণে রওয়ানা হইলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে শকটচালক তাপ্তী নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড ময়দানে গাড়ী থামাইয়া দিল, এখানে বৃটীশ পুলিসের ইনেস্পেক্টর প্রত্যেক গাড়োয়ানের নাম, গাড়ির অধিকারীর নাম, টিকিটের নম্বর, আরোহীদিগের নাম ও বাসস্থান ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া গাড়ির সংখ্যা করিতে লাগিলেন। অনেক বিলম্ব হইল, তথাচ গাড়ী ছাড়িল না। ইনেস্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলাম "শকটগুলি আটক করিয়া রাখিয়াছেন কেন?" ইনেস্পেক্টর উত্তর করিলেন "মহাশয়! এখানকার

নিয়ম এই যে, অন্ততঃ বারখানা গাড়ী একত্র না হইলে রাত্রে আমরা গাড়ী চালাইতে দিই না, যদি বারখানা গাড়ী একত্র না হয় তাহা হইলে সে রাত্রি গাড়ী চালান বন্ধ থাকে। পথিকের সুবিধা ও নিরাপদের জন্য এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। দিবসের জন্য এই নিয়ম নাই, দিবসে একখানা গাড়ীও একাকী যাইতে পারে অথবা পথিক ইচ্ছা করিলে পদব্রজেও যাইতে পারেন, কিন্তু রাত্রে বলদশকটে যাইতে হইলে অন্ততঃ বারখানা গাড়ী একত্রিত হওয়া আবশ্যক।" বলা বাহুল্য, বারখানি গাড়ী প্রায়ই নিত্য হইয়া থাকে, এক একটা অফীশের অধিকারীর প্রায় ২৫ খানা গাড়ী থাকে। যাহা হউক দেখিতে দেখিতে ২১ খানা গাড়ী সমবেত হইল, রাত্রি ১১টার সময় আমরা রওয়ানা হইলাম। কার্ত্তিক মাস, পূর্ণিমা রাত্রি. তাপ্তী নদীর উপরিস্থিত সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ সেতুর উপর দিয়া যখন শকট চলিতে লাগিল, তখন নদীর জলে পূর্ণচন্দ্রের যে শোভা দেখিলাম তাহা মহাকবির মহাকাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে। একবিংশ বলদশকটের ঘড়্ ঘড়্ শব্দে, ৪২টা বলদের পদশব্দে, গাড়োয়ানদিগের কিম্ভূতকিমাকার তামীল গীতের দানবীয় সুরে, বলদের পৃষ্ঠদেশে অনবরতঃ বেত্রাঘাতের আওয়াজে রাত্রে আমাদের কাহারও নিদ্রা হইল না। পরদিবস প্রভাতে ৬ ঘটিকার সময় এক মহারণ্যের মধ্যস্থিত নির্জ্জন রাস্তায় শকট থামিল। শকটবান বলিল, এখানে বলদ বদ্‌লাইতে হইবে; কনেষ্টবলও বিদায়গ্রহণ করিল, দিন হইয়াছে বলিয়া আমরা আর তাহাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া আসিলাম না। ত্রিবাঙ্কোর হইতে কয়েকখানা গাড়ী ত্রিনেবেলী অভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিল, কনেষ্টবলজী তাহাদেরই একখানা গাড়ীতে বসিয়া সহরে ফিরিয়া গেল। বলা বাহুল্য, এদেশের গরুর গাড়ী সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের লোকের ধারণা অতি কমই আছে; এখানকার বলদশকট অনেক অশ্বযান অপেক্ষা সুদৃশ্য এবং আরামদায়ক। শকটে দিব্য ছাদ এবং জানালা আছে এবং এক এক খানা গাড়ীতে ৬ জন আরোহী আরামের সহিত বসিয়া যাইতে পারে। কেবল দুই জন আরোহী হইলে, আরোহীরা উত্তমরূপে দেহ বিস্তার পূর্ব্বক পাল্কীস্থিত আরোহীর ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন। প্রভাতে যেখানে গাড়ী থামিল, তাহা একটা প্রশস্ত রাস্তা। একটা প্রাচীন মহারণ্য কাটিয়া ত্রিবাঙ্কুর হইতে ত্রিনেবেলী পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা যে রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এই রাস্তা সেই শতক্রোশব্যাপী বর্ত্মের অংশ বিশেষ। দুই পার্শ্বেই মহারণ্য, কোথাও মানুষ দেখা যায় না; গাড়ীর ছাদে চড়িয়া দেখিলাম বড় বড় পর্ব্বতের চূড়া মহারণ্য ভেদ করিয়া বিমান-পথে আপনাদের মহোচ্চতা দেখাইতেছে। আমি ছাদ হইতে অবতরণ করিলে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটি গাড়ীর ছাদে উঠিল, উঠিয়াই আশ্চর্য্যসহকারে চীৎকার করিয়া বলিল "বাবুজী! বাবুজী! ইয়ে বুলন্দ্ ডুংগর হ্যায়"। পারস্য ভাষায় বুলন্দ্ শব্দের অর্থ অতি উচ্চ এবং মাড়োয়াড়ী ভাষায় ডুংগর শব্দের অর্থ পাহাড়। পারস্য এবং মাড়োয়াড়ী ভাষা কোথা হইতে শিখিল জিজ্ঞাসা করায় বীরনারী উত্তর দিল "আমি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকন্যা কিন্তু আমার পিতা ব্যবসা

উপলক্ষে রাজপুতানায় বাস করিতেন, তথায় আমার জন্ম হয়, আমার ভাষা সেই জন্য হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী হইয়া গিয়াছে। আমার পিতা মৌলবী রাখিয়া আমাকে উর্দ্দু ও পারস্য শিখাইয়াছিলেন।” একটী শিক্ষিতা স্ত্রীলোক সঙ্গে পাইয়াছি জানিতে পারিয়া আরও আনন্দিত হইলাম। স্ত্রীলোকটির বয়স ৩৫ বৎসরের কম নহে, খুব সাহসী, খুব তেজস্বিনী, হৃষ্টা পুষ্টা এবং রাজপুতানার অনেক আদর্শ বীরনারীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। যাহা হউক, দিবা প্রায় একটার সময় আমরা মক্কণাপুরম্ নামক গ্রামে শকটাধিকারীদিগের শাখা কার্য্যালয়ে পৌছিলাম। সে দিন এবং সে রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। গ্রামটি বৃটীশ অধিকারভুক্ত, তখন সেন্সসের কর্ম্মচারীরা সেন্সসের কাগজাদি লইয়া বড়ই ব্যস্ত ছিল, আমরা ইহাঁদেরই একজনের আতিথ্যগ্রহণ করিলাম। গ্রামটিতে মুসলমান বা খৃষ্টান নাই কেবল নিরবচ্ছিন্ন হিন্দুর বসতি। গ্রামের মধ্যভাগে এক সুবিস্তৃত, সুগভীর ও মনোহর প্রাচীন সরোবর আছে, ইহার জল অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ও নির্ম্মল। এই সরোবর বা দিঘিটি গ্রামটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, ইহার এদিকে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বসতি, অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু বাস করে। সরোবরের পার্শ্বে এক মহাবিস্তৃত শ্মশান ক্ষেত্র, এত বড় শ্মশানভূমি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। এই মহা ভয়ঙ্কর শ্মশানের মধ্যস্থানে এক অত্যুচ্চ গোলাকার পর্ণকুটিরে এক অতি ভয়ঙ্করী “শ্মশানে কালী”র প্রতিমা দেখিতে পাইলাম, এই প্রাচীনা মূর্ত্তি উচ্চতায় একটা বড় তালগাছের অর্দ্ধেক হইতে কম হইবে না। মনুষ্যের কল্পনায় ভয়ের যতদূর ধারণা হইতে পারে, এই মূর্ত্তিতে তাহা বর্ত্তমান, যেন জীবন্ত “ভয়” কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাতলকে গ্রাস করিবার জন্য এই শ্মশান ক্ষেত্রে বর্ত্তমান। শ্মশানের কোথাও মৃতদেহ জ্বলিতেছে, কোথাও শিবাকুলের ভীষণ শব্দ শুনা যাইতেছে, কোথাও নরমাংসলোলুপ গৃধগণের পরস্পরে সংগ্রাম হইতেছে, কোথাও সারমেয়গণ দলে দলে আসিয়া অভস্মীভূত নরমুণ্ডকে দন্তদ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, এবং কোথাও বা রক্ত, মাংস, অস্থি, নরকপাল প্রভৃতি স্থানে স্থানে পতিত হইয়া পথিকের মনে মানবের শেষ দশা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। শ্মশানের স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ পলাশ, কৃষ্ণচুড়া, অশ্বথ এবং জবাফুলের বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম; বোধ হইল যেন ভয় ও ভক্তির একত্রে সমাবেশ হইয়াছে, যেন সমুদয় স্থানটা “উজ্জলে মধুরে মিশিয়াছে”। কোনও কোনও স্থানে বৃক্ষতলে ব্যাঘ্রাসন প্রসরণ করিয়া বিভীষণমূর্ত্তি কাপালিক বসিয়া আছেন, কোথাও বা বিপুলবপু “ব্রহ্মচারী বাবা” পঞ্চতপের অগ্নি জ্বালিয়া মৃতদেহের পৃষ্ঠে উপবেশন করতঃ শব সাধনা করিতেছেন, কোথাও বা অঘোরী সাধু নরকপালে সুরা রাখিয়া তাহা পান করিতেছে এবং কোথাও বা পশুপক্ষী বলি দিবার জন্য “পারিয়া” জাতীয় ঘাতকবর সুতীক্ষ্ণ লম্বাকৃতি তরবারী লইয়া “জয় মা জয় মা” রবে শ্মশানভূমিকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। এ সকল দেখিলে “কপালকুণ্ডলার” কাপালিকের ক্রিয়াদি মনে পড়ে। এ দিকে নগ্নদেহা, গলদেশে নরমুণ্ড-

মালা-শোভিতা, ভয়ঙ্করতর হইতে ভয়ঙ্করতমা মহাকালীর মূর্ত্তির সম্মুখে নগ্নদেহা "পারিয়া" যুবতীরা পূজার দ্রব্য এবং তালবৃক্ষের মদ্রিকা (তাড়ি) লইয়া ভয় ও ভক্তি সহকারে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। "শ্মশানে কালী" নগ্নদেহা এবং তাহার বর্ণ এতদূর কাল যে মসি হইতে কাল বলিয়া বোধ হয়; পারিয়া যুবতীরাও তদপেক্ষা নগ্না এবং তদপেক্ষা কাল; সুতরাং এখানে আরও উত্তমরূপে উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল, যেন ভয়ের সম্মুখে ভয় আসিয়া দেখা দিল। সুরাপানে প্রমত্তা, কৃষ্ণবর্ণা, স্থূলদেহা পারিয়া যুবতীরা পূজার দ্রব্যাদি রাখিয়া গ্রাম্যপূজার গীত গাহিতে লাগিল, বৃদ্ধেরা নাচিতে লাগিল, বালিকারা "মাদোল" বাজাইতে লাগিল। সে অদ্ভুত সুর, অপূর্ব্ব নৃত্য বর্ণনার অতিরিক্ত। অনার্য্যের পূর্ণ আদর্শ এখানে বর্ত্তমান! শুনিলাম, পূর্ব্বে এই মহাকালীর পীঠস্থানে প্রতি মাসে নরবলি হইত, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহা আইন দ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সুবিধা পাইলে গোপনে গোপনে এখনও পারিয়াগণ নরবলি দিয়া থাকে। আমাদের এই গ্রামে পৌঁছিবার দ্বাদশ দিবস পূর্ব্বে এক নরবলি হইয়া গিয়াছিল, পুলীশ তাহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত তাহাও স্বচক্ষে দেখিলাম। যাহা হউক এই ভয়ঙ্কর গ্রামে ভয়ে ভয়ে রাত্রি যাপন করিয়া আমরা পরদিন প্রভাতে শকটে চড়িয়া দ্বিতীয় স্থানে রওয়ানা হইলাম, এই দ্বিতীয় স্থানের নাম "তোতাতৃ"। পথে বড় বড় অরণ্য এবং বড় বড় পর্ব্বত ভিন্ন আর কিছুই দেখিলাম না, সুতরাং এ পথের বিবরণ না দেওয়াই ভাল। ক্রমে যতই দক্ষিণে যাইতেছি, ততই মুসলমানের সংখ্যা কম দেখিতে পাইতেছি; কারণ এই যে, এই সুদূর অনার্য্য দেশে মুসলমানেরা আইসে নাই এবং তাহাদের প্রভুত্বও এখানে বিস্তৃত হয় নাই, এজন্য এদেশের ভাষায়, পরিচ্ছদে, ব্যবহারে মুসলমানত্ব মোটেই নাই। আমরা তোতাতৃ গ্রামে পৌঁছিয়া আবার বিশ্রাম গ্রহণ করিলাম। তোতাতৃ বৃটীশ অধিকার ভুক্ত, গ্রামটি বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ এবং সুন্দর, তিন দিকে পর্ব্বত, প্রাকৃতিক শোভা মনোহারিণী এবং মিউনিশিপালিটির বন্দোবস্ত বিশেষ প্রশংসাজনক। এ গ্রামেও নিরবচ্ছিন্ন হিন্দুর বসতি, একজনও মুসলমান নাই। হিন্দুস্থানীরা এই গ্রামটিকে "বড় নারায়ণ" নামে আখ্যাত করে, এই গ্রামটি হিন্দুর এক তীর্থক্ষেত্র। তামিল ভাষায় "তোতা" শব্দের অর্থ নারায়ণ এবং 'তৃ' শব্দের অর্থ "জলে ভাসা"। প্রবাদ আছে, নারায়ণ তোতাতৃর নিকটস্থ সমুদ্রে বটপত্রে জলে ভাসিয়াছিলেন, সেই জন্য এই গ্রামের তোতাতৃ নাম হইয়াছে। এই গ্রামে নারায়ণের মূর্ত্তি এবং এক প্রকাণ্ড প্রাচীন মন্দির আছে; এত বড় উচ্চ মন্দির অনেক স্থানে আছে বটে কিন্তু এত বড় প্রশস্ত মন্দির অনেক স্থানে দেখা যায় না। তোতাতৃর মন্দিরের অভ্যন্তরে এক বৃহৎ ও গভীর কূপ আছে; প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা জলের কূপ নহে, তৈলের খনি। ভারতবর্ষে আমি কেবল এই স্থানে তৈলের কূপ দেখিয়াছি। এই কূপ হইতে সতত তৈল নির্গত হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতে এই কূপ এখানে বর্ত্তমান। এই তৈল কেরোসিন তেল নহে, ইহা তিলতৈলের ন্যায় সুগন্ধবিশিষ্ট; ইহাকে খাদ্য দ্রব্যে ব্যবহার করা যায় না, তোতাতৃর হিন্দুরা বাঙ্গালীর ন্যায় দেহে মর্দ্দন

করিয়া থাকে। শুনা গেল, বড় বড় রোগে এই তৈল ঔষধরূপে ব্যবহার হয়; আমাদের হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটি এক বোতল তৈল লইয়া আসিয়াছিলেন, এই তৈলের সাহায্যে অনেকের চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়াছিল। এই তৈলের কূপে স্নান করিবার জন্য অনেক রোগী অনেক দূরদেশ হইতে আসিয়া থাকে। নারায়ণের প্রসাদী "ভাত" তোতাতুর বাজারে বিক্রয় হয়; শূদ্রে বিক্রয় করিলেও ব্রাহ্মণে খরিদ করিয়া তাহা ভক্ষণ করে। পর দিবস আমরা তোতাতু হইতে প্রভাত কালেই শকটযোগে রওনা হইয়া প্রায় বেলা ২টার সময় একটা ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিলাম, এই গ্রামটি বৃটীশ অধিকারের শেষ গ্রাম; ইহা হইতে আরও কয়েক ক্রোশ যাইলে বৃটীশ অধিকার শেষ হয়, কিন্তু পর্ব্বত ও পতিত ভূমি ভিন্ন ইংরাজের সেখানে আর কোনও গ্রাম নাই। এই গ্রামে কেবল নীচ জাতীয় হিন্দু এবং নীচ জাতীয় খৃষ্টানের বসতি, খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, আমরা দধি, গুড় এবং চিপিটক (চিঁড়া) খরিদ করিয়া ফলাহার করিলাম। এ গ্রামে বিশ্রাম করা হইল না, বেলা ৩টার সময় বলদশকটে আরোহণ করিয়া আমরা আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এবারে যে পথ দিয়া যাইতে হইতেছে তাহার নাম Neutral Zone Road। এই পথটা ঠিক বৃটীশ এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সীমার মধ্যস্থিত। এই পথ অতীব ভয়ঙ্কর, দস্যুদিগের এই পথে খুব আধিপত্য; আমাদের দুর্দ্দশার কথা পরে লিখিব।

---

# শনি।

**দূরত্ব, ভগণ, ইত্যাদি।**—শনি যদিও বৃহস্পতি অপেক্ষা আকারে ছোট, তথাপি তাঁহার তুল্য সৌরজগতের অঙ্গীভূত সুশোভন, সুদর্শন, চিত্তরঞ্জন গ্রহ আর নাই। সূর্য্য হইতে ইহার মধ্যম দূরত্ব ৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ ১৫ হাজার মাইল, অর্থাৎ বৃহস্পতির দূরত্বের দ্বিগুণ। শনিকক্ষার উৎকেন্দ্রত্ব ·০৫৬; অতএব শনি যখন অপহৈলিকে থাকেন, অর্থাৎ উচ্চস্থ হন,* তখন তাঁহার দূরত্ব ৯৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭৬ হাজার মাইল, আর যখন পরিহৈলিকে আসেন অর্থাৎ নীচস্থ হন † তখন ৮৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৪ হাজার মাইল হয়।

শনি সূর্য্যপরিতঃ ১০৭৫৯·২২ দিনে অর্থাৎ ২৯ বৎসর ১৬৭·২২ দিনে একবার পরিভ্রমণ করেন। যখন ডিসেম্বর ও জানুআরি মাসে শনি, সূর্য্য হইতে ৬ রাশি অন্তরে থাকেন, তখন শনি অত্যন্ত নিকটস্থ দেখান, তখন পৃথিবী হইতে তাঁহার দূরত্ব ৭৪ কোটি ২২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল হয়, কিন্তু সূর্য্য আর শনি যখন এক রাশিস্থ হন তখন পৃথ্বী সম্বন্ধে শনির দূরত্ব ৮৪ কোটি ১৫ লক্ষ ১৪ হাজার মাইল হয়।

---

* কক্ষার যে বিন্দুটি সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটস্থ তাহাকে অনুহৈলিক বা নীচ বলে;
† " " " অত্যন্ত দূরস্থ " পরিহৈলিক বা উচ্চ বলে।
হেলি—Helos সূর্য্য।

সূর্য্য হইতে শনি যে দিবস ছয় রাশি অন্তরে থাকেন, তদন্তর ৩৭৮ দিন পরে আবার ষড়্‌ভান্তরিত হন। ১৮৮৪,২৩ জানুআরিতে শনি সূর্য্যের ষড়্‌ভান্তর হইয়াছিল, তাহার পর ১৮৮৯,৫ ফেব্রুআরিতে; ১৮৯০,১৮ ফেব্রুআরিতে; ১৮৯১,২ মার্চে; ১৮৯২,১৬ মার্চে; ১৮৯৩, ২৯ মার্চে; ১৯৯৪, ১১ এপ্রেলে; ১৮৯৫, ২৩ এপ্রেলে; ১৮৯৬, ৫ মেএ; ১৮৯৭, ১৭ মে তারিখে হইয়াছিল।

শনি বিম্বের ব্যাস ইত্যাদি। শনিমণ্ডলের নিরক্ষ দেশীয় ব্যাস ৭০,৯৩০ মাইল, কেন্দ্রগত ব্যাস ৬২,৮৪০ মাইল। বিম্বের চাপাত্মক ব্যাস ১৬·২"। শনিমণ্ডল বাদামে; কেন্দ্রদ্বয় অত্যন্ত চাপা; গোলত্বের অপচিতি ১/১০ এর অধিক। শনিপিণ্ড ভূপিণ্ড অপেক্ষা ৬৪৫ গুণে অধিক, শনির সামগ্রী পৃথিবীর সামগ্রীর ৯৪,৩৮৪ গুণ এবং উহার সান্দ্রত্ব ভূসান্দ্রত্বের ১/৮। সমস্ত সৌরজগতের মধ্যে এত কম সান্দ্রত্ব কোথাও দেখা যায় না। শনির অনন্যসদৃশ সহচর, অপূর্ব্ব উপাঙ্গ, তাহাদের অনুপম বিন্যাস এবং এই অত্যল্প সান্দ্রত্ব ইহার মধ্যে কোনটিই আকস্মিক নহে,—সমস্তই আধিভৌতিক ব্যাপার-সম্ভূত,—সমস্তই গ্রহ-জীবনের তরুণাবস্থাব্যঞ্জক।

মেখলা। বৃহস্পতির ন্যায় শনির মেখলা আছে। নিরক্ষ প্রদেশে একটি শুক্ল পীতাভ সুবিস্তৃত মেখলা আছে। এ মেখলাটী গ্রহের চিরস্থায়ী লক্ষণ। কতিপয় গাঢ় মেখলাও আছে, এগুলি ধূসরাভ বা হরিতাভ। মেখলাগুলি নিরক্ষ বৃত্তের সমান্তর নহে। অধ্যাপক আসাফ হল ১৮৭৬এর প্রারম্ভ অবধি ১৮৭৭এর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত শনির নিরক্ষ প্রদেশস্থিত একটি শুক্ল চিহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই শুক্লচিহ্নটির ব্যাস পরিমাণে ২" হইতে ৩" অর্থাৎ প্রায় ১২০০০ মাইল। চিহ্নটি প্রথমতঃ গোলাকার অত্যুজ্জল শুক্লাভ ছিল। বোধ হয় অভ্যন্তর হইতে প্রদীপ্ত পদার্থরাশি বহির্গত হইয়া উর্দ্ধদেশে বিনিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। চিহ্নটি ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্ব দিকে সরিয়াছিল। শনিমণ্ডলে এরূপ চিহ্ন অতি অল্প। লেখাপড়ার মধ্যে ১২টির অধিক দেখা যায় না।

আক্ষ্যাবর্ত্তন। উক্ত শুক্ল চিহ্নের গতি দেখিয়া অবধারিত হইয়াছে যে শনি ১০ঘ ১৪ মিনিটে একবার স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তিত হন। হারসেলের মতে আক্ষ্যাবর্ত্তন কাল ১০ঘ, ১৬ মি। ইনি শনির শতাধিক আবর্ত্তন দেখিয়া এই কাল স্থির করিয়াছেন, সুতরাং ইহা অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। শনি কক্ষা ক্রান্তিবৃত্তে ২° ২৯' ৩৯·"৫০ পরিমাণে অবনত। অতএব শনিলোকে যদি ঋতু থাকে তবে তাহা পার্থিব ঋতুর মত। শনি যখন পূর্ব্ব ফল্গুনিতে আসেন তখন তাঁহার বসন্ত আরম্ভ হয়।

শনির বলয়। গালিলিও তেজস্বী দূরবীক্ষণ ও অতিশয় অধ্যবসায় সহকারে সৌর-লাঞ্ছন, চান্দ্রগিরি, শৌক্রকলা, বার্হস্পত্য উপগ্রহ প্রভৃতি সৌর-সাম্রাজ্যের বিবিধ বিষয়ের

আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র অমোঘ আয়াসজনিত যথোচিত উৎসাহপূর্ব্বক শনিমণ্ডলে দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিলেন। নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে মনে মনে যেন "নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং" বলিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন যে শনি ত্রিপুত্তলিক, তিনগ্রহাত্মক; মধ্যস্থলে বিরাজিত গোলাভাস শনিমণ্ডলের বামে এক গ্রহ দক্ষিণে এক গ্রহ। তিন বিগ্রহ পরস্পর সংলগ্ন এবং এক রেখাস্থিত। মধ্য মূর্ত্তি বৃহত্তর। তিনের সাপেক্ষিক গতির পরিবর্ত্তন নাই। একাল পর্য্যন্ত তিনি এবম্ভূত বিস্ময়কর বিগ্রহ নভোমণ্ডলের কুত্রাপি দর্শন করেন নাই; ব্যাপার অতিদুরবগাহ দেখিয়া তিনি চিন্তাকুল হইলেন।

এই অদ্ভুত বিগ্রহের তথ্যানুসন্ধানে কৃতসংকল্প হইয়া ১৬১০ জুলাই মাসে পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ আরম্ভ করিলেন। যখন দেখিলেন যে অলঙ্কার পদার্থদ্বয় ক্রমশঃ অপচিত এবং দুইবৎসর মধ্যে তিরোহিত হইল এবং কেবল মধ্যগ্রহ বৃহস্পতিমণ্ডলের ন্যায় উপাঙ্গবিহীন হইয়া রহিল, তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। এখন তাঁহার চিত্তোদ্বেগের নূতন কারণ জন্মিল। যাহারা তাঁহার আবিষ্কারে অবজ্ঞা প্রকাশ করিত, যাহারা তাঁহার মতবিরোধী ছিল, সেই প্রাচীন সিদ্ধান্তবাদীদিগের সহিত অদ্য তাঁহাকে আবার বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তিনি শনির ত্রিমূর্ত্তিত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, এখন আবার তাঁহাকেই বলিতে হইল যে পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিদ্বয় ক্রমে ক্রমে লয় পাইয়াছে। এই সুযোগ পাইয়া প্রতিপক্ষেরা বলিবে যে গালিলিওর সমস্ত আবিষ্কারই ইন্দ্রজাল। এই সঙ্কটে পড়িয়া তিনি জনৈক আত্মীয়কে ১৬১২,৪ ডিসেম্বরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি আছে, পত্রার্থ এই,—

"এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে? ছোট তারা দুইটী কি সৌরলাঞ্ছনবৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল? দুইটী অন্তর্হিত হইল—না অকস্মাৎ পলায়ন করিল? শনি কি স্বীয় শিশুদ্বয়কে গ্রাস করিল? এই প্রত্যক্ষীভূত বিষয় কি মায়া, বা দূরবীক্ষণ আমাকে প্রবঞ্চনা করিল? যাহাদিগকে আমি ঐ মূর্ত্তিত্রয় দেখাইয়াছিলাম তাহারাও কি প্রতারিত হইল? যাহারা সুগভীর চিন্ত-শক্তি প্রভাবে এই নবাবিষ্কারের অসারত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, এবং পার্শ্বস্থ গ্রহদ্বয়ের অস্তিত্বের সম্পূর্ণ শশবিষানত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহাদের ছিন্নমূল আশালতাকে এক্ষণে পুনরুজ্জীবিতা করিবার সময় আসিল। এরূপ অদৃষ্ট—অশ্রুত-পূর্ব্ব, এরূপ অচিন্তিত-পূর্ব্ব বিস্ময়কর ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই বলিবার দেখি না। কালের স্বল্পতা, ঘটনার অনপেক্ষিতি নিজের মতিমান্দ্য এবং ভ্রমের ভয় এ সমস্ত আমাকে আকুলীকৃত করিয়াছে।" গালিলিও এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, প্রবাদ আছে তিনি শনিকে আর পর্য্যবেক্ষণ করেন নাই। কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

গালিলিও বস্তুতঃ ভ্রমে পতিত হন নাই। পর্য্যবেক্ষণের প্রারম্ভে পদার্থত্রয় যথাস্থানেই ছিল, পরে বাম এবং দক্ষিণ উপাঙ্গ সত্যসত্যই অপচিত এবং তিরোহিত হইয়াছিল, কিন্তু সে তিরোধান কিয়ৎকালের জন্য; মূর্ত্তিত্রয় পুনর্ব্বার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। [illegible]

পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শনিমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ ভাব উপলব্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অনেকেই মনে করিতে লাগিলেন যে, শনি মণ্ডলের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে এক একটি হাতল আছে; সে হাতল দুইটি মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হয়; অদৃশ্য যে কেন হয় তাহার কারণ কেহ দর্শাইতে পারেন নাই। অবশেষে প্রায় ৫০ বৎসর পরে হুইগেনস্ প্রকাশ করিলেন যে শনি মণ্ডল একটি পাতলা চওড়া বলয়দ্বারা বেষ্টিত। বলয়টি ক্রান্তিবৃত্তে অবনত, কিন্তু উহার কোন স্থান শনি মণ্ডলে ঠেকে নাই।

ক্রমে দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ বিষয়ে যত উৎকর্ষতা লাভ হইতে লাগিল ততই শনি—বলয়ের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ১৬৭৬ অব্দে জ্যোতির্ব্বিদ কাশ্মিনি বলয়ের দক্ষিণ ভাগে একটি শ্যামচিহ্ন দেখিয়াছিলেন, বহুদিন পরে মারল্ডি বলয়ের উত্তর ভাগে সদৃশচিহ্ন লক্ষ করিয়াছিলেন। অনন্তর উইলিয়ম হার্সেন উভয় চিহ্ন মাপ করিয়া উভয়ের সৌসাদৃশ্য পাইলেন। এখন সপ্রমাণ হইল যে, বলয় একটি নহে দুইটি, একটির ভিতর আর একটি, এবং উভয়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ গোলাকার ব্যবধান। এই দুই বলয়ের মধ্যে যে ব্যবধানের উল্লেখ হইল তদ্ব্যতীত উক্ত বলয়ের প্রত্যেকে আরও অনেক অনায়ত ব্যবধান লক্ষিত হইয়াছে। এই বলয় দুইটি অস্বচ্ছ, এবং ইহাদিগের ছায়া শনিমণ্ডলে স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

১৮৫০ অব্দে আমেরিকায় বণ্ড ও ইংলণ্ডে দাস্ স্বতন্ত্রভাবে তৃতীয় বলয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ বলয়টি দ্বিতীয় বলয় ও শনিমণ্ডলের মধ্যস্থিত। এটি শ্যাম ও শনিমণ্ডল বা পূর্ব্বোক্ত বলয় দুইটির মত আলোক প্রতিফলক নহে। ইহা এত স্বচ্ছ যে ইহার ভিতর দিয়া শনিমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয়। বলয়গুলি যখন আমাদের দিকে চওড়াভাবে থাকে অর্থাৎ যখন বলয়ের ব্যবধান বেশ দেখা যায়, তখন শ্যাম বলয়টি নীললোহিত আভা ধারণ করে, সুতরাং পার্শ্বস্থ উজ্জ্বল বলয়ের সহিত বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে অথচ এ উজ্জ্বল বলয়টির ভিতরের দিক বাহিরের দিক অপেক্ষা গাঢ় শ্যাম।

শ্যাম বলয়টি এতকাল পর্য্যন্ত কেন অদৃষ্ট ছিল তাহার বিশিষ্ট কারণ বলা যায় না; অনেকে মনে করেন যে, এ বলয়টি হালে সংঘটিত হইয়াছে, এবং দুইশত বৎসরের মধ্যে ইহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই শ্যামবলয়ের আবিষ্কার, আর উজ্জ্বল বলয়দ্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ভাগরেখা দর্শনে বোধ হয় বলয়গুলি জলদবসংঘাত মেঘবৎ ক্ষোদিষ্ঠ উপগ্রহমালা। উপগ্রহগুলি গায়ে গায়ে এমনই লেগে আছে যে, তাহাদের ভিতর দিয়া নজর চলে না। তৃতীয় বলয়ের স্বচ্ছতার কারণ এই বোধ হয় যে, এ বলয়ে উপগ্রহগণ তত ঘন ঘন ভাবে গাঁথা নহে, তাহাদের মধ্যে যে ফাঁক আছে, তাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়। প্রক্টর বলেন যে, শ্যামবলয়ের উপগ্রহগুলি দ্বিতীয় উজ্জ্বল বলয়ের অন্তর্ভূত ছিল; আকর্ষণ বা উপদ্রব বিশেষ দ্বারা সেগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বলয়ের ক্রমবিস্তারের কারণ এই যে, তাহাদের উপকরণীভূত গ্রহগণ কেবল স্বস্ব আকর্ষণ দ্বারা সংযুক্ত আছে; অতএব ক্রমবিস্তারের ব্যাঘাত দৃষ্ট হয় না। বলয় পাতলা হইবার কারণ এই যে, শনির মধ্যমণ্ডলের

উদ্‌গত পদার্থদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যেক উপগ্রহ শনিমণ্ডলের নিরক্ষ প্রদেশের ক্ষেত্রে বিচরণ করে।

যদি ক্ষুদ্রের সহিত মহতের তুলনা করিলে মহতের অবমাননা না হয় তবে শনিমণ্ডলকে নরমস্তক এবং তদীয় বলয়কে সামলা নামক উষ্ণীষ মনে করা যাইতে পারে, সামলাটির এক এক পেঁচ এক এক বলয়।

## বলয়ের পরিমাণ।

| | | |
|---|---|---|
| বহিস্থ উজ্জ্বল বলয়ের বহিঃ ব্যাস চাপমানে | ৪০″·০৯৫ মাইল মানে | ১,৬৬,৭৫০ |
| ,, ,, আন্তর ব্যাস ,, | ৩৫″·২৮৯ ,, | ১,৪৬,৬৪০ |
| উক্ত বলয়ের চওড়া | ২″·৪০৩ ,, | ৯৫৫৫ |
| আন্তর উজ্জ্বল বলয়ের বহিঃ ব্যাস | ৩৪·৪৭৫ ,, | ১,৪৩,৩৮০ |
| আন্তর উজ্জ্বল বলয়ের আন্তর ব্যাস চাপমানে | ২৬″·৬৬৮ মাইল মানে | ১,১০,৯১০ |
| উক্ত বলয়ের চওড়া ″ | ৩″·৯০৩ ,, | ১৬,২৩০ |
| উক্ত উভয় বলয়ের ব্যবধান ″ | ০″·৪০৮ ,, | ১,৭০০ |
| বলয় হইতে মণ্ডলের অন্তর ″ | ৪″·৩৩৯ ,, | ১৮,০৪৫ |
| মণ্ডলের নিরক্ষ প্রদেশীয় ব্যাস ″ | ১৭″·০৬৫ ,, | ৭০,৯৩০ |

বলয়ের বেধ ১০০ মাইলের অনেক কম।

**শনির অবস্থান ভেদে বলয়ের দৃশ্যভেদ।** পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত যেমন ক্রান্তিবৃত্তে ২৩°২৭′ পরিমাণে অবনত, তেমনই শনিবলয় তদীয় কক্ষে ২৮°১০′ পরিমাণে অবনত। সূর্য্য হইতে শনিমণ্ডল যেমন দেখায় পৃথিবী হইতে প্রায় তেমনই দেখায়। বরিপরিতঃ পৃথিবীর ভ্রমণকালে তদীয় অক্ষ এবং নিরক্ষবৃত্ত যেমন সতত সমভাবে অর্থাৎ সমান্তরভাবে থাকে, তদ্রূপ শনিবলয়াবলির অক্ষ এবং ক্ষেত্র অন্তরীক্ষের এক দিকে সমান্তরভাবে চলিতে থাকে। যেমন আমাদের বর্ষমধ্যে দুইবার পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত সূর্য্যের অধোভাগে আইসে, তেমনই শনির বর্ষকাল ২৯½ বৎসর মধ্যে তদীয় বলয়ের ক্ষেত্র দুইবার দর্শকের দৃকসূত্রে এরূপভাবে উপনীত হয় যে, কেবল উহার কিনারামাত্র দেখা যায়, উর্দ্ধ বা অধোভাগের কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না; সুতরাং বলয়ের সপাটত্ব এবং অস্থূলত্ব প্রযুক্ত উহা শনিমণ্ডলের মধ্যগত এবং উভয়পার্শ্বে পরিবর্দ্ধিত সূক্ষ্ম উজ্জ্বল রজতসূত্রবৎ প্রতিভাত হয়; যেমন একখণ্ড করতাল দৃক্‌সূত্রগত জল সমতলক্ষেত্রে ধরিলে তাহার কেবল কিনারা দেখা যায় সুতরাং সমস্ত করতালের ছবি এক রেখামাত্রে পরিণত হয়।

শনি যখন রাশিচক্রের ২৬২°তে অর্থাৎ পূর্ব্বাষাঢ়া ধনুতে থাকেন, তখন তাহার বলয়ের উপর বা উত্তর পার্শ্ব দেখা যায়, এবং উহা ২৮° পরিমাণে অবনত দেখায়; অস্মৎ সম্বন্ধে বলয়ের এই পরম অবনতি। অনন্তর তথা হইতে কক্ষের ৯০° অতিক্রম করিয়া যখন ৩৫২°এ

অর্থাৎ রেবতী মীনে উপনীত হন, তখন তাহার বলয় পূর্ব্ববর্ণিত উজ্জ্বল রেখবৎ প্রতিভাত হয়, এ রেখা অত্যন্ত তেজস্বী দূরবীক্ষণ ভিন্ন দেখা যায় না। পুনঃ যখন ৯০° ভ্রমণ করিয়া ৮২°এ অর্থাৎ পুনর্ব্বসু মিথুনে আসেন, তখন তদীয় বলয় প্রথমোক্তভাবে অর্থাৎ ২৮° পরিমাণে অবনত দৃষ্ট হয়, এবার অধোভাগ বা দক্ষিণ পার্শ্ব দেখা যায়। ফের যখন আর এক পাদ অগ্রসর হইয়া ১৭২° অর্থাৎ হস্তা কন্যায় আসেন, তখন পুনর্ব্বার বলয়ের কিনারা পৃথ্বীর এবং রবির দিকে ফিরে দাঁড়ায়।

অতএব শনিকক্ষার প্রতীপ বিন্দুদ্বয়ে বলয়ের কেবল কিনারা মাত্র দেখা যায় এবং উক্ত বিন্দুদ্বয়ের অর্দ্ধপথে আর এক যুগল প্রতীপ বিন্দুতে বলয় ২৮° পরম পরিমাণে অবনত দেখায়। শনির ভগনকাল ২৯½ বৎসর, সুতরাং স্থান চতুষ্টয়ে বলয়ের উক্ত দ্বিবিধদৃশ্য সাত বৎসর চারি মাস অন্তর ঘটে।

১৮৭০এ শনি বিছা ও ধনুর মধ্যে ছিলেন। এই সময় বলয় যত চওড়া দেখা সম্ভব, তত চওড়াই দেখা গিয়াছিল এবং উহার উর্দ্ধ বা উত্তর ভাগ আমাদের দিকে ফিরে ছিল। এই ঘটনা আবার ১৮৯৯এ ঘটিবে।

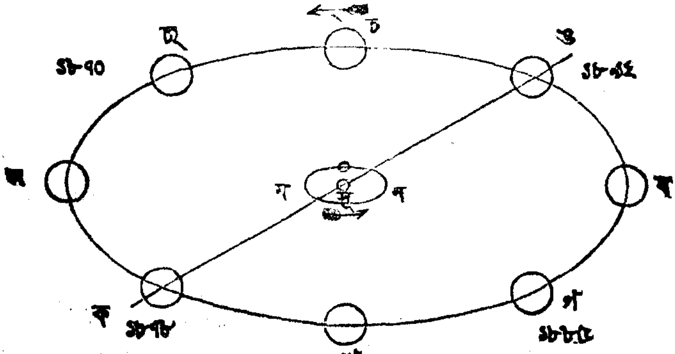
১৮৭৮এ ( ৭ ফেব্রুয়ারিতে ) বলয়ের কিনারামাত্র দৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং সমস্ত বলয়ের পরিলেখ এক আলোক-রেখায় পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় শনি কুম্ভ ও মীনের মধ্যেছিলেন।

১৮৮৫তে গ্রহ বৃষে ছিলেন, তখন বলয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব নয়নগোচর হইয়াছিল এবং উহা ২৮° পরিমাণে ঝুঁকিয়াছিল।

১৮৯২এ বলয়ের কিনারা ফের আমাদের দিকে ফিরে ছিল এবং শনি তখন সিংহে ছিলেন।

পৃথিবীর গতি নিবন্ধন বলয়ের কিনারা যখন রবির দিকে ফিরে, ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর দিকে ফিরিতে পারে না সুতরাং সময়ের অনেকটা এদিক ওদিক হয়।

পৃথিবী হইতে দেখিলে বলয়াবলি রেখাবৎ বা পটলচেরা বা তাকিয়া বালিসের দীর্ঘচ্ছেদ পর্য্যন্ত বিবিধ আকারের বৃত্তাভাস দেখায়। শনিমণ্ডলের অক্ষসূচিত অন্তরীক্ষের কোন স্থান হইতে নেত্রপাত করিলে বলয়ের যথাবথ চিত্রের ভাব পাওয়া যায়।

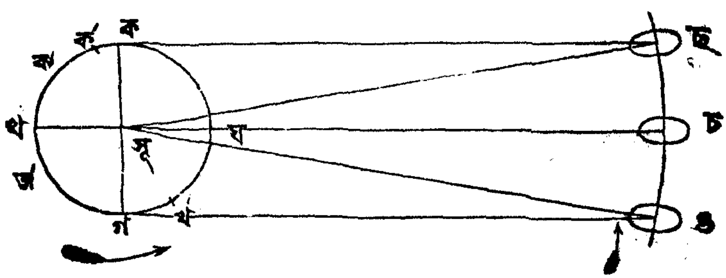



এই চিত্রে সূ সূর্য্য, ম ন ভূকক্ষা, ক খ গ ঘ ইত্যাদি শনির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান। শনি যখন

ক ঙ তে থাকেন তখন বলয়ের ক্ষেত্র রবিমণ্ডল দিয়া যায়, অতএব বলয়ের কেবল উপান্তমাত্র দৃষ্ট হয়। শনি থএ আসিলে বলয় বৃত্তাভাস দেখায় এবং গএ আসিলে বৃত্তাভাসে হ্রস্বব্যাস দীর্ঘব্যাসের অর্দ্ধমাত্র দেখায়; ইহার পর হ্রস্বব্যাস কমিতে থাকে এবং গ্রহ ঙ তে আসিলে বলয় পুনঃ রেখারূপে প্রতিভাত হয়। শনি যখন সূর্য্য হইতে পাদান্তরে থাকেন অর্থাৎ শনি ও সূর্য্যের চাপাত্মক ব্যবধান যখন ৯০° হয়, তখন শনির ছায়ার কিয়দংশ বলয়ের উপর পতিত হইতে দেখা যায়, এবং স্থলবিশেষে বলয়ের ছায়া শনিমণ্ডলেও পড়ে। এবম্ভূত ছায়া পতনের দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, শনিমণ্ডল এবং তদীয় বলয় উভয়ই সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয়।

বলয়াবলির অদর্শনের কারণ। শনির বলয়াবলি পৃথিবী হইতে না দেখিতে পাইবার কারণ এই যে বলয়ের যে অংশ পৃথিবীর দিকে ফিরে থাকে, হয় তো সেই অংশ সূর্য্য-আলোকে আলোকিত হয় না, অথবা আলোকিত হইলেও অংশের স্বল্পত্ব প্রযুক্ত তাহার চাপাত্মক পরিমাণ নেত্রগোচর হয় না। প্রথমতঃ যখন বলয়াবলির ক্ষেত্র রবিমণ্ডল দিয়া যায় তখন বলয়ের উপান্তমাত্র আলোকিত হয়, এবং তদীয় পরিলেখ অতিসূক্ষ্ম রেখায় পরিণত হওয়ায় অতি তেজস্বী দূরবীক্ষণ ভিন্ন তাহা দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যখন বলয়-ক্ষেত্র পৃথিবী দিয়া যায়, তখনও সদৃশ কারণবশতঃ সাধারণ দূরবীক্ষণে দেখা যায় না। তৃতীয়তঃ যখন রবি ও পৃথ্বী বলয়ের বিপরীত দিকে থাকেন অর্থাৎ যখন বলয় ক্ষেত্র বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্য দিগা যায় তখন বলয়ের অনালোকিত পীঠ পৃথিবীর দিকে থাকে সুতরাং সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্ট হয়।

যে বৎসর শনির বলয়াবলির ক্ষেত্র ভূকক্ষা কাটিয়া যায়, সে বৎসর সামান্যতঃ উক্তরূপ অদর্শন দুইবার ঘটে। ইহার ছেদ্যক।




এই চিত্রে সূ সূর্য্য, ক থ গ ঘ ভূকক্ষা, ঙ চ ছ শনিকক্ষার অংশ। শনি যখন চএতে তখন বলয় ক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত করিলে রবিমণ্ডল দিয়া যাইবে। ক ছ ও গ ঙ সূ চএর সমান্তর করিয়া টান, এবং এই রেখাদ্বয় ভূকক্ষাকে ক গ বিন্দুতে যথাক্রমে স্পর্শ করিবে। বলয়াবলি শনি-কক্ষায় সমান্তরভাবে আবর্ত্তিত হয়, অতএব শনি যাবৎ কাল ঙ ও ছএর মধ্যে থাকেন

তাবৎকাল বলয়ক্ষেত্র ভুকক্ষা কাটিতে পারে। এখন সূর্য্য হইতে পৃথিবীর অন্তরকে যদি ১ ধর, তবে সূর্য্য হইতে শনির অন্তর ৯·৫৪, অর্থাৎ

সূগ : সূঙ :: ১ : ৯·৫৪;

∠ সূঙগ = ∠ ঙসূচ;

জ্যা ঙসূচ = $\frac{১}{৯.৫৪}$ = ·১০৪৮২২;

∴ ঙসূচ = ৬° ১′,

এবং ঙসূছ = ১২° ২′।

শনির এক ভভ্রম হইতে অর্থাৎ ৩৬০° যাইতে ১০৭৫৯ দিন লাগে, অতএব ১২° ২′ যাইতে প্রায় ৩৫৯ দিন, ৬ দিন কম এক বৎসর লাগে; তবেই বলয়ের একবার এরূপ অদর্শন ঘটিলে আবার তদ্রূপ অদর্শন ঘটিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

অদর্শনের সংখ্যা ও স্থিতিকাল। শনি যখন ঙ তে উপনীত হন, তখন পৃথিবীর অবস্থান অনুসারে বলয়ের অদর্শনের সংখ্যা ও স্থিতিকাল নিরূপিত হয়। শনি যখন ঙ তে, পৃথিবী তখন যদি কএ থাকেন তবে পৃথিবী খগ পাদের স্থান বিশেষ জএ আসিলে বলয়ক্ষেত্র গঙ র সমান্তর ভাবে অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর উপর দিয়া যাইবে। এই স্থানে বলয়ের দর্শনাভাব ঘটিবে। এই দর্শনাভাব তাবৎ কাল থাকিবে যাবৎ না পৃথিবী গএ আসেন, কারণ এই সময়ে বলয়ের যে পীঠে আলোক পড়ে, সে পীঠ দেখা যাইবে না। বলয়ের অদর্শন প্রায় দুইমাস কাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহার পর বলয় যখন চ পার হইয়া যাইবে তখন বলয়ের যে আলোকিত পীঠ তাহা দেখা যাইবে। পৃথিবী যখন গ হইতে ঘ দিয়া কএ উপনীত হন, তখন বলয় ক্ষেত্র সূচ হইতে ছক এ আসিবে এবং পৃথিবী ক উত্তীর্ণ হইবার ৬ দিন পূর্ব্বে ক পার হইয়া যাইবে। এ স্থলে কেবল একবার দুইমাসব্যাপী অদর্শন ঘটিবে।

মনে কর কক′ ভুকক্ষার এমনই এক অংশ যে ক হইতে ক′ যাইতে পৃথিবীর ৬ দিন লাগে। এখন শনি যে ক্ষণে ঙ তে উপনীত হইলেন সেই ক্ষণে যদি পৃথিবী ক′ এ থাকেন তবে শনিবলয়ের ক্ষেত্র গঙর সমান্তর থাকিয়া অগ্রসর হইতে হইতে খগ পাদের স্থান বিশেষ ধর খএ পৃথিবীর সহিত সমাগত হইবে; তাহার পর পৃথিবী খকঘ দিয়া গ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে (শনির গতি দিক্ সম্বন্ধে) বলয়ক্ষেত্রের পশ্চাৎ থাকিবেন; অবশেষে শনি যেই ঙছ চাপ ছাড়াইবার উপক্রম করিবেন, অমনই শনি আর পৃথিবী এক রেখাস্থ হইবেন। এরূপ অবস্থায় দুইবার অদর্শন ঘটিবে। পৃথিবী যদি ক′খগ চাপের কোন স্থানে থাকেন এবং শনি যদি ঙতে থাকেন তবে এস্থলেও পূর্ব্ববৎ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে পৃথিবীকে খগ পাদের কোন না কোন স্থানে অগ্রগামী শনিবলয়ের ক্ষেত্রে পড়িতে হইবে, এবং কক্ষার্দ্ধ গঘক এর কোন না কোন স্থানে উক্ত ক্ষেত্র দিয়া যাইবেন, এবং পুনঃ কখ পাদের কোন না কোন স্থানে বলয় ক্ষেত্রে পড়িতে হইবে; এরূপ অবস্থায় তিন বার অদর্শন হয়। আবার

ধর পৃথিবী যদি গ এ থাকেন, আর শনি ঙতে, তবে তন্মুহূর্ত্তে পৃথিবীর গতি ঠিক ঙর দিকে হওয়াতে বলয়ের ক্ষেত্র ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীকে পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবীর গতি অচিরেই গ ঙ রেখা হইতে বক্রীভূত হইবে এবং শনি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছিলেন, পৃথিবী অতি শীঘ্রই ততটুকু পুনরাদান করিয়া গ ঘ পাদের প্রথম অংশেই বলয়ক্ষেত্রের সমাগম লাভ করিবেন। এবং শনি ছএ উপনীত হইবার পূর্ব্বেই ক অতিক্রম করিয়া ক খ পাদে উক্তক্ষেত্রে পুনঃ পতিত হইবেন এইরূপ ঘটনা বিন্দুবিশেষ খ' পর্য্যন্ত ঘটিবে। যদি এমন ধরা যায় যে খ'এ প্রথমেই পৃথিবী ছিলেন, তাহা হইলে দুইবার অদর্শন ঘটিবে ;—একবার কেবল ক্ষণকালের জন্য, আর একবার বলয়ক্ষেত্র অগ্রসর হইয়া পৃথিবীর সহিত সমাগত হইলে শেষ স্থল,—শনি যখন ভতে পৃথিবী তখন যদি খ' ঘ ক চাপের কোন স্থানে থাকেন, তাহা হইলে একবার মাত্র সমাগম হইবে, অর্থাৎ ক খ গ বৃত্তার্দ্ধে, তখন পৃথিবী খ ক পর্য্যন্ত যাইতে বলয়ক্ষেত্রের অগ্রে থাকিবে।

অদর্শনের আসন্নকালে বলয়ের রূপ। এই সময়ে বলয়াবলিতে নানারূপ বিষমতা লক্ষিত হয়। মণ্ডলের উভয় পার্শ্ব হইতে আলোক বহির্গত হওয়ায় বলয়াবলি আলোকমালাবৎ প্রতিভাত হয়। বোধ হয় বলয়ের সর্ব্বাঙ্গ সমস্থূল নহে, এবং তজ্জন্য যখন কেবল কিনারামাত্র নয়নগোচর হয় তখন বলয়ের যে যে স্থল পুরু তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়, আর যে যে স্থল পাতলা তাহা দেখা যায় না। সুতরাং আলোক-রেখার অখণ্ডভাবের অভাব হয়। আরও অনুমান হয় সমস্ত বলয় এক ক্ষেত্রস্থ নহে। কারণ বলয় যখন আলোক-রেখায় পরিণত হয়, তখন উহার উর্দ্ধ ও অধোভাগে অস্পষ্ট মেঘপুঞ্জের ন্যায় দৃষ্ট হয় ; কিন্তু বলয়ের ক্ষেত্র হইতে এতদূরে বাষ্পবৎ পদার্থ রাশির অস্তিত্ব অসম্ভব অতএব সেগুলি বলয়ের অঙ্গীভূত ক্ষোদিষ্ঠ উপগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস হয়।

শনিবলয়ের সংস্থিতি। যে নিয়ম বা শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র ভূপরিতঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, সেই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া শনির চারিদিকে তদীয় বলয় ঘুরিতেছে। আবর্ত্তনকাল ১০ঘ, ৩২মি, ১৫সে। বলয়ের যেরূপ পরিমাণ এবং শনিমণ্ডলের মধ্যাকর্ষণের যেরূপ বল তাহাতে বলয়ের মধ্যে কোন উপগ্রহ কল্পনা করিলে উহা উক্ত কালমধ্যে ভ্রামিত হইবে। পৃথিবী একচন্দ্রা, শনি বহুচন্দ্রক, শনির বলয় চাঁদ-মালা ; বস্তুতঃ বলয়াবলি তিন চারিটি পাতলা চওড়া চক্র। শনিমণ্ডলে চক্রগুলি সংলগ্ন নহে। চক্রগুলি নিরেট নহে, নিরেট হইলে শনির আকর্ষণে চূর্ণীকৃত হইত, এবং অসম কেন্দ্রবিমুখ বলপ্রযুক্ত চক্রের বাহিরের কিনারা ভাঙ্গিয়া কোন দিকে চলিয়া যাইত, এবং ভিতরের দিক শনিমণ্ডলে পতিত হইত। অতএব বলয় নিরেট নহে, বলয় দ্রবপদার্থও নহে। দ্রব হইলে বিবিধ বিক্ষোভজনক বলধারা তরঙ্গায়িত হইয়া ভঙ্গ হইত। মাক্সবেলের সিদ্ধান্ত এই যে, বলয় বাষ্প আবরিত হউক, বা না হউক সসার হউক বা দ্রব হউক, উহা সমুদ্রের বালির ন্যায় অতি ক্ষুদ্র কণা সমূহ ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরিতেছে। সৌর-জগতের গ্রহ ও উপগ্রহগণের যেমন গতি এই

ক্ষুদ্র কণাগুলির তেমনই গতি, এই মাত্র ভেদ যে কণাগুলির মধ্যে মধ্যে পরস্পরের আঘাত জনিত নূতন নূতন চক্রের সৃষ্টি হয় এবং চক্রের বিস্তৃতি বাড়ে।

শনিমণ্ডলে সূর্য্যগ্রহণ। প্রকটর লিখিয়াছেন শনিমণ্ডলের উত্তর, দক্ষিণ, ১৫° অক্ষাংশে জলবিষুব সংক্রান্তির পর আমাদের ১ বৎসর ২৯ দিন পর্য্যন্ত একটিও সূর্য্যগ্রহণ হয় না, তাহার পর ২২৭ দিন পর্য্যন্ত প্রাতে এবং অপরাহ্নে সূর্য্যগ্রহণ হয়, এবং ১২৯ দিন পর্য্যন্ত সমস্ত দিন পূর্ণগ্রাস থাকে। তাহার পর ২ বৎসর ১৮০ দিন পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নকালে গ্রহণ দৃষ্ট হয়। ৩০° অক্ষাংশে জলবিষুব সংক্রান্তির পর ২ বৎসর ৭০ দিন গ্রহণ হয় না, ১ বৎসর ৪২ দিন প্রাতে ও অপরাহ্নে গ্রহণ হয়। ১ বৎসর ১৭০ দিন পর্যন্ত পূর্ণ গ্রাস; ২ বৎসর ২৫৫ দিন মধ্যাহ্নকালে গ্রহণ হয়। ৪৫° অক্ষাংশে ৩ বৎসর ১৩০ দিন গ্রহণ হয় না, ১ বৎসর ১৩ দিন প্রাতে এবং সায়ংকালে গ্রহণ হয়, ২ বৎসর ৩৫০ দিন পূর্ণ গ্রহণ হয় এবং ইহা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত থাকে তাহার পর আবার শনির ৩ মাস অর্থাৎ আমাদের ৫ বৎসর ৩৪৭ দিন আর গ্রহণ হয় না।

শনিমণ্ডল হইতে শনির বলয় দর্শন। শনিমণ্ডলের যে উপরিভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যদি তাহাই মণ্ডলের বাস্তব উপরিভাগ হয় এবং তাহাই যদি মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের বাসস্থান হয়, তাহা হইলেও শনিলোকের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বলয়াবলি দর্শন করিলে তদীয় নভোমণ্ডলে যে অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্যাবলির বিবরণ পাঠ করা যায় সে সমস্ত কেবল মনঃকল্পিত তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

শনিমণ্ডলের অধিকাংশ হইতেই বলয় দেখা যায় না। ভূমণ্ডলের নিরক্ষবৃত্ত ও ৬৬° ২৫ উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যগত স্থান হইতে বহির্ব্বলয়ের বহিরুপান্ত মূলে দেখা যায় না। উক্ত বলয়ের ভিতর কিনারা ৬২° ২৫´ হইতে নজর হয়; ভিতরের বলয়ের বাহির কিনারা ৬২° ১৬´ হইতে দেখা যায়, এবং উহার ভিতর কিনারা ৫১° ১৩´ হইতে দৃষ্ট হয়; এবং শ্যামবলয়ের ভিতর দিক ৪০° ১৫´ হইতে নয়নগোচর হয়। শনিবর্ষের যে ছয়মাস বলয়াবলি সূর্য্যালোকে আলোকিত থাকে, সে ছয় মাস তদীয় ক্ষিতিজের অত্যূর্দ্ধভাগে বলয়ের যে অংশ থাকে তাহার বিস্তারের অধিকাংশ নেত্রায়ত্ত হয় না। বাকি ছয় মাস বলয় মূলে আলোকিত হয় না। পরমোজ্জ্বল আলোক মেখলার উপরি ভাগ দিয়া প্রকাণ্ড ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় ছায়াসূতের ছায়া রাত্রিকালে সগৌরবে কাল নির্দ্দেশ করিতে করিতে চলে, এরূপ ব্যাপার সকল কেবল কপোল কল্পিত।

শনির উপগ্রহ। বিবিধ বলয়োপেত অনুপম শিরোভূষণ সামলা ধারণ করিয়া শনৈশ্চরের ঐশ্বর্য্যাভিলাসের তৃপ্তি হয় নাই। তিনি পিতৃ প্রসাদে অনুচর স্বরূপ অপূর্ব্ব চন্দ্রাষ্টক দ্বারা পরিবৃত থাকেন। সাবিত্র পরিবার মধ্যে তাঁহার তুল্য ভাগ্যবান নাই। তাঁহার অধিকৃত গগণের পরিসর ৫০ লক্ষ মাইল। এই সুবিশাল শনি-সম্রাজ্য দূরত্ব প্রযুক্ত আমাদিগের নেত্র সম্বন্ধে এক চন্দ্রমণ্ডল দ্বারা আবরিত হয়। শনির আট উপগ্রহ, ইহাদিগকে দূরত্ব অনুসারে ১, ২, ৩; ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়।

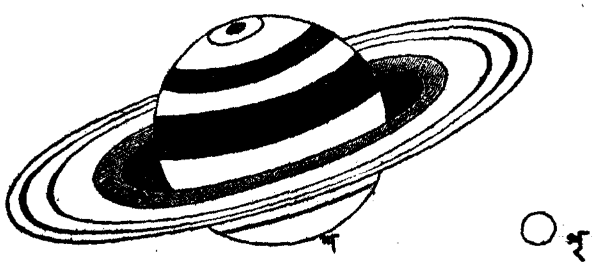
## উপগ্রহগণের তালিকা।

| আবিষ্কারের তারিখ | সংখ্যা | নাম। | শনি হইতে দূরত্ব। | ভগণকাল দি, | ঘ, | মি, | আবিষ্কর্ত্তার নাম। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭৮৭ সেপ্টে | ১ | মিমাস্ | ১,১৬,৭৫০ | ০ | ২২ | ৩৭ | হরসেল। |
| ১৭৮৭,১৯ অগ | ২ | এনসিলেডুস্ | ১,৪৯,৮১০ | ১ | ৮ | ৫৩ | ঐ |
| ১৬৬৪, মার্চ্চ | ৩ | তেথিস্ | ১,৮৫,৪৯০ | ১ | ২১ | ৪৫ | কাশ্মিনি |
| ১৬৮৪, মার্চ্চ | ৪ | ডিওনে | ২,৩৭,৪৯০ | ২ | ১৭ | ৪৫ | ঐ |
| ১৬৭২,২৩ ডিসে | ৫ | হ্রেয়া | ৩,৩১,৮৫০ | ৪ | ১২ | ৩০ | ঐ |
| ১৬৫৫,২৫ মার্চ্চ | ৬ | তিতান | ৭৬৯২৮০ | ১৫ | ২২ | ৪৫ | হুয়গেনস্ |
| ১৮৪৮, সেপ্ট | ৭ | হাইপেরিঅন | ৯,৩০,৪১০ | ২১ | ৭ | ১৫ | লাস্সেল ও বণ্ড |
| ১৬৭১ অক্টর | ৮ | ইএপিতুস্ | ২২৩৫৭৩০ | ৭৯ | ৮ | ০ | কাশ্মিনি |

শনির নিরক্ষবৃত্তে ঐ আট উপগ্রহের কক্ষার অবনতি ও তাহাদিগের পাতের ভোগ নিম্নে দেখান যাইতেছে।

| নাম | কক্ষার অবনতি | | পাতের ভোগ | | নাম | কক্ষার অবনতি | | পাতের ভোগ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মিমাস্ | ২৮° | ১০′ | ১৬৭° | ৪৩′ | হ্রেয়া | ২৮° | ১১′ | ১৬৬° | ৩৪′ |
| এনসিলেডুস্ | ২৮° | ১০′ | ১৬৭° | ৪৩′ | তিতান | ২৭° | ৩৪′ | ১৬৭° | ৫৬′ |
| তেথিস্ | ২৮° | ১০′ | ১৬৭° | ২৮′ | হাইপেরিঅন | ২৮° | ± | ১৬৭° | ± |
| ডিওনে | ২৮° | ১০′ | ১৬৭° | ৩৮′ | ইএপেতুস্ | ২৮° | ৪৪′ | ১৪২° | ৫৩′ |

**উপগ্রহদিগের সবিশেষ বৃত্তান্ত।** তিতান বার্হস্পত্য চন্দ্র চতুষ্টয় অপেক্ষা বড়, এবং মঙ্গল অপেক্ষা অধিক ছোট নহে। বৃহস্পতির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম সে উপগ্রহ ইএপেতুস প্রায় তাহারই মত বড়; এবং ইহার কক্ষাও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ভভ্রম কালও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইএপেতুস্ অপেক্ষা হ্রেয়া কম উজ্জ্বল, এবং হ্রেয়া অপেক্ষা তেথিস্ ও ডিওনে কম উজ্জ্বল। হ্রেয়ার ব্যাস প্রায় ২০০০ মাইল, তেথিস ও ডিওনের ব্যাস প্রায় ১৫০০ মাইল। মিমাস ও এন্‌সিলেডুসের অনুজ্জ্বলত্ব দেখিয়া বোধ হয় উহাদের ব্যাস ১০০০ মাইল। হাইপেরিঅন এতই মন্দ প্রভ যে উহার ব্যাস ৮০০ মাইলের অধিক ধরা যায় না।




শনি ও পৃথ্বীর সাপেক্ষিক পরিমাণ।

**কর্কউডের নিয়ম।** শনির প্রথম চারি উপগ্রহের গতি একটি নিয়ম বিশেষে আবদ্ধ। এই নিয়মের কার্য্য এমন ভাবে সম্পন্ন হয় যে উহা উপগ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণ সম্ভূত বলিয়া অনুমান হয়। বৃহস্পতির তিন উপগ্রহ এইরূপ এক নিয়মের অনুবর্ত্তী

তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। সৌরজগতের সাধারণ বিষয়ের বিচারস্থলে যে প্রথা অবলম্বন করেন তদপেক্ষা ইহা অতি গূঢ়তর। এই নিয়মের ব্যাখ্যাস্থলে উপগ্রহগণের দৈনিক গতিরপ্রয়োজন করে।

| উপগ্রহ। | দৈনিক গতি। |
|---|---|
| ১ | ৩৮২°·২০ |
| ২ | ২৬২°·৭৪ |
| ৩ | ১৯০°·৭০ |
| ৪ | ১৩১°·৪০ |

নিয়ম এই যে,—

৫ ( ১ম এর গতি ) + ( ৩য় এর গতি ) + ৪ ( ৪র্থ এর গতি ) = ১০ (২য় এর গতি)

৫ × ১ম এর = ১৯১১°·০

৩য় এর = ১৯০°·৭      ২য় এর ২৬২·৭৪

৪ × ৪র্থ এর = ৫২৫°·৬      ১০

২৬২৭°·৩ = ২৬২৭·৪ আসন্ন।

নিয়ম যে ঠিক তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এ নিয়মের ভৌতিক কারণ যে কি তাহা অদ্যাপি অবিজ্ঞাত রহিয়াছে।

**শনির সান্দ্রত্ব।** পূর্ব্বে স্বীকার করা হইয়াছে যে বৃহস্পতি মণ্ডলের অভ্যন্তরে অদ্যাপি প্রভূত তাপ আছে, এবং তজ্জন্য তন্মণ্ডলের সান্দ্রতা এত অল্প। এ যুক্তি শনি সম্বন্ধে দৃঢ়তর রূপে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শনি মণ্ডল এতই লঘু যে ইহাকে পৃথিবীর বায়ুপটলের উপকরণীভূত সসারপদার্থময় জ্ঞান করা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। শনির উপগ্রহ সহকারে তদীয় সূর্য্য সাপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপিত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবীর সামগ্রীর সহিত শনির সামগ্রীর তুলনা করা যায়। শনির অপেক্ষা পৃথিবীর সান্দ্রত্ব আটগুণ; ব্যাপারটি সামান্য নহে। শনি জল অপেক্ষাও হাল্‌কা। শনি পরিমিত একটা প্রকাণ্ড জলময় গোল শনি অপেক্ষাও ভারী। আকারে এবং ভারে শনি সমান গোল যদি কল্পিত মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হয় তবে উহা পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ডুবিবে না, উহা ভাসিতে থাকিবে এবং উহার শিকি ভাগ জাগিয়া থাকিবে। অতএব যন্ত্র সাহায্যে নিরীক্ষণ করিয়া যাহাকে আমরা শনি মণ্ডলের পৃষ্ঠজ্ঞান করি, তাহা কোন রূপেই নিরেট হওয়া সম্ভাব্য নহে, উহা উত্তপ্ত অভ্যন্তরের মেঘময় আবরণ। সহজেই মনে হয় বৃস্পতির ন্যায় এ মণ্ডলের বিশালতা প্রযুক্ত অদ্যাপি ইহার তাপের অপচিত হয় নাই। এখানে একটি বিরোধাভাস লক্ষিত হইতেছে। বৃহস্পতি এবং শনি উভয়েই পৃথিবী অপেক্ষা কম সান্দ্র, তন্মধ্যে বৃহস্পতি অপেক্ষা শনি আরও কম সান্দ্র। বৃহস্পতির এক ঘন মাইল ওজনে শনির

এক ঘন মাইলের দ্বিগুণ, ইহাতে করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে যে বৃহস্পতি অপেক্ষা শনি অধিক তপ্ত; কিন্তু বৃহস্পতি বৃহত্তর সুতরাং ইহা শনি অপেক্ষা উষ্ণতর হওয়া উচিত ছিল। যাবৎ না জ্যোতিষ্কগণের উপকরণীভূত ভৌতিক পদার্থের তথ্য লাভ হয় তাবৎ এবম্ভূত বিরোধ ভঞ্জনের প্রয়াস বৃথা। শনি হাল্‌কা হইলেও মণ্ডলের বিপুলতা জন্য পৃথিবী অপেক্ষা আট গুণে ভারি।

**শনি হইতে ভূলোক দর্শন।** এত সুদূর অবস্থিত শনিলোক হইতে মৃন্ময়ী একটি আলোক বিন্দুবৎ প্রতিভাত হন। ইনি রবির সহচরীর ন্যায় চাপাত্মক ৬° মাত্র অন্তরে থাকিয়া তাঁহাকে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু যখন বার্হস্পত্যেরা পৃথ্বীকে কণামাত্রে দেখেন তখন শানেয় গণ বসুমতীর অস্তিত্ব অনুভূত করিতে পারেন কি না তাহা সংশয়ের বিষয়। স্বীকার করুন তাঁহাদের দর্শন শক্তি অত্যন্ত প্রখরা, তাহা হইলেও তাঁহাদের পক্ষে প্রতি পঞ্চদশ বর্ষে ভূন্যাদিত্য যোগ কালেও পৃথিবীকে দেখিতে পাওয়া দুষ্কর। যাহা হউক যে সকল লোক হইতে আমাদের এই মৃৎকণাটী লক্ষিত হইতে পারে শনি সে সকল লোকের অন্ত্যসীমায় অবস্থিত। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শনির ঊর্দ্ধ আকাশের লোক্ সম্বন্ধে আমাদের অস্তিত্ব নাই। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শানেয়েরা যদি আমাদের এই ক্ষুদ্র বাটুলটী আবিষ্কার করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহারা অস্মৎ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া থাকিবেন, কারণ তত্রত্য মহামহোপাধ্যায়েরা ভূলোককে জঘন্য দগ্ধীভূত জন শূন্য মরুভূমি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ইংরাজী।

**অক্ষ্যাবর্ত্তন**, *Axial rotation.*
**আধিভৌতিক**, Physical.
**আবর্ত্তিত হন**, Rotates.
**উত্তরায়ণ সংক্রান্তি**, Winter Solistice.
**উপাঙ্গ**, Appendage.
**কিনারা**; Edge.
**কেন্দ্রগত ব্যাস**, Polar diameter.
**কেন্দ্র বিমুখ**, Centrifugal.
**গোলত্বের অপচিতি**, Ellipticity.
**গ্রহজীবন**, Planetary life.
**চান্দ্রগিরি**, Lunar mountain.
**চাপা**, Flat.
**ছায়াসুত**, Saturn.
**ছেদ্যক**, Illustralion. figure.
**জলবিষুব সংক্রান্তি**, Autumnal Equinox.
**নিরক্ষবৃত্তীয়**, Equatorial.
**পরিলেখ**, *Projection.*
**পীঠ**, Side.
**পূর্ব্বফল্গুনি**, Delta Leonis.
**প্রতীপ**, Opposite.
**বাদামে**, Oval.
**ভৌতিক কারণ**, Physical cause.
**মেখলা**, Belt.
**বলয়**, Ring.
**বেধ**, Depth.
**শৌক্রকলা**, Phases of Venus.
**ষড়ভান্তর**, Opposition.
**সান্দ্রত্ব**, Density.
**সামগ্রী**, Mass.
**সৌরলাঞ্ছন**, Solar spots.
**হাতল**, Handle.

# চীনের প্রতিযোগী পরীক্ষা।

অতি প্রাচীন কালে যে সকল দেশ হইতে অজ্ঞান তিমির বিদূরীত হইয়া সেখানে সভ্যতা ও জ্ঞানের প্রথম অরুণালোক বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল চীন দেশ তন্মধ্যে প্রধান। সেই প্রাচীন সভ্য চীন এখনও প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে সুসভ্য রাজ্য বলিয়া পরিগণিত অথচ এমন রক্ষণশীল সমাজ আর কোন দেশে নাই, ভাল হউক আর মন্দ হউক, অনুকরণের প্রতি আর কোন দেশের লোকের এমন বীতরাগ লক্ষিত হয় না। পূর্ব্ব পুরুষের প্রবর্ত্তিত পথে অক্ষুন্নভাবে পদচারণ করাই এ দেশের ব্যবস্থা সুতরাং চীনের বর্ত্তমান সভ্যতার ইতিহাস হইতে প্রাচীন সভ্যতার বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এই সভ্যতা প্রচুর পরিমাণে চীনের শিক্ষাপ্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে এবং তত্রত্য প্রতিযোগী পরীক্ষাই শিক্ষার উন্নতির পরিচায়ক। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন চীনপ্রবাসী চীনের এই প্রতিযোগী পরীক্ষার বিবরণ একখানি ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালের বঙ্গীয় পাঠকের নিকট তাহা প্রীতিকর হইতে পারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীনদেশে প্রতিযোগী পরীক্ষা প্রচলিত আছে। চীনেদের বিশ্বাস যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া যাহারা রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী, কি শাসনক্ষমতা পরিচালনা, কি বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, সকল বিষয়েই এই শ্রেণীর লোকের দক্ষতা দেখা যায়।

চীনে শিক্ষার আদর অত্যন্ত অধিক। সাধারণ শ্রমজীবীগণ পুত্রপৌত্রদিগকে অতি যৎসামান্য লেখাপড়া শিখাইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে বটে, কিন্তু এই বিস্তৃত দেশের প্রত্যেক অংশেই এমন সকল পরিবার দেখা যায়, যাহারা বংশানুক্রমে সুশিক্ষিত, এবং তাহাদিগের মধ্য হইতেই পদস্থ রাজকর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়া থাকে; এই সকল লোক কখন কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে যোগদান করে না। অর্থশালী পিতামাতা পুত্রের শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করে, এবং যাহারা শিক্ষক রাখিয়া বালকবর্গের শিক্ষাদানে অসমর্থ তাহারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান প্রতিভাসম্পন্ন বালকদিগকে গ্রাম্যপাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেয়। কিন্তু যে সকল বংশ পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত এবং সুপণ্ডিত, বিদ্যাবুদ্ধিতে কেহই তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারে না।

চীনদেশের উচ্চশিক্ষা সাধারণতঃ প্রাচীন ভাষার উপরই নির্ভর করে; প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান চীনের উচ্চশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থসমূহ তাহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানকালে এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের সহিত বহুসংখ্যক টিকাটিপ্পনী সংযুক্ত হইয়াছে। প্রায় সকল দেশেই ভাষার উপর তত্তৎ দেশপ্রবাসী বৈদেশীকের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সর্ব্বদেশের ভাষা সম্বন্ধেই একথা অবিসংবাদিরূপে সত্য; কিন্তু চীনে ভিন্ন দেশবাসী

বিভিন্ন ভাষী প্রবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত বিরল বলিয়া এই দেশের ভাষার উপর বিভিন্ন দেশের প্রভাব লক্ষিত হয় না, কিন্তু তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক চীনভাষার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রথম শিক্ষার্থীগণের সম্মুখে প্রাথমিক পাঠ্যরূপে যাহা প্রদান করা হয় সুন্দররূপে বুঝাইয়া না দিলে তাহারা তাহার একবর্ণও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। রীতিমত ভাষাশিক্ষা হইলে ছাত্রগণকে গদ্য ও পদ্য রচনা অভ্যাস করিতে হয়, গদ্যরচনায় কোন প্রকার আধুনিক শব্দপ্রয়োগ নিষিদ্ধ, কবিতা রচনাতেও প্রাচীন কবিদিগের রচনার অনুকরণ অবশ্যকর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন ছন্দ, শব্দবিন্যাস প্রভৃতিতেও প্রাচীন রীতি অবলম্বনীয়; বলা বাহুল্য, ইহা আধুনিক শব্দযোজনা এবং ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন।

বর্ত্তমান কালে যুরোপখণ্ডে যে প্রকার উচ্চ শিক্ষার নিয়ম প্রচলিত আছে, চীনদেশে প্রবর্ত্তিত উচ্চ শিক্ষার নিয়মের সহিত তাহার প্রচুর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, অথচ যুরোপের শিক্ষা সৌকর্য্যের নিয়মই সর্ব্বাপেক্ষা সুনিয়ম বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে শিক্ষা বিষয়ে চীনদেশ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কিরূপ উন্নত। অনেকের বিশ্বাস চীনের শিক্ষা প্রণালী দূষিত, এইরূপ শিক্ষাচর্চ্চায় বুদ্ধিবৃত্তি বিকৃত করিয়া দেয়, এবং স্মরণশক্তির অত্যধিক পরিচালনে অন্যান্য মানসিকশক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা চীনের কোন সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে উচ্চশিক্ষায় ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রকৃতই পরিমার্জ্জিত হয়; ইহারা সুতার্কিক, যুক্তিযুক্তরূপে আলাপ করিতে অভ্যস্ত, এবং ইহারা অকারণে এক প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হইয়া প্রগল্‌ভতার পরিচয় দেয় না। তবে একথা সত্য যে শিক্ষিত যুরোপীয় জাতির ন্যায় ইহারা এককালে বহুবিষয়ের আলোচনায় অনভ্যস্ত, সুতরাং ইহাদিগের মধ্যে বহুমুখীজ্ঞানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে ইহারা যুরোপীয়দিগের ন্যায় অনন্যসাধারণ বহুবিষয় শিক্ষা করে না।

চীনের পরীক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে এদেশের রাজনৈতিক বিভাগের উল্লেখ করা আবশ্যক। চীন ও তাহার শাসনান্তর্গত প্রদেশসমূহ দ্বাবিংশতি প্রদেশে বিভক্ত, এক একপ্রদেশে এক একজন স্বস্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা আছেন; এক একটি প্রদেশ আবার দ্বাদশটি জেলায় বিভক্ত, এই সকল জেলার অধিবাসীসংখ্যা সমান নহে—এক একটি জেলায় দশ লক্ষ হইতে বিশ লক্ষ পর্য্যন্ত লোক বাস করে; আবার প্রত্যেক জেলায় দুইটি হইতে আটটি পর্য্যন্ত উপবিভাগ আছে, প্রত্যেক উপবিভাগের পরিমাণফল প্রায় ত্রিশবর্গ মাইল। সকল জেলাতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রধান নগর, এবং বিভিন্ন শাসনকর্ত্তা। উপবিভাগগুলির প্রত্যেকটিতে গড়ে প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস।

চীন দেশে যে সকল ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভে অভিলাষী, তাহাদিগকে প্রথমে কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিবাসীর নিকট হইতে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিতে হয়, এই প্রশংসাপত্রে লিখিত থাকে যে এই ছাত্রের স্বভাব সৎ, সে কখন কোন অপরাধে দণ্ডিত হয় নাই, তাহার ঊর্দ্ধতন তিন

পুরুষের মধ্যে কেহ নাপিতের ব্যবসায় করে নাই, নাটক অভিনয় করে নাই কিম্বা কোন নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হয় নাই। এই প্রকার প্রশংসাপত্র সংগ্রহ হইলে সে তাহার নিজের জেলায়—নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের জেলা ভিন্ন অন্য কোন জেলায় তাহার পরীক্ষা প্রদানের অধিকার নাই। এই পরীক্ষায় কত ছাত্র উত্তীর্ণ হইবে তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, এবং ইহা উত্তীর্ণ হওয়া কঠিনও নহে; কিন্তু এ পরীক্ষায় কোন উপাধি প্রদত্ত হয় না, তবে ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে নিম্নতম জাতীয় প্রতিযোগী পরীক্ষা প্রদানের অধিকার জন্মে, এবং এই প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই ছাত্রজীবনে প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা প্রদানের পর প্রতি তিনবৎসরে দুইবার করিয়া প্রত্যেক জেলায় ছাত্রগণ প্রথম উপাধি পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে। এই পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত অনেক কঠিন, কারণ এই পরীক্ষাতে প্রত্যেক জেলায় সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন মাত্র ছাত্রকেই উত্তীর্ণ করা হয়; অতি বৃহৎ জেলায় ২৫টি এবং ক্ষুদ্রতম জেলায় সাত আটটি মাত্র উত্তীর্ণ ছাত্রকে প্রাথমিক উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরীক্ষা বিশেষ কঠিন হইলেও বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী ছাত্রগণ দুই একবারের চেষ্টাতেই ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে। অনেকে প্রথমবারেই কৃতকার্য্য হয়।

প্রত্যেক তৃতীয় বর্ষে শরৎকালে উচ্চতর উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হয়, ইহা একই সময়ে প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান নগরে আরম্ভ ও শেষ হইয়া থাকে; প্রথম উপাধি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ছাত্রগণই এই পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী; প্রথম উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কত বর্ষ পরে এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই, সকলেই সুবিধা অনুসারে ইহাতে উপস্থিত হইতে পারে। সমস্ত প্রদেশের প্রায় সাত আট হাজার ছাত্র এই পরীক্ষায় উপস্থিত হয়, কিন্তু সমগ্র দেশে এই উচ্চতর উপাধির সংখ্যা ১০,৮০০টির অধিক নহে। এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে কেহই সাধারণ্যে নিন্দিত হয় না, অনেক পরীক্ষার্থীই পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতি তিনবৎসর অন্তর নির্দ্দিষ্টকালে পরীক্ষামন্দিরে উপস্থিত হয়। চীনসম্রাট অনেক সময় এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কোন কোন অশীতিপর বৃদ্ধকে অনুগ্রহস্বরূপ উপাধি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্রাটের এই অনুগ্রহ দান তিন চারি জন মাত্র সৌভাগ্যবান্ বৃদ্ধের অদৃষ্টেই ঘটিয়া থাকে, এবং যে কোন অশীতিপর বৃদ্ধ এই অনুগ্রহের অধিকারী নহেন, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যদি বিবেচনা করেন যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেও অমুক অমুক বৃদ্ধের প্রশ্নোত্তর সন্তোষজনক হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগের জন্য সম্রাটের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। এই সকল অশীতিপর বৃদ্ধ জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া উপাধিলাভ দ্বারা যে কোন পার্থিব কার্য্যসাধনে সমর্থ হন না একথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু চীন দেশে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে অসাধারণ সম্মানের অধিকারী, তাহাকেই তাঁহারা তাঁহাদের আজীবনের কঠোর সাধনার যথাযোগ্য পুরস্কার বলিয়া মনে করেন; এই উচ্চতর উপাধি পরীক্ষা শেষ হইলে প্রত্যেক

তিনবৎসর অন্তর বসন্তকালে পিকিন নগরে চীনের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা গৃহীত হয়। চীন সাম্রাজ্যের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি মাত্রেই এই পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী। দূরতম প্রদেশের ছাত্রবর্গ বিবিধক্লেশ এবং প্রচুর অর্থব্যয়ের আশঙ্কায় এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারে না, তথাপি দরিদ্র ছাত্রগণ দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে রাজধানীতে সমাগত হইয়া যাহাতে এই পরীক্ষা প্রদান করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বৃত্তি সংস্থাপিত আছে। প্রায় আট সহস্র ছাত্র তিন বৎসর অন্তর এই শেষ পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া থাকে, প্রত্যেক ২০ জন ছাত্রের মধ্যে গড়ে একজন মাত্র, অর্থাৎ শতকরা পাঁচজন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চীন দেশে অল্প আয়াসে উচ্চ শিক্ষার সম্মান লাভ করা যায় না, এবং অতি অল্প সংখ্যক অধিবাসীই এই সম্মান লাভে কৃতকার্য্য হয়। যাঁহারা এই শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন তাঁহাদের পুরস্কারও সামান্য নহে; শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণই চীনে উচ্চ-রাজকার্য্যে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, এবং এই পরীক্ষায় যাঁহারা বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করেন তাঁহারা 'হ্যান্‌লিন' অর্থাৎ 'সাহিত্য সমিতির' সদস্য নিযুক্ত হন। ইহা চীন দেশে অত্যন্ত গৌরবের পদ, এই পদ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করাও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে।

শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াও যাঁহারা উচ্চতম স্থান অধিকার করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে পিকিনস্থিত গবর্ণমেণ্ট আফিসে কোন পদে নিযুক্ত করা হয়, কেহ কেহ বা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হন, কিন্তু তাঁহারা প্রথমেই এই পদ প্রাপ্ত হন না, প্রাদেশিক প্রধান নগরে কিছুকাল শিক্ষানবিশী করিয়া শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা জন্মিলে এবং কোন শাসনকর্ত্তার পদ শূন্য হইলে তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত হন। এজন্য কাহাকেও অল্পদিন, কাহাকেও বা দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হয়। এই সকল লোকের মধ্যে যাঁহারা শুধু পুস্তক লইয়াই কালাতিপাত করেন, তাঁহারা অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু যাঁহারা লেখাপড়ার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম, তাঁহারা উচ্চপদ এবং প্রভূত রাজসম্মান লাভ করিয়া থাকেন, এমন কি ইহাতে চীন সাম্রাজ্যের কোন কোন শ্রেষ্ঠতম পদলাভেরও সম্ভাবনা থাকে।

শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের ন্যায় উচ্চতর উপাধি পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের কোন বিশিষ্ট রাজকীয় পদলাভের অধিকার নাই; এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ক্রমাগত তিনবার চেষ্টা করিয়াও নয় বৎসরে যদি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলে তাঁহাদিগের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তিকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়; যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে না পারেন, তাঁহাদিগের বাল্যকালের সুখস্বপ্ন এখানেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে তাঁহারা কোন ঘটিরাম হাকিমের মন্ত্রদাতারূপে নিযুক্ত হন।

কিন্তু চীনের উপাধিধারী ব্যক্তিগণের একটি অতি বৃহৎ অধিকার আছে, এই সকল ব্যক্তি কোন কারণে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হন না, চীনের দণ্ডবিধি আইন অনুসারে এই দেশে বেত্রাঘাত দণ্ডের যেরূপ প্রাবল্য দেখা যায়, তাহাতে ইহা বড় সামান্য অধিকার নহে; এই দেশে অতি সামান্য কারণেই সাধারণের পিঠে বেত পড়িয়া থাকে, এমন কি কোন মোকদ্দমার কোন সাক্ষী বিচারালয়ে কোন কথা গোপন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। কিন্তু কোন উপাধিধারী ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করিলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা সে কথা সম্রাটের গোচর করেন, এবং সম্রাটের বিশেষ আদেশক্রমে সেই ব্যক্তির পিঠেও চাবুক পড়িতে পারে; এমন কি অপরাধ গুরুতর হইলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা সম্রাটের সম্মতি ব্যতীতও তাহার উপাধি কাড়িয়া লইতে পারেন।

চীনে পরীক্ষা গ্রহণের প্রণালী অতি আশ্চর্য্য এবং অন্য কোথাও এরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে কিনা সন্দেহ। পিকিননগরে কিরূপ প্রণালীতে শেষ পরীক্ষা গৃহীত হয়, আমরা এখানে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রকাশ করিতেছি।

পরীক্ষা আরম্ভ হইবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাহার নাম, বাসস্থান, যোগ্যতার পরিচয় এবং তাহার শারীরিক গঠনের বিবরণসহ একখানি আবেদনপত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হয়, তিনখানি অতি দীর্ঘ এবং সুন্দররূপে ভাঁজ করা কাগজের বহির্দ্দেশে এই সকল বিবরণ লিখিত থাকে। পরে এই কাগজ পরীক্ষামন্দিরে পরীক্ষার্থীর হস্তে প্রদত্ত হয় এবং তাহারই ভিতর পরীক্ষার্থীগণের রচনা লিখিবার নিয়ম। আমাদের দেশের ন্যায় তিন চারি ঘণ্টা পরীক্ষামন্দিরে কাটাইয়াই চীন পরীক্ষার্থীগণ নিষ্কৃতি পায় না, পরীক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সেখানে ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয়। এই তিনদিন তিন রাত্রি তাহারা সেই গৃহে বন্দী, সুতরাং লেখাপড়ার সরঞ্জাম ছাড়াও তাহাদিগকে নিজের শয়ন ভোজনের আয়োজন করিয়া লইতে হয়; পরীক্ষার্থীগণ এখানে দ্বিতীয় দিবসে রাজ-সরকার হইতে মুষ্টিমেয় চাউল পাইয়া থাকে, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় দিবসের জন্য কোনই ব্যবস্থা নাই, বিশেষতঃ এই রাজদত্ত চাউলের যেরূপ আকার, তাহাতে যে সকলে তাহা পরিপাক করিতে পারে এরূপ সম্ভাবনা অতি অল্প, অতএব রাজার আতিথ্যে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাওয়াই অন্ততঃ প্রত্যেক বুদ্ধিমান পরীক্ষার্থীই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এমন কি কোন কোন পরীক্ষার্থী একটি ছোট উনন এবং কিছু কয়লা পর্য্যন্ত সঙ্গে লয়, ইহাতে ইচ্ছামত চা খাইবার বিশেষ সুবিধা, কিন্তু দেশলায়ের বাক্স ও বাতি লইতে ভুল হওয়া প্রার্থনীয় নহে; তামাকখোরেরা চুরুট ও পাইপ সঙ্গে লইতে পারেন, এতদ্ভিন্ন শয়নোপযোগী বিছানা, লেপ বালিশ প্রভৃতি লওয়াও কর্ত্তব্য। পরীক্ষার্থীকে এই সকল বোঝা স্বয়ং ঘাড়ে লইয়া পরিক্ষামন্দিরে নিজের স্থানটিতে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়, কারণ এখানে অপর ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। আমাদের দেশের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দুর্ব্বল যুবকগণের নিকট

এই সকল লটবহরা ঘাড়ে করিয়া বহিয়া যাওয়াও এক বিষম পরীক্ষা বলিয়া অনুমান হইবে।

পরীক্ষামন্দির একপ্রকার মন্দির বিশেষই, চারিদিকের প্রাচীর এত উচ্চ যে তাহা উল্লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য, কুঠুরীগুলি সংকীর্ণ এবং ক্ষুদ্র, এক একটি কক্ষের পরিসর ৬ ফিটের অধিক নহে, তাহাদের তিনদিকে প্রাচীর অবশিষ্ট একদিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বার এবং তদনুরূপ গবাক্ষ। প্রত্যেক কক্ষদ্বারের সম্মুখে এক একখানি তক্তা ইষ্টকস্তূপের উপর পতিত থাকে, ইহাই পরীক্ষার্থীর বসিবার আসন, তাহার সম্মুখে আর একখানি তক্তা অপেক্ষাকৃত উঁচু করিয়া গাঁথা, তাহাতে টেবিলের কাজ হয়। পরীক্ষার্থীগণ এই দুখণ্ড তক্তা টানিয়া একত্র করিয়া রাত্রে তাহার উপর শয়ন করে। পরীক্ষামন্দিরের মধ্যস্থলে একটি সমুচ্চ বেদী থাকে, পরীক্ষাকালে পরিদর্শকগণ সেই বেদীর উপর বসিয়া পাহারা দেন, পরীক্ষা-মন্দিরের পশ্চাতে একটি গুপ্ত গৃহ আছে, পরীক্ষার কয়দিন পরীক্ষকগণ এই গৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক পরীক্ষার্থীদিগের কাগজপত্র পরীক্ষা করেন। এই সময় তাঁহাদের বহির্গমন নিষেধ, এমন কি পরীক্ষাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত অপরিচিত কোন ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হওয়ারও নিয়ম নাই।

পরীক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীগণের স্ব স্ব আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে একদিন লাগে। কেহ যদি কোন পাঠ্যপুস্তকের কোন ক্ষুদ্র সংস্করণ আনিয়া অবৈধ উপায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করে এই সন্দেহে পরীক্ষাগৃহে প্রবেশকালে ছাত্রবর্গের কাপড়চোপড় অনুসন্ধান করা হয়। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার্থীদিগের 'হাজিরা ডাকা হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নাম ও পরিচয়জ্ঞাপক এক একখানি কাগজ বিতরিত হইয়া থাকে, এই কাগজেই পরীক্ষার্থীদিগের রচনা লিখিবার নিয়ম। এই কাগজের উপর পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষা-গৃহের নম্বর এবং রাজকীয় মোহর অঙ্কিত থাকে। এই কাগজ বিতরণের অল্পকাল পরে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে এক একখানি ক্ষুদ্র প্রশ্নপত্রিকা প্রদত্ত হয়,—ইহাতে রচনার প্রশ্ন ছাপা থাকে, প্রশ্নের কতকগুলি পদ্য কতকগুলি গদ্য; পরীক্ষার্থীগণ দিবসের যখন ইচ্ছা এই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিতে পারে, কেহ প্রশ্ন পাইয়াই লিখিতে আরম্ভ করে, অনেকে খাইয়া, ঘুমাইয়া, বিশ্রামান্তে উত্তর লিখিতে বসে। তৃতীয় দিনের মধ্যেই কিন্তু সমস্ত কাগজ ফিরাইয়া দিতে হইবে, তাহার পর ছুটি। যদি কেহ অসাবধানতাবশতঃ কিম্বা অন্য কোন প্রকারে এই নাম নম্বরবিশিষ্ট মোহরাঙ্কিত কাগজখানি হারাইয়া ফেলে, কিম্বা তৃতীয় দিবসে উত্তরের কাগজগুলি প্রদান করিতে না পারে, তাহা হইলে সে পরীক্ষাদানের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। পরীক্ষার তিনদিন বিভিন্নবিষয়ে শুধু রচনাই লিখিতে হয়, এবং তিনদিনই নূতন নূতন বিষয়ে প্রশ্নপত্র প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই রচনার বিষয় নানাপ্রকার, তন্মধ্যে ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ই প্রধান। চীনের পরীক্ষাপ্রণালী অনেক দেশের পরীক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা কঠোর, যাহারা দুর্ব্বল, কিম্বা রুগ্ন, তাহারা অনেক সময়ই এই গুরুতর শ্রম সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং পরীক্ষা দিতে

আসিয়া অনেকেই পীড়িত হয়, মৃত্যু সংখ্যাও নিতান্ত বিরল নহে ; তথাপি য়ুরোপের অনেক সবলকায়, কষ্টসহ পরীক্ষার্থী অপেক্ষা চীনের ক্ষীণকায় ছাত্রগণ পরীক্ষাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য কঠোরতর পরিশ্রম করিয়া থাকে।

পরীক্ষকগণ যাহাতে কোন প্রকার পক্ষপাত প্রকাশ করিতে না পারেন এজন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় ; পরীক্ষকের সংখ্যা আট দশজন, অর্থাৎ প্রত্যেক পরীক্ষককে গড়ে সাত আট শত পরীক্ষার্থীর কাগজ দেখিতে হয় ; এই সকল পরীক্ষকের উপর একজন প্রধান পরীক্ষক ও তাঁহার একজন সহকারী আছেন, পিকিনের কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী প্রধান পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, উচ্চপদমর্য্যাদাশালী ভিন্ন তাঁহার প্রভূত জ্ঞানশালীও হওয়া আবশ্যক, চীনসম্রাট স্বয়ং এই পদে লোক নির্ব্বাচন করেন। পরীক্ষার্থীগণের নাম পারদর্শীতানুসারে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের অনেকের ন্যায় চীনের বহুসংখ্যক পরীক্ষার্থীর বিশ্বাস যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রচুর পরিমাণে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। যতদূর সতর্কতা অবলম্বনীয়, তাহা অবলম্বন করা সত্ত্বেও চীনে শতকরা তিন চারিজন ছাত্র অবৈধ উপায়ে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া উপাধি লাভ করে ; তন্মধ্যে দুইটি উপায় প্রধান ; প্রথম, কেহ কেহ পরিদর্শকের সহিত যোগ দিয়া পরীক্ষা মন্দিরের বহির্দ্দেশ হইতে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ক রচনা লিখাইয়া আনে ; দ্বিতীয়, কোন সহযোগী পরীক্ষার্থীর লিখিত রচনা চাহিয়া লইয়া নকল করিয়া দেয়। কোন কোন প্রতিভা সম্পন্ন দরিদ্র পরীক্ষার্থী কোন ধনবান ছাত্রের নিকট প্রচুর উৎকোচ পাইয়া অনেক সময়ই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; কেহ একাই ক্ষিপ্রহস্তে দুই সেঠ রচনা লিখিয়া তাহার এক সেঠ অন্যকে প্রদান করে। কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, একজন পরীক্ষার্থীর নাম করিয়া আর একজন পরীক্ষা দিয়া আসিল, প্রকৃত পরীক্ষার্থী হয়ত সে অঞ্চলেই নাই! কিন্তু অত্যন্ত দুঃসাহসিক ব্যক্তি ভিন্ন ও বিশেষ স্বার্থ না থাকিলে কেহ এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করে না, কারণ প্রতারণা ধরা পড়িলে অতি কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হয়! বিশেষতঃ যাঁহারা এই সকল দুরূহ প্রশ্নের উত্তর করিতে সক্ষম, তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে এরূপ হীন প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইতে কদাচিৎ দেখা যায় ; কিন্তু সকল দেশেই অর্থ অনর্থের মূল, অনেক দুষ্টবুদ্ধি চৈন লক্ষপতির সন্তান প্রচুর অর্থব্যয় পূর্ব্বক, কৌশলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার এমন সকল ফন্দি আবিষ্কার করে, যে তাহার রহস্যোদ্ভেদ করিতে অতি বুদ্ধিমান এবং সুচতুর পরীক্ষককেও বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

চীন দেশে উপাধি ক্রয় করাও অসম্ভব নহে ; প্রধান পরীক্ষক অতিরিক্ত অর্থগৃধ্নু হইলে তাঁহাকে উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পন্ন হয় ; কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া সহজ নহে, কারণ এরূপ উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ অর্থলোভের অতীত, বিশেষতঃ এই চেষ্টায় প্রচুর অর্থব্যয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল।

যদি কোন পরীক্ষক কোন প্রকার পক্ষপাতের পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও কঠোর দণ্ডভোগ করিতে হয়, এখানে ইহার একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পিকিননগরে এইরূপ একটি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। চীন সম্রাটের জনৈক প্রধান অমাত্য এই সময় প্রধান পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, এই যুবক বুদ্ধিমান, সুচতুর এবং বিবিধপ্রকার গুণে বিভূষিত ; একদিন অমাত্য মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের মধ্যে উচ্চস্থান। প্রদান করিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করাতে উক্ত অমাত্য মহাশয় স্ত্রীর অনুরোধে কর্ত্তব্য জ্ঞান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পক্ষপাত

সহকারে সেই যুবকটিকে অতি উচ্চস্থান প্রদান করিলেন! ব্যাপারটি প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু এক আশ্চর্য্য ঘটনাপারম্পর্য্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই যুবকটি অতি সুন্দর অভিনয় করিতে পারিতেন, পরীক্ষার এক মাস পরে পিকিনের কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়গৃহে এক সখের থিয়েটারে অভিনয় করিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়; আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি চীন দেশে কোন অভিনেতার পৌত্র পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী নহে, অতএব এরূপ অবস্থায় অভিনেতাগণ যদিও আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হয় না, তথাপি চীন দেশে নাটক অভিনয় যে গর্হিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত, ইহা সহজেই অনুমান হইতে পারে; কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় যশস্বীব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জাজনক কার্য্য অতি অল্পই আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ উক্ত আমোদপ্রিয় যুবক এই নিমন্ত্রণের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। চীন দেশে রমণীর অভিনয় পুরুষের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, রমণীগণ অভিনয় কার্য্যে যোগদান করেন না; এই যুবক অতি দক্ষতার সহিত নাটকস্থ নায়িকার অভিনয় সম্পন্ন করেন; তাঁহার অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যুবকের পরিচিত জনৈক দর্শক কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট একজন দর্শককে বলিলেন যে এই যুবক কেবল একজন সুদক্ষ অভিনেতা নহেন, গত সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন; ক্রমে একজন রাজকর্ম্মচারীর কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিল, এবং অবশেষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যুবকের এই গর্হিত অনুষ্ঠানের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। যুবক সম্বন্ধে নানা প্রকার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, এবং তিনি কিরূপে পরীক্ষায় অতি উচ্চস্থানলাভ করিলেন তাহাও গোপন রহিল না। কর্ত্তব্যচ্যুতি অপরাধে সম্রাটের পূর্ব্ব কথিত অমাত্য প্রধান পরীক্ষক মহাশয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; এই ব্যক্তি সম্রাটের অতি দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি কোন প্রকার লঘুদণ্ড বিধান পূর্ব্বক তাঁহাকে সেবারের মত ছাড়িয়া দিবার জন্য সম্রাটের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, কিন্তু সম্রাটের আর একজন প্রধান কর্ম্মচারী সম্রাটকে জ্ঞাত করিলেন যে, এরূপ গুরুতর অপরাধে দণ্ডের পরিমাণ লঘু করিলে দেশে নীতি ও কর্ত্তব্যের সম্মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। সুতরাং এই হতভাগ্য পরীক্ষককে পিকিনের সাধারণ বধ্যভূমিতে দর্শকবর্গের সম্মুখে, প্রকাশ্যভাবেই বধ করা হইল।

যে সকল পরীক্ষার্থী উৎকোচ প্রদানের চেষ্টা করে, তাহাদের প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয় তাহাও লঘু নহে। কিছুদিন পূর্ব্বে সাংহাই প্রদেশের একজন ভদ্রলোক কোন কোন পরীক্ষার্থীর প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশের অনুরোধ করিয়া প্রধান পরীক্ষক মহাশয়ের নিকট পনের হাজার টাকার একখানি চেক পাঠাইয়াছিলেন; প্রধান পরীক্ষক এই ব্যক্তির কু-অভিপ্রায়ের কথা সম্রাটের কর্ণগোচর করায়, যথারীতি বিচারের পর সেই উৎকোচ প্রেরকের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কোন নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলেও চীনে অতি গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে, এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি ইহাদের এই যে প্রবল অনুরাগ, তাহা বহুশতাব্দীর অচঞ্চল সভ্যতার স্বাস্থ্যকর প্রভাবের ফল।

# কাটরার মস্‌জীদ।

## জাহানকোষা তোপ।

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসলমান্-রাজধানী মুর্শিদাবাদের গৌরবচিহ্ন সমস্তই ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী কালের অনন্ত গর্ভে তাহারা চিরদিনের জন্ত আশ্রয় লইয়াছে। দুই শত বৎসর অতীত হইতে না হইতে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী তিন চারি ক্রোশব্যাপী নগরের অধিকাংশ এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত। তাহার বিরাট-সৌধমালা অণু পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে। দিল্লী, আগরা, এমন কি প্রাচীনতম গৌড় পর্য্যন্ত ভগ্ন-অট্টালিকাস্তূপ বক্ষে করিয়া আপনাপন পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু তাহাদের বহু পরে নির্ম্মিত মুরশিদাবাদ শ্রীহীন, চিহ্নহীন, গৌরবহীন হইয়া ধ্বংসের শেষ আঘাত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মুর্শিদাবাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আপনার মঙ্গলঘটকে ভাগীরথী-বক্ষে বিসর্জ্জন দিয়া যেন আর আসিবেন না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রত্নরাজিমণ্ডিত মুকুট চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, গজদন্ত-নির্ম্মিত সিংহাসন শতখণ্ডে বিভক্ত, পরিধানের বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র শতগ্রন্থিযুক্ত, বাদলার মালা বালকের ক্রীড়নক হইয়াছে।* সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় চিত্রকে যেন মলিনতার ছায়া দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ন্যায় এত শীঘ্র অধঃপতন আর কোন স্থানের ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের কত অট্টালিকার নাম শুনা যাইত, চেহেল-সেতুন, এম্‌তাজ্‌মহাল, মহালসরা, আর কত নাম করিব। এই সমস্ত এক্ষণে কালগর্ভে শায়িত। কোন কোনটীর স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। কোন কোনটীর স্থানের চিহ্নমাত্রও অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না! দুই একটী সমাধিক্ষেত্র ব্যতীত ইহার পূর্ব্বপরিচয়ের আর কিছুই নাই। যাঁহারা মুর্শিদাবাদের নিজামতী আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই নূতন নূতন অট্টালিকায় ও উদ্যানে মুর্শিদাবাদকে পরিশোভিত করিতে চেষ্টা করেন। তদ্ভিন্ন নবাবের কর্ম্মচারী ও জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধনাঢ্যবর্গের সৌন্দর্য্যময়ী সৌধমালা ভারতসম্রাটের রাজধানী দিল্লী নগরীর সহিতও সময়ে সময়ে স্পর্দ্ধা করিত। জানি না, ভাগ্যলক্ষ্মী কেন মুর্শিদাবাদের প্রতি এরূপ বিরূপ হইলেন। রাজসম্মান সকলের ভাগ্যে চিরস্থায়ী হয় না। তাই বলিয়া একেবারে যে তাহার শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিবে, ইহাও বড় আক্ষেপের বিষয়। দিল্লী [illegible]র যাহা আছে, তাহাতে এক্ষণেও তাহাদিগকে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়,

* [illegible] মুর্শিদাবাদ-শিল্পের নিদর্শন।

কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে, মুর্শিদাবাদকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে।

মুর্শিদ কুলী জাফর খাঁ মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার রাজধানী স্থাপন করেন, এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম মুর্শিদাবাদ হয়। পূর্ব্বে ইহাকে মুক্সুদাবাদ বলিত। মুক্সুদাবাদ একটী সামান্য নগরমাত্র ছিল, মুর্শিদ কুলি খাঁ ইহাতে রাজধানীর ও রাজকার্য্যের উপযোগী অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করেন। কেল্লা, দরবারগৃহ, এবং অন্যান্য গৃহাদি নির্ম্মিত হয়। সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; কেবল তাঁহার নির্ম্মিত এক বিরাট মস্‌জীদ অদ্যাপি তাঁহার নাম প্রচার করিতেছে! মস্‌জীদটী ধ্বংসমুখে পতিত, দুই চারি বৎসরের মধ্যে তাহাও লয়প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের সহিত মুর্শিদ কুলীর নামের সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিবে। যদি কেহ মুর্শিদাবাদ-স্থাপয়িতার শেষ গৌরবচিহ্ন দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে ধ্বংসমুখে পতিত সেই বিরাট মস্‌জীদ একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিবেন। দেখিবেন যে, ধ্বংসপ্রায় সেই ভগ্নস্তূপ আজিও মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় পদার্থ। কিন্তু কাল বোধ হয়, অধিক দিন মুর্শিদ কুলী খাঁর কীর্ত্তিস্তম্ভকে ধরণীবক্ষে অবস্থান করিতে দিবে না।

মুর্শিদাবাদের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে এই বৃহৎ মস্‌জীদ অবস্থিত। যে স্থানে মস্‌জীদ নির্ম্মিত হয়, তাহাকে কাটরা কহে। কাটরা-মস্‌জীদ নির্ম্মাণের সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, আমরা প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করিতেছি। মুর্শিদ কুলী জাফর খাঁর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হওয়ায়, এবং শীঘ্র শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে জানিয়া, তিনি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দেন। তথায় একটী মস্‌জীদ, কাটরা বা গঞ্জ স্থাপিত করিবার কথাও থাকে। উক্ত কাটরা হইতে এক্ষণে স্থানটীর নাম কাটরা হইয়াছে। মোরাদ ফরাস নামে একজন সামান্য অথচ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সেই কার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়। নগরের পূর্ব্বদিকে খাসতালুকের অন্তর্গত একটী স্থান সেই জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলে, মোরাদ নিকটবর্ত্তী হিন্দুমন্দির সকল ভূমিসাৎ করিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা উক্ত কার্য্য আরম্ভ করে। জমীদার ও অন্যান্য হিন্দুগণ যে কোন পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া আপনাদিগের মন্দির রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু কোন প্রকার অনুনয় বা উৎকোচ কার্য্যকর হয় নাই; মুর্শিদাবাদ হইতে তিন চারি দিনের পথে কোথাও একটীমাত্র মন্দিরও অবস্থিতি করিতে পারে নাই। দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত হিন্দু-মন্দির সকল ভাঙ্গিবার প্রস্তাব হইলে, সেই সেই স্থানের অধিবাসীগণ অর্থ দিয়া সে সকল মন্দির রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। হিন্দুদিগের ভৃত্যবর্গকে সমাধি-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। যাহাদিগের প্রভুরা অর্থ প্রদান করিতেন, তাহারা নিষ্কৃতি পাইত। সকলকে মোরাদ ফরাসের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইত। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। কাটরা বা একটী গঞ্জ স্থাপন করিয়া তাহার আয় সমাধি-সংস্কারের জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল।

ভগ্ন মন্দিরের উপকরণ লইয়া কাটরা মস্‌জীদ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের মতে অনেকে সন্দিহান হইয়া থাকেন। * একেবারে মিথ্যা না হইলেও ইহার অধিকাংশ অতিরঞ্জিত বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, মোরাদকে এক বৎসরের মধ্যে মস্‌জীদ নির্ম্মাণের আদেশ দিলে, মোরাদ জাফর খাঁর নিকট হইতে অনুমতি লয় যে, তাহার কার্য্যে নবাব যেন কোনরূপ বাধা প্রদান না করেন। এই এক বৎসরের মধ্যে এই বৃহৎ মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করা যে কতদূর দুঃসাধ্য তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং মোরাদ এক বৎসরের মধ্যে নূতন করিয়া ইষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিতে গেলে কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। এই জন্য নিকটবর্ত্তী মন্দিরাদি ভঙ্গ করিয়া থাকিবে। কেবল মন্দির বলিয়া কেন, নিকটস্থ অন্যান্য ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদিরও উক্ত দশা হইবার সম্ভাবনা। মুর্শিদ কুলী খাঁ হিন্দুবিদ্বেষী বলিয়া ইতিহাসে কথিত হইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মন্দিরভঙ্গের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা না হইতেও পারে। কারণ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ-প্রথার তিনি নিজে কোনরূপ আদেশ প্রদান করেন নাই, এবং এক বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকাণ্ড মস্‌জীদ ও সমাধি নির্ম্মাণ অসম্ভব বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি বাধ্য হইয়া মোরাদের অত্যাচারের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু মোরাদ ফরাসের অত্যাচার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ মুর্শিদ কুলীর জামাতা ও তাঁহার পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দীন মোরাদ ফরাসের অত্যাচারের জন্য তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। †

হিজরী ১১৩৭ অব্দে ‡ মস্‌জীদনির্ম্মাণ শেষ হয়। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জীদের অনুকরণে

---

* "তারিখ বাঙ্গালা" গ্রন্থে প্রথমে এই মন্দিরভঙ্গ ব্যাপারের কথা লিখিত হয়। গ্ল্যাডউইন সাহেবকৃত তাহার ইংরাজী অনুবাদ হইতে ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি মন্দিরভঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রিয়াজুস্ সালাটীনের অধিকাংশ "তারিখ বাঙ্গালা" হইতে গৃহীত হইলেও তাহাতে মন্দিরভঙ্গের কথা নাই। মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুরের দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ ফজ্‌লে রব্বী খাঁ বাহাদুর মন্দিরভঙ্গের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চাহেন না। বেভারিজ সাহেব উক্ত বিবরণকে অযৌক্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রচলিত ইতিহাসে ৪ দিনের পথের সমস্ত হিন্দুমন্দির ভগ্ন হওয়ার কথা লিখিত আছে, অথচ মুর্শিদাবাদ হইতে ১॥ ক্রোশ দূরে কিরীটেশ্বরীর মন্দির সমভাবে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। "The tale in its original form, is even more preposterous, for in Gladwin's translation of the Mahamadan narrative, and in Stewart, the prohibitory distance is given as four days." (Calcutta Review, October 1892).

কিন্তু মুর্শিদাবাদের তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুতীর্থস্থান কিরীটেশ্বরীর সহিত বাঙ্গালার রাজস্ববিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী বঙ্গাধিকারী কাননগোগণের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, মোরাদের ন্যায় একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী তাহা ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। উক্ত মন্দিরভঙ্গের বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও "তারিখ বাঙ্গলা"র লিখিত বিষয় যে একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা একথা সাহস করিয়া বলা যায় না।

† Riyazu-s-salatin p. 292.

‡ ইংরাজি ১৭২৪।২৫।

ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। মস্‌জীদের সঙ্গে মিনার, চৌবাচ্চা ও ইন্দারা প্রভৃতিও প্রস্তত হয়। মুর্শিদ কুলী খাঁ মস্‌জীদ নির্ম্মাণের পর একবৎসরের কিছু অধিককাল জীবিত ছিলেন। হিঃ ১১৩৯ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার আদেশে মস্‌জীদের প্রবেশদ্বারের সোপানাবলীর নিম্নে একটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়া তথায় তাঁহাকে সমাবিষ্ট করা হয়। তিনি বিনয়সহকারে বলিয়াছিলেন যে, উপাসকদিগের পদধূলি যেন তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হয়। সাধুদিগের পদধূলি পরজগতে তাঁহার কল্যাণ সম্পাদন করিতে পারে বলিয়া তিনি এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ যেরূপ আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ বড় বিচিত্র নহে।

কাটরার মস্‌জীদ এক্ষণে ভগ্নদশায় উপস্থিত, তথাপি ইহার বিরাট গৌরবের নিদর্শন এখনও অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমরা ইহার বর্ত্তমান অবস্থার একটী চিত্র প্রদান করিতেছি। মস্‌জীদের পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে সদর রাস্তা, রাস্তা হইতে মস্‌জীদের দক্ষিণপার্শ্বের একটী পথ দিয়া মস্‌জীদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। মস্‌জীদ পূর্ব্বমুখে অবস্থিত। প্রবেশদ্বারে উঠিতে হইলে চৌদ্দটী বৃহৎ সোপান অতিক্রমের প্রয়োজন। এই সোপানাবলীর নিম্নে, একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা ইতিহাসখ্যাত মুর্শিদ কুলী খাঁ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত। যাঁহার শাসনে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি সোপানাবলীর নিম্নস্থ অন্ধতমসাবৃত গহ্বরে শায়িত রহিয়াছেন। উত্তরদিকে একটীমাত্র দ্বার, সেই দ্বার প্রায়ই রুদ্ধ থাকে। সময়ে সময়ে ক্ষণকালের জন্য উন্মুক্ত হয় মাত্র। দ্বারের পরেই একটী ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার পশ্চাতে সমাধি-প্রকোষ্ঠ, সেই ক্ষুদ্র গৃহ ও সমাধি-প্রকোষ্ঠের মধ্যে আর একটী দ্বার, এ দ্বারের কোন কপাট নাই। কষ্টী-প্রস্তর-গঠিত চৌকাঠ দ্বারা দ্বারটী নির্ম্মিত। প্রকোষ্ঠ মধ্যে শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত সমাধি নানাবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত মালাশোভিত হইয়া আছে। লোকে আপনাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য সমাধির উপর এই সমস্ত মালা নিক্ষেপ করিয়া যায়। এই অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে রাত্রিকালে একটী মাত্র দীপ আপনার ক্ষীণশিখা বিস্তার করিয়া থাকে। সমাধির তত্ত্বাবধারণের জন্য একটী লোক নিযুক্ত আছে। সোপানাবলীর উপরে একটী প্রকাণ্ড তোরণদ্বার, তোরণদ্বারের উপর দ্বিতল নহবতখানা, তোরণদ্বারের পূর্ব্বসীমা অর্থাৎ সোপানাবলীর অব্যবহিত পর হইতে আরম্ভ করিয়া মস্‌জীদের পশ্চাদ্‌ভাগ পর্য্যন্ত একটী বিশাল চত্বর। চত্বরটী সমচতুরস্র, দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ১১০ হস্তেরও অধিক হইবে। মস্‌জীদ, তোরণ, সমস্তই এই চত্বরে অবস্থিত। তোরণ পার হইয়া প্রায় ৮০ হাত পরে মস্‌জীদ, মস্‌জীদ ও তোরণের মধ্যস্থিত বিশাল প্রাঙ্গণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কেবল তোরণ হইতে মস্‌জীদে যাইবার কৃষ্ণ-প্রস্তরমণ্ডিত পথটী আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। চত্বরের পশ্চিমদিকে পঞ্চগম্বুজবিশিষ্ট বিরাট মস্‌জীদ অদ্যাপি দণ্ডায়মান রহিয়া কালের আঘাত সহ্য করিতেছে। মস্‌জীদের ভিত্ত বলিয়া

যাওয়ায় খিলান করা গম্বুজগুলি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গম্বুজ পাঁচটী ব্যতীত চারি কোণে চারিটী ক্ষুদ্র মিনার ছিল, তাহার দুই একটী এখন বর্ত্তমান আছে। মসজীদটী ইষ্টকনির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গলা ইষ্টক জমাইয়া কিরূপে এই বিশাল পঞ্চগম্বুজের খিলান নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মসজীদটী দৈর্ঘ্যে ৮৬৮৭ হাত হইবে, এবং প্রস্থে ১৬ হাতেরও অধিক। গম্বুজগুলির ধাতুনির্ম্মিত চূড়া আজিও তাহাদের পতনোন্মুখ মস্তকে শোভা পাইতেছে। মসজীদের প্রবেশদ্বারে প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত চৌকাঠ। দ্বারের উপর একখণ্ড কষ্টীপ্রস্তরে ফারসীভাষায় এইরূপ লিখিত আছে, "আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব, যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে, তাহার মস্তকে ধূলিবৃষ্টি হউক।" ঢাকায় সায়েস্তা খাঁর কন্যা পরীবিবির সমাধিমন্দিরেও ঐরূপ লিখিত আছে। মসজিদের মধ্যস্থলে পশ্চিমদিকের ভিত্তিতে কল্‌সী-লেখা। ইহার উত্তরদক্ষিণ পার্শ্বের জানালা দুইটী আজিও বাঙ্গলার পূর্ব্বশিল্পের পরিচয় দিতেছে। অনেকগুলি গম্বুজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উপর হইতে ক্রমাগত ইষ্টকখণ্ড পতিত হইতেছে। এই মসজিদমধ্যে প্রবেশ করিতে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কেবল কপোত ও মধুমক্ষিকাগণ আপনাদিগের উপযুক্ত আবাসস্থান বিবেচনায় মসজীদটীকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, এবং নীরব ও নির্জ্জন স্থানে সময়ে সময়ে আপনাদিগের কণ্ঠস্বরে আপনারাই মুগ্ধ হইয়া থাকে। চত্বরের চারিপার্শ্বে মুসাফীর ও কারীদিগের (কোরাণ পাঠার্থী) জন্য বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। এখনও তাহাদের ভগ্নাবশেষ নয়নপথে পতিত হইয়া মুর্শিদ কুলি খাঁর বিশাল কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। মসজীদের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম কোণে দুইটী অত্যুচ্চ অষ্টকোণ মিনার গগনস্পর্শ করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উত্তরপশ্চিমের মিনারে যাইবার সুবিধা নাই, তাহার চারিদিক ভীষণ জঙ্গলে আবৃত। দক্ষিণপশ্চিমের মিনারে উঠিতে পারা যায়, সর্পগতিতে ৬৭টি সোপান অতিক্রম করিয়া মিনারের চূড়াতলে উঠিতে হয়। মধ্যে মধ্যে আলোক ও বায়ু প্রবেশের দ্বারও আছে। মিনারটী প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ হইবে, চূড়াতল হইতে ভূমি পর্য্যন্ত অংশ প্রায় ৩০ হস্ত। এই চূড়াতলে দাঁড়াইয়া পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মুর্শিদাবাদ নগরের এক সুন্দর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। পূর্ব্বে আরও সুন্দর বোধ হইত, এক্ষণে বৃক্ষাদির সংখ্যা অধিক হওয়ায়, মুর্শিদাবাদের সুন্দর চিত্রকে অনেকটা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি এক্ষণে যাহা আছে, তাহাও বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বিস্মৃতির ছায়াময় স্তর হইতে অনেক দিনের স্মৃতির অস্ফুট আলোকের ন্যায় সেই বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল পত্ররাশির মধ্যে মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান প্রাসাদগুলির ছবি বড়ই সুন্দর বোধ হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই মনোরম চিত্র দেখিতে ইচ্ছা হয়। মুর্শিদ কুলী খাঁর শেষ বিরাট-কীর্ত্তি অচিরকাল মধ্যেই ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। যাহা হইতে মুর্শিদাবাদের নাম ও গৌরব, যিনি মুর্শিদাবাদকে বাঙ্গলার রাজধানী করিয়া সমগ্র জগতে তাহার গৌরব-গাথা প্রচার করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ হইতে যদি তাঁহার শেষ চিহ্ন চিরদিনের জন্য লয়প্রাপ্ত হয়, তাঁহা হইতে

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। জানি না কাটরার মস্জীদসংস্কার আর হইবে কি না? যদিও অনেক অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা বটে, তথাপি মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতার শেষচিহ্ন সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কেবল তাঁহার সমাধিটীর মধ্যে মধ্যে সংস্কার হইয়া থাকে।

কাটরা মস্জীদ হইতে পশ্চিমদিকে কিছুদূরে আর একটী মস্জীদ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাকে ফৌতিমস্জীদ কহে। মুর্শিদের দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁ উক্ত মস্জীদ নির্ম্মাণ করিতে করিতে আলিবর্দ্দি খাঁর সহিত যুদ্ধার্থে গিরিয়া প্রান্তরে গমন করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই। তদবধি মস্জীদটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। ইহা কাটরার পঞ্চগম্বুজ-মস্জীদের অনুকরণে নির্ম্মিত হইতেছিল। ইহার পাঁচটী গম্বুজের মধ্যে দুইটী আজিও বর্ত্তমান আছে। সেই অসম্পূর্ণ মস্জীদও ভগ্নদশায় পতিত, বিশেষতঃ এক্ষণে জঙ্গলে আবৃত হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

কাটরার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে দুইটী অশ্বত্থতরু, অথবা একটী অশ্বত্থতরুর দুইটী কাণ্ড সংলগ্ন হইয়া এক বিশাল কামান অবস্থিতি করিতেছে। এই কামানের নাম জাহানকোষা বা জগজ্জয়ী। এই খানে মুর্শিদ কুলীখাঁর কামানাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত আছে। সেই জন্য এই স্থানটীকে আজিও সাধারণে তোপখানা কহিয়া থাকে। এই তোপখানার উত্তর দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী সর্পগতিতে আপনার ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া আপন মনে বহিয়া যাইতেছে। জাহানকোষা অনেক দিন পর্য্যন্ত ধরণীবক্ষে স্বীয় বিশাল বপুঃ বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল, ইহার পার্শ্বে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়া জাহানকোষাকে ভূতল হইতে কতকটা উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে। কামানটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ হাত হইবে, বেড় ৩ হাতের অধিক, মুখের বেড়টী ১ হাতের উপর। অগ্নিসংযোগ-ছিদ্রের ব্যাস ১॥ ইঞ্চ হইবে। কামানের গাত্রে ফারসীভাষায় খোদিত ৯ খণ্ড পিত্তলফলক আছে। ৩ খণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট, অবশিষ্ট কয়েকখানিও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিত্তলফলকে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ইস্লাম খাঁর গুণবর্ণনা ও কামানের নির্ম্মাণাব্দাদি খোদিত আছে। এইরূপ লিখিত আছে যে, এই জাহানকোষা সাজাহানের রাজত্বকালে, ও ইস্লাম খাঁর বাঙ্গলা-শাসনের সময়, জাহাঙ্গীর নগরে দারোগা সেরমহম্মদের অধীন হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন * কর্ম্মকারকর্ত্তৃক ১০৪৭ হিঃ ১১ই জমাদিয়স্সানি মাসে নির্ম্মিত হয়। ওজনে ২১২ মণ—২৮ সের বারুদ লাগিয়া থাকে।

জাহানকোষাকে এক্ষণে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই সিন্দুরাদি লেপন করিয়া পূজা

---

* এই জনার্দ্দনকে বেভারিজ প্রভৃতি জনার্জ্জন বলিয়া লিখিয়াছেন। পিত্তলফলকের লেখা এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়াছে, ভাল করিয়া পড়িবার সুবিধা নাই, কিন্তু উহা জনার্দ্দন হইবারই সম্ভাবনা।

করিয়া থাকে। ঢাকায় ইহা অপেক্ষা আরও একটী বিশাল তোপ ছিল, তাহা এক্ষণে নদীগর্ভে পতিত। বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানেও বৃহৎ তোপের কথা শুনা গিয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যেরূপ শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে এখনও তাহার অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার শিল্পাদির দিন দিন যেরূপ অবনতি হইতেছে, তাহাতে লোকে ইহার পূর্ব্বশিল্পের কথা প্রবাদবাক্য বলিয়া মনে করিবে।

---

# হিন্দুয়ানী ও সমুদ্রযাত্রা।

মহাভারত ও রামায়ণের ভৌগলিকেরা পৃথিবীকে কুমেরু ও সুমেরু এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন; পৌরাণিকেরা সমুদ্রের তরঙ্গের গতির অনুসরণ করিয়া ধরণীকে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করেন; ইউরোপীয়েরা সমগ্র পৃথিবীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া একের নাম "প্রাচীন পৃথিবী," অপরের নাম "নূতন পৃথিবী" রাখিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের বিশ্লেষণস্থলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই দুই নাম রাখেন; কিন্তু তাহার সহিত ভৌগলিকের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই সকল ভাগ ও বিভাগের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষ, একটাকায় সার্দ্ধ দুই আনা মাত্র; সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার সহিত তুলনায় হিন্দুর সংখ্যাও প্রায় সার্দ্ধ দুই আনা হয়। এই অল্পসংখ্যক হিন্দুও ঠিক 'হিন্দু' কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ; পরশুরামের নিক্ষত্রিয় আহবের অবসান হইলে ভারতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ছিল না; বহুবর্ষ পরে যে সকল পতিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়েন, তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ভুলিয়া গিয়া ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই সকল রাজাদের জন্মকোষ্ঠি অনুসন্ধান করিলে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান শাসনকালে কোনও প্রধান "ক্ষত্রিয়" রাজা হিন্দু আচার রক্ষা করিতে পারেন নাই, সকলকেই মুসলমানের সহিত মিলিতে ও মিশিতে হইয়াছিল, কেবল তাহাই নহে প্রায় সকলকেই মুসলমান সম্রাটের নিকট আপনাপন ভগ্নি বা কন্যাকে উপঢৌকন পাঠাইতে হইয়াছিল। উদয়পুর, ঢোলপুর প্রভৃতির রাণারা "কন্যা" উপঢৌকন পাঠান নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাও মুসলমান সংস্রব হইতে রক্ষা পান নাই। ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ বলা যায়। পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণের মধ্যে যাঁহারা সমুদ্রতটে মালাবার উপকূলে বাস করেন, তাঁহাদের শূদ্রাণীর সহিত বিবাহ হয়, এবং অপত্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের কোকনস্থ ও দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা এবং তামিল ও তেলুগু দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের হস্তের জল ব্যবহার করেন না, কিন্তু বাজারে যে "ভাত" বিক্রয় হয়, তাহা খরিদ করিয়া মুসলমানের গোশকটে ব্রাহ্মণেরা রাখিয়া দেন এবং ক্ষুধা হইলে পথিমধ্যে গাড়ী থামাইয়া গাড়ীতে বসিয়াই অন্ন

ভক্ষণ করেন। বিকানির, যশলমীর, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণের বাটীতে পানীয় জল মুসলমান ভিস্তী কর্ত্তৃক আনীত হয় ; পঞ্জাবের হিন্দুর পাকশালায় মুর্গী একটা নিত্য তরকারী মাত্র ; কাটিয়াড়ের সারস্বত ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় একপাত্রে আহার করেন ; বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা সকল শাস্ত্রের বিরোধী হইলেও অবধ্য ; উড়িষ্যার জগন্নাথের মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে একত্রে বসিয়া ভোজন করে ; বৃন্দাবনে "মাথা মুড়াইলেই" অর্থাৎ ন্যাড়া হইলেই মহাবৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ গুরু বলিয়া গৃহীত হয় ;—তাহাতেই বলিতেছি শাস্ত্র ধরিয়া বিচার করিলে, যাঁহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের পনের আনা অহিন্দু বলিয়া গণ্য হয়েন। 'অহিন্দুর' সংখ্যা বৃদ্ধি হউক, ইহা আমার ইচ্ছা নহে ; হিন্দুজাতির মহত্ব, গুরুতা, সমৃদ্ধি, সুযশ ও বৈভবকে আমি আমার নিজের গৌরব বলিয়া বিবেচনা করি।

শিক্ষা, পরীক্ষা বা ভ্রমণ জন্য অনেক বাঙ্গালী সমুদ্রযাত্রা করেন, ইঁহাদের সংখ্যা এক কোটিতে গড়ে দেড় জন মাত্র ; ব্যবসার জন্য কোনও বাঙ্গালী সমুদ্রপারে যাইয়া বাস করেন নাই। সমুদ্রযাত্রা, হিন্দুর মতে একটা প্রধান "অনাচার" ; বৃদ্ধ হিন্দু 'আচার' 'আচার' করিয়া চীৎকার করেন, কিন্তু আচার শব্দের প্রকৃত অর্থ গোঁড়া হিন্দুর এখনও শিক্ষা হয় নাই। আমি বিধবা বিবাহের উৎসাহ দিলাম, সুতরাং আমি আর হিন্দু নহি ! সমুদ্রযাত্রার আমি পক্ষপাতী, সুতরাং আমি অহিন্দু ! ইংরাজি হোটেলের পার্শ্ব দিয়া আসিতেছিলাম, খোদাবক্স গোমাংস পাক করিতেছিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে বিলাতী মশাল্যা মিশ্রিত ঐ "অনুচ্চারণীয় মাংসের" গন্ধ আসিয়া আমার নাকে প্রবেশ করিল, অমনি আমি অহিন্দু হইয়া গেলাম ! সুতরাং দেখিতেছি, হিন্দুর "অহিন্দু" হইবার—"পতিত" হইবার—উপায়টা লক্ষভাগে বিভক্ত, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা বাড়িবার একটা উপায়ও দেখিতেছি না। আজি যদি একজন মুসলমান খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে, দুইদিন পরে "কলমা" পড়িয়া সে আবার মুসলমান হইতে পারে ; একজন খৃষ্টান মুসলমান হইলে, গির্জ্জায় 'তোবা' করিয়া আবার খৃষ্টশিষ্য বলিয়া গৃহীত হইবে, কিন্তু একজন হিন্দু-সন্তান সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেলে, তাহাকে আবার হিন্দু সমাজে লওয়া হয় কি ? ইহাতে হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে—না কমিতেছে ? সবক্তাগীন ও আলপ্তাগীন যখন ভারতে আইসেন, মুসলমান ঐতিহাসিক মোজঃফর হোসেন বলেন, তখন "এদেশে ৬৫ ক্রোড় কাফেরের ( হিন্দুর ) বাস ছিল"। এখন তাহারা কোথায় ? তুর্ক বা তাতার হইতে মুসলমান আসিয়া ভারতে বাস করেন নাই, এই "কাফের" জাতিই এক্ষণে ভারতভূমিতে ১৪ কোটি মুসলমান ! জন্মকোষ্ঠি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, পীর সেখের আদিপুরুষ ভৈরব ভট্টাচার্য্য !! ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানের দেশ ; হিন্দুর মতে ভারতের বাহিরে হিন্দু থাকিতে পারে না ; সুতরাং ভারত লইয়াই হিন্দুত্ব ; ভারত এখন ইংরাজের, সুতরাং হিন্দুর নিজের কিছুই নাই। পৃথিবীর সহিত তুলনায় ভারত অতি ক্ষুদ্র দেশ, সমগ্র ধর্ম্মের সহিত তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য ! গোঁড়ারা পদে পদে হিন্দুকে "অহিন্দু" বা

"পতিত" করিতেছে, সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে? এদিকে বিধবা-বিবাহ বন্ধ; লক্ষ লক্ষ বাল-বিধবাকে বলপূর্ব্বক কয়েদিনী করিয়া রাখিয়াছ, সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা বাড়িবে কেমন করিয়া? যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম আলোচনা করেন, হিন্দুধর্ম্মের প্রবন্ধ লেখেন, আচার আচার করিয়া বৃথা চীৎকার করেন, তাঁহারা এই সকল মৌলিক কথা কি কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ধর্ম্মধ্বজীগণ হিন্দুর হিন্দুত্ব বা মহত্ব রক্ষা করিতেছেন না, হিন্দু সমাজের শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। যেরূপে শনৈঃ শনৈঃ হিন্দুজাতির লোপ হইতেছে, আশঙ্কা হয় দুইশতাব্দী বা তিনশতাব্দী পরে হিন্দুর সংখ্যা জৈনের সংখ্যার ন্যায় হীন হইয়া পড়িবে। সহস্র বর্ষ পরে, হিন্দুজাতির চিহ্ন থাকিবে কি না অনেকে তাহা সন্দেহ করেন। দেখিতেছ না, ৮৬ বর্ষকাল মধ্যে ভারতে প্রায় এককোটি দেশীয় খ্রীষ্টান! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হিন্দুসেনা মহাহবে যোগ দিয়াছিল; রামায়ণে দেখিতে পাই কাবুল হইতে তিব্বত এবং কুমারীকা হইতে অমরকণ্ট পর্য্যন্ত হিন্দুতে "ভরা" ছিল; জিজ্ঞাসা করি, এ সকল হিন্দু কোথায় গেল? হিন্দুর অনেক পরে বৌদ্ধদিগের জন্ম, বৌদ্ধদিগের অনেক পরে খৃষ্টানের প্রাদুর্ভাব, খৃষ্টানের অনেক পরে মুসলমানের অভ্যুদয়; দেখিতে দেখিতে সমগ্র পৃথিবী বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানে ছাইয়া পড়িয়াছে, হিন্দুর সংখ্যা, শক্তি ও সামর্থ্য ইহাদের সহিত তুলনায় হস্তীসম্মুখে পিপীলিকামাত্র! সমগ্র পৃথিবী খৃষ্টান, মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের দ্বারা শাসিত হয়; হিন্দুর নিজের বলিয়া পরিচয় দিবার এককাঠা জমিও নাই; রিক্তহস্তে, গোলামী অবস্থায়, কুসংস্কারের কূর্পে পড়িয়া, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট হিন্দুর অহঙ্কারকে যেন অর্থশূন্য প্রলাপ অথবা পাগলের পাগলামী বলিয়া বোধ হয়। উন্নতির যে বিরোধী, পরিবর্ত্তনের যে বিরোধী, অর্থশূন্য "আচার" লইয়া প্রাচীন পাগল ফৈরেসিকদিগের ন্যায় যে উন্মত্ত, কপটতায় যাহার ধর্ম্মপ্রচার, স্বার্থপরতায় যাহার স্বধর্ম্মপালন এবং অজ্ঞানতা যাহার প্রিয় সহচর, কেমন করিয়া সে আবার সভ্য সমাজে "উন্নত" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে স্থির বিশ্বাস, দুই সহস্র বৎসর কাল খৃষ্টীয় রাজত্ব স্থায়ী হইলে, ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই অন্যতম আমেরিকা হইয়া উঠিবে, হিন্দুজাতির নাম পর্য্যন্তও যদি লোপ হয় তাহা হইলে আজি কালিকার "অহিন্দুত্ব ভরা" কপটাচারী ও ধর্ম্মধ্বজী হিন্দু-আন্দোলকদিগের দোষেই হইবে। দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি, বৃদ্ধ হিন্দুর শ্রাদ্ধের দিবস অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; হিন্দুর রক্ষার উপায় নাই বলিলেই হয়।

হিন্দুসমাজকে একটি বৃহৎ শরীরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, এই মহাবিপুল বপুমধ্যে ব্রাহ্মণ মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য জঙ্ঘা, কায়স্থাদি কায়া এবং শূদ্র পদ। মস্তক খারাপ হইলে মনুষ্য পাগল ও অকর্ম্মণ্য হয়, হিন্দুসমাজের মস্তক ( ব্রাহ্মণ ) এক্ষণে কিম্ভূতকিমাকারে পতিত, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রামায়ণে লিখিত আছে, "ব্রাহ্মণের বিশ্বমূর্ত্তি, অতুলনীয় মুখশ্রী, উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষঃ, আধ্যাত্মিক জ্যোতি, জ্ঞানালোকভরা-

নয়ন এবং সাধুজনোচিত পাদবিক্ষেপ দেখিয়া সহস্র হস্ত দূর হইতে ব্রাহ্মণসন্তানকে চিনিয়া লওয়া যায়।" রামায়ণে একথাও লিখিত আছে, "বিভীষণ বলিলেন, যদি আমি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে এই মহাপাপের জন্য আমি যেন কলির ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করি।" হিন্দু সমাজের এই ক্ষিপ্ত নেতারা কেবল হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের অনিষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সমগ্র ভারত এবং ভারতীয় জাতিকে রসাতলে পাঠাইতেছেন। যাহা কিছু উন্নতির পোষক, যাহা কিছু পরিবর্ত্তনের উৎসাহদাতা যাহা কিছু সমাজের কল্যাণকর, গোঁড়ার দল তাহারই ঘোরতর প্রতিবাদী। মানবশরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিকে যথারীতি না চালাইলে যেমন শরীর সুস্থ, সুন্দর ও সবল হয় না, জাতিবিশেষ কূপবদ্ধ ভেকের ন্যায় একই নির্দ্দিষ্ট সীমায় অবস্থান করিলে তাহার উন্নতি হইতে পারে না; এই জন্য বিদেশগমন—সমুদ্রযাত্রা—ভারতের এবং হিন্দুসমাজের কল্যাণকর কিন্তু গোঁড়া হিন্দু তাহারও প্রতিবাদী। গোঁড়া হিন্দুর এই আপত্তির মূল বোধ হয় বৃদ্ধ মনু; মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে মনু লিখিতেছেন "দ্বিজগণ *তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিবেন; অনক্লিষ্ট শূদ্র যথা তথা বাস করিতে পারে।"* বৌধায়নের চতুর্দ্দশ সূত্রে দেখিতে পাই, "যে ব্রাহ্মণ বঙ্গ এবং কলিঙ্গ ভূমিতে পদার্পণ করিবেন, তাঁহাকে পুনষ্টোম যজ্ঞের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে তিনি গৃহীত হইবার যোগ্য হইতেন। বিষ্ণুস্মৃতির ৮৪ অধ্যায়ে "তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে।" ভাগবৎ পুরাণের দশম স্কন্দে, ৭৪ অধ্যায়ে, ৮ম শ্লোকে দেখা যায় "চেদিদিগের নরপতি শিশুপাল, শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্মপুত্রের রাজসূয় যজ্ঞে যোগ দিতে দেখিয়া অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন, এবং অত্যন্ত অপমানব্যঞ্জক কটূক্তি করিয়া বলিলেন হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি কল্যবানের ভয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মর্ষি দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া দ্বারকা নগর স্থাপন করিয়াছ। তুমি এবং তোমার সহচর ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্যের কথা।" এ সকল পৌরাণিক কথা, হিন্দুধর্ম্মের ধর্ম্মধ্বজী প্রচারকদিগের পক্ষে অবশ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়, কিন্তু গোঁড়া মহাশয়ের বোধ হয় একথা জানা নাই যে, বেদশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে অকাট্য বিধি ও দৃষ্টান্ত নিহিত আছে। ঋগ্বেদে (১—১১৬—৩) আমরা দেখিতে পাই "অশ্বিনীবান্ধব তুগ্র, নিকটস্থ দ্বীপবাসী বৈরীগণ কর্তৃক ক্লিষ্ট হইয়া, আপন পুত্র ভুজ্যকে সৈন্যসহকারে যুদ্ধে পাঠাইলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় সমুদ্রে মহাতরঙ্গ উঠিল, ভুজ্য ভীত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে অশ্বিনীগণ! আমার তরণী সমূহ সমুদ্রবক্ষে কাঁপিতেছে, তোমরা আমাকে রক্ষা কর; হে অশ্বিনীগণ! আমার তরণীতে একশত দাঁড় আছে, তোমরা এই দাঁড়সকলকে মহাশক্তি দান কর।" ইত্যাদি। ঋগ্বেদের অন্যত্র আছে, "ব্রাহ্মণের পক্ষে দুইবার সমুদ্রযাত্রা প্রায়শ্চিত্তাধীন নহে।" মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ২৫৮ শ্লোকে, প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমুদ্রযাত্রীগণ সমাজে পুনঃগৃহীত হইতে পারেন, ইহার বিধি আছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ১২০ শ্লোকে লিখিত আছে "সমুদ্রযাত্রাকালে, তরণীতে

বেদপাঠ করিও না।" উষায়ণেরও এই মত। মিঃ অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে লিখিয়াছেন "In Baudhayana I. 1-2 we find a whole chapter devoted to this question. There he says that the Northern people are allowed to do five things which, if done by those in the South, would bring them under the ban of religions prohibition ; and in mentioning sea-voyage as one of them he remarks, that the Northerns were allowed to do so, because these were immemorial customs with them and as such had the force of law." শতপৎ ব্রাহ্মণে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে, "গো, সুবর্ণ প্রভৃতির সহিত ব্রাহ্মণকে তরণী দান করিও, তাহা হইলে এই পাপরূপী-সংসার সমুদ্র হইতে তুমি পুণ্য-তরণী যোগে অবাধে পার হইতে পারিবে।" কোলব্রুক বলিতেছেন "Why is the gift mentioned, if it was not to be used by the receiver ?"

মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ আছে। ভাগবৎপুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে, ২৪ ভাগের ৫৫ শ্লোকে সমুদ্রবক্ষস্থিতা তরণীতে দাঁড়াইয়া বিষ্ণুর বক্তৃতার বিবরণী পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। কথা সরিৎসাগরের ২৫০ পৃষ্ঠায় শক্তিদেবের উত্তর দ্বীপে সমুদ্র-যাত্রার কাহিনী পড়া যায়। রত্নাবলীতে সূত্রধরের মুখে আমরা সিংহলযাত্রা এবং সমুদ্রে জাহাজ মগ্নের কথা শুনিতে পাই ; কালিদাসের শকুন্তলার ৫ম অঙ্কে ধনবৃদ্ধি সওদাগরের সমুদ্রে মৃত্যুর কথা কে না জানে? মাঘ কবির শিশুপালবধে তৃতীয় অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোকে সমুদ্রযাত্রী বৈশ্যগণ "সমাত্রিক" নামে অভিহিত হইয়াছে। হিয়ং সাং বলেন "আমি ব্রাহ্মণের সহিত সমুদ্রযাত্রা করিতেছিলাম।" এই সকল প্রমাণের পরেও কি সমুদ্রযাত্রা "অহিন্দুর কর্ম্ম" বলিয়া বিবেচিত হইবে? কলির শাস্ত্রকার পরাশরকে সমুদ্রযাত্রার বিরোধী বলিয়া বোধ হয় না। বিরোধী হইলেও, কে তাহা মানিবে? শাস্ত্র অনুসারে সময়, কি সময় অনুসারে শাস্ত্র?

এখনকার কালে ভারতবর্ষের নিকটস্থ দ্বীপসমূহে যাঁহারা পরিব্রজন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সিংহলের জাফ্‌নানগরে বারশত বৎসরের ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও বর্ত্তমান ; কলম্বো নগরে ৬টি হিন্দুমন্দিরে এখনও রীতিমত পূজা হয়, পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ ; কনিংহাম সাহেবের মতে ইহাদের একটা মন্দির দেড় সহস্র বৎসর হইতেও প্রাচীন। কান্দিনগরীতে অনেক গৌড়ব্রাহ্মণের বসতি দেখা যায়। সিঙ্গাপুর, সুমাত্রা, শ্যাম এবং মালাক্কাতে অনেক হিন্দুমন্দির দৃষ্ট হয়। কোচিন-চায়না, পিনাঙ্গ, কেবলম্বুর, জাবা, বালী, বোর্ণিও, ব্রহ্মদেশ, টাঙ্গো, মান্দালা এবং অন্যান্য স্থানে অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নিবাস আছে, এই সকল স্থানে হিন্দুমন্দিরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

সমুদ্রযাত্রায় হিন্দুর কেন বিতৃষ্ণা জন্মিল তাহার নির্ণয় করা বড় দুষ্কর। ব্যবসা, বহুদর্শন, জাতীয় ধনবৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য সমুদ্রযাত্রা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা বিদেশীয় শিক্ষা-পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের পক্ষেও নানাকারণে সমুদ্রযাত্রা প্রয়োজনীয়।

# পরিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তখনও গৃহস্থলীনিপুণা দেবাঙ্গনাগণ আকাশের দীপাবলী সম্পূর্ণ নিভাইয়া দেয় নাই—শুক তারা পূর্ব্বগগনে নিশাসীমন্তিনীর ললাটে টিপটির মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; তখনও ভাঙ্গা চাঁদ মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনের শেষ আশার মত পশ্চিম গগণ আলিঙ্গন করিয়া ঝুলিয়া আছে—মূর্চ্ছিত পাণ্ডুরবর্ণ জ্যোৎস্না পৃথিবীকে শেষ বিদায় দিতে পারে নাই; তখনও নীলাকাশে কিরণ-লহরীর আবেগময় নৃত্য একেবারে থামিয়া যায় নাই; যাদুকরী নিশা তখনও আপনার মন্ত্রঃপূত কুহক-ডোরে বোনা জালখানি ধরাপৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ গুটাইয়া লয় নাই—তরল লঘু নিঃশব্দতায় পৃথিবী সমাচ্ছন্ন।

মলিনাপুর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তস্থ একটী বাড়ীর দরজা খোলার শব্দ হইল। কিরণ আর তার ছোট বোন উষা, হাতে ফুলের সাজি লইয়া বোসেদের বাগানে ফুল তুলিতে ছুটিয়াছে, সঙ্গে তাহাদের দিদিমা বাহির হইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে দাঁড়াইতে আসিতেছেন, অমনি সেই সঙ্গে বাড়ীর ঠাকুরের জন্যও কিছু ফুল লইয়া যাইবেন ইচ্ছা। উষার আজ কাল ফুলের বিশেষ দরকার—তার ব্রত আছে। ব্রততে যদি ভাল ফুলই না পাওয়া যায়, তবে তাহা করিয়া কোন ফল নাই। আবার একটু দেরিতে ঘুম ভাঙ্গিলেই সর্ব্বনাশ! গ্রামের আর আর মেয়েরা সব ফুল তুলিয়া লইয়া যায়, গাছে একটীও রাখে না। তাহা হইলে উষার সমস্ত দিন আর খাওয়া দাওয়া হয় না—মনটী ভার করিয়া বসিয়া থাকে। মা এসে কত সাধেন, দিদিমা কত ভুলাবার চেষ্টা করেন, বাবা কত বুঝান, অভিমানিনী মেয়ের কিছুতেই মন ফিরে না—সে মোচড়ান মনকে আর কেহই সাধ্যসাধনায় সোজা করিতে পারে না। "কেন তোমরা আমায় রা'ত থাকতে উঠিয়ে দাও নাই? আমি রোজ বলি একদিনও আমার কথা শোনা হয় না আঁ্যা" বলিতে বলিতে বড় বড় দুটী চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়—রাগের ঝোঁকে এক রাশ মাটী খুঁড়িয়া ফেলে। কতদিন এইরূপ করিয়া মানিনী মেয়ের অর্দ্ধ উপবাসে কাটিয়া গিয়াছে। যে দিন উষা সকালে উঠিয়া ফুলের মুখ দেখিতে না পায়, সে দিন তার ভাতের মুখ দেখাও এক রকম জোটে না।

কি জানি কেন, মেয়েটী বড় ফুল ভালবাসে। আজ কাল ব্রত আছে বলিয়া নয়, যখন ব্রত থাকে না, তখনও একটা না একটা উপলক্ষ করিয়া সে ফুল তুলিতে যায়। "মালা গেঁথে প'রব, পুঁতুলের বিয়ে হবে তাতে অনেক ফুল চাই, বোঁটা দিয়ে কাপড় ছোপাব" ইত্যাদি সেই সব উপলক্ষের মধ্যে কয়েকটী। মোট কথা ফুল চাইই, নচেৎ বাড়ীতে উষাকে লইয়া তুমুল বিপ্লব বাধিয়া যায়। এই সব দেখিয়া শুনিয়া দিদিমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তিনি রোজ উষা আর তার দাদা কিরণকে ভোরে ভোরে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিবেন, তাহারা যত পারে ফুল তুলিয়া আনিবে। তাই আজও তিনি তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়াছেন।

ঊষা কিরণ সাজি হাতে দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে দিদিমা বলিতেছেন—“ও কিরণ ও ঊষা—লক্ষ্মী বাপ আমার, মা আমার, অত ছুটে যেও না ; এখনও ঘোর ঘোর র'য়েছে, পথ ঘাট ভাল দেখা যাচ্চে না—কোন্ সাপের ঘাড়ে পা দিবি, পায়ে কাঁটা ফুঁকে যাবে, একটু আস্তে আস্তে চল্ না ; এখনও কেউ আসে নি।” দিদিমার কথা বুঝি পথ হারাইয়া শূন্যে মিশাইয়া গেল—অন্ততঃ ঊষা কিরণের কাণে আসিয়া পৌঁছিল না। তাহারা এক নিশ্বাসে বোসেদের বাগানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঊষার পায়ে ঝম ঝম করিয়া মল বাজিতেছিল; বাগানের ফুলরাজি বুঝি সে মলের সাড়া পাইয়া প্রাণের আবেগে দুলিয়া উঠিল ; যাহারা অর্দ্ধেক ফুটিয়াছিল তাহারা সম্পূর্ণ ফুটিয়া গেল ; সহস্র যোজন দূরস্থ নক্ষত্রের জ্যোতিঃকণা সে শব্দের পুলকে উজ্জ্বলতররূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বাগানে প্রবেশ করিয়াই ঊষার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এত ফুল! ফুলে বাগান আলো করিয়া আছে! শেফালিকা তলায় অজস্র শিশিরসিক্ত শেফালিকার মেলা বসিয়া গেছে! ঊষা যে কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না ; দুই হাতে সে সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না; আরও দুখানি হাত থাকিলে ঊষার আজ বড় উপকারে আসিত। এমন সময়ে দিদিমা জবা তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঊষা আনন্দভরে বলিয়া উঠিল “দিদিমা, আজ দেখ না কত ফুল!—দাদা, তুমি আগে শিউলিগাছটা নাড়া দিয়ে ফুলগুলি কুড়িয়ে আন, আমি এ সব তুলব।” সুধাকণ্ঠে বীণা বাজিল, দোয়েল কি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে? সেও গাহিল; অলিকুল ঝঙ্কারিয়া উঠিল ; বুলবুল সে তানে সুর মিলাইল—শূন্য পথে সুরের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল, একটী অব্যক্ত রাগিণীর শিখা ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধপানে উঠিতে লাগিল। প্রকৃতিদেবী মহেশ্বরের পূজার আয়োজন করিয়া বুঝি ঊষা কিরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, শিশুদের অমিয় কণ্ঠস্বর না হইলে পূজার প্রাণ থাকে না, পূজা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে; যেমন ঊষা কথা কহিল, অমনি প্রকৃতির প্রাণতন্ত্রীতে আঘাত পড়িল—প্রকৃতিনাথের আরতি আরম্ভ হইল। তরুগণ প্রেমভরে চামর ঢুলাইতে লাগিল, সমীরণ সঙ্গীতের সুর বহিয়া চরাচরকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিল।

ঊষা প্রভাতসমীরের মত মৃদু মৃদু ছুটিয়া, একে একে প্রায় সমুদায় ফুলগুলি তুলিয়া ফেলিল। তখন দুপ্ দাপ্, ঝম ঝম শব্দ করিয়া পাড়ার আর তিনটী মেয়ে, চারু, মিনা, ভাণ্ড, ফুল তুলিতে বাগানে আসিল। হঠাৎ হাসিমাখা মুখ ক'খানি বিষাদ-মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চারু, ঊষার সই ; হইলে কি হয়, আজ সইয়ের এই দুর্ব্ব্যবহার তাহার কাছে আদৌ ভাল লাগিল না। তাহার বুকের মধ্যে তখন সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইয়াছিল। সে আজই ঊষার পুতুলের বিবাহ ফিরাইয়া দিবে, আর পারে ত সইয়ের সম্বন্ধেও আজ হইতে জবাব দিবে। যাহা হউক তাহা আর করিতে হইল না, কারণ ঊষা তাহাদের দেখিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল “ও সই, শীগ্রি আয় ভাই, আজও আর ওপাড়ার, নিরু, ননী, সরু, বরু, একটীও ফুল পাবে না। আগে আগে সব ফুল তুলে নিয়ে যেত, এ ক'দিন খুব জব্দ

হচ্ছে। দাদা, তুমি শিউলি ফুল এনে, ভাগু, মিনা, সইকে দাও ত ; আজ আমাদের অনেক ফুল হ'য়েছে।" তার পর সে নিজের সাজি হইতে ফুল লইয়া তাহাদের সকলকে দিল। উষা নিজের হাতে পরকে তুলিয়া দিতে বড় ভাল বাসে, কিন্তু পরের কাছ হইতে কোন দিন চাহিতে হইলেই তাহার বুকে শেল বিঁধিতে থাকে।

কিরণ সাজি ভরিয়া ফুল কুড়াইল, চারুদের অর্দ্ধেক দিল, বাকী উষার জন্য রাখিল। দিদিমা বলিলেন "আর আর কেন? গাছে দুএকটা ফুল থাকুক, চাটুয্যে ম'শায় যে কিছুই পাবেন না; আজ কপালে গালাগাল আছে দেখচি।" (চাটুয্যে ম'শায় উষা কিরণের সম্পর্কে ঠাকুর্দা হন, তিনি যে দিন ফুল না পান, তাহাদের বাড়ীতে গিয়া পিতৃপিতামহের উচ্ছন্ন করিয়া আসেন।)

তাহারা একে একে বাগান হইতে বাহির হইল। তখন আকাশের মহাসভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; পূর্ব্বগগনের হেম আভা অরুণ আগমনের শুভসংবাদ জগতে ঘোষণা করিয়া দিতেছে; মেঘেরা দিনপতিকে অভিবাদন করিবার জন্য শশব্যস্তে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইতেছে।

উষা চারুকে বলিল "সই আজ ভাই আমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিস্, অনেকদিন শ্বশুরবাড়ী গেছে।" চারু "তা দোবো" বলিয়া ভাগু, মিনার সঙ্গে আপনাদের বাড়ী চলিয়া গেল।

কিরণ এবং উষা বাড়ীতে আসিল। উষা তাড়াতাড়ি ব্রতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া, বালিকা-হৃদয়ের অকপট সরল ভক্তিতে দেবতার নিকট কত উচ্চ বর প্রার্থনা করিল। সে শুভ্র শোভন হৃদয়ের আকিঞ্চন আবাহনে কোন্ দেবতার সিংহাসন টলিয়া না যায়? উষা পুজা সাঙ্গ করিয়া, সাষ্টাঙ্গে একটি প্রণাম করিল—সে দিনকার ফুল তোলা, ব্রতকার্য্য এইরূপে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত বালক বালিকা দুটীর সঙ্গে পাঠককে আর একটু বিশেষভাবে পরিচয় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; তাই আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে সেই সম্বন্ধেই দু চারিটী কথা বলিব।

কিরণ এবং উষা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ দত্ত মহাশয়ের দুটী আদরের ছেলে মেয়ে। দত্ত মহাশয়ের আরও তিনটী সন্তান ছিল, তাহারা সকলে বড় বড় হইয়া মারা গিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী সে শোকের আঘাতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন; অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদেন; বাহিরে কিছুই প্রকাশ করেন না, পাছে তাঁর উষা কিরণ মনে ব্যথা পায়। তাঁহার আজকাল একটী গুরুতর পীড়া দাঁড়াইয়া গেছে—সর্ব্বদা মন হু হু করে। ডাক্তার কবিরাজেরা উহা পাগলের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়াছেন। দত্ত মহাশয় নিজে বীরের মত এই বিপদ ঝঞ্ঝায় দাঁড়াইয়া আছেন—প্রাণকে অভিভূত হইতে দেন না; তবে মাঝে মাঝে

গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ টুটিয়া যায়। যাই হ'ক তাঁহারা উভয়ে প্রাণের সে অগ্নিশিখা বাহিরে প্রকাশিত হইতে দেন না—পাছে তাঁহাদের স্নেহের ধন উষা কিরণ সে উত্তাপে ঝলসিয়া যায়। প্রাণের যত প্রীতি মমতা এখন এই দুটী স্নেহপুত্তলিকে জড়াইয়া আছে; তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহারা আজকাল সব ভুলিয়াছেন। উষা কিরণ যখন যা চায়, তাঁহারা তখনি তাহা তাহাদিগকে দেন; একটু মাথা ধরিলে উষার মা পাগলিনীর মত চারিদিকে ছুটিয়া বেড়ান। আহা! তাঁর হৃদয় যে সন্তানবিয়োগ-ব্যথার বিষদহন ভাল করিয়া জানে, গৃহদগ্ধা গাভীর প্রাণ যে সিন্দূর রঙ্গের মেঘ দেখিলেই চমকিয়া উঠে।

কিরণের বয়স ৯ বৎসর—উষা বোধ হয় এই সাতে পড়িয়াছে। উষা বড় খোঁটেল মেয়ে, যখন যে জিনিষের জন্য খোঁট ধরে, সেটী না পেলেই নয়, কেউ তার খোঁট থামাইতে পারে না। কেবল কিরণ আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তার সব খোঁট সে ভুলিয়া যায়, সে দাদার কথা কখনও অগ্রাহ্য করে না—মেয়েটী দাদাগতাপ্রাণা! সে অনুক্ষণ ছায়াটীর মত দাদার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। তবে কিরণ যখন পাঠশালায় যায় তখন তাহার বড় বিপদ হয়, সে তখন দাদার কাছে থাকিতে পায় না। সে প্রথম প্রথম দাদার সঙ্গে পাঠশালায় গিয়া সারাদিন চোরের মত চুপটী করিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু গুরু-মহাশয় তাহার সম্মুখে একদিন তাহার দাদাকে মারিয়াছিলেন, সে তাহা দেখিয়া বড় কান্না জুড়িয়া দিয়াছিল। সে কান্না কিছুতেই থামে না, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া সারাদিন উষা কাঁদিল, মুখ বুক ফুলিয়া গেল। তাহার দাদাকে যে কেহ আবার মারিতে পারে, মারা দূরের কথা—কেউ যে বকিতে পারে তাহা তাহার বিশ্বাস ছিল না। যাই হউক সেই দিন হইতে সে আর পাঠশালে যায় না। দাদা পাঠশালে যাইবার সময় সে দাদার সঙ্গে খানিক দূর পর্য্যন্ত যায়; যখন কিরণ বলে "উষা আর আসিস্ নে, বাড়ী ফিরে যা" তখন সে বলে "আচ্ছা দাদা আর যাব না, আমি এইখানে দাঁড়াই তুমি যাও।" কিরণ চলিয়া যায়। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষনেত্রে দাদাকে যতক্ষণ দেখা যায় দেখিতে থাকে। কিরণ এক একবার পিছন ফিরিয়া দেখে, উষা সেইখানেই দাঁড়াইয়া আছে। পরে সে যখন অদৃশ্য হইয়া যায়, উষা ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসে, তাহার প্রাণের অনেকখানি জায়গা শূন্য হইয়া যায়। তার প্রাণ ছটফট করিতে থাকে, আজ আবার যদি দাদাকে মারে! বাড়ী ফিরিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া শুইয়া থাকে, মায়ের চুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে, আঙ্গুল দিয়া বার বার মায়ের নীচের ঠোঁটটিকে উপরের ঠোঁট হইতে পৃথক করিয়া দেয়। মা মেয়েকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সকল জ্বালা ভুলিয়া যান—কতবার চাঁদ মুখে চুমা খান।

বেলা পড়িয়া আসিলে, বাহিরে যদি একটু কিছুর শব্দ হয়, অমনি উষা ঝম ঝম করিয়া বাড়ীর দরজায় গিয়া হাজির হয়—ঐ বুঝি দাদা আসচে! হয়ত গিয়া দেখে তাহাদের গৌড়-শলি বিড়াল দেওয়াল হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল।

অবশেষে দাদা পাঠশাল হইতে আসে, উষা হাতে স্বর্গ পায়। তাড়াতাড়ি দাদার হাত হইতে বইগুলি লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করে "দাদা, আজ তোমায় কেউ মারে নি?" দাদা "না" বলিলে তবে সে প্রাণে প্রাণ পায়। মা কিরণ উষাকে কিছু খাইতে দেন, তাহারা দুইজনে খাইয়া খানিকক্ষণ খেলা করে।

যখন বেলা ঝিকিমিকি হইয়া আসে, সূর্য্যদেব পাটে বসেন, পিয়ারা গাছের, আম গাছের বড় ঘরের ছায়াতে উঠান ভরিয়া যায়, তেঁতুল গাছের অগ্রভাগ গলিত সোণার কিরণে ঝিকমিক করিয়া উঠে, পুকুরের ধারে 'ডাক' পাখী ডাকিতে আরম্ভ করে, গৃহে গৃহে বউ-ঝিদিগের জল আনিতে যাইবার গাড়া পড়িয়া যায়; যখন উঠানে ঝিঙ্গাফুল ফুটিয়া হলুদ-বর্ণে চারিদিক হাসাইয়া দেবাঙ্গনাদিগের পদপল্লবের প্রতীক্ষা করিতে থাকে,—তখন উষা কিরণ উঠানে ভাত খাইতে বসে। খাওয়া শেষ হইলে দৌড়িয়া গিয়া চারু, মিনা, ভাগুকে ডাকিয়া আনে, উঠানে বিছানা করিয়া সবে একত্র হইয়া বসে, দিদিমা তাহাদের গল্প শুনান। যখন গল্প বেশ জমিয়া আসে, তখন চাঁদ আর থাকিতে না পারিয়া উষাদের সঙ্গে গল্প শুনিবার জন্য তাহার অসংখ্য তারা-সঙ্গিনীদের সঙ্গে লইয়া আকাশের গায়ে আসন পাতিয়া বসে; কতবার প্রাণের আবেগে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া উষাদের দলে মিশিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তা আর হয় না, আপনার হৃদয়খানিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারূপে গলাইয়া উষাদের কাছে পাঠাইয়া দেয়।

গল্প শেষ হইলে দিদিমা আলো লইয়া চারু, মিনা, ভাগুকে তাহাদের [illegible]তে রাখিয়া আসেন, কিরণ উষা ঘরে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

কিরণ উষা—দুটী ভাই বোন—তারা যেন একবৃন্তে দুটী ফুল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে কালের স্রোতে আজ প্রায় দশবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। উষা আর বালিকা নাই, তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে; সে শৈশবের সুবর্ণ রেখা পার হইয়া যৌবনের বনভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে; তাহার শুভ্র জীবনদর্পণে আজ আমরা অনেকগুলি কালো ছায়া গুণিতে পারি, সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে আজ অনেক ধাপ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

আজ উষার মা, বাপ, দিদিমা কেহই এ পৃথিবীতে নাই, কালের অলঙ্ঘ্য শাসনে তাঁহারা একে একে মৃত্যুর অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের সাধের সংসার অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া গেছে।

আজ তাঁহার বাড়ীতে এমন একজন কেহ নাই যাহার কাছে উষা কিরণ আসিয়া দাঁড়ায়। কিরণ আর বাড়িতে আসে না—কাহার কাছেই বা আসিবে? প্রতিবেশী বন্ধুদের উপর বাড়ীর ভার অর্পণ করিয়া সে আজ কাল বিদেশেই পড়িয়া থাকে। তবে তাহাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসে, তাই তাহারা কিরণকে মাঝে মাঝে বাড়ী আসিতে অনুরোধ

করে। সেও দু একবার আসিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীতে আসিলেই তাহার হৃদয়ে দুঃখের স্মৃতি নূতন করিয়া জাগিয়া দংশন করে, তাহার মায়ের পাণ্ডুর স্নেহপূর্ণ মুখচ্ছবি মনে পড়িয়া যায়, দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। তাই সে আজকাল বাড়ী আসা একেবারেই বন্ধ করিয়াছে।

উষার মা বাপ খুব সমারোহে উষার বিবাহ দিয়াছিলেন। একমাত্র সাধের মেয়ে, নয়নের কৌমুদী-স্বরূপিনী উষা, তাহার বিবাহে যাহা যাহা করা উচিত তাহার কিছুই ত্রুটি হয় নাই। উষাকে চিরকালই তাঁহারা অভিমানিনী বলিয়া জানিতেন—তাই পাছে মেয়ের মনে কোন কষ্ট হয় বলিয়া উষা যখন শ্বশুরবাড়ী যাইত, তাঁহারা তাহার সঙ্গে একজন ঝি পাঠাইয়া দিতেন; তা ছাড়া দু একদিন অন্তর লোক 'তত্ত্ব' লইয়া গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিত। দত্ত মহাশয় ইচ্ছা করিলে তাঁহার মেয়েকে খুব ধনবানের গৃহে সমর্পণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার ধনৈশ্বর্য্যের দিকে তত লক্ষ্য ছিল না; ছেলেটী সচ্চরিত্র হয়, একটু লেখাপড়া জানে, তিনি ইহাই চান। তাই উষাকে তিনি এক মধ্যবিত্ত পরিবারে একটী সচ্চরিত্র যুবার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

হায়! আজ উষার বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব লইবার কেহ নাই! সাধের পিতৃমাতৃগৃহে এমন একটী লোক নাই যাহার কাছে গিয়া দু একদিন সেখানে থাকিতে পারে! আগে বাপ মার কাছ হইতে লোক আসিতে একটু বিলম্ব হইলে, উষা তাঁহাদের উপর কত অভিমান করিত, এখন আর অভিমান করিবার লোক নাই! সে মনের কথা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখে, মুখ ফুটিয়া কিছুই বলে না, বিরলে বসিয়া অশ্রুজলে হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাণ করে, প্রাণের প্রাণে প্রতিদিন শতবার করিয়া মরিয়া যায়। সে বাপের বাড়ীর দিকে তাকাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখে! মাগো! মানুষ কেমন করিয়া স্নেহ প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়!

কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে, এখনও সে দিক হইতে একটী স্নিগ্ধ তারকার কনককিরণ আসিয়া তাহার প্রাণ মধুময় করিয়া দেয়—সে তাহার দাদা। কিরণও কিন্তু আজকাল উষাকে আর তেমন চিঠিপত্র দেয় না। উষা দাদাকে কতবার কাতরভাবে অনুনয় করিয়া লেখে "দাদা মাঝে মাঝে আমায় এক একখানি চিঠি দিতে ভুলো না।" হয়ত দুএকখানি চিঠি বেশ আসে—তারপর আবার যে কে সেই।

আজকাল উষা আপনার সকল অভিমানগুলিকে হৃদয় হইতে একে একে বিসর্জ্জন দিয়াছে। আদরিণী মেয়ের একদিন তাহারা ভূষণস্বরূপ ছিল, দুঃখিনী উষার কি আর সে সব সাজে?

তবুও মাঝে মাঝে অনিচ্ছাসত্ত্বে দাদার উপর তাহার অভিমান আসিয়া পড়ে। মানব-মনের রহস্য কে বুঝিতে পারে? কখন্ কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে কি তরঙ্গের তুফান ছুটে কিছুই বুঝা যায় না। এক একদিন উষা নির্জ্জনে বসিয়া দাদার কথা ভাবে—"উঃ দাদা কি নিষ্ঠুর! আমি দাদার জন্য এত কাঁদিয়া মরি, দাদার কি আমার জন্য একটুও

মন কাঁদে না? গরিব বোন দেখিয়া দাদা আমায় গ্রাহ্য করে না, কেমন্ করিয়া দাদা এত সহজে ছেলেবেলার স্নেহ ভালবাসা একেবারে ভুলিয়া গেল?" তখন উষার হৃদয়ে সোণার শৈশবের একখানি মোহন ছবি ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে; তাহার প্রাণ অজ্ঞাতসারে সেই বহুদিনের পুরাতন স্মৃতি-সুরভিত ফুলবাগানের স্নিগ্ধ ছায়া-নিকুঞ্জে ছুটিয়া গিয়া বসে, সেখানে দাদার সঙ্গে, শৈশব সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কত কথা বলে; সে জীবন-স্রোতের উজান বহিয়া অনেকদূর চলিয়া যায়; সেই মূর্চ্ছিত চন্দ্রিকাকিরণ, সেই নক্ষত্রবালার মৃদুহাস্য, সেই আকাশের মহাসভা, সেই প্রভাতসমীরণ, ভ্রমরগুঞ্জন, ফুলের বাস, সেই সোণালী-রবিকর মিলিয়া দগ্ধহৃদয়ের নীচে একখানি স্নেহের নীড় রচনা করিয়া দেয়। সে জানিত শৈশবের সেই স্নেহনির্ঝর একই ভাবে মধুর সঙ্গীতে, জীবনে চিরদিন বহিতে থাকিবে। কিন্তু কৈ! এখন উষা আর সে নির্ঝরের বাঁশী শুনিতে পায় না। কিরণ তার সব আশা ভাঙ্গিয়া দিতে বসিয়াছে। পরক্ষণেই আবার উষার হৃদয় হইতে সব অভিমান মুছিয়া যায়,—মনে পড়ে আহা! দাদা কত কষ্টে পড়া শুনা করিতেছে, আজ বাবা থাকিলে কি দাদাকে এমন কষ্ট করিয়া পড়া শুনা করিতে হইত? না জানি দাদা কত ভাবে, নীরবে কত ক্লেশ সহ্য করে! কেমন করিয়া সব সময় আমায় চিঠি লিখিবে? না দাদা, তোমার ছোট বোন উষার কথায় মনে কিছু দুঃখ করিও না।—এমন সময় হয়ত ঠাকুরঝি আসিয়া ডাকে, "বউ জল আনতে যাবে চল।" উষার চিন্তাস্রোত হঠাৎ এইখানে থামিয়া যায়।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উষার স্বামীর নাম প্রভাত চন্দ্র ঘোষ। তিনি আজ দুই বৎসর হইল বি, এল, পাশ করিয়াছেন—এক্ষণে ঢাকাতে ওকালতি করেন। প্রভাত বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্র, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই বেশ পশার করিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁর স্বভাবচরিত্র অতিশয় অমায়িক তাই লোকে শীঘ্রই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার বাড়ীতে এতদিন বড় কষ্ট ছিল, উষার বিশেষ কষ্ট হইত তিনি বুঝিতেন, কিন্তু কি করিবেন? আজকাল কমলার কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহার আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল হইয়াছে, এখন তিনি বাড়ীতে প্রতিমাসে উপযুক্ত খরচ পাঠান। অল্পদিন হইল তিনি উষাকে নিজের কাছে লইয়া আসিয়াছেন।

উষা এখন গৃহের কর্ত্রী, তাহার আর কোন দুঃখ নাই; কিন্তু জানি না ইহাতে তাহার কতদূর মন উঠিয়াছে, আজকাল দাদার কষ্টের কথা আরও বেশী করিয়া তাহার মনে পড়ে। সে একদিন স্বামীকে দাদার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল—দাদার বড় কষ্ট হইতেছে, যদি ঢাকায় আসিয়া পড়া শুনা করে তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হয়; সে দাদাকে কাছে পাইয়া বড় সুখী হয়। সে বরাবর ভাই ভাবিয়া আসিয়াছিল যদি দয়াময়ী কখনও দিন দেন—দাদাকে কাছে রাখিবে—তাহারা ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকে এ তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয়।

প্রভাত বাবু বলিয়াছিলেন—এ ত বেশ কথা, আমিই ত তোমায় আগে সে কথা বলিয়াছিলাম, কিরণকে সে সম্বন্ধে পত্রও দিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের উত্তর দেয় নাই। তুমি নিজে তাহাকে একখানি পত্র দাও, বেশ করিয়া লিখো, যেন আসিতে অন্যথা না করে।

উষা কিছুদিন হইল দাদাকে সে সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছে, অনেক করিয়া লিখিয়াছে—"দাদা তুমি এখানে আসিতে কোন মতে অন্যথা করিও না। যদি তোমার উষার প্রতি একটুও ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে আমার অনুরোধ রাখিবে।" আজ সে তাহার সেই পত্রের উত্তর পাইল। কিরণ লিখিয়াছে—"স্নেহের উষা, আমার এখানে কোন কষ্ট হইতেছে না, হইলে আমি তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই যাইতাম, তুমি ত উষা আমার পর নও। তোমরা কেমন আছ লিখিবে।" উষা এই পত্র পাইয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইল, সে তখনই আবার দাদাকে পত্র লিখিল—"দাদা, তুমি যদি এখানে একান্ত আসিতে অনিচ্ছুক হও, তবে জোর করিয়া তোমায় আনিতে পারি না। স্নেহ যদি তোমায় এখানে আসিতে না বলে, আমার কথায় আসিও না। তুমি যেখানেই থাক, সুখে আছ শুনিলেই উষার সুখ। তবে আমি মনে করিতাম আমার কাছে না থাকিলে তুমি কোথাও সুখে থাক না।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কিরণ আজকাল হুগলিতে থাকে—সেখানকার কলেজে পড়ে। ছেলে পড়াইয়া কষ্টে সৃষ্টে আপনার খরচ চালায়। সে উষার শেষ পত্রের কি উত্তর দিবে, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিরণের এ এক চরিত্রের মহৎ দুর্ব্বলতা, সে কোন বিষয়ে শীঘ্র একটা স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না। কি করিবে ভাবিতে ভাবিতে অনেকদিন চলিয়া গেল, ইহার মধ্যে উষার আর কোন পত্রাদি আসিল না। কিরণ মনে করিল উষা রাগ করিয়া চিঠি দিতেছে না, তা আমার সেখানে যাইতেই বা আপত্তি কি?—পড়াশুনার অনেক সুবিধাই হইবে। অতএব উষার কাছে যাওয়াই অবশেষে স্থিরীকৃত হইল।

কিরণ কলেজ হইতে নাম কাটাইল, আপনার একটীমাত্র পোর্টমেণ্ট সঙ্গে লইয়া ঢাকায় আসিয়া পৌছিল। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া উষারা যে বাড়ীতে থাকে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বেশ সুন্দর স্থান, সম্মুখে একটী ফুলের বাগান, দুই সারি ঝাউ গাছ—খুব খালি জায়গা রহিয়াছে। সে বরাবর ভিতরে প্রবেশ করিয়া গেল—দেখে কয়েকখানি গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে! বাহিরের ঘরে কয়েকটি বাবুতে কি পরামর্শ করিতেছেন, সম্মুখে একজন সাহেব। আর পার্শ্বে প্রভাত বাবু বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন। কিরণের প্রাণ উড়িয়া গেল—ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিল না, ইহাঁরা ডাক্তার, উষার নিশ্চয়ই ব্যায়রাম হইয়াছে তাই এতদিন কোন চিঠিপত্র পাই নাই। কিরণ ঘরে ঢুকিতেই প্রভাত বাবু দৌড়িয়া কিরণের

গলা জড়াইয়া ধরিলেন, বিষাদব্যথিত স্বরে বলিলেন—"ভাই কিরণ, ঊষা বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যায়!"

শোকে, খেদে, আত্মগ্লানিতে কিরণের প্রাণ একেবারে অভিভূত হইয়া গেল। হৃদয়ে বিষাক্ত ছুরিকা বিদ্ধ হইলেও বুঝি প্রাণে এত বাজিত না। তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া গেল। প্রভাত বাবু ঊষাকে দেখাইবার জন্য তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন, কিরণ অদৃষ্টচালিতের ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে চলিল; পা আর উঠে না, স্নেহের ঊষার আজ কি দশা দেখিতে সে আসিল? যদি এত দিন ঊষার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আসে নাই, তবে আজ আসিল কেন?

অবশেষে কিরণ ঊষার ঘরে প্রবেশ করিল। ঊষার সেবা করিবার লোক জনের কিছু অভাব ছিল না, কিন্তু ডাক্তারেরা ঘরে অধিক লোক রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন—তাই কেবল দুইজনমাত্র লোক ঊষার কাছে বসিয়া আছে।

কিরণ দেখিল ঊষা আর সে ঊষা নাই! সে লাবণ্যময়ী প্রতিমার আজ একি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! কোমল দেহ-লতাখানি মূর্চ্ছিতা জ্যোৎস্না-লেখার মত বিছানার সঙ্গে মিশাইয়া গেছে—সে ঘনকৃষ্ণ কুন্তলদাম নাই! ঠোঁট দুখানি শুকাইয়া গেছে! নয়নের সে স্নিগ্ধ জ্যোতি নাই! আছে কেবল মুখের প্রীতিমাখান সরল মধুরিমা,—রোগ শোক তাহার কিছুই করিতে পারে নাই।

কিরণ, নিষ্ঠুর! ভুল করিয়াছিলে! এ ভুলের আর সংশোধন হইবে না! ঊষার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতল স্নেহের পরিমাণ বুঝিতে পার নাই! ছোট বোনের কোমল হৃদয় দলন করিবার পরিণাম এতদূর গড়াইবে জানিতে না! ঊষা তোমার সঙ্গে এই ভাবে দেখা করিতে চায় নাই!

কিরণ ভাবিল সে পারিবে না, ঊষার কাছে গিয়া সে বসিতে পারিবে না। এমন সময় প্রভাত বাবু সজলনয়নে ডাকিলেন—"ঊষা দেখ তোমার দাদা এসেছে।" কিরণ ঊষার মাথার কাছে আসিল, তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতেছিল।

ঊষার মুখের উপর দিয়া একটী বিদ্যুতের রেখা চমকিয়া গেল; ধীরে ধীরে চক্ষুদুটী খুলিয়া দেখিল—তার দাদা! 'দাদা' বলিয়া হাতদুখানি তুলিল, কিরণ একটু মাথা ঝুঁকাইল, দুটী হাত আপনাপনি কিরণের গলা জড়াইয়া ধরিল। কিরণ চমকিয়া উঠিল, উঃ! কি ভয়ানক উত্তাপ! সে ক্ষীণ দেহলতিকা না জানি কেমন করিয়া সে উত্তাপ সহ্য করিতেছে! ঊষা নির্নিমেষ নেত্রে দাদার মুখপানে তাকাইয়া রহিল—যেমন করিয়া একদিন দাদাকে পাঠশালায় বিদায় দিবার সময় তাকাইয়া থাকিত, তেমনি করিয়া তাকাইয়া রহিল, দুটী চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া গণ্ডস্থলে পড়িল। দাদার গলা ধরিয়া হৃদয়ের কত কথা বলিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিতেছিল—হায়! ঊষা, তোমার আর সে সাধ্য নাই! কতক্ষণ পরে আপনাপনি হাত দুখানি কিরণের গলা হইতে খুলিয়া পড়িল—ঊষা আবার চক্ষু মুদিল।

প্রভাত বাবু ইতিমধ্যে বাহিরে ডাক্তারদের কাছে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া কিরণকে ডাকিয়া বলিলেন—"কিরণ, ডাক্তারেরা বলিয়া গেলেন আজ যদি রাতটা কাটে তবেই আশা। আর এই সব ঔষধ লিখিয়া দিলেন—নির্দ্দেশ মত সেবন করাইতে হইবে।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ একজন লোককে ঔষধ আনিতে পাঠাইলেন।

তৎপরে প্রভাত বাবু কিরণকে লইয়া খাইতে বসিলেন; কিরণ একবার ভাতে হাত করিয়া উঠিল, প্রভাত বাবুও নাম মাত্র আহারে বসিলেন।

ঔষধ আসিলে রীতিমত ঔষধ খাওয়ান চলিতে লাগিল—কিন্তু রোগের কিছুই উপশম দেখা গেল না। কিরণের আর হাত পা আসিতেছিল না—এই অল্পক্ষণের মধ্যে কে তাহার সকল বল হরণ করিয়া লইল? প্রভাত বাবু একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যা হইল, আবার ডাক্তার আসিয়া উষাকে দেখিলেন; বলিয়া গেলেন আজ রাতটা না কাটিলে কিছুই বলা যায় না। আর ঔষধপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।

ক্রমে যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—উষার চক্ষুদুটী একেবারে বসিয়া গেল—রাঙ্গা ঠোঁটদুখানি কালীবর্ণ হইল। সকলেই দেখিয়া বুঝিল উষার চন্দ্রমুখে মৃত্যুর তমসাছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে—আর অধিক বিলম্ব নাই।

তখন নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে—জ্যোৎস্নারাশি জগতের কূলে কূলে উছলিয়া পড়িতেছিল। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর—জগৎ ঘুমন্ত নীরব।

উষা একবার ঠোঁটদুখানি খুলিল—বুঝি উষা শেষ বিদায়ের সময় বলিতে যাইতেছিল 'দাদা'—আর বলা হইল না, দুইবার হিক্কা উঠিল—প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া জ্যোতির্ম্ময় ধামে উড়িয়া গেল—স্বর্গের মেয়ে স্বর্গে জননীর কাছে ফিরিয়া গেল। বাতাস ঝাউগাছের উপর দিয়া হুহু শব্দে বহিয়া গেল, আকাশের কোলে নক্ষত্রকুল কাঁপিয়া উঠিল।

ঝি, চাকরেরা 'হায় কি হইল' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রভাত বাবু বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; কিরণ উষার মুখপানে চাহিয়া পাষাণের মত বসিয়া রহিল। একদিনের ইতস্ততের জন্য অদৃষ্টের এ নিদারুণ পরিহাসে অশ্রুহীন বেদনাভার বুকে চাপিয়া রহিল।

---

# হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র।

মুদ্রাযন্ত্রের এত যে বহুল প্রচার হইয়াছে, তথাপি বোধ হয় হস্তলিপির সমাদর একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। সেকালে কি হইত জানি না; কিন্তু একালে মুদ্রাযন্ত্রের সরল পন্থা বর্ত্তমান থাকিতেও যে হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র সম্পাদিত ও পরিচালিত হইতেছে, আজ তাহারই একটি উদাহরণ উপহার দিতেছি।

সাময়িক-সাহিত্য সমালোচনার ভারগ্রহণ করিয়া সম্পাদকগণ নানাবিধ সাময়িক সাহিত্য উপহার পাইয়া থাকেন; কিন্তু আমি যে সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা করিব, তাহা তাঁহাদের নিকট কখনও উপনীত হইবার সম্ভাবনা নাই। ফল্গুনদীর অন্তঃসলিলা গুপ্তধারার মত, নীরবে লোকলোচনের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে উদীয়মান সাহিত্য-সেবকদিগের যত্নে যে সাময়িক সাহিত্য প্রচারিত হইতেছে; তাহারই একখণ্ড সহসা আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহা বর্ষীয়ানদিগের নিকট কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নহে; অপিচ স্থলবিশেষে সমূহ শিক্ষাপ্রদ।

সমালোচ্য সাময়িক সাহিত্যের নাম "উৎসাহ"—তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৩, পৌষ ও মাঘ,—এ, দাস সম্পাদিত এবং আদ্যোপান্ত সুগঠিত অক্ষরসম্বদ্ধ হস্তলিপি মাত্র। একজন সম্পন্ন গৃহস্থের দুইটিমাত্র পুত্র; জ্যেষ্ঠ বি, এ পরীক্ষার্থী সহসা পরলোক-গমন করায়, শোকাকুল জনকজননী এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী কনিষ্ঠ পুত্রের বিদ্যাভ্যাস বন্ধ করিয়া দিয়াছেন;—পুত্র পিতামাতার অগোচরে লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে গোপনে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তিন বৎসর ধরিয়া হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র সম্পাদন ও প্রচার করিয়া আসিতেছেন! এ, দাস অবশ্যই কাল্পনিক নাম। তিনি যিনিই হউন, অধ্যবসায়ের প্রতিমূর্ত্তি বিশেষ। "উৎসাহ" যে কেবল নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহেরই পরিচায়ক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সাময়িক পত্রিকার মূল্য নাই; গ্রাহকের অত্যাচারে ইহা কখনও উঠিয়া যাইবারও আশঙ্কা নাই; আর মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ না থাকিলেও শুদ্ধ কৌতূহলবশতই পাঠক-দিগকে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইবে;—এ হিসাবে আমাদের হস্তলিখিত সহযোগী সবিশেষ সৌভাগ্যশালী।

পত্রিকার মূল্য নাই, কিন্তু পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে গত বর্ষে যে সকল হেঁয়ালি নাট্য প্রকাশিত (?) হইয়াছিল, তাহার সদুত্তর দিয়া একজন পাঠক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "নদী পুরস্কার" পাইয়াছেন;—এবার উৎকৃষ্টতর পুরস্কার দিবার বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছে!

ইহাতে যথারীতি লেখকগণের নাম প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু কোন্ প্রবন্ধ কাহার লিখিত তাহা সহজে বুঝিবার সাধ্য নাই। লেখকেরা কেহ সম্প্রতি কলেজ ছাড়িয়াছেন, কেহ সবেমাত্র প্রবেশিকাদ্বার উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছেন;—কেহ কবি, কেহ ঔপন্যাসিক, কেহ পরিহাসরসিক, কেহ সমালোচক, কেহ বা গভীরগবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক! আমাদের সহযোগীলেখক স্নেহাস্পদ দীনেন্দ্রকুমার রায় ভারতী, সাহিত্য, দাসী প্রভৃতি মুদ্রিত সাময়িকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াই পরিশ্রান্ত নহেন; তিনি এই হস্তলিখিত সাময়িক-পত্রেরও একজন রীতিমত লেখক! অন্যান্য লেখকদিগের নাম সাহিত্যসমাজে বোধ হয় এখনও অপরিচিত।

গ্রাহকের অত্যাচার নাই, কিন্তু তথাপি অনিবার্য্য কারণবশতঃ কখন কখন দুই মাসের কাগজ একসঙ্গে এক মলাটে বাহির হইয়া থাকে; সমালোচ্য সংখ্যাই তাহার প্রমাণ।

এই সংখ্যার কিন্তু গত মাঘ মাস পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। প্রকটিত প্রবন্ধগুলির নামঃ—

"নববর্ষ"—একটি মাইকেলী চতুর্দ্দশপদী কবিতা; বোধ হয় পৌষে ইংরাজি নববর্ষারম্ভে লিখিত। "মঙ্গলময়ের রাজ্যে অমঙ্গল কেন?"—ইহা একটি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ধর্ম্মনৈতিক সুদীর্ঘ বক্তৃতা, বেশ সুলিখিত, সুখপাঠ্য, ইংরাজি উদ্ধৃতাংশপূর্ণ। "বিন্দু"—পোনের খানি স্বল্লাক্ষর পত্রে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গল্প, বিয়োগান্ত খণ্ডকাব্যবিশেষ; যাঁহারা এই শ্রেণীর গল্প রচনা করেন, তাঁহাদের লেখা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। শেষ পত্রের শেষ ছত্রে "তোমাদের আদরের বিন্দু" জীবনবিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে স্বহস্তে লিখিতেছেঃ—"তোমরা আমার জন্য আনন্দাশ্রু ফেলিও;—কেননা এ পত্র পাইবার পূর্ব্বেই, আমি স্বামীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস বক্ষে লইয়া আনন্দধামে উপনীত হইব।" পরবর্ত্তী প্রবন্ধের নাম "বঙ্গভাষার ইতিহাস"-একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য দীর্ঘ প্রবন্ধের একাংশ, ইহাতে শাক্ত কবি মুকুন্দরামের কাব্যসমালোচনা নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে "ভারতী" হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"হেঁয়ালি নাট্য" বেশ সুকৌশলে রচিত; গতমাসের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর "বাগান"। ইংরাজি হইতে অনুবাদিত "প্রথম পদ্মের প্রতি" ইতি শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিবার উপযুক্ত।

"তুমি বুঝি ফুটে আছ অয়ি!
শরতের প্রথম নলিনি!
এ বিজন জগতের পাশে—
মলিন, কাতর মুখখানি!
* * *
যৌবনের অশান্ত প্রভাতে
রবি দেয় আশার কিরণ;
তার পরে চিরনিশা এসে
ঢেকে ফেলে কোমল জীবন।"

"রাসিয়ানতত্ত্ব" একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ; রুষ কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে তাহাদের "আকার ও পরিচ্ছদ; পানাহার; গৃহাদি; চরিত্র ও ব্যবহার; আমোদ প্রমোদ; ব্যবসায়; বিভাগ ও সংখ্যা; এবং শিক্ষা" সংক্রান্ত অনেক কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

উপন্যাস না থাকিলে কেবল যে আমাদিগেরই পত্রিকা হতাদরপ্রাপ্ত হয় তাহা নহে; ইহাতেও "আমার প্রথম চাকুরী" নামে একটি উপন্যাস সূচিত হইয়াছে। এইরূপ হস্তলিখিত সাময়িক-পত্র যে এই নূতন তাহা নহে;—বোধ হয় ইহারও একাধিক সহযোগী আছে। সমালোচ্য সংখ্যায় তদ্রূপ "বিষাদ" নামক সহযোগীর একটি কবিতার উত্তরে "উৎসাহে" দুইটি কবিতা প্রকটিত হইয়াছে। একসহযোগী অপর সহযোগীকে যথাকথঞ্চিৎ উপহাস করিতেও ত্রুটি করেন নাই। "স্ত্রীস্বাধীনতা" একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য সুদীর্ঘ প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুকরণে "হাসি ও গল্পে" শীর্ষক "দাড়ীবিভ্রাট" নামক একটি "রহস্য-কবিতা" লিখিত হইয়াছে।

"হারাধন কর্ম্মকার করে লোহার কাজ,
গড়্‌তে পারে বেড়ী, কড়া, ঘোড়াগাড়ীর সাজ ;
হারাধন বেঁটে,
রংটা মেটে,
হাতগুলা যেন কেঠে
মুখে বেজায় দাড়ি !
মাপ্‌তে গেলে হবে বোধ হয় হাত তিন চারি

ছন্দোবন্ধে, পদলালিত্যবিস্তারে, হাস্যরসোদ্দীপনায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলি-আমাদের ধারণা ; কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁহাকে গুপ্তশরে পরাস্ত করিবার জন্য আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে, ইহাতে বন্ধুর পক্ষে অনেক আশঙ্কার কথা। হারাধন বেচারার দাড়িতে এক বোল্‌তা প্রবেশ করে, হারাধন তাহা বাহির করিতে না পারিয়া কলিকাতায় চিকিৎসার্থ উপস্থিত। সিম্‌সন্ সাহেব বলিলেন,—এ "বিউবোনিক প্লেগ," তৎপর

"চরক সুশ্রুত নিদান আদি পুস্তকাদি থেকে,
দাড়ীং মধ্যে বোল্‌তা অস্তি—এই শ্লোক হেঁকে,
বল্লেন বিজয় রত্ন,
নিশ্চয়ই এটা ব্রণ !"

* * *

"কালী বাবু দেখে শুনে বল্লেন ব্যাধি শক্ত ;
জিরো নম্বরের চস্‌মা লও, সাফ্ হবে রক্ত !"

ইত্যাদি ইত্যাদি সাময়িক ও ব্যক্তিগত শ্লেষাত্মক রহস্য কবিতা।

"আমাদের ধর্ম্মজীবন," "ভাঙ্গা ও গড়া" এই দুটি ধর্ম্ম ও সমাজসংক্রান্ত গবেষণার পর "রাজনৈতিক আলোচনা।" ইহাতে দ্বাদশ রাষ্ট্রীয় সমিতির এবং হিতবাদীর মানহানি-মোকদ্দমার আলোচনা আছে।

এই হস্তলিখিত সাময়িক সাহিত্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম কেন ? যাঁহারা ইহার লেখক, পাঠক, পরিচালক, তাঁহাদের মধ্যে মাতৃভাষানুশীলনে যেরূপ আগ্রহ এবং অনুরাগের পরিচয় পাইলাম, তাহাতে বোধ হয় ইহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্যই একদিন সাহিত্যসমাজে অধিকতর সুপরিচিত হইবেন ; সেদিন এই ক্ষুদ্র সমালোচনা হয় ত কোন সাহিত্য সেবকের পূর্ব্বজীবনের রহস্যভেদ করিতে সক্ষম হইবে।

# চস্‌মা।

আজকাল চস্‌মাপরাটা খুব প্রবল হইয়াছে। পথে, হাটে, ঘাটে, মাঠে যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই অজাতশ্মশ্রু চস্‌মিতচক্ষু বালকের দীপ্তিময়ী মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়, কোন গ্রামবাসী কলিকাতায় প্রথম আগমন করিলে যে কয়টী আশ্চর্য্য দ্রব্যের তালিকা তাহার মনোমধ্যে গাঁথিয়া লয় বোধ করি এতাদৃশ চস্‌মার জনতা ও তাহার মধ্যে একটী হইয়া পড়ে। চত্বারিংশ বৎসরের ঊর্দ্ধতনবয়স্ক প্রৌঢ়ের চাল্‌সে ধরাই চিরন্তন প্রথা ছিল। কিন্তু হায়! এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলময়ী করুণার হ্যাপায় পড়িয়া ষোল সতের বৎসরেই চাল্‌সে ধরিবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বালকদিগের ঈদৃশ দাম্ভিকতা দেখিয়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণের শিরোব্যথা উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা অবসর পাইলেই ইহাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা'নুসারিণী ফ্যাশন্ সুন্দরীর লীলাবিশেষ মনে করিয়া বালকদিগের উপর বিশেষ ঝাল ঝাড়িয়া থাকেন।

বালকেরাও চস্‌মা আঁটিয়া আপনাদিগকে সক্রেটিস্ বা নিউটন অপেক্ষা কোন প্রকারে হেয় জীব মনে করে না; চস্‌মাটী তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া যখন তাহারা পার্থিব সংসারের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করে, তখন তাহাদিগকে এই বিশাল জ্ঞানরাজ্যের একমাত্র অধিকারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ বা চস্‌মাকে শারীরিক সৌন্দর্য্য বা মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির একটা প্রধান উপকরণ বলিয়া মনে করে। হায়! কি আত্মবিড়ম্বনা! আমাদের বিবেচনায় বোধ হয় যে তাহারা অকালে অমূল্য চক্ষুরত্ন হারাইয়া ভবিষ্যজীবনের শান্তিময় পথে অনেকগুলি কণ্টক রোপণ করিয়াছে, এবং তাহাদের কল্পিত সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে বীভৎস বিতিকিচ্ছিতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুসুমসুকুমার বালকের তেজোদ্দীপ্ত চক্ষুর নিকট চস্‌মাসমন্বিত নয়নযুগল অতি সামান্য ছার পদার্থ।

কিন্তু সত্যের মান্য রক্ষা করিতে গেলে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে, দেশের যুবকগণের মধ্যে চস্‌মাব্যবহার বৃদ্ধি, সেই দেশের সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির সবিশেষ পরিচায়ক। জার্ম্মেনী ও আমেরিকা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। জার্ম্মেনী জ্ঞানগরিমায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, এবং সেইখানে শতকরা ৫০ জনেরও অধিক বালক চস্‌মা পরিয়া থাকে। তবে আমেরিকায় নিকটদৃষ্টি কমাইবার জন্য তত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি নূতন নিয়ম প্রচলন করাতে চস্‌মাপরাটা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষেও যে যে প্রদেশে বিদ্যাচর্চ্চার কিছু প্রাবল্য আছে সেইখানেই চস্‌মারও প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।

অনেক বয়স্ক ব্যক্তি মনে করিয়া থাকেন, ফ্যাশনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া বালকেরা চস্‌মা পরিয়া থাকে; কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেরূপ বোধ হয় না। যাহারা চস্‌মা পরে, বাস্তবিকই তাহাদের নিকটদৃষ্টি নামক চক্ষুব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে। নীরোগ

চক্ষুর উপরে কোনরূপ শাসী-খড়খড়ী লাগাইলেই সেই ব্যক্তির গমনশক্তির বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হইবে, এবং তজ্জন্য পথিমধ্যে একটা অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত তাহার চক্ষুর ভিতরে একপ্রকার টনটনানি কষ্ট ও অনর্গল অশ্রুপতন হইতে থাকিবে। ব্যাধিগ্রস্ত না হইলে চক্ষুর উপরে সমস্তদিন চস্‌মা লাগাইয়া রাখা অতীব কষ্টদায়ক। তবে যাঁহারা তীক্ষ্ণ রৌদ্রালোকে রঞ্জিতকাচযুক্ত চস্‌মা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোনরূপ দৃষ্টিদোষ না থাকিতে পারে।

দৃষ্টিশক্তির দোষ জন্মিলে চস্‌মা পরাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। যে কোন বালকেরই হউক, থানিকটা নিকটদৃষ্টি রোগ জন্মাইবামাত্র দূরদর্শনোপযুক্ত চস্‌মা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু কোনরূপ পাঠ করিবার সময় তাহাদিগের চস্‌মা খুলিয়া পড়া ভাল। চস্‌মা ব্যবহার না করিলে চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া ও নানাপ্রকার ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক দূরস্থ পদার্থ দর্শন করিতে হয়। তাহা বিশেষ ক্ষতিকারক ও তাহাতে নিকটদৃষ্টি রোগ ক্রমশঃ আরও বাড়িয়া যায়। এতদ্ভিন্ন দূরস্থিত পরিচিত লোক তাহাদিগের গোচরীভূত না হওয়াতে অনেক সময়ে পথিমধ্যে অপ্রস্তুত হইতে হয়। যে চস্‌মাটী ব্যবহার করিবে, তাহা তোমার তদানীন্তন দৃষ্টিশক্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এজন্য পরিচিত বিখ্যাত চস্‌মা-বিক্রেতাগণের নিকট হইতে, উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইয়া, চস্‌মা ক্রয় করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টিশক্তির অনুপযুক্ত হইলে অন্যপ্রকার চক্ষুরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে।

হে চস্‌মিত বালক! তো এই নিকটদৃষ্টি রোগটীকে অকিঞ্চিৎকর সামান্য ব্যাপার মনে করিও না। চস্‌মা পরি যে তোমার এই খুঁৎটুকু সারিয়া গেল, কদাচ ইহা তোমার মনে স্থান দিও না। এই ক্ষুদ্র রোগটীর সঙ্গে সঙ্গে Retina, Choroid, Vitreous Humour, প্রভৃতি চক্ষুযন্ত্রের সমস্ত উপকরণেরই কিছু কিছু দোষ জন্মিয়া থাকে এবং যেই কোন একটী দূষিত অংশ হইতে ভবিষ্যতে তোমার দৃষ্টিশক্তির সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। কয়েকটী নিকটদৃষ্টিযুক্ত বালককে কিছুকাল পরে সম্পূর্ণ অন্ধ হইতে শুনা গিয়াছে। অতএব তোমার অজ্ঞাতসারে যতটুকু দোষ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা আর বাড়াইতে না দেওয়ার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কখনই এরূপ বালকদিগের চস্‌মা ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। আদৌ ছিল না বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহার হেতু অনুসন্ধান করিতে গেলে নিকটদৃষ্টি-রোগের কারণগুলি তখন ছিল কি না ইহাই অনুসন্ধান করিতে হয়। সুতরাং এই কারণগুলি কি কি, অগ্রে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি পুরাকালে বিদ্যমান ছিল কি না, দেখিয়া লওয়া যাইবে।

১। অতিরিক্ত বিদ্যাচর্চ্চা—পূর্ব্বে এত অধিক সংখ্যক বালক যে লেখাপড়া করিত না ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশের তালিকা দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এক্ষণে প্রতি বৎসর অগণ্য ছাত্র নানাবিধ পাশ করিতেছে,

এইটী অবশ্য আমাদের দেশের পক্ষে সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু সুলক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটী কুলক্ষণ আসিতেছে ইহাই দুঃখের বিষয়।

২। অতিরিক্ত পুস্তক পাঠ—একটী বার বৎসরের ছেলের তেরখানি বই ও ছাব্বিশ খানি মানের বই। এই সমস্তই ঐ দুগ্ধপোষ্য ক্ষুদ্র বালকটীকে কোনপ্রকারে কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। এইরূপে চক্ষুদ্বয় নিকটস্থ দ্রব্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় দূরদর্শনের পক্ষে ক্রমে অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয় ও গৃহে অভিভাবক মহাশয় উভয়েই স্থির করিলেন, ছেলেটী অনতিবিলম্বে জ্ঞানরাজ্য দখল করিয়া বসিবে। কিন্তু তাহার চক্ষু-দ্বয় দু-চার বৎসরেই ছেলেটীকে অগ্রে দখল করিয়া তাহাকে সর্ব্বকার্য্যের বাহির করিয়া দিল। পূর্ব্বকালে কখনই ছাত্রগণের জন্য এতগুলি বই ও মানের বই ছিল না। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণ যে আমাদের অপেক্ষা কম শিখিতেন তাহাও ত বোধ হয় না।

৩। রাত্রি জাগিয়া পাঠ—কোন কোন বালক প্রায় প্রত্যহ বা অন্ততঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে কয়েক মাস, রাত্রি ১২ কি ১টা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে অনেক সময় দেখা যায়, যে তাহারা দিবসের মধ্যে ৩।৪ ঘণ্টাকাল গল্পগুজব করিয়া বৃথায় নষ্ট করিয়া থাকে, এবং রাত্রি জাগিয়া সেইটুকু পোষাইয়া লয়। বলাবাহুল্য এই কার্য্যে চক্ষু দেহ ও মন সকলেরই ক্ষতি হইয়া থাকে। বিখ্যাত ডাক্তার সাণ্ডার্স বলেন, সমস্ত চাক্ষুষ কার্য্য যতদূর সম্ভব দিবালোকে করা উচিত। পূর্ব্বকালে এত রাত্রি জাগিয়া পড়িবার ধূম ছিল না।

৪। ক্ষীণালোকে বা অত্যুজ্জ্বল আলোকে পাঠ—একটী প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতে বসিল। পড়িতে পড়িতে বা অঙ্ক কসিতে কসিতে, প্রদীপটী স্তিমিতপ্রভ হইয়া আসিল। কিন্তু অভিনিবিষ্টচিত্ত বালকের সেটী আর ইন্দ্রিয়গোচর হইল না, এবং তাহার মস্তক সুদর্শনের নিমিত্ত ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতে লাগিল। কোন কোন সঙ্গতিপন্ন বালকের সম্মুখে তীব্র গ্যাসালোক বা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলিয়া থাকে, তাহার তেজোময় রশ্মি পুস্তকের শুভ্রপত্রে প্রতিফলিত হইয়া, তাহার চক্ষুর উপর ঝক্‌ঝক্ করে, এবং এইরূপে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি করিয়া থাকে। সেজ প্রভৃতির কম্পমান আলোকও দৃষ্টিপক্ষে অতিশয় ক্ষতিকারক।

৫। তক্তাপোষ বা ভূমির উপর বসিয়া পড়া—এইরূপ করিলে, মুদ্রাঙ্কন দৃষ্টিগোচর করিবার নিমিত্ত মস্তককে অনেকটা অবনত করিতে হয়। তাহাতে চক্ষুর মধ্যে শোণিত-প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা হইয়া থাকে, এবং ইহাতে দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন সেরূপে বসাতে বালকেরা প্রায়ই কুব্জাকৃতি হইয়া থাকে।

৬। বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট বালকদিগের জন্য সমোচ্চ টেবিলের ব্যবস্থা—দীর্ঘাকৃতি বালকগুলির পক্ষে হয়ত টেবিলটী নীচু বোধ হয় এবং তাহাকে কার্য্য করিবার সময় মস্তক অবনত করিতে হয়। কিন্তু হ্রস্বকায় বালকের পক্ষে হয়ত টেবিলটী তাহার চিবুকস্পর্শ করিয়া থাকে, এবং বই পড়িতে তাহাকে বিশেষ মুস্কিলে পড়িতে হয়। অত নিকটে চক্ষু রাখিয়া পড়া দৃষ্টিশক্তির পক্ষে প্রকৃত ক্ষতিকারক।

৭। কদর্য্য বিদ্যালয়-গৃহ—আজকাল লোকে অন্য কোন কাজ না পাইলে বিদ্যালয় খুলিয়া থাকে। কাজে কাজেই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা কম ভাড়া দিয়া একটী বাড়ী লইতে হয়। বাড়ীটিও তেমনি জুটিয়া থাকে। গৃহগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয়, যে আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ যত্নপূর্ব্বক নিষিদ্ধ। সেই অন্ধকূপের মধ্যে দুর্ভাগ্য ছাত্রগুলি ৪।৫ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়া বহুকষ্টে পুস্তক পাঠ করে। পূর্ব্বকালে বিদ্যালয়গুলি যথার্থ শিক্ষাবিস্তারের জন্য খোলা হইত, এবং বোধ হয় বাড়ীটিও অর্থাভাবে এমন কদর্য্য হইত না।

৮। পুস্তকগুলির জঘন্য ছাপা—প্রকাশক মহাশয়গণ রাতারাতি বড়লোক হইবার অভিপ্রায়ে ভাঙ্গা, পচা, ক্ষুদ্রাকৃতি টাইপদ্বারা যেন তেন প্রকারেণ বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক প্রচার করিয়া ফেলেন। বালকদিগকেও বাধ্য হইয়া তাহাই পড়িতে হয়। পুস্তকের কাগজগুলি লইয়া ঘুড়ি বা ব্লটিং পেপার প্রস্তুত করা বোধ হয় নিতান্ত অসম্ভব হয় না। বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে যেরূপ জঘন্য কাগজ ও জঘন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাপা দেখা যায়, বোধ করি অন্যত্র সেরূপ হইলে প্রকাশক মহাশয়কে পথ দেখিতে হইত।

৯। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব—বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ে ৫।৭টী পরীক্ষা। কাজে কাজেই পরীক্ষার উত্তেজনায় ছেলেরা অষ্টপ্রহর লেখাপড়া করে। গুরুজনেরাও গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন, ছেলেটী দিনরাত পড়াশুনা করে। কিন্তু দিনরাত পড়াশুনা করিতে গেলে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগু িনরাত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মাংসপেশীগুলি বসিয়া বসিয়া ক্ষীণ হইয়া আসে ও প্রবাহ বসিয়া বসিয়া আর চলিতে চাহে না। এইরূপে চক্ষুযন্ত্রে পুষ্টিদাতা শোণিতের আর তেমন গতিবিধি থাকে না এবং চক্ষুদুটী ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসে। ভবিষ্যতে ছেলেটী একটী মহাদিগ্‌গজ পণ্ডিত হইলেও মনুষ্যত্ববিহীন গড্ডলিকামাত্রে পর্য্যবসিত হয়। আগেকার ছেলেরা ডন্ ফেলিত, মুগুর ভাঁজিত, গাছে চড়িত ও সাঁতার দিত। অধুনা তাহারা সভ্য হইয়া বেশী লেখাপড়া শিখিয়া শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম, অসভ্যতার চিহ্নস্বরূপ মনে করে।

যে কয়েকটী কারণ দেখান হইল, সেইগুলিই আমার বিবেচনায় প্রধান বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত কারণগুলি যতদিন বঙ্গদেশে দেদীপ্যমান থাকিবে, ততদিন চস্‌মিত চক্ষুর আমদানি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। অবশেষে ব্যাপারটী বাস্তবিক অত্যন্ত বিসদৃশ ও শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

তবে উপায় কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সকল বালকের নিকটদৃষ্টি রোগ জন্মিয়াছে তাহাদের চস্‌মাধারণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই ও থাকা উচিত নহে। কোনরূপ ঔষধ সেব[illegible] এই রোগের নিরাকরণ হয় না। তবে যাহাতে ইহা বালকদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিবিধান করা সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য। আমেরিকা দেশে এই রোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অধুনা তন্নিবারণের কঠিন নিয়মাবলী প্রচলিত হও-

য়াতে অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। সেই সকল উপায় প্রচলন করিতে জনসাধারণের ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। তাহা হইলে বোধ হয় ২০।২৫ বৎসর পরে আর এতাদৃশ চস্‌মাধারীর জনতা থাকিবে না। উপায়গুলি কি কি, দেখা যাউক।

ছাত্রদিগকে যতদুর সম্ভব দিবালোকে পাঠ করাইতে হইবে। ডাক্তার সাণ্ডার্স বলেন, কৃত্রিম আলোক যতই সুগঠিত ও মূল্যবান হউক না কেন, কথনই সূর্য্যালোক তুল্য সমব্যাপী ও পাঠোপযোগী হয় না। দুই এক ঘণ্টা রাত্রে পড়িবার জন্য স্থিরশিখা নাতিপ্রখর আলোক বামপার্শ্বে বা পশ্চাতে উপরিভাগে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। আজকাল নবাবিষ্কৃত কেরোসিন তৈল অতিশয় ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে দর্শনশক্তির ক্ষতিকারক বলিয়া থাকেন। পুঁথিগত বিদ্যা কমাইতে হইবে। কেবল পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্যান্য প্রণালীতে বিদ্যাভ্যাস করান নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দর্শনেন্দ্রিয় ভিন্ন শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয়কেও বিদ্যাশিক্ষার উপায় স্বরূপ করা যায়। বিদ্যালয়ে সুদক্ষ শিক্ষকগণ পাঠ্য বিষয়ে সুন্দর শ্রুতিসুখকর বক্তৃতা দান করিলে, এবং ছাত্রগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা ও উত্তর ও বাদানুবাদ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে পারে। বিদ্যালয় গৃহ প্রশস্ত ও সুগঠিত হইবে, প্রত্যেক গৃহে বায়ুসঞ্চার ও আলোক প্রবেশের যথেষ্ট উপায় থাকিবে। পাঠ্যপুস্তকগুলি শুভ্রবর্ণ মোটা কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। টেবিলগুলি প্রত্যেক ছাত্রের উচ্চতা অবলম্বনে বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট করিতে হইবে। ইহা অনেকের নিকট অনাবশ্যক ও হাস্যকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমেরিক দেশে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। বসিবার বেঞ্চ বা চৌকিতে পশ্চাতে অ· ম্বন রাখা প্রয়োজন; ইহাতে বালকগণ সরলভাবে বসিতে পারিবে। সমতল টেবিল অপেক্ষা ঢালু টেবিল বা ডেস্ক অনেক ভাল এবং ইহাকে যতদূর সম্ভব চক্ষু হইতে নিম্নে রাখিতে হইবে। অথচ বালকটী দর্শনের নিমিত্ত কথনও মস্তক অবনত করিবে না। বেঞ্চ যত উচ্চ করিলে উপবিষ্ট বালকটীর পদতল ঠিক ভূমিতে সংলগ্ন হয়, ভূমি হইতে ঠিক তত উচ্চ করা কর্ত্তব্য। ভূমিতলে পাঠ করা অন্যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহাই করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শরীর আমাদের অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ও শ্রমপটু ছিল। তজ্জন্য ভূমিতলে পাঠের অপকারটুকু তাঁহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিত না। টেবিল ক্রয় করা সকলের আর্থিক অবস্থায় সম্ভবপর হয় না সত্য বটে, কিন্তু একটী কাষ্ঠখণ্ড ও কয়েকটী ইষ্টক সাজাইয়া এক প্রকার চলনসই টেবিল বানান নিতান্ত সাধ্যাতীত নয়। কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। যাহাতে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশী প্রত্যহ সমানভাবে পরিচালিত হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শারীরিক বল ও শ্রমনিপুণতার উপর যে মানসিক শ্রমশীলতা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, ইহা দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসীগণ অনেকেই বিস্মৃত রহিয়াছেন। দেহের অপরাপর অঙ্গের উৎকর্ষসাধন হইলে তৎসঙ্গে দর্শনাঙ্গও উৎকর্ষলাভ করিতে বাধ্য হইবে। কুস্তি কর, ব্যায়াম কর, সাঁতার দাও, পদব্রজে ভ্রমণ

কর। অপরের নিকট হইতে একটা ঘুসি গ্রহণ করিয়া উদারচিত্তে দুইটা ঘুসি প্রদান করিতে শিখ। দেখিবে, তাহাতে যে শরীরসৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইবে, স্বর্ণময় হীরকমণ্ডিত চস্‌মা লাগাইলে তাহার শতাংশও হইবে না। দেখিবে, তোমার মন প্রফুল্ল থাকিবে, রাত্রে সুনিদ্রা হইবে, খাদ্যের সুপরিপাক হইবে, স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে পারিবে।

---

# অতৃপ্তি।

জননী প্রকৃতি, আমি বড় গো তৃষিত,
　　কোথা তব রূপ, গান, গন্ধের ভাণ্ডার?
সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে পিয়াও অমৃত,
　　করে' দাও মনে চিরবসন্ত সঞ্চার।
প্রতিদিন তপনের উদয়াস্ত কালে
　　মেঘের সর্ব্বাঙ্গমাখা স্বর্ণবর্ণছটা;
　　নিদাঘসন্ধ্যার নবজলদের ঘটা;
বিহগে কলগীতি পুষ্পিত রসালে;
রজনীতে চন্দ্রোদয় বারিধি হৃদয়ে:
　　গিরিশিরে ফুটনবমল্লিকা আঘ্রাণ;
—যা শোভা সৌরভ সুখ তোমার আলয়ে,
　　সব দিয়ে ছেয়ে দাও আমার এ প্রাণ;—
আমার প্রতিভাবধূ উন্মাদিনী হয়ে
　　আসিয়া করুক মোরে আলিঙ্গন দান!

---

# সিরাজদ্দৌলা।

## উপসংহার।

The story of the rise and progress of the British power in India possesses peculiar fascination to all classes of readers. It is a romance sparkling with incidents of the most varied character. Whilst it lays bare the defects in the character of the native races, which made their subjugation possible, it indicates the trusting and faithful nature, the

impressionable character, the passionate appreciation of great qualities, which formed alike the strength and weakness of those races,—their strength after they had been conquered, their weakness during the struggle. It was those qualities which set repeatedly whole divisions of the race in opposition to other divisions—the conquered and the willing co-operators to the sections still remaining to be subdued. * * * In the combination of astuteness with simplicity, of fearlessness of death and conspicuous personal daring with inferiority on the field of battle, in the gentleness, the submission, the devotion to their leader which characterised so many of the children of the soil, (the student) will not fail to recognise a character which demands the affection, *even the esteem*, of the European race which, chiefly by means of the defects and virtues I have alluded to, now exercises overlordship in Hindustan.—Col. Malleson's Decisive Battles of India.

কেবল ঘটনাবিবৃতির জন্য যে সকল ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজদ্দৌলার অন্যায় উৎপীড়নেই তাঁহার অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। কার্য্য কারণ সমালোচনা করিয়া নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস করিলে, তাহাতে সকলকেই লিখিতে হইবে,—এই হতভাগ্য নরপতির অযথা কলঙ্কিত জীবনের অত্যাচার অবিচার উপলক্ষমাত্র, আমাদের চরিত্রহীনতাই মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূলকারণ।

আরঙ্গজীবের শেষদশায় ভারতবর্ষে যে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাতে মোগলের রাজসিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছিল ; অন্তর্বিপ্লবের ছিদ্রলাভ করিয়া ফরাসী এবং ইংরাজ, এই দুই পরাক্রান্ত বিদেশীয় বণিকসমিতি দেশীয় লোকের সহায়তায় ভারতবর্ষে আত্মশক্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া অকালে দেহবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও মোগলের সিংহাসন অটল রহিত না !

আমাদের অধ্যবসায়ে, আমাদের বাহুবলে, আমাদের সহায়তা লাভ করিয়া, ইংরাজ-বণিক এদেশে আত্মপ্রতিভা বিস্তার করিবার অবসরলাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে যে বৃটীশরাজশক্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, আমরাই তাহার প্রধান সহায়। আমাদের দেশের [illegible]ল অমাত্য ওমরাহগণ রাজবিদ্রোহে লিপ্ত না হইলে—আমাদের দেশের অকুতোভয় সিপাহীসেনা আত্মশোণিত সম্প্রদানে শত সমরক্ষেত্রে বৃটীশবিজয়বৈজয়ন্তী বহন না করিলে—একপ্রদেশের লোক সহায় হইয়া অন্য প্রদেশের পরাজয়সাধনে অগ্রসর না হইলে—এ দেশে বৃটীশরাজশক্তি সুসংস্থাপিত হইত কি না, তাহা কে বলিতে পারে ?

আমরা রণপরাজিত বিপন্ন শত্রুর ন্যায় অনন্যোপায় হইয়া বৃটীশবণিকের শাসনক্ষমতা স্বীকার করিয়া লই নাই ;—বন্ধুবেশে সহচররূপে পরস্পরের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের সমবেত মন্ত্রণায় সংযুক্ত বাহুবলে মোগলশাসন উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে যেমন আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তদ্রূপ অন্যদিকে আবার সেই চরিত্রের সরলতাও পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। আর ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নবজীবনের সুখশান্তির কথা স্মরণ করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের পথ যতই নিন্দার্হ হউক, গরলে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে, নব্যভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইংরাজবণিকের সহায়তা না করিলে, এই শুভফল সমুৎপন্ন হইত কি না তাহাতে কিন্তু সমূহ সন্দেহ ! আমাদিগের জাতীয়চরিত্রে দুর্ব্বলতা না থাকিলে এই শুভফল সমুৎপন্ন হইত না।

আমাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা না থাকিলে, বোধ হয় ইংরাজবণিক চিরদিন মালগুদামের খাতাপত্র লইয়াই জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেন ; কখন বা কোন মুসলমান নবাবের নির্য্যাতনভয়ে আমাদিগেরই বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রয়গ্রহণ করিতেন ! আমাদের জাতীয়চরিত্রে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সাধনা, গুপ্তপ্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অধ্যবসায়, স্বার্থসাধনের জন্য অকুতোভয়তা, অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রাণবিসর্জ্জনেও অকাতরতা, অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাস করিবার জন্য সরলতা—এতগুলি সদ্‌গুণ না থাকিলে, মোগল পাঠান, মরহাট্টা শিখ, রোহিলা জাঠ, পিণ্ডারী ঠগ, বহুবিধ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর অমিত বিক্রমের গতিরোধ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর আত্মবলে ভরতসাম্র   আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন না।

আমরা চরিত্রদোষে দু   ,—আমরাই আবার চরিত্রগুণে বলীয়ান ; আমাদিগের দুর্ব্বলতা এবং সবলতাই ভারতবর্ষে বৃটীশ-শাসনশক্তির ভিত্তিভূমি। এই সকল কারণে, ইংরাজ লেখকদিগের পক্ষে আমাদের নিন্দাবাদ করা শোভা পায় না ; আমাদিগকে রণপরাজিত কাপুরুষ বলিয়া ইতিহাসরচনা করিলে ইংরাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে না !

এখন আর সে দিন নাই ! মোগল পাঠান "ক্রীড়াপটে" বিরাজ করিতেছে ;—আমাদের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ড এবং ইংলণ্ডের গৌরববর্দ্ধনের জন্য আমরা, এই দুই মহাজাতি এক অখণ্ড রাজতন্ত্রের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া, পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া, বাহুতে বাহুবন্ধন করিয়া গৌরবোজ্জ্বল নবযুগে পদার্পণ করিয়াছি ! এই বাহুবন্ধন সুদৃঢ় হউক—এই চিরসাহচর্য্য প্রীতিপ্রদ হউক—এই অভিনব সম্বন্ধ চিরপুরাতন হউক—ইহাই এখন ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের সমবেত প্রার্থনা। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের এই শুভসম্মিলন দিনে, ইংরাজ বাঙ্গালী সত্যের সম্মানরক্ষার্থ—সরলভাবে আত্মাপরাধ স্বীকার করিতে সম্মত হইলে, জেতৃ বিজিত সকলকেই বলিতে হইবে,—"Sherajaddaulah was [illegible]e *unfortunate* than *wicked !*"

---

# বাঙ্গালার আকের চাষ।

আক ভারতবর্ষের আদিম ফসল। এমন কি ভারত মহাসমুদ্রের ও প্যাসিফিক্ মহাসমুদ্রের দ্বীপ সকলেও ইহার চাষ আছে। ইহার বোট্যানিকাল্ নাম স্যাকারাম্ অফিসিনারম্।

দেশ ভেদে ইহারও ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। বাঙ্গলায় ইহাকে আক্ ও কুশর; হিন্দিতে উক্, কেটারি, কশিয়ার ও গান্না; নেপালে আকালি ও চাকু; উড়িষ্যায় আখু; কুমাউনে রিখু; গুজরাটে সেক্রি ও উনস; এবং তাম্লিতে কারম্বু কহে। ইহার চিনিকে সংস্কৃত ভাষায় শর্করা, ইংরাজীতে সুগার, পারস্যে শক্কর, আরবেতে শকর ও গ্রীকে শক্করণ্ট কহে।

ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্ব প্রথম চিনির ব্যবহার সিসিলি দ্বীপে নীত হয় ও সিসিলি হইতে ক্রমে রোম ও গ্রীস প্রভৃতি দেশে ইহার ব্যবহার ব্যাপৃত হয়।

বাঙ্গালার মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগের প্রায় সর্ব্বত্রই আকের চাষ অধিক হয়। কিছুদিন হইতে বিবিধ কারণে আক-চাষের জমিপরিমাণ কমিয়া আসিতেছে; তন্মধ্যে এই তিনটি প্রধান কারণ—( ১ ) আলুর চাষ অধিক হওয়া, ( ২ ) বন্যায় ও নানাপ্রকার রোগে ফ নষ্ট হইয়া যাওয়া, ( ৩ ) উপযুক্ত সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় জলপ্রাপ্তির অনিশ্চিততা।

আমাদের দেশে সামসাড়া, কাজ্লি, পুরি, বোম্বাই ও খড়ি এই কয় জাতীয় আকের চাষ সচরাচর দৃষ্ট হয়। সামসাড়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার[illegible] র্য ইহা সকল আক্ অপেক্ষা লম্বা, নরম ও রসাল এবং ইহার রসে চিনির অংশও অধি[illegible] জমিতে জল দাঁড়াইলে ইহা অন্যান্য আকের মতন সহজে পচিয়া যায় না। হুগলি ও বর্দ্ধ[illegible]ন জেলাতে এই আকের চাষ অধিক। কাজলি ও পুরি সামসাড়া অপেক্ষা ছোট, নিকৃষ্ট ও কঠিন। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাতে এই জাতীয় আকের চাষ অধিক পরিমাণে হয়। কাজলি বেগুনে রঙের, ইহার রস পাতলা কিন্তু অত্যন্ত মিষ্ট। পুরি, হরিদ্রা

জমিতে ইহার চাষ করা উচিত নয়। আলু, আশু ধান্য কিম্বা গম উঠাইয়া লইবার পর সেই জমিতে আক দেওয়া উচিত। কিন্তু বর্ষায় যে জমি পতিত থাকে, তাহাতে ইহা ভাল হয়। আলুর পর সেই জমিতে আক দিলে জমির আর কোন পাট করিতে হয় না। কেবল ২।৩ বার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি চৌরস করিয়া দিলেই চলে।

জমি। নদী কিম্বা খালের ধারের উচ্চ পলি জমিতে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কর্দ্দম সংযুক্ত জমিও এই চাষের পক্ষে ভাল। জলসেচ্ করিবার সুবিধাজনক জমিতে ইহার চাষ করা উচিত। ক্ষেত্রে জল জমিলে ইহার বিশেষ অনিষ্ট হয় তজ্জন্য জল বাহির হইবার জন্য ভাল জুলি রাখা উচিত।

জমি প্রস্তুত। মাঘ মাসের প্রথম হইতে বৈশাখ মাসের শেষ পর্য্যন্ত সচরাচর আক পাতিবার সময়। চৈত্র বৈশাখ মাসে আক বসান অপেক্ষা মাঘ ফাল্গুন মাসে বসান ভাল; কারণ তাহাতে ফসল ভাল হয় ও বাজারেও অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে এরূপ শীঘ্র চাষে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। বর্ষা খাওয়া পতিত জমিতে যদি আক পাতা হয়, তাহা হইলে শ্রাবণ মাসে হাল দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। আর যদি দুই ফসলের পর আক পাতা হয়, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসে হাল দেওয়া আরম্ভ করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না জমি আক পাতিবার উপযোগী হয় ততদিন হাল দিতে হয়। আক চাষের জন্য গভীর খনন ও ধূলার মতন মাটী প্রস্তুত করা আবশ্যক।

" ...র ভুঁই তুলা।
র ভুঁই ধূলা।"

যাহাতে গভীর খনন ব্য... নীচের মাটী উল্টাইয়া তাহাতে সূর্য্যের উত্তাপ ও বাতাস লাগিতে পায়, তাহার প্রতি ...ক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আক পাতিবার পূর্ব্বে জমিতে দশদি... অন্তর ৮।৯ বার হাল দিতে হয়। যখন জমি ৮ ইঞ্চি গভীর হইয়া গুঁড়াইয়া ধূলার মত ...ৎ মই দিয়া চৌরস করিতে হয়।

| | প্রত্যেক বিঘায় যত পরিমাণে আবশ্যক ( ৮০ হস্ত লম্বা ও ৮০ হস্ত প্রস্থ বিঘার মাপ ) |
|---|---|
| ( ৩ ) গোবর | ... ... ২০০ মণ |
| ও | |
| রেড়ির খোল | ... ... ৮ ,, |
| ( ৪ ) গোবর | ... ... ২০০ ,, |
| ও | |
| সুপার | ... ... ২ ,, |
| ( ৫ ) রেড়ির খোল | ... .. ৮ ,, |
| ও | |
| সুপার | ... ... ২ ,, |

আক পাতিবার এক মাস পূর্ব্বে জমীতে হাল দিবার সময় গোবর দিতে হয়। হাড়ের গুঁড়া কিম্বা সুপার দিতে হইলে অর্দ্ধেক আক পাতিবার সময় কিম্বা হাল দিবার সময় এবং অপর অর্দ্ধেক বর্ষা আরম্ভ হইলে দিতে হয়। যদি রেড়ির খোল দিতে হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধেক বর্ষার প্রারম্ভে এবং অপর অর্দ্ধেক ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে, গাছ বাহির হইলে, দিতে হয়।

আক পাতিবার নিয়ম। সামসাড়া ও বোম্বে প্রভৃতি মোটা আক এইরূপে বসাইতে হয়—চারি ফিট অন্তর এক ফুট প্রশস্ত লম্বা ২ জুলি কাটিয়া প্রথমে জমীকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। পরে আক বসাইবার জন্য ২ ফিট কাটিতে হয়। তৎপরে ঐ ৪ ফিট অন্তর রেখাগুলির উপর সমান অন্তর করিয়া তিনটি ডগা বসাইতে হয়।

খড়ি আকের ন্যায় সরু আক সকল, গভীর জুলিতে বসান ভাল। তজ্জন্য উপরোক্ত আক বসাইবার রেখাগুলি ১½ ফিট অন্তর এবং ৩ ইঞ্চি কিম্বা ৩½ ইঞ্চি গভীর হওয়া আবশ্যক। এবং ঐ জুলির মধ্যে ১ ফুট অন্তর ৪টি ডগা বসাইতে হয়।

উপরোক্ত প্রণালীদ্বয় অপেক্ষা মরীচদ্বীপের আকপাতা প্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তথায় নিম্নলিখিতরূপে আক পাতা হইয়া থাকে। আক বসাইবার জন্য উপরোক্তরূপে রেখা টানিয়া সেই রেখাগুলির উপর ১½ ফিট অন্তর ৯ ইঞ্চি গভীর ও ২½ ফিট ব্যাস পরিমিত কতকগুলি গর্ত্ত কাটিতে হয়। পরে কোদালির দ্বারা জুলি কাটিয়া ঐ গর্ত্তগুলি [illegible]র সহিত সংলগ্ন করিতে হয়। ঐ জুলিকাটার মাটী সমুদয় এইরূপ ভাবে আইলের মতন করিয়া রাখিতে হয় যেন আকের গোড়ায় মাটী দিবার সময় সহজেই ঐ মাটী লওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক গর্ত্তে ত্রিকোণাকৃতি করিয়া তিনগাছি ডগা বসাইতে হয়। ডগা বসাইবার পর ১ ইঞ্চি পরিমিত মাটীর দ্বারা ঐ ডগা সকলকে ঢাকিয়া দিতে হয়। যদি

মাটী শুষ্ক থাকে, কলসি বা অন্য পাত্রের দ্বারা জল সেচ করিতে হয়। আইলের আকারে দুই পার্শ্বে যে মাটী থাকে, তাহা এক মাস অন্তর দুইবারে গর্ত্তে ফেলিয়া দিতে হয়; কারণ বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই জমি সমতল করা আবশ্যক। আষাঢ় মাসে প্রথম মাটী ধরাইতে হয়; এবং তাহার ছয় সপ্তাহ পরে সারের সহিত দ্বিতীয় বার মাটী ধরাইতে হয়।

মরীচ দ্বীপের প্রণালীতে চাষ করিলে আক শক্ত ও মোটা হয়; এবং পোকা কম ধরে, কিন্তু ক্ষেত্রে জল জমিয়া ফসল নষ্ট হইবারও সর্ব্বদা ভয় আছে; তজ্জন্য এরূপ ক্ষতি যাহাতে না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

ডগার পরিমাণ। এক বিঘা জমির জন্য ৪ কাহন ডগার আবশ্যক। জমির অবস্থানুসারে ৩ কিম্বা ৩½ কাহন ডগা বসাইতে হয় এবং তাহার মধ্যে যে সকল শুকাইয়া যায় তাহাদিগকে তুলিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নূতন ডগা বসাইতে হয়; তজ্জন্য কিছু ডগা সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

আক বসাইবার পর জমির পাট। আক পাতিবার পর যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে প্রথমে ৫ দিন অন্তর কলসির দ্বারা জুলিতে জল দিতে হয়। আক পাতিবার প্রায় ১৫ দিন পরে গজা বাহির হয়। এই সময়ে জমি শুকাইলে জুলির মধ্যস্থিত স্থান সকল কোদালির দ্বারা আল্‌গা করিয়া দিতে হয় ও ১৫।২০ দিন অন্তর সেচ্ দিতে হয়। যদি ফাল্গুন মাসে আক্ পাতা হয়, তাহা হইলে প্রথম সেচও কোদ্‌লান জ্যৈষ্ঠ মাসে শেষ করিতে হইবে। ইহার পরেই বর্ষা আরম্ভ হয়, কাজেই সেচ বন্ধ দিতে হয়। যদি পৌষ মাসের শেষে আক পাতা হয়, তাহা হইলে বর্ষা আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত উপরিলিখিতরূপে সেচ দিতে ও কোদলাইতে হয়। যদি প্রথম কোদলাইবার ৭।৮ দিন পরে গজা বাহির না হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে নূতন ডগা বসাইতে হয়। যখন সমস্ত গজা জমির উপরে বাহির হয়, তখন আকে মাটী ধরাইতে হয়। মাটী ধরাইবার পূর্ব্বে এবং পরে সমুদয় ঘাস তুলিয়া ফেলিতে হয়। গাছ-গুলি বড় হইলেই এক এক ঝাড়ে ৫।৬টি আক রাখিয়া তাহার নীচের শুষ্ক পত্রের দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হয়। তিন সপ্তাহ বা এক মাস অন্তর এই রকম বাঁধা আষাঢ় মাসে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত দিতে হয়।

আক কাটা। পাতিবার সময় অনুসারে পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আক কাটিতে হয়। যখন আক কাটিবার উপযুক্ত হয়, তখন গোড়া ঘেঁসাইয়া কোদালির দ্বারা কাটিতে হয়। পুনরায় ডগা রাখিবার জন্য প্রায় ১ ফুট লম্বা ডগা কাটিয়া রাখিতে হয়। আক কাটিয়া লইলে জমিতে যে গোড়া থাকে, ভালরূপ সার দিলে ২।৩ বৎসর ভাল ফসল পাওয়া যায়। খড়ি আক এইরূপে চাষ করিলে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যায়।

ডগা রক্ষা। শীতল স্থানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া কাদা করিয়া ঐ ডগাগুলি তাহার মধ্যে অম হেলাইয়া বসাইতে হয় এবং তাহার উপর খড় ও পাতার দ্বারা ঢাকা দিতে হয়। যাহাতে ডগা সকল শুষ্ক হইয়া না যায়, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে গোবরমিশ্রিত পচা জল উহার

উপর ঢালিয়া দিতে হয়। তৎপরে যখন ঐ সকল রোপণের উপযুক্ত হয়, তখন হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পুঁতিতে হয়।

আক মাড়া। আক কাটিলেই যাহাতে তাহার রস শুকাইয়া না যায় ই দিবসেই মাড়িয়া তাহার রস বাহির করিতে হয়। বাঙ্গলায় তিনপ্রকার দেশী গ কল প্রচলিত আছে। প্রথম, "চরকি" কল; ইহাতে দুইজন দুই পাশে বসিয়া ত থাকে, তৃতীয় একজন আক খাওয়ায়, চতুর্থ একজন মাড়া আক বাহির করিয়া নরায় মাড়িবার জন্য উক্ত তৃতীয় ব্যক্তিকে দেয়। দ্বিতীয় কল, বিহিয়ার কলের হ ইহাতে তিনজন লোকের আবশ্যক। একজন বলদ তাড়ায়, একজন আক খাওয়ায়, ও একজন প্রথম কলের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সাহায্য করে। তৃতীয়, ঘানিকল। ইহা ঘানির গায়ে এক খণ্ড কাষ্ঠ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতে আক মাড়া হয়।

দেশীয় কোন কলেই আকমাড়া ভাল হয় না, আকে রস রহিয়া যায়, তজ্জন্য বিহিয়ার কলই আক মাড়ার উপযোগী। ইহার গঠনপ্রণালী সরল। ইহাকে অনায়াসে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ইহার দ্বারা যে পরিমাণে কার্য্য হয়, তাহার তুলনায় ইহার মূল্য অতি অল্প। ইহাতে উপরিস্থিত লৌহদণ্ডের মধ্যে আক দিতে হয় এবং ঐ লৌহদণ্ডের নিম্নে একটি পরিষ্কার পাত্র রাখিয়া রস লইতে হয়। দুইটি সাধারণ বলদের দ্বারা অনায়াসে এই কলের কার্য্য চালান যায়। ইহাতে একযোড়া বলদ ও দুটি মনুষ্যের আবশ্যক। একজন লোক বলদ তাড়ায় ও অপর একজন আক খাওয়ায়। সাহাবাদ জেলাস্থ বিহিয়ায় টমসন্ ও মিলেন কোম্পানীর নিকট এই কল পাওয়া যায়। দুইটি লৌহ দণ্ড বিশিষ্ট কলের মূল্য ৮০৲ এবং তিনটি লৌহদণ্ড বিশিষ্ট কলের মূল্য ১০০৲।

গুড় প্রস্তুত। বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশেই গুড় জ্বাল দিবার জন্য মাটীর পাত্র ব্যবহার হয়। কেবল বীরভূমে লোহার পাত্রে গুড় প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু সে পাত্রও যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে। আক মাড়িবার পরেই জ্বাল দেওয়া উচিত। বিহিয়ায় টমসন্ মিলেন্ কোম্পানীকৃত গুড় প্রস্তুত করিবার লৌহকটাহই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে এই লৌহকটাহ ব্যবহার করিতে হয়।

জমিতে ৩ ফিট গভীর ও ৩৫ ফিট ব্যাস পরিমিত একটি গর্ত্ত কাটিতে হয়। জ্বাল দিবার জন্য ৫ ইঞ্চি লম্বা ৩ ইঞ্চি উচ্চ একটি গর্ত্ত রাখিয়া জমির উপরে ২½ ফিট্ উচ্চ একটি মাটীর দেয়াল দিতে হয়, এবং তাহার উপর কড়া বসাইতে হয়। তাহার পর ঐ মাটীর দেয়ালে ও কড়ার মধ্যস্থিত ফাঁক সকল দিয়া যেন ধুম বাহির হইতে না পারে, তজ্জন্য মাটী দি[illegible] করিয়া দিতে হয়। পূর্ব্ব দিকে বা বাতাসের বিপরীত দিকে ধুম বাহির হইবার জন্য ঐ দেয়ালে একটি গর্ত্ত করিয়া পথ রাখিতে হয়। এবং দূরে ঐ ধুম বহিয়া লইবার জন্য ইহার সহিত একটি মাটীর নলও রাখিতে পারা যায়।

রস জ্বাল দিবার পূর্ব্বে তাহাতে যেন আঁজাল না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখি—

র ধার হইতে ১½ ইঞ্চি নীচু অবধি রস দিতে হয় এবং যতক্ষণ না রস মরিয়া যায় অধিক জ্বাল দিতে হয় ও তাহার পর জ্বাল কম করিয়া দিতে হয়।

ϑবার উৎলাইয়া উঠিয়া যখন রস গাঢ় হয়, তখন চুলা হইতে কড়া নামাইয়া নিকটবর্ত্তী বিড়ের উপর বসাইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইহা বসিয়া যায় ততক্ষণ তাড়ুর দ্বা- .তে হয়।

৩ড় পরিষ্কার করিতে হইলে, যখন রস প্রথম গাঁজলায়, তখন গাদ কাটিয়া ফেলিবে ছটাক রেড়ীর তৈল কিম্বা তাহা না পাইলে ১ সের জলে ৪ ছটাক দুধ মিশাইয় বার সময় রসে দিলে পরিষ্কার হয়।

যে সমুদয় স্থানে উপরোক্ত লৌহকটাহ পাওয়া যায় না, সেই সেই স্থানে নিম্নলিখিত ...প গুড় প্রস্তুত করা যায়, কিন্তু তাহাতে গুড় ভাল হয় না।

আকমাড়া কলের নিকট ১০ ফিট লম্বা ৪ ফিট প্রস্থ ও ৫ ফিট গভীর একটি জুলি কাটিতে হয়। ইহার উপর বাঁশের বা কাটের ফ্রেম বসাইয়া মাটী দিয়া লেপিয়া দিতে হয়, এবং ইহার উপর দুই সারি হাঁড়ি বসাইতে হয়। এই জুলিটিকে "বান" কহে। এই বানের ‍দুই মুখ খোলা রাখিতে হয়। কারণ এক মুখ দিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ দেওয়া হয় ও অপর মুখ দিয়া ছাই কাড়া হয়। সাধারণতঃ একেবারে একটি বানে ১২টি হাঁড়ি বসান যাইতে পারে। রস ফুটিয়া ফুটিয়া যেমন গাঢ় হইতে থাকে, এক হাঁড়ি হইতে লইয়া আর এক হাঁড়িতে দিতে হয়। এইরূপে ক্রমে সেই গুড় বানের মুখের দিকের দুই হাঁড়িতে লইয়া আসিতে হয়। আকের দোষে, বা আকমাড়ার দোষে, বা রস ফুটাইতে বিলম্ব হওয়ায় যদি রস টকিয়া যায়, তাহা হইলে রস গাঢ় হইয়া আসিলে কিঞ্চিৎ চুণের জল মিশাইতে হয়।

**আকের পোকা।** উই পোকার দ্বারা আকের অধিক অনিষ্ট হয়। ইহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিতে হয়ঃ—

(১) হলুদের জল। (২) কেরাসিন তৈল মিশ্রিত জল। (৩) ফটকিরির জল।

উইপোকা ধরিলে জমিতে ক্রমাগত সেচ দিতে হয়, এবং কোদালের দ্বারা খুঁড়িয়া ঐ পোকার বাসা বাহির করিয়া জমির দূরে ফেলিয়া দিতে হয়।

**আয় ও ব্যয়।** প্রত্যেক বিঘা আবাদে কিরূপ ব্যয় ও আয় হইতে পারে, তাহার একটি মোটামুটি হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

চাষের খরচ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯ বার লাঙ্গল | ... | ... | ৩।৵০ |
| সার | ... | ... | ১০॥০ |
| আকের ডগা | ... | ... | ১০৲ |
| মোট মজুর খরচ | ... | ... | ৪৯।০ |

ধীরে বলিলেন—"ওঠ [illegible]—উপর [illegible]

রহিল না। শৈলবালা [illegible]

এসেছে।"

শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইল। বলিলাম—"ভূতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে নাকি ?"

তিনি বলিলেন—"হাসি রাখ। উপরে ভারি শব্দ হইতেছে। সিঁড়ি দিয়া [illegible]

ওঠা নাবা করিতেছিল। আমার গা কেমন করিতেছে।"

আমি সেই রাত্রির কথা স্মরণ করিলাম। ঠিক সেই সময়ে উপরে গুম গুম করিয়া শব্দ

হইল। মনে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। কিন্তু ভাবিলাম, ভয় পাওয়া উচিত নহে;

আমি ভয় পাইয়াছি দেখিলে এই বাঙ্গালিনী স্ত্রীলোকের ত মূর্চ্ছা হইবে। সুতরাং নাহস

করিয়া বলিলাম—"বেরাল টেরাল এসেছে বোধ হয়।"

স্ত্রী বলিলেন—"তুমি কি পাগল হ'লে? বেরালের পায়ের শব্দে কখনও [illegible]

শব্দ হয় ?"

আমি বলিলাম—"কুকুর ত হতে পারে ?"

"কুকুর কোথা দিয়ে যাবে ?"

"সাহেবের কুকুর বোধ হয় সাহেব ভুলে ফেলে গেছেন।"

"সাহেবের ত কুকুর আসে নাই।"

মনে করিলাম—তাইত! বলিলাম—"বোধ হয় চোর টোর"—গৃহিণী এ কথার প্রতি

বাদ করিলেন না।

আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। আর কোনও শব্দ শুনা গেল না। খোকা

কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তাহা। [illegible] নাই।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, শৈলবালার চক্ষু রক্তবর্ণ। [illegible] রাত্রি

ভয়ে তাঁহার ঘুম হয় নাই। আবার নাকি দুইবার বেশী রাত্রেও শব্দ হইয়াছিল। আমি

যে আর এক দিন ঐরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহা এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলি নাই। এই

বার বলিলাম। শুনিয়া তিনি অধিক ভীত হইলেন।

যথা সময়ে ছেলেরা আহার করিয়া স্কুলে গেল। আমি কাছারি গেলাম। মনটা কেমন

অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। কাহারও কাছে একথা বলিলাম না। সহকর্ম্মীরা সকলেই জিজ্ঞাসা

করিলেন—"অক্ষয় বাবু, আজ আপনার অসুখ করেছে নাকি ?" একজনকে ঠাকুরদাদা

বলি, তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"কা'ল রাত্রে নাতবৌ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন

বুঝি ?" ইত্যাদি।

[illegible] দিন একটু সকাল সকাল কাছারি বন্ধ হইল। পরদিন বকরাইদের ছুটী। বাটী

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শৈলবালা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। ছেলেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া

আসিয়া তাঁহাকে জাগাইল। তাহারা খাবার খাইয়া খেলা করিতে গেল। আমরা পরামর্শ

করিলাম, আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া দেখিতে হইবে ব্যাপারটা কি।

সকালে সকাল [illegible] বালকদিগকে খাওয়াইয়া তাঁহাদিগকে বিছানায় লেওয়া হইল। [illegible] তা আস্বাদ করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে একটা উৎকণ্ঠা অমন করিয়া [illegible] বসিয়া থাকিলে কি খাওয়া যায় ? আর শৈলবালা—তিনি ত নামমাত্র আসনে [illegible]

দুইটা বাতি ঠিক করিয়া রাখিলাম। দিয়াশলাই রাখিলাম। গৃহিণীকে বলিলাম—"[illegible] মেয়েরা [illegible] কিছু পড়ি উঠিলে।" আলোক সম্মুখে রাখিয়া গৃহিণী একখানি বাঙ্গালা [illegible] লইয়া পড়িতে লাগিলেন, আমি তামাক খাইতে খাইতে শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার মন তখন উদ্বিগ্ন। কতক শুনি, আবার পড়ের সূত্র হারাইয়া ফেলি। এই রকম [illegible] রাত্রি দশটা বাজিল। তখন ছাদের উপরে দুড় দুড় করিয়া শব্দ আরম্ভ হইল। শৈলবালা [illegible] "ঐ শুন"। বালিকা বই বন্ধ করিলেন। আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া [illegible]

[illegible] শব্দ বেশ স্পষ্ট আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম "আর কিছু নয়, উপরে চোর গিয়াছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"চোর হলে একদিনে সব চুরি করে নিয়ে যেত, রোজ রোজ আসবে [illegible] ? এ ভূত [illegible]"

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, এবং ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইল।

আমি বলিলাম—"একবার 'কোন্ হায়রে' বলে একটা হাঁক দেব ?"

"হানি কি ?"

আমি তখন উঠিয়া জানালার কাছে গেলাম। মুখ বাহির করিয়া উপরের দিকে চাহিয়া [illegible] "কোন্ হায়রে ?" [illegible] শব্দ উচ্চ হইল না। পুনশ্চ সপ্তমে বলিলাম,—[illegible]

[illegible]

কিন্তু শব্দ বন্ধ হইল না।

শৈলবালা বলিলেন—"ভূত ত তোমার ভয়ে মরে' কাঠ হয়ে যাবে !"

কিছুক্ষণ পরে শব্দ বন্ধ হইল। আমি তখন সগর্ব্বে বলিলাম—"দেখ ভূত না চোর ? এ [illegible], তাতে কোনও সন্দেহ নাই।"

গৃহিণী বলিলেন—"হাঁ [illegible], সাহেবের সর্ব্বস্ব চুরী করে নিয়ে গেল বোধ হয়।"

আমি বলিলাম—"[illegible] সে বেচারী আমাকে বিশ্বাস করিয়া জিনিষপত্রগুলি রাখিয়া [illegible] আমি যদি জানিয়া শুনিয়া চোরকে সব চুরি করিয়া লইয়া যাইতে দিই, তবে [illegible] অধর্ম্ম হয়। আমি উপরে গিয়া চোর ধরি।"

[illegible] হইল—"কেমন করিয়া যাইবে ?"

"চোর যেমন করিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির দরজার তালা নিশ্চয় ভাঙ্গিয়াছে।"

"দরজা কি আর খুলিয়া রাখিয়াছে ? চোর যদি হয়, নিশ্চয়ই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া [illegible]ছে।"

আমি বলিলাম, "দুয়ার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিব।"

গৃহিণী বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! তা হলে কি আর তোমাকে ফিরিয়া পাইব? বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে।"

আমি বলিলাম—"আমি ভুয়ালি হাতে করিয়া যাইব।" গৃহিণী বলিলেন—"না; সে কখনই হইবে না। আমি তোমায় যাইতে দিব না। চোর নয়—চোর দল।"

আমি বলিলাম—"যদি চোর না হয়, ভূতই হয়, তবে সিঁড়ির খিড়কী দরজায় সাহেবের তালা যেমন তেমনই থাকিবে। দেখিয়া আসিতে ক্ষতি কি?"

গৃহিণী বলিলেন—"এই রাত্রে! কাল সকাল গেলেইত হবে।"

আমি বলিলাম—"যদি চোরই হয়, তবে পুলিশ ডাকিতে পারিব। চাকরবাকরদিগকে জাগাইব। সকালে চোর পলাইলে আর কি হইবে?"

শৈলবালা আমাকে তিন সত্য করাইয়া লইলেন, যদি চোরই হয়, তালা ভাঙ্গিয়াই থাকে, তবে আমি নিজে উপরে যাইব না। শেষে তাঁহার গা ছুঁইয়া শপথ করিতে হইল। যাইবার সময়—"আমার মাথা খাবে, আমার মরা মুখ দেখিবে" এই দুইটা দিব্যও প্রয়োগ করিয়া দিলেন। আমি লণ্ঠন লইয়া নীচে গেলাম। সদর দরজা খুলিয়া রাস্তায় নামিলাম। গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির দরজায় উপস্থিত হইলাম। সাহেবের তালা যেমন তেমনই আছে। তাহাতে মাছিটিও বসিয়া পায়ের দাগ রাখিয়া যায় নাই।

এ পথ ব্যতীত উপরে যাইবার আর কোনই উপায় নাই। মানুষের ত নাই—ভূতের থাকিতে পারে, কিন্তু ভূত আমি বিশ্বাস করি না। অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তবে কি মানুষ বেলুনযোগে আমার ছাদে অবতীর্ণ হইল? ইহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবীতে—অন্ততঃ আমাদের দেশেত এরূপ বৈজ্ঞানিক চোরের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক উপরে গিয়া গৃহিণীকে বলিলাম—"তালাত ঠিক আছে।"

তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আমি ত বলিয়াইছি।"

আমার "কোন্ হ্যায়রে" বলিয়া হাঁক দেওয়ার পর আধ ঘণ্টা আন্দাজ অতীত হইয়াছে; আবার শব্দ আরম্ভ হইল। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। গৃহিণী বলিলেন—"রাম রাম করিয়া আজিকার এ কালরাত্রি কাটিয়া যাক্—কালই সকালে তুমি অন্য বাড়ী ভাড়া কর, সেইখানে যাই। আমার এ ছেলে পিলের ঘরকন্না, কোথা থেকে হতভাগা সাহেবকে আনিয়া জুটাইলে, বাড়ীটা ভূতের বাথান হইয়া দাঁড়াইল।"

আমিও নীরব। ভূত—(ভূত না বলিয়া আর কি বলিব?) যেন উপরে এধার ওধার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর যেন মনে হইল, দুইটা ভূত। একটা এধারের উপর, একটা ওধারের উপর। আমার স্ত্রীও ইহা লক্ষ্য করিলেন। বলিলেন—"ঐ দেখ, একটা ছিল, দুটা ভূত হইল। সে হতভাগা নিশ্চয় কখনই মানুষ নয়। কোনও যাদুকর সাহেবরা দেশে [illegible] এসেছে। সেই কালো কালো খাপ্পা গুলো ধরে ভূত [illegible] এনেছিল,

[illegible] জানিত ? মা গো মা, কি সর্ব্বনাশ হল ?" বলিয়া তিনি চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আমি ত মহাবিপদে পড়িলাম। কি বলিয়া তাঁকে সান্ত্বনা করি ? কি বলিয়া ভয় ভাঙ্গিয়া দিই ? ঘড়ি দেখিলাম, তখনও বারটা বাজিতে কয় মিনিট বাকী। শৈলবালা রামনাম জপ করিতে করিতে মেজের উপর বসিয়া পড়িলেন।

আমি তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বাড়ীটি চকমিলান। যে বারাণ্ডায় উপরে যাইবার সিঁড়ি-দরজা আছে, সে বারাণ্ডার ঠিক বিপরীত দিকের বারাণ্ডায় আমার শয়নঘর। আমি জানালা দিয়া ওদিকের বারাণ্ডা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম। যখন ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখিলাম, সিঁড়ির সেই দরজা আস্তে আস্তে খুলিয়া গেল। জ্যোৎস্না রাত্রি, কিন্তু সে সময়টা একটু মেঘ থাকাতে আলোক অল্প ছিল। সেই সামান্য আলোকে দেখিলাম, শ্বেত বস্ত্রাবৃত মনুষ্যমূর্ত্তির মত কি একটা সিঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বারাণ্ডা দিয়া ওদিকে চলিয়া গেল। দুই তিন মিনিট পরে পুনরায় সেইটা ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির দরজা অতি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিল। আমি শৈলবালাকে একথা বলা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইলে পুনরায় দুয়ার খুলিয়া সেই শুভ্রবস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি বাহির হইল। এই সময়ে আমার স্ত্রী আসিয়া আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনিও তাহা দেখিতে পাইলেন। বলিলেন—"ও কি ?" আমি বলিলাম—"ভূতই হোক, আর মানুষই হোক, ওই সে। আমি একবার দেখিব উহা কি। আমার ভুজালি কৈ ?" বলিয়া দেওয়াল হইতে ভুজালি পাড়িয়া লইলাম। স্ত্রী কাঁদিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। আমি সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া এক লম্ফে ঘরের বাহিরে গেলাম। নিমেষের মধ্যে সিঁড়ির দুয়ারের কাছে উপস্থিত হইলাম। মেঘটা তখন অপসৃত হইল—জ্যোৎস্না প্রকাশ হইল। দেখিলাম সিঁড়ির দরজার কাছে অনেকটা স্থান যেন রক্তমাখা। তেতালার উপর হইতে যেন কাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। লিখিতে লজ্জা নাই, আতঙ্কে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল—মনে [illegible] বীরত্বে কাজ নাই, পলাইয়া যাই। কিন্তু এই রহস্যের উদ্ভেদ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, সাহস সংগ্রহ করিয়া, [illegible] দাঁড়াইয়া রহিলাম। বজ্রমুষ্টিতে ভুজালি ধরিয়া, যেন সাক্ষাৎ শমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছে। সেই সাদা ছায়াটা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে করিলাম, এই সময়। তৎক্ষণাৎ এক লম্ফে সেই মূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া ভুজালি তুলিয়া সজোরে চীৎকার করিলাম—"কে তুই বল, নহিলে খুন করিব।" সেই মূর্ত্তি "Ah Lord" বলিয়া পশ্চাতে সরিয়া গেল, তাহার পর অতি দ্রুতভাবে ইংরাজিতে বলিল—"আমি—আমি—আমি—বাবু—আমি।" পরিচিত কণ্ঠস্বর। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম আমাকে চুক্তি ভাঙ্গা দিয়াছে সেই সাহেব।

আমি তখন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। সেই সময় উপর হইতে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। বলিলাম—"সাহেব, তুমি খুন করিয়াছ?"

সাহেব বলিলেন—"আমি খুন করিব কেন? তুমিই আর একটু হলে আমাকে খুন করিয়াছিলে।"

আমি পায়ের কাছে দেখাইয়া বলিলাম—"এত রক্ত কেন?"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"ও বুঝি রক্ত? ও তো জল। এই দেখ—" বলিয়া সাহেব একটি জলপূর্ণ ছোট বালতী তুলিয়া ধরিলেন।

সাহেব বলিলেন—"এ নূতন সিমেণ্টের উপর জল পড়িয়া জ্যোৎস্নায় তোমার রক্ত বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল।"

এই সময়ে আবার সেই কাতরাণি শুনা গেল। সাহেব বলিলেন—"বাবু তুমি বিস্মিত হইয়াছ, ভয়ও পাইয়াছ। সকল কথা কাল সকাল বেলা বলিব। আমি কোথাও যাই নাই। গাজীপুর যাওয়ার কথা ছলনা মাত্র। আমি দেনার জালায় এমন করিয়াছি।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। আমি শয়ন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম শৈলবালা মূর্চ্ছিতা। অনেক কষ্টে মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইলাম। সমস্তরাত্রি সেবা করিয়া তবে তাঁহাকে সুস্থ করি।

সকাল হইলে সাহেবের মুখে শুনিলাম, তিনি সেই রাত্রে আবার চুপে চুপে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল, সে ইহাদিগকে ভিতরে দিয়া তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সাহেবের নাকি মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা চাকরী হইবে—হইলেই তিনি অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির হইবেন। পাছে আমরা জানিতে পারি, এই জন্য তাঁহারা দিনের বেলায় চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতেন। অনেক রাত্রি হইলে রান্না খাওয়া করিয়া লইতেন। আমাদের রান্না ঘরের পাশে যে চৌবাচ্চা আছে, তাহা হইতে জল লইয়া যাইতেন। শৈলবালা ত একথা শুনিয়া মহা খাপ্পা হইলেন, বলিলেন—না জানিয়া সাহেবের ছোঁয়া জল খাইয়া আমাদের সপরিবারের জাতি গিয়াছে।

যাহা হউক আগামী বারের অর্দ্ধোদয় যোগের সময় তাঁহাকে এলাহাবাদে লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনিব, এইরূপ আশা দিয়া আপাততঃ ঠাণ্ডা রাখিয়াছি।

---

## বীরবল।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইভলিন এবং পেপিস্ নামক ইংরাজ গ্রন্থকারদ্বয় তাঁহাদের দৈনন্দিন লিপিতে উত্তর ভারতের সুবিখ্যাত, বহুগুণী, সদ্গুণ রাজা বীরবলের জীবনের অনেক বিবরণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বীরবলের নাম না জানিত এদেশে এমন লোক ছিল না, এখনও অনেকস্থানে অনেকের মুখে তাহার সম্বন্ধে অনেক রহস্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

বীরবল সুপ্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর সাহের সভাসদ ছিলেন। হিন্দু হইলেও অনেক [illegible] মুসলমান ওমরাহ অপেক্ষা রাজসভায় তাঁহার অধিক প্রতিপত্তি ছিল, এবং সম্রাট তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন; "Rulers of India" [illegible] ভারতের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে [illegible] [illegible] প্রণীত আকবর সাহের জীবনবৃত্তান্ত অন্যতম। এই গ্রন্থে বীরবল সম্বন্ধে অধিক [illegible] বিবৃত হয় নাই, গ্রন্থকার কেবল গ্রন্থের একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে, "রাজা বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ এবং কবি বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল, দানশীলতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ।"

বীরবল কিরূপে সম্রাট আকবর সাহের অনুগ্রহলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু কোনটি সত্য তাহা বলা যায় না। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখন রাজা প্রজার মধ্যে এতটা ব্যবধান ছিল না, রাজার বিচার কাহারও 'আইনের লোহছাঁচে' যথা নিয়মে সম্পন্ন হইত না, সুবিচার কিম্বা দেশে শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত উপযুক্ত রাজকর্ম্মচারীবর্গ নিযুক্ত থাকিলেও অনেক সময় রা[illegible] দেখিয়া শুনিয়া বিচার করিতেন এবং অনেক সময় এরূপভাবে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত যাহা দেখিয়া বিচারপতিগণ মুগ্ধ হইতেন এবং সেই বিচারকাহিনী উপকথার ন্যায় যুগান্তর পর্য্যন্ত লোকমুখে কীর্ত্তিত হইত। রাজ-দরবারেই অনেক বড় বড় মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইত, রাজা বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে আহ্বানপূর্ব্বক অল্পসময়ের মধ্যেই মকদ্দমা নিষ্[illegible] করিয়া ফেলিতেন, একালের মত এত অর্থব্যয়, উকীল, মোক্তার, [illegible] [illegible] ও [illegible] লইয়া লোককে অনর্থক হয়রাণ হইতে হইত না, অথচ সেই বিচারে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট থাকিত।

কিন্তু সেকালের রাজা রাজড়াগণের একালের মত সুনীতির দিকে তেমন একটা ঝোঁক ছিল না, এবং সুরুচিরক্ষার জন্য তাঁহাদের তেমন কোন কড়াকড় নিয়মও দেখা যাইত না। কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্যের মধ্যে প্রচলিত আজও যে সকল স্থূল রসিকতার গল্প শুনিতে পাওয়া যায় এবং কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার বিদূষক কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী ওরফে মহারাজ বা সুপ্রসিদ্ধ গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গে যেরূপ কদর্য্য রসিকতা করিতেন বলিয়া কথিত আছে, আজকালকার যাত্রারদলের বয়াটে ছেলেদের মুখেই তাহা শোভা পায়, তাহা শ্রুতিসুখকরও নয় মধুরও নয়; এবং তদ্দ্বারা আর কিছু প্রতিপন্ন না হউক, স্পষ্টরূপে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালে প্রকাশ্য রাজসভাতেও নানাপ্রকার হাস্যকর প্রহসনের অভিনয় চলিত।

[illegible] অপরাধে একদিন একটি সুন্দরী ব্রাহ্মণযুবতী বিচারার্থ আকবর সাহের দরবারে আনীত হইল। [illegible] এবং হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে ইহা [illegible] অপরাধ কি না, সে সম্বন্ধে বিস্তর তর্ক উঠিতে পারে এবং বর্ত্তমানকালে [illegible]

প্রতিধ্বনি।

---

## পাপী।

এ জগতে পাপী কে গো,
  পাপী কারে বলে ?
যার মনে সুখ নাই,
  প্রাণ শুধু জ্বলে ?
সেই জন পাপী কি গো,
  এ ধরণী তলে ?
অথবা, যে জন শুধু
  জ্বালাইতে জানে ?
লভে কত সুখ, ব্যথা
  দিয়ে ক্ষুদ্র প্রাণে !

তাহাকেই বলে কি গো
  পাপী এ ভুবনে ?
হেন বোধ হয় কভু
  পাপ পুণ্য শুধু কথা,
শুধু, কর্ম্মফলই দেয় হৃদে
  সুখ দুঃখ ব্যথা।
বিধি-লীলা না বুঝিনু,
  কেহ বুঝাইয়া দেবে কি গো
  এ সব বারতা ?

১২৯৯, ভাদ্র।

---

হেমপ্রভা—শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ গুহ প্রণীত। উদ্দেশ্য সম্বন্ধ উপন্যাসের যে সকল দোষ তাহা হইতে গ্রন্থখানি বিমুক্ত নহে। লেখক স্বয়ং ভূমিকায় বলিয়াছেন—"পাপের শাস্তি যে এই জীবনেই ভোগ করিতে হয় স্থানে স্থানে তাহা বুঝান হইতেছে।" এই কথা বুঝাইতে গিয়াই গ্রন্থকার পুস্তকখানির সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের হানি করিয়া বসিয়াছেন। ইহজীবনেই পাপের সম্যক শাস্তি আমাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতার বহির্ভূত, এক বন্যায় সমস্ত পাপাচারীগণের তিরোধান প্রকৃত ঘটনামূলক হইলেও উপন্যাসের শিক্ষার পক্ষে তাদৃশ কুশল উপায় বলিয়া বোধ হয় না। লেখকের বর্ণনার ক্ষমতা বেশ আছে, তাহাতে গল্পটির কারুণ্য-রসের বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছে। কথোপকথন চলিত ভাষায় হইলেই যেন কিছু স্বাভাবিক হইত, বৃদ্ধা পল্লিগ্রাম-বাসিনী মহিলাগণের মুখে সাধুভাষা আমাদের কাণে কেমন বেমানান ঠেকিল।

---

# তোমাকে।

১

গভীর রজনী; তমিস্র অবনী,
আঁধার গগণ তল,
শব্দ শুনা যায়, কেজানে কোথায়
নদী বহে কলকল্ !

২

নাহি অন্তরব, অতি স্তব্ধ সব,
ঝিল্লীরা না দেয় সাড়া !
নিশাচর প্রাণী পরমাদ গণি
হয়নি আবাস ছাড়া !

৩

দূরে বৃক্ষ যত পিশাচের মত
করিছে কি মন্ত্র পাঠ !
কুলায় বিহগী উঠিছে চমকি—
বিকট আঁধার ঠাট !

৪

বহে অতি তীক্ষ্ণ শীতল বাতাস
শিহরিয়া ওঠে কায় !
পাখা সাপটিয়া যেতেছে পেচক—
আকাশের কাল গায় !

৫

এহেন নিশীথে কে তুমি বালিকা
একেলা রহেছ জাগি !
চেয়ে পথ পানে আকুল নয়ানে
কে আসিবে কার লাগি !
একেলা রহেছ জাগি !

৬

বসে আছে বালা, হাতে ফুলমালা,
বুঝি সাধ গেছে তার !
আসিবে এখনি, প্রাণেশ যখনি,
পরাইবে ফুল হার !

৭

সারা নিশি জাগি রহিবে কি বসি
তটিনীর কিনারায় !
বসি যার আশে, যদি সে না আসে
যদি সে ভুলিয়া যায় !

৮

"এঘোর নিশীথে, এত ক্লেশ নিতে
কভু কি আসিতে পারে ?
বুঝিবা এলনা" ভাবিছে ললনা,
"বুঝি, ভালবাসে আর কারে" !

৯

ওই বুঝি আসে, চকিত তরাসে
বালিকা চমকি চায় !
হৃদয় হতাশে, বালা মৃদু ভাষে
"বুঝিবা এলনা হায় !"

১০

নিবিড় আঁধার ছেয়ে চারিধার
আঁধার গগণ তল !
শব্দ শুনা যায় কেজানে কোথায়
নদী বহে কলকল্ !

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ॥